উপাসক-সম্প্রদায়।

৺অক্ষয়কুমার দত্ত প্রণীত।

প্রকাশক
শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।
বসুমতী-কার্য্যালয়।

কলিকাতা,
১১৫।৪ নং গ্রে ষ্ট্রীট, "বসুমতী ইলেক্‌ট্রিক মেসিন যন্ত্রে"
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

১৩১৮

[মূল্য ২৲ দুই টাকা।

স্মচী।

[প্র]স্তাব।	পৃষ্ঠা।
[উপ]ক্রমণিকা	
[বর্ত্ত]মান সম্প্রদায়-বিবরণ	১১৩
[বৈষ্ণ]ব-সম্প্রদায়	১১৪
[রা]মানুজ-সম্প্রদায়	১১৬
[রা]মানন্দী অর্থাৎ রামাৎ	১২৬
[কব]ীরপন্থী	১৩৮
[খা]কী	১৫৪
[মল]ুকদাসী	১৫৫
[দাদ]ূপন্থী	১৫৭
[রয়]দাসী (রৈদাসী)	১৬৮
[সে]নপন্থী	১৭২
[রা]মসনেহী	১৭৩
" ধর্ম্মযাজক	১৭৫
" দীক্ষা	১৭৭
" উপাসনা	
" উৎসব	৯
" রামসনেহীদিগের সম্প্রদায়িক গ্রন্থের অন্তর্গত কতিপয় পদের তাৎপর্য্যার্থ	[illegible]
[মা]ধ্বাচারী	১৮৩
[ব]ল্লভাচারী	১৮৬
[ম]ীরাবাই	১৯৮
[স]নকাদি সম্প্রদায় অথাৎ নিমাৎ	২০[illegible]
[ব]িথল-ভক্ত	[illegible]
[চৈ]তন্য-সম্প্রদায়	[illegible]
[চৈ]তন্য-সম্প্রদায়ের শাখা	[illegible]
[স্পষ্ট]দায়ক	[illegible]

বিষয় পৃষ্ঠা।

গাভূক্ষা ২২০
মবল্লভী ... ... ২২[illegible]
হবধনী ২৩০
টল ১৩১
ডা ২৩৫
রবেশ ২৩৬
সাঁই ২৩৭
আউল ... ... "
সাধ্বিনী ... ... "
সহজী ২৩৮
খুশি-বিশ্বাসী ২৩৯
[illegible]বাদী ... ... "
[illegible]রামী হজরতী, গোবরাই, পাগলনাথী, তিলকদাসী, দর্পণারায়ণী ও অতিবড়ী ২৪০
রাধাবল্লভী ৪৩
সখীভাবক ৪৫
চরণদাসী ২৪৮
হরিশ্চন্দী, সত্নপন্থী ও মাধবী ২৪৯
চুহড়পন্থী ২৫০
কুড়াপন্থী ২৫১
[illegible]গী ২৫২
নাগা ২৫৪

—

ভারতবর্ষীয়

উপাসক সম্প্রদায়।

উপক্রমণিকা।

হিন্দু-ধর্ম্মের মূলানুসন্ধান করিতে হইলে ভারতবর্ষ হইতে বহির্গত হইয়া দেশান্তরে বিচরণ করিতে হয়। হিন্দুরা ভারতভূমির আদিম নিবাসী ছিলেন না; দেশান্তর হইতে আগমন করিয়া এ স্থানে অবস্থিত হইয়াছেন।

লাটিন ও গ্রীক, কেল্‌টিক ও টিউটোনিক, লেটিক ও স্লেবোনিক, * হিন্দু ও পারসীক ইত্যাদি বিভিন্ন-বংশীয় বিভিন্ন জাতি একটি মূল-জাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এই পরম মনোহর মহত্তম তত্ত্বটি ইয়ুরোপীয়দিগের শব্দবিদ্যানুশীলনের, বিশেষতঃ সংস্কৃত-চর্চ্চার সুধাময় ফল। † যত দিন সংস্কৃত-শাস্ত্র তাঁহাদের কর-স্পর্শ করিতে সমর্থ হয়

---

* লাটিন, গ্রীক, কেল্‌টিক, টিউটোনিক, লেটিক, স্লেবোনিক এই কয়েক বংশ হইতে ইংরেজ, ফরাসী, জর্ম্মন্ ও ইটালীয় প্রভৃতি ইয়ুরোপস্থ প্রায় সমস্ত সভ্যজাতি উৎপন্ন হইয়াছে।

† এই সমস্ত ভিন্ন জাতি যে একটি অভিন্ন মূল-জাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, শব্দবিদ্যার অনুশীলন দ্বারা ইহা কিরূপে নিরূপিত হয়, তাহা জানিবার নিমিত্ত সকলেরই কৌতূহল উপস্থিত হইতে পারে। কিন্তু এ প্রস্তাবে সে বিষয়ের সবিস্তর বিবরণ করা সম্ভব ও সঙ্গত নহে; অতএব কিঞ্চিৎ আভাস-মাত্র দেওয়া যাইতেছে।

এই সকল ভিন্ন-ভিন্ন জাতির ভাষায় কতকগুলি শব্দের এরূপ সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় যে, এককালে উহারা সকলেই এক ভাষী ও এক-জাতি না থাকিলে কোন ক্রমেই সেরূপ ঘটিতে পারে না। ঐ সৌসাদৃশ্য যে [illegible] [illegible] একটি উদাহরণ প্রদর্শন করা যাইতেছে। যথা—

নাই, তত দিন ঐ শব্দবিদ্যার অবয়ব-সংস্থানমাত্রও সুসম্পন্ন হ

সংস্কৃত	আবস্তিক *	পারসীক	গ্রীক	লাটিন	জর্ম্মন্	ইংরেজী	চলিত বাঙ্গলা।
মাতৃ	"	মাদর্	মাটর্	মাটর্	মুতের্	মদর্	মা
পিতৃ	পৈতর	পদর্	পাটর্	পাটর্	ফাতের্	ফাদর্	"
ভ্রাতৃ	ব্রাতর	ব্রাদর্	ফ্রাটি আ	ফ্রাটর্	ব্রুদের্	ব্রদর্	ভাই
দুহিতৃ	দুঘ্ধর্	দোখ্তর্	থুগাটর	"	টখ্তের্	ডটর	"
স্বসৃ	"	"	"	সসর্। সরর	সবেস্তের	সিস্টর্	" †
				সর্ব্বনাম।			
অহম্ প্রথমা-	অজেম্	মা (বহুবচন)	"	"	"	আই	আমি
বিভক্তিত্বম্ নিষ্পন্ন	তুম্	তু	স্থ	টু	"	দৌ। ইউ	তুমি। তুই।
				সংখ্যা।			
দ্বি	দব	দো	ডুও	ডুও	"	টু	দুই
ত্রি। ত্রয়স্। তিস্রঃ (স্ত্রীলিঙ্গ)	তিসরো (স্ত্রীলিঙ্গ)"		ট্রাইস্	ট্রেস্	ড্রাই	থ্রি	তিন
চতুর্। চত্বারঃ	চথ্বারো	চার্।	চাহার্"	কাট্অর	"	"	চার
পঞ্চম্	পঞ্চন্	পঞ্জ্	পেন্টি	"	"	"	পাঁচ
ষষ্	খস্বস্	শশ্	হেক্স্	সেক্স	সেখ্স্	সিক্স্	ছয়
সপ্তন্	হপ্তন্	হফ্ত্	হেপ্টা	সেপ্টেন্	সেপ্ত	সেবেন্	সাত্
অষ্টন্	অস্তন্	হস্তন্	অক্টো	অক্টো	আখ্ত	এইট্	আট
নবন্	নবন্	নোহ্	হেনিয়া	নবেম্	নয়িন্	নাইন্	নয়

* প্রাচীন পারসীক ভাষা-বিশেষ। পশ্চাৎ সবিশেষ লিখিত হইবে। † চলিত বাঙ্গালায় স্বসৃ শব্দ নাই, কিন্তু মাসী ও পিসী শব্দ মাতৃস্বসৃ শব্দেরই রূপান্তর

াই। ঐ পূর্ব্বকালীন অতুল্য ভাষা তদীয় করস্থ হইবামাত্র

কাল সহকারে এক ভাষার অন্তর্গত শব্দ-বিশেষ অন্য ভাষায় প্রবিষ্ট হইতে র, কিন্তু পিতা, মাতা, ভ্রাতা, দুহিতা প্রভৃতি স্বসম্পর্কি-বাচক, আমি তুমি ৃতি সর্ব্বনাম এবং এক, দুই, তিন প্রভৃতি সংখ্যা-বাচক শব্দগুলি সেরূপ য়া সম্ভব নহে। মনুষ্যেরা প্রথম অবস্থায় বাক্‌শক্তিশূন্যই থাকুন আর নাই ুন, তাঁহাদের যে সময়ে প্রথম বাক্যস্ফুট হয়, সে সময়ে পিতা, মাতা, তা, দুহিতা প্রভৃতি স্বসম্পর্কীয় জনকে সম্ভাষণ করা অনতিবিলম্বেই আব হইয়া থাকে, তাহার সন্দেহ নাই। অতএব এক জাতীয় লোকের অন্ত-তির ভাষা হইতে ঐ সমস্ত শব্দ শিক্ষা করিবার নিমিত্ত অপেক্ষা করিয়া কা কোন মতেই সম্ভাবিত নহে। সর্ব্বনাম ও সঙ্খ্যাবাচক শব্দের বিষয়েও রূপ জানিতে হইবে।

ঐ সমস্ত শব্দ ব্যতিরেকে ব্যাকরণ-ঘটিত প্রত্যয়াদিরও সমধিক ঐক্য খিতে পাওয়া যায়। এ স্থলে সে বিষয়ের সবিশেষ বর্ণন করা সঙ্গত নহে, কারণ পাঠক-বর্গকে অতি সঙ্ক্ষেপে তাহার একটু আভাসমাত্র দেওয়া তেছে। সংস্কৃত ভাষায় দান ও অস্তিত্ব বুঝিতে দা ও অস্ নামে দুইটি ু ব্যবহৃত হয়, পশ্চাৎ তাহার কয়েকটি রূপ লিখিত হইতেছে।

ৃত	আবস্তিক	পারসীক	গ্রীক	লাটিন।
ামি	দধামি	দেহম্	ডিডোমি	ডো
াসি	দধাহি	দেহ্	ডিডোস্	ডাস
াতি	দধৈতি	দেহদ্	ডিডোটি	ডাট্
স্মি	অহ্মি	হস্তম্। অস্তম্	এস্মি	সম্
স	অহি	হস্তি। অস্তি	এস সি। আইস্	এস্
স্তি	অশ্তি	হস্ত্। অস্ত্	এস্টি	এসট্

যে সমস্ত ভাষা একটি মূল ভাষা হইতে উৎপন্ন না হইয়াছে, সে সমুদায়ের ূপ বৈয়াকরণিক সাদৃশ্য ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। অতএব যে সকল জাতির ষায় ঐরূপ ব্যাকরণ-ঘটিত প্রত্যয়ের ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়, সেই স্ত জাতি একটি মূল-জাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা অবশ্যই স্বীকার রিতে হইবে।

যাঁহারা এ বিষয়ের সবিশেষ বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা opp's Comparative Grammar, Lectures on the Science of

ঐ অদ্ভুত বিদ্যার অনুপম মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া দিল এবং অনতিবিলম্বেই উল্লিখিত গুরুতর তত্ত্বটি সুসিদ্ধ করিয়া তুলিল। ঐটি অবধারিত হওয়াতে পূর্ব্বোক্ত আদিম জাতির অর্থাৎ আর্য্য-কুলের পুরাবৃত্তের প্রথম পরিচ্ছেদ প্রকটিত হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। * ঐ আদিম জাতি অবনী-

Language by Max Muller 1st. and 2nd. series, Prichard's Physical History of mankind, ইত্যাদি ইংরেজী গ্রন্থ দেখিবেন।

* আর্য্য শব্দের ইতিবৃত্ত-বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ যাহা লিখিত হইতেছে, তাহা পাঠ করিয়া দেখিলে ঐ আদিম জাতি আর্য্য অথবা তদনুরূপ সংজ্ঞায় প্রসিদ্ধ ছিল বলিয়া অনুভূত হয়।

হিন্দুদিগের নব্যতর গ্রন্থানুসারে আর্য্যশব্দের অর্থ বিশিষ্ট,মান্য ও সৎকুলোদ্ভব। বেদসংহিতায় হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী লোকমাত্রেই আর্য্য বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে।

বিজানীহ্যার্য্যান্ যে চ দস্যবো বর্হিষ্মতে রন্ধয়া শাসদব্রতান্।
শাকী ভব যজমানস্য চোদিতা বিশ্বেত্তাতে সধমাদেষু চাকন॥

ঋগ্বেদসংহিতা ১ম, ৫১সূ, ৮ ঋক্।

ইন্দ্র। তুমি আর্য্যবর্গকে এবং দস্যুদিগকে বিশেষরূপে অবগত হও। ঐ ব্রতবিরোধীদিগকে নিগ্রহ করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠাতা যজমানের অধীন কর। তুমি শক্তিশালী, অতএব যজমানের প্রযোজক হও। আমি প্রমোদকর যজ্ঞ সমুদায়ে তোমার ঐ সমুদায় কর্ম্মের বিষয় কীর্ত্তন করিতে অভিলাষ করি।

এইরূপ ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ১০৩ সূক্তের ৩ ঋক্ ও ১১০ সূক্তের ২১ ঋক্, দ্বিতীয় ম, ১১সূ ১৯ ঋক, সপ্তম ম, ৩৩ সূ, ৩ ঋক্ ইত্যাদি অনেক ঋকে আর্য্য ও দস্যু বা দাসগণের পরস্পর বিরুদ্ধ-স্বভাব ও বিরুদ্ধ-জাতিত্ব সূচিত হইয়াছে। ঐ দুই শব্দ যেরূপ স্থলে যেরূপ অর্থে লিখিত হইয়াছে, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিলে আর্য্য শব্দ সমগ্র হিন্দুজাতিপ্রতিপাদকই বোধ হয়

অথর্ব্ববেদ-সংহিতায় সমগ্র লোক শূদ্র ও আর্য্য এই দুই বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছে।

তয়াহং সর্ব্বং পশ্যামি যশ্চ শূদ্র উতার্য্যঃ।

অথর্ব্ববেদসংহিতা ৪ কাণ্ড। ১২০।৪।

প্রিয়ং মা কৃণু দেবেষু প্রিয়ং রাজসু মা কৃণু।
প্রিয়ং সর্ব্বস্য পশ্যত উত শূদ্র উতার্য্যে॥

অথর্ব্ববেদসংহিতা ১৯কাণ্ড।৬২।১।

গুলের কোন্ অংশে অবস্থিত ছিল, ইহা জানিবার নিমিত্ত কৌতূহল-শিখা অবিলম্বেই উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে, তাহার সন্দেহ নাই।

শতপথ ব্রাহ্মণে ও কাত্যায়ন-প্রণীত শ্রৌতসূত্রে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই বর্ণত্রয়েরই আর্য্য বলিয়া পরিচয় পাওয়া যায়।

শূদ্রার্য্যৌ চর্ম্মণি পরিমণ্ডলে ব্যযচ্ছেতে।

(১৩ অ, ৩ ক, ৭ সূ।)

এই কাত্যায়নকৃত সূত্রের অর্থে ভাষ্যকার লেখেন,—

শূদ্রশ্চতুর্থো বর্ণঃ আর্য্যস্ত্রৈবর্ণিকঃ।

আর্য্য শব্দের অর্থ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণ; চতুর্থ বর্ণের নাম শূদ্র। বোধ হয়, শূদ্রবর্ণ আর্য্যবংশীয় নহে; আর্য্যেরা ভারতবর্ষে আসিয়া শূদ্রনামক অনার্য্য-জাতি-বিশেষকে আপনাদের সমাজ-ভুক্ত করিয়া লন।

মনুসংহিতায় হিন্দুদিগের আবাসভূমি আর্য্যাবর্ত্ত বলিয়া উল্লিখিত আছে।

আসমুদ্রাত্তু বৈ পূর্ব্বদাসমুদ্রাত্তু পশ্চিমাৎ।
তয়োরেবান্তরং গির্য্যোরার্য্যাবর্ত্তং বিদুর্বুধাঃ॥

মনু, ২য় অ।

উত্তরে হিমালয় ও দক্ষিণে বিন্ধ্যাচল এবং পূর্ব্বে পূর্ব্বসমুদ্র ও পশ্চিমে পশ্চিমসমুদ্র, এই চতুঃসীমাবদ্ধ ভূভাগের নাম পণ্ডিতেরা আর্য্যাবর্ত্ত বলিয়া জানেন।

এই বচন-রচনার সময়ে আর্য্য শব্দ হিন্দুদিগের জাতি-গত সাধারণ নাম ছিল বলিতে হইবে।

আর্য্যাবর্ত্ত আর্য্যদিগের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ,ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণের নিবাস-ভূমি ছিল, ইহা মনুসংহিতায় সুস্পষ্ট প্রকটিত আছে, সুতরাং আর্য্যাবর্ত্ত শব্দের অন্তর্ভূত আর্য্য শব্দ ঐ সমগ্র বর্ণ-ত্রয়প্রতিপাদক বলিতে হইবে।

এতান্ দ্বিজাতয়ো দেশান্ সংশ্রয়েরন্ প্রযত্নতঃ।
শূদ্রস্তু যস্মিন্ কস্মিন্ বা নিবসেৎ বৃত্তিকর্শিতঃ॥

মনু, ২য় অ।

দ্বিজাতি অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যেরা এই সকল দেশে বসতি করিবেন, শূদ্রেরা ব্যবসায় অনুরোধে যথা তথা বাস করিতে পারে।

মনুসংহিতায় আর্য্য অনার্য্য এই উভয় কুলের পরস্পর বিভিন্নতা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে।

মনুষ্যেরা প্রথমে আসিয়াখণ্ডেরই অধিবাসী ছিলেন,* এইরূপ একটি

জাতো নার্য্যামনার্য্যায়ামার্য্যাদার্য্যো ভবেদ্গুণৈঃ।
জাতোঽপ্যনার্য্যাদার্য্যায়ামনার্য্য ইতি নিশ্চয়ঃ॥

মনু, ১০ অ, ৬৭ শ্লোক।

আর্য্য পুরুষের ঔরসে ও অনার্য্যা নারীর গর্ভে যে সন্তান জন্মে, সে সন্তান শাস্ত্রোক্ত-গুণযুক্ত হইলে আর্য্যত্ব প্রাপ্ত হয়। আর অনার্য্য পুরুষের ঔরসে আর্য্যা স্ত্রীর গর্ভে যে পুত্র জন্মে, সে নিশ্চয়ই অনার্য্য।

অনার্য্যমার্য্যকর্ম্মাণমার্য্যং চানার্য্যকর্ম্মিণম্।
সংপ্রধার্য্যাব্রবীদ্ধাতা ন সমৌ নাসমাবিতি॥

মনু, ১০ অ, ৭৩ শ্লোক।

যে অনার্য্য ব্যক্তি আর্য্যজাতির এবং যে আর্য্য ব্যক্তি অনার্য্য জাতির কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, বিধাতা বিচার করিয়া সেই উভয়কে না সমান না অসমান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

শ্রীমান্ কুল্লূক ভট্ট এই শেষোক্ত দুই শ্লোকের মধ্যে প্রথম শ্লোকের আর্য্য শব্দ ব্রাহ্মণবাচক ও অনার্য্য শব্দ শূদ্রবাচক এবং দ্বিতীয় শ্লোকের অনার্য্য শব্দ শূদ্রবাচক ও আর্য্যশব্দ দ্বিজাতি অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যবাচক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

অমরকোষেও লিখিত আছে, বিন্ধ্য ও হিমালয় পর্ব্বতের মধ্যগত দেশ আর্য্যাবর্ত্ত অর্থাৎ আর্য্যদিগের স্থান ছিল।

আর্য্যাবর্ত্তঃ পুণ্যভূমির্মধ্যং বিন্ধ্যহিমাগয়োঃ।

অর্য্য শব্দের অর্থ বৈশ্য, সুতরাং এক কালে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ভিন্ন ভারতবর্ষের সমস্ত আর্য্যবংশীয়েরাই অর্থাৎ আর্য্য-কুলোৎপন্ন অধিকাংশ লোকেই অর্য্যনাম ধারণ করিত। হয় ত অর্য্য শব্দ হইতেই আর্য্য শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। কৃষিকার্য্য বৈশ্যদিগের একটি প্রধান বৃত্তি। লাটিন, গ্রীক, এঙ্গলো-সেক্সন্, ইংরেজী, রুস, আয়রিশ, কর্ণিশ, ওয়েল্স, প্রাচীন 'নর্স', লিথু-এনিয়ক প্রভৃতি অনেক ইয়ুরোপীয় ভাষায় হল ও কৃষি-বাচক কতকগুলি শব্দ আছে, তাহা অর্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন বলিয়া অবধারিত হইয়াছে। ঐ অর্ ধাতুর অর্থ ভূমিকর্ষণ। ইহাতে বোধ হয়, আর্য্যেরা একত্র সংসৃষ্ট থাকিতে কৃষিকার্য্য করিতেন এবং তদনুসারে তাঁহারা অর্য্য বা আর্য্য বা তদনুরূপ অন্য নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যদিও সংস্কৃত ভাষায় অবিকল অর্ ধাতু

জনপ্রবাদ সর্ব্বত্র প্রচলিত আছে। ঐ খণ্ডের মধ্যস্থল মানব-কুলের সূতিগৃহ-স্বরূপ। কালে ঐ স্থান হইতে লোক পুঞ্জ বিনির্গত ও চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া বহু-বিস্তৃত ভূখণ্ড সমুদায় অধিকার করিয়াছে। চীন-জাতীয়েরা ঐ স্থলেরই আদিম নিবাসী, এই অনুমান কোন মতেই অযুক্ত নহে এবং চীন-রাজ্যের ইতিবৃত্ত ঐ স্থল-বহির্ভূত দুর্ব্বিজয় বর্ব্বরদিগের অসকৃৎ আক্রমণাদির বৃত্তান্ত বৈ অর কিছুই নয়। অপেক্ষাকৃত ইদানীন্তন সময়ে হূণাদি ভীষণ মূর্ত্তি, প্রচণ্ডতর, বর্ব্বর-দল সকল ঐ স্থল হইতে বহির্গত হইয়া পশ্চিমাভিমুখে প্রধাবন পূর্ব্বক সম্মুখস্থ সমস্ত দেশে ত্রাস ও সঙ্কট বিস্তৃত করিয়াছে এবং জগদ্বিখ্যাত

বিদ্যমান নাই, (ক) কিন্তু অন্য অন্য অধিকাংশ আর্য্য ভাষার ঐ সমস্ত কৃষি ও হলবাচক শব্দের পর্য্যালোচনা দ্বারা ঐ ধাতুটি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

পারসীকদিগের অবস্তা নামক প্রাচীন শাস্ত্রে ঐর্য্য শব্দ শ্রদ্ধাস্পদ ও লোক-সাধারণ এই দুই অর্থে প্রয়োজিত আছে। পারসীকদিগের আদিম স্থানের নাম ঐর্য্যনম্‌বেজো অর্থাৎ আর্য্যবীজ। তাঁহারা ঐ মূল-স্থান হইতে ক্রমশঃ দক্ষিণে ও পশ্চিমে গিয়া অধিবাস করেন, তাঁহারা যে যে দেশ অধিকার করেন, অবস্তায় তাহা ঐর্য্যা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। গ্রীক গ্রন্থকার ষ্ট্রাবো ঐ সমস্ত জনপদ ও তাহার সমীপবর্ত্তী আর কতকগুলি স্থানকে একত্র আরিয়ানা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। হিরোডোটস (VII, 62) মীড দেশীয়-দিগকে আরিয়াই এবং তাঁহার পূর্ব্বে হেলেনিকস পারসীক দেশকে আরিয়া বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

কীলরূপা শিল্পলিপিতে পারসীক সম্রাট্ দরায়ুবের নামের সহিত অরিয় ও অরিয়চিত্র (অর্থাৎ আর্য্য ও আর্য্যবংশীয়) এই দুই বিশেষণ সংযোজিত আছে। পুরাকালীন পারসীকদিগের প্রধান দেবতার নাম অহুরমজদ্ ছিল। তিনি অন্য এক শিল্পলিপিতে আর্য্যদিগের দেবতা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। পারসীক দেশের অধুনাতন নাম ইরান্, ঐ অরিয় শব্দেরই বিকৃতি বোধ হয়। কতকগুলি শিল্পলিপিতে দেখিতে পাওয়া যায়, ঐ রাজ্যের পারসীক ভূপতিরা অনেকে আপনাদিগকে ইরান্ বা অনিরান্ অর্থাৎ আর্য্য বা অনার্য্য উভয়জাতীয় লোকদিগের অধীশ্বর বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। পূর্ব্বতন পারসীকদিগের

(ক) সংস্কৃত ভাষায় ঋধাতু আছে, তাহা হইতে অর্য্য ও আর্য্য উভয় শব্দই নিষ্পন্ন হইতে পারে।

সুসমৃদ্ধ রোমক-রাজ্য আক্রমণ ও অধিকার করিয়া তৎকালীন সুখ, সমৃদ্ধি, বিদ্যা, গৌরব সমস্তই ভ্রষ্ট ও বিনষ্ট করিয়াছে। নর-কুলের কালান্তক-স্বরূপ তৈমুর ও জঙ্গিজ খাঁ পঙ্গপাল তুল্য স্বদল সমভিব্যাহারে ঐ স্থল হইতেই নির্গত হইয়া নর-কণ্ঠ-বিনিঃসৃত শোণিত-তরঙ্গে চতুর্দ্দিক্ পরিপ্লুত করিয়াছে এবং অবশেষে অধিকৃত দেশ ও প্রদেশস্থ লোকেরা বিদ্যা, বুদ্ধি ও সভ্যতা-গুণে আপনাদিগের জাঙ্গলিকতা ও বর্ব্বরতা-ভাব পরিহার পূর্ব্বক ধীমান্ ও সভ্যতাবান্ হইয়া উঠিয়াছে। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, অতিপূর্ব্বে উল্লিখিত আর্য্যবংশীয়েরাও ঐ স্থলেরই একাংশের অধিবাসী ছিলেন। বোধ হয়, তাঁহারা উহার অন্তর্গত বেলুর্তাগ ও মুস্তাগ পর্ব্বতের পশ্চিমপার্শ্বস্থ উচ্চতর ভূমিতেই

অনেকানেক নাম অরিয়-শব্দ-সংশ্লিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। মহারাজ দরায়ুযের প্রপিতামহের নাম অরিয়া রাম (ক)।

আর্মানি ভাষায় অরিশব্দের অর্থ ইরানি ও সাহসিক। ককেসস পর্ব্বতের উপত্যকায় কতকগুলি আর্য্য-বংশীয় লোক বাস করে, তাহাদের জাতীয় নাম আয়রন্।

পশ্চাৎ দৃষ্ট হইবে, আর্য্যবংশীয়েরা প্রথমে আসিয়াখণ্ডের মধ্যস্থলে বাস করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে কতকগুলি খোরাসান্ ও কসদেশ দিয়া কৃষ্ণসাগরের উপকূলে ও থেস্ দেশে গমন করা সম্ভব ও সঙ্গত বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। ঐ থ্রেসের প্রাচীন নাম আরিয়া।

আয়র্লণ্ড দ্বীপস্থ কেল্ট-জাতীয়েরা আর্য্য-বংশীয়দিগেরই একটি প্রাচীন শাখাবিশেষ। উহাদের প্রাচীন নাম এর অথবা এরি। উহারা প্রাচীন নর্স (খ) ভাষায় ঈরার্ এবং এঙ্গলোসেক্সন্ ভাষায় ইরা বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। আয়র্লণ্ডের পূর্ব্বতন নাম ঈরিউ। অতএব আর্য্যদিগের আর্য্যনামের একটি পুরাতন রূপ আয়র্লণ্ড দ্বীপের প্রসিদ্ধ নামে লক্ষিত হইতেছে, এ কথা অসম্ভব নহে।

(ক) হিরোডোটস্ প্রভৃতি গ্রীক গ্রন্থকারেরা এইরূপ 'অরিয়া'-ভাগ-বিশিষ্ট অনেকানেক পারসীক নাম উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

(খ) সুইডেন, নারোয়ে, ডেন্মার্ক ও আইসলণ্ড দ্বীপের প্রাচীন ভাষার নাম নর্স।

অবস্থিতি করিতেন। * যেমন একান্ন ভুক্ত পরিজন-সমূহ কালক্রমে পৃথগন্ন হইয়া নানা পরিবারে বিভক্ত হইয়া পড়ে, সেইরূপ ঐ আদিম জাতীয়েরা আবাস-ভূমি পরিত্যাগ পূর্ব্বক নানা স্থানে প্রস্থান করিয়া ভিন্ন ভিন্ন নানা জাতি হইয়া উঠিয়াছেন। কতকগুলি পশ্চিম ও পশ্চিমোত্তরাভিমুখে যাত্রা করিয়া আসিয়া-খণ্ডের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবস্থিতি করেন; অবশিষ্ট কতকগুলি দক্ষিণাভিমুখে আগমন পূর্ব্বক পারস্যে ও ভারতবর্ষমধ্যে প্রবিষ্ট ও

ভারতবর্ষ হইতে আয়র্লণ্ড পর্য্যন্ত আর্য্যবংশীয় নানা জাতির ও তদীয় আবাসভূমির সংজ্ঞার বিষয় যাহা সঙ্ক্ষেপে সঙ্কলিত হইল, তাহা পাঠ করিলে আর্য্যবংশীয়েরা আর্য্য অথবা তদনুরূপ কোন নামে পরিচিত ছিলেন বলিয়া প্রতীতি জন্মে।—Lectures on the Science of Language by Max Muller, 1st series, Lecture VI. Commentaire sure le yacna par E. Burnouf Tome, 1. p. 460—462. idid Notes et eclaircissements. p. lxi দেখ।

* যে যে কারণে এ বিষয়টি অনুমান-সিদ্ধ বোধ হয়, তাহার মধ্যে স্থূল স্থূল কয়েকটি কারণ এ স্থলে সংক্ষেপে সঙ্কলিত হইতেছে।

প্রথমতঃ।—আসিয়াখণ্ডের লোকে ইয়ুরোপখণ্ডে গিয়া অধিবাস করে, এই প্রবাদটি সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ আছে।

দ্বিতীয়তঃ।—গ্রীক্ ও রোমকেরা পূর্ব্বোত্তর অঞ্চল হইতে গমন করিয়া গ্রীসে ও ইটালী দেশে অধিবাস করেন, এই বিষয়টি ইতিহাসবেত্তারা প্রায় অনুমান করিয়া থাকেন। Prichard's Researches into physical History of mankind. Third edition Vol. III. p. 51, 390, 400. 403. &c. and Vol. IV, p. 603.

তৃতীয়তঃ।—হিন্দুদিগের প্রাচীনতম শাস্ত্র অর্থাৎ বেদসংহিতাপাঠে প্রতীয়মান হয়, তাঁহারা ভারতবর্ষমধ্যে সর্ব্বাগ্রে পশ্চিমোত্তর ভাগে অর্থাৎ পঞ্জাব প্রদেশে অবস্থিত হন, অনন্তর উত্তরোত্তর পূর্ব্বে ও দক্ষিণ ভাগে আসিয়া অধিবাস করেন। পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইবে, বেদ-সংহিতায় দক্ষিণাপথের কোন স্থানের উল্লেখ নাই; কিন্তু হিমালয়ের ও হিমালয়ের উত্তরদিকের সুস্পষ্ট প্রসঙ্গ প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব তাঁহাদের ভারতবর্ষের উত্তরদিক্ হইতেই আসা সম্ভব বোধ হয়।

উপনিবিষ্ট হন। ঐ ভারতবর্ষ নিবাসী আর্য্য-বংশীয়েরা হিন্দু বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। আর্য্য বংশীয়দিগের আদিম আর্য্য-ভাষা যেমন বিভিন্ন দেশে বিভিন্নরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া গ্রীক ও লাটিন, কেল্‌টিক ও টিউটোনিক, সংস্কৃত ও পারসীক প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার

চতুর্থতঃ।— হিন্দুরা হিমালয়ের উত্তরাংশকেই চিরকাল সমধিক পবিত্র ও লোকাতীত মহিমান্বিত বলিয়া বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছেন। ঐ দিকেই তাঁহাদের দেবনিবাস সুমেরু-পর্ব্বত। ঐ দিকেই তাঁহাদের স্বর্গারোহণের প্রশস্ত পথ। ঐ দিকেই তাঁহাদের কৈলাসাদি দেব-ভূমি ও সর্ব্বপ্রধান তপস্যা-স্থল।

পঞ্চমতঃ।—কৌষীতকী ব্রাহ্মণে এক স্থলে লিখিত আছে, পণ্ডিতেরা ভাষা-শিক্ষার্থ উত্তরপ্রদেশে গমন করিতেন। ঐ বিষয়টি এ স্থলে উদ্ধৃত হইতেছে।

পথ্যাস্বস্তিরুদীচীং দিশং প্রাজানাদ্বাগ্বৈ পথ্যাস্বস্তিস্তস্মাদ্
উদীচ্যাং দিশি প্রজ্ঞাততরা বাগুদ্যতে। উদঞ্চ উ
এব যন্তি বাচং শিক্ষিতুম্। যো বা তত আগচ্ছতি তস্য বা
শুশ্রূষন্তে ইতি স্মাহ। এষা হি বাচো দিক্ প্রজ্ঞাতা।

কৌষীতকীব্রাহ্মণ ৭। ৬।

পথ্যাস্বস্তি উত্তরদিকের বিষয় পরিজ্ঞাত ছিলেন। বাণীই পথ্যাস্বস্তি। এই হেতু উত্তরদিকেই বাক্য অধিকতর বিজ্ঞাত বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। লোকেও উত্তরদিকেই ভাষা-শিক্ষার্থ গমন করে। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, যে ব্যক্তি ঐ দিক্ হইতে আগমন করেন, লোক তাঁহারই উপদেশ শ্রবণ করিতে অভিলাষী হয়। কারণ, লোকে কহে, উহা বাক্যের দিক্ বলিয়া বিদিত আছে।

যদিও টীকাকারেরা এই বচনোক্ত "উদীচী" শব্দ কাশ্মীর ও বদরিকাশ্রম-প্রতিপাদক বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, কিন্তু উহার অধিকতর উত্তরদেশ-বাচক হওয়াও সম্ভব। যাস্ক একটি অতীব প্রাচীন ঋষি; তিনি নিরুক্তের মধ্যে এক স্থলে লিখিয়াছেন, "শবতির্গতি-কর্ম্মা কম্বোজেষ্বেব ভাষ্যতে" (২অ। ২।) অর্থাৎ কাম্বোজ দেশে শবতি-ক্রিয়া গত্যর্থে প্রচলিত আছে। মহাভারতের অর্জ্জুন-দিগ্বিজয়-বর্ণন, রাজতরঙ্গিণীর ললিতাদিত্য-জয়যাত্রাবর্ণন ও অন্য অন্য অনেক সংস্কৃত গ্রন্থের মধ্যে কাম্বোজ দেশ যে স্থলে অবস্থিত বলিয়া উল্লিখিত আছে, তাহা পাঠ করিলে ঐ দেশ অধুনাতন বোখারা প্রদেশের সমীপস্থ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। অতএব যাস্ক ঋষির সময়েও অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত ইদানীন্তন

ভাষায় পরিণত হইয়াছে, আদিম আর্য্যধর্ম্মও সেইরূপ ক্রমে ক্রমে পরিবর্ত্তিত ও রূপান্তরিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছে। ঐ আদিম ধর্ম্মই ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া গ্রীসে গ্রীক, রোমকে রামক, জর্ম্মনীতে জর্ম্মন্, পারসীকে পারসীক এবং হিন্দুদিগের দেশে হিন্দু-ধর্ম্মরূপে পরিণত হয়। ঐ আদিম ধর্ম্মই হিন্দুধর্ম্মের মূলস্বরূপ। হিন্দুধর্ম্মের মূলানুসন্ধান করিতে হইলে ঐ আদিম ধর্ম্মের অবস্থা অবধারণ করা নিতান্ত আবশ্যক

কালেও ভারতবর্ষের পশ্চিমোত্তর অংশে একরূপ সংস্কৃত ভাষা প্রচলিত ছিল, সুতরাং সংস্কৃতভাষী আর্য্য বংশীয় লোক তথায় অধিবাস করিত, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। বোখারা প্রদেশের বর্ত্তমান ভাষাও সংস্কৃত ও পার-সীক ভাষার সহিত সুসংবদ্ধ একটি আর্য্য ভাষা।

ষষ্ঠতঃ।—পারসীকদিগের অবস্তা-শাস্ত্রের অন্তর্গত বেন্দিদাদ্ নামক পরি-চ্ছেদের সৃষ্টিপ্রকরণে কতকগুলি দেশের বর্ণনা আছে। তাহার মধ্যে ঐর্য্যনব-য়েজো নামে একটি দেশ পারসীকদিগের আদিম আবাস বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ঐ দেশে শীতঋতু দশ মাস এবং গ্রীষ্মঋতু দুই মাস মাত্র। তাদৃশ শীত-প্রধান স্থান অধিকতর উত্তরদেশ ভিন্ন অন্য দেশ হওয়া সম্ভব নয়। অতএব তাঁহারাও হিন্দুদিগের ন্যায় কোন হিমপ্রধান উত্তরপ্রদেশ হইতে আগমন করিয়াছিলেন, ইহা সর্ব্বতোভাবেই সম্ভাবিত। হিন্দু ও পারসীক উভয়জাতীয় ধর্ম্মশাস্ত্র যতই পর্য্যালোচনা করা যায়, উল্লিখিতরূপ বহুতর কারণ দৃষ্টে ঐ কথাটি ততই যুক্তিসিদ্ধ বোধ হইতে থাকে।

সপ্তমতঃ।—আর্য্য-বংশীয় ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভাষায় কেবল শীত ও বসন্ত ঋতুর সুসদৃশ নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়; অন্য ঋতুর সেরূপ সদৃশ নাম পাওয়া যায় না। ইহাতে বোধ হয়, তাঁহাদের আদিম নিবাস শীতপ্রধান দেশেরই অন্তর্গত ছিল।— Modern Investigations on Ancient India, by, A. Weber translated from the German. 1857. P 9.

ইয়ুরোপীয় আর্য্যবংশীয়েরা আসিয়াখণ্ড হইতে প্রস্থান করিয়া ইয়ুরোপ-খণ্ডের নানা স্থানে অধিবাস করেন এবং পারসীক ও ভারতবর্ষীয় আর্য্যেরা উত্তরপ্রদেশ হইতে আসিয়া পারস্যানে ও ভারতবর্ষে উপনিবেশ করেন, এই দুইটি বিষয় অনুধাবন করিয়া দেখিলে আর্য্য-কুলের আদিম নিবাস আসিয়া-খণ্ডের মধ্যস্থল ভিন্ন অন্যত্র হওয়া সম্ভব নহে। ঐ স্থান বেলুর্তাগ

মানব-জাতির বুদ্ধি-বিদ্যা যখন যেরূপ অবস্থাপন্ন হয়, তাহাদের জাতীয় ধর্ম্মও প্রায় তদনুরূপ অবস্থায় অবস্থিত হইয়া থাকে। সভ্য ও অসভ্য জাতিদিগকে সতত এক ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে দেখা যায় বটে, কিন্তু সেটি নাম মাত্র; তাহাদের ধর্ম্মজ্ঞান ও ধর্ম্মানুষ্ঠান কদাচ একরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব আদিম আর্য্যবংশীয়দিগের ধর্ম্মের অবস্থা জানিতে হইলে তাঁহাদের বুদ্ধি-বিদ্যা ও সামাজিক অবস্থার বিষয় পরিজ্ঞাত হইলে ভাল হয়। কিন্তু যাঁহাদের সংজ্ঞামাত্রও জগতে বিদিত ও প্রচারিত নাই, তাঁহাদের সবিস্তর ইতিবৃত্তলাভের সম্ভাবনা কি? তাঁহাদিগের পরিচয়প্রদানার্থ একটি হিরোডোটস্ বা থোসিডিস্ও কস্মিন্‌কালে মহীমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করেন নাই। একটি হোমর অথবা বাল্মীকিও তাঁহাদের যশোগান ও গুণকীর্ত্তন

ও মুস্তাগ পর্ব্বতের পশ্চিমাবস্থিত ও আমু নদীর প্রস্রবণ-সন্নিহিত হিমাবৃত উন্নত ভূমি বলিয়া অনুমিত হইয়াছে।

* হিন্দু-শব্দ সংস্কৃত নহে; বেদ, স্মৃতি, দর্শন ও রামায়ণাদি কোন প্রাচীন গ্রন্থে উহা দৃষ্ট হয় না। যে পুরাতন পারসীক ভাষা ইতিপূর্ব্বে আবস্তিক বলিয়া লিখিত হইয়াছে, ঐ শব্দটি সেই ভাষার অন্তর্গত। পশ্চাৎ সংস্কৃত সপ্তসিন্ধু ও আবস্তিক হপ্তহেন্দু শব্দের প্রসঙ্গ পাঠ করিলে বোধ হইবে, আবস্তিক হেন্দু শব্দ সংস্কৃত সিন্ধু শব্দেরই রূপান্তরমাত্র। পারসীক দেশের কীলরূপা শিলালিপিতে উহা হিদুস্ বলিয়া লিখিত আছে।

তন্ত্রবিশেষে হিন্দু শব্দ উল্লিখিত ও তাহার ব্যুৎপত্তি লিখিত আছে বটে, কিন্তু তাহা কেবল ঐ তন্ত্রের আধুনিকত্ব সপ্রমাণ করিয়া দিতেছে। কেবল হিন্দুশব্দ নয়, এই অনুক্ত তন্ত্র-বচনে ইংরেজ, ফিরিঙ্গী ও লণ্ডন নগরের নাম সন্নিবেশিত থাকিয়া উহার অতিমাত্র আধুনিকতার সুস্পষ্ট পরিচয় প্রদান করিতেছে।

হীনঞ্চ দূষয়ত্যেব হিন্দুরিত্যুচ্যতে প্রিয়ে।
পূর্ব্বাম্নায়ে নবশতং ষড়শীতিঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
ফিরিঙ্গিভাষয়া মন্ত্রাস্তেষাং সংসাধনাৎ কলৌ।
অধিপা মণ্ডলানাঞ্চ সংগ্রামেষ্বপরাজিতাঃ।
ইংরেজা নব ষট্‌ পঞ্চ লণ্ডজাশ্চাপি ভাবিনঃ॥

মেরুতন্ত্র, ২৩ প্রকাশ।

করণাশয়ে কদাচ অবতীর্ণ হন নাই। * তাঁহাদের সমস্ত ইতিবৃত্তই একবারে বিলুপ্ত-প্রায় হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু ধন্য শব্দবিদ্যা! ইয়ুরোপীয় শাব্দিকদিগকে শতবার ধন্যবাদ! আমরা ঐ মৃত-সঞ্জীবনী শব্দবিদ্যা-প্রভাবে ঐ অপরিজ্ঞেয়কল্প আর্য্য-বংশীয়দিগের কিছু কিছু পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছি। তাদৃশ প্রাচীন ভারতবর্ষীয় হিন্দুগণ, পারস্যানীয় পারসীকগণ ও ইয়ুরোপীয় প্রায় সমস্ত প্রধান জাতিগণের ভাষা সমুদায় যে একটি আদিম ভাষা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ও সেই আদিম ভাষা দেশ-বিশেষে রূপান্তরিত হইয়া বিভিন্ন ভাষা উৎপাদন করিয়াছে, এই অসংশয়িত বিষয়টি ইতিপূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে। ঐ সমস্ত বিভিন্ন ভাষায় যদি কতকগুলি অভিন্ন শব্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তবে ঐ সমুদায় অভিন্ন শব্দের প্রতিপাদ্য যাবতীয় পদার্থ ঐ আদিম ভাষাভাষী আর্য্যবংশীয়েরা যে অবগত ছিলেন ও সেই সমুদায়কে যথাযথ ব্যবহার করিতেন, ইহা আর কিরূপে অস্বীকার করা যায়? যখন ঐ আদিম জাতি হইতে উৎপন্ন অতিদূরবর্ত্তী বিভিন্ন জাতির মধ্যে ভ্রাতৃ, স্বসৃ, শ্বশুর, শ্বশ্রূ, দেবর, জামাতা, স্নুষা, নপ্তা, নপ্ত্রী, পিতৃব্য প্রভৃতি স্বসম্পর্কি-বাচক বিবিধ শব্দ সর্ব্বতোভাবে একরূপ অথবা অনুরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, † তখন ঐ সমস্ত সম্বন্ধ আর্য্যবংশীয়দের

---

* হিরোডোটস নামে এক প্রাচীন পণ্ডিত গ্রীক ভাষায় গ্রীক ও অন্য অন্য অনেক জাতির ইতিহাস বর্ণন করেন। যোসিফস্ নামে এক পণ্ডিত ইহুদীদিগের ইতিবৃত্ত সঙ্কলন করেন। হোমর নামে এক প্রধান কবি গ্রীক ভাষায় দুইখানি মহাকাব্য প্রস্তুত করেন; তাহাতে গ্রীকদিগের বল, বিক্রম, আচার-ব্যবহার ও ধর্ম্মাদির বৃত্তান্ত সন্নিবেশিত আছে।

† ইহার মধ্যে কয়েকটি শব্দের সাদৃশ্য ইতিপূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। সংস্কৃত পিতৃব্য; গ্রীক পাট্রোস্, লাটিন পাট্রুবস্। সংস্কৃত শ্বশুর; লাটিন সসর্ (ক) ও গ্রীক হেকুরস্। সংস্কৃত শ্বশ্রূ; লাটিন সক্রু এবং গ্রীক হেকুরা। সংস্কৃত স্নুষা; লাটিন নুরস ও গ্রীক নুয়স্। সংস্কৃত দেবর; লাটিন লেবর্ ও প্রাচীন লাটিন ডেবর্; গ্রীক ডেঅর্ এবং বাঙ্গলা দেওর। সংস্কৃত নপ্তৃ; লাটিন নেপ্ট ও বাঙ্গলা নাতি।

(ক) অনেকেই এই শব্দটি সকর্ এবং কেহ কেহ সচর্ বলিয়া উচ্চারণ করে।

উদ্বাহ-সংস্কার সংস্থাপন ও তন্নিবন্ধন গৃহব্যবস্থা ও সামাজিক অবস্থার অপেক্ষাকৃত উন্নতিসাধনপক্ষে যে সাক্ষ্য দান করিতেছে, ইহাতে আর সন্দেহ কি? যখন পরস্পর দূরবর্ত্তী বহুতর জাতির জাতীয় ভাষায় গৃহ, দ্বার, নগর ও তক্ষক অর্থাৎ সূত্রধরের নাম নিতান্ত সুসদৃশ দৃষ্ট হইয়া থাকে, * তখন ঐ সমস্ত জাতির মূলীভূত আর্য্য-বংশীয়েরা গৃহ, দ্বার, নগরাদি নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেন, ইহা কিরূপে না অঙ্গীকার করা যায়? এইরূপ হল-চালন,শস্যোৎপাদন, তন্তু-তনন, বস্ত্র-সীবন, মদিরা ও শর্করা প্রস্তুতকরণ প্রভৃতি ব্যবসায়ের একরূপ নাম এবং বস্ত্রাদি শিল্প-জাত পদার্থ ও রজত-লৌহাদিধাতু ও ধাতুনির্ম্মিত বস্তু-বিশেষের সুসদৃশ সংজ্ঞা, এক দিকে ভারতীয় মহাসাগরের সলিলাভিষিক্ত ভারতবর্ষ-প্রান্ত, অন্য দিকে হিমার্ণব পরিধৌত ইয়ুরোপ-প্রান্তের তুষারাবৃত শুভ্র ভূমি, এই উভয় সীমার মধ্য-গত সুবিস্তৃত ভূভাগের বিভিন্ন জাতির ভাষায় বিদ্যমান থাকিয়া ঐ আর্য্য-বংশীয়দিগের সুখ, স্বচ্ছন্দতা ও সামাজিক অবস্থার অপেক্ষাকৃত উন্নতি-সাধন একরূপ সপ্রমাণ করিয়া রাখিয়াছে। † সংস্কৃত, গ্রীক, লাটিন ও জর্ম্মন্ ভাষায় নৌকার নাম এরূপ

রক্ষণার্থক পা ধাতু হইতে পিতা, পরিমাণার্থক মা ধাতু হইতে মাতা এবং দোহনার্থক দুহ ধাতু হইতে দুহিতা শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। অতএব তদনুসারে এরূপ অনুমান করিতে পারা যায় যে, পিতা পরিজনের রক্ষা করিতেন; মাতা দ্রব্যজাত পরিমাণ অর্থাৎ তদ্বিষয়ের ব্যবস্থা করিয়া দিতেন এবং দুহিতা গৃহপালিত পশুগণের দুগ্ধ দোহন করিতেন।

* সংস্কৃত ধাম; গ্রীক ডমস্; লাটিন ডমস্; স্লেবোনিক Domii, কেল্‌টিক্ Daimh। সংস্কৃত পুরী; গ্রীক পলিস্। সংস্কৃত দ্বার; গ্রীক থুরা; বাঙ্গলা দুওর ও দোর্; ইংরেজী ডোর্। • সংস্কৃত তক্ষন্; গ্রীক টেক্‌টোন্।

† আদিম আর্য্যেরা কৃষি-ব্যবসায়ী ছিলেন, ইহা যে তাঁহাদের জাতীয় সংজ্ঞাতেই সূচিত রহিয়াছে, এ বিষয় পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে। সংস্কৃত ভাষায় সীত্য শব্দের অর্থ শস্য ও কর্ষিত; গ্রীক ভাষায় শস্যের নাম সিটস্। বৈদিক সংস্কৃতে শস্যক্ষেত্রের নাম অজ্র; গ্রীক আগ্রস্; লাটিন আগর। সংস্কৃত বস্ত্র; আবস্তিক বশ্ত্র; লাটিন বেস্‌টিস্; গ্রীক এস্থীস্; গথিক বস্‌টি। সংস্কৃত সীব (ক); লাটিন সুও; প্রাচীন জর্ম্মন্ সিউ; গথিক Siuja; লিথুএনিয়ক Suwu; স্লেবোনিক Shivu; ইংরেজী সু। সংস্কৃত

সুসদৃশ যে, একপ্রকার অভিন্ন বলিয়া উল্লিখিত হইতে পারে ; * সুতরাং আমাদের আদিপুরুষেরা তরণি প্রস্তুত ও পরিচালিত করিয়া হ্রদ-নদাদি উত্তীর্ণ হইতেন, ইহাও একপ্রকার নিশ্চিত বলিয়া লিখিত হইতে পারে। যখন বহু-দূরস্থ বিবিধ আর্য্য-ভাষায় চন্দ্রের নাম একরূপ দেখিতে পাওয়া যায় † এবং যখন সেই সমস্ত নাম পরিমাণার্থক মা-ধাতু হইতে সাধিত হইয়া থাকে, তখন স্বতই এরূপ অনুমান উপস্থিত হইতে পারে যে, আদিম আর্য্যবংশীয়েরা আদিনিবাস পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে চন্দ্রমণ্ডল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তদীয় গতি অনুসারে কাল-বিভাগ নিরূপণ করিতেন। বিশেষতঃ যখন ঐ সমস্ত ভাষার অন্তর্গত অনেক ভাষায় চন্দ্র ও মাসের নাম পরস্পর সদৃশ ও সুসংবদ্ধ

বে ও বপ্ (ক); লাটিন বিএও, প্রাচীন জর্ম্মন্ Wab; ইংরেজী উঈব। সংস্কৃত মধু (মদ্য), গ্রীক মেথু। সংস্কৃত শর্করা; লাটিন সাকারম্, পারসীক শকর্, ইংরেজী শুগার, সুইডিশ Socker, ডেনিশ Sukker সংস্কৃত অয়স্, লাটিন ঈস্ বা এস্ (খ) ও অহেস; প্রাচীন জর্ম্মন্ er, গথিক ais; ইংরেজী আয়রন্। সংস্কৃত রজতম্, লাটিন আর্গেণ্টম্। সংস্কৃত অসি, লাটিন এন্‌সিস্। সংস্কৃত পরশু, গ্রীক পেলেকুস। সংস্কৃত ক্ষুর=ক্‌ষুর; গ্রীক ক্‌সুরন্। সংস্কৃত বর্ম, লাটিন আরমা, ইংরাজী আর্মর, স্পেন ও ইটালি দেশের ভাষায় Arma।

* সংস্কৃত নৌ এবং নাব; গ্রীক নৌস্, লাটিন নাবিস্; প্রাচীন জর্ম্মন্ Nacho বাঙ্গালী মাঝিদের ভাষায় না এবং লা; ইংরেজী অর্ণবযান সমূহ অথবা রণতরী সমগ্রের নাম নেবি।

† সংস্কৃত মাস্, পারসীক মাহ্, গ্রীক মীনী; এঙ্গলোসেক্‌সন্ mona; গথিক mena; ইংরেজী মুন্।

(ক) বে ও বপ্ ধাতুর অর্থ বোনা; যেমন বস্ত্রবয়ন।

(খ) লাটিন ভাষায় Aes শব্দ কখন কখন লৌহ কখন বা সুবর্ণ অর্থে ব্যবহৃত আছে। সংস্কৃত ভাষায় অয়স্ শব্দ সচরাচর লৌহার্থেই প্রয়োজিত হইয়া থাকে, কিন্তু সায়নাচার্য্য ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ মণ্ডলের একাত্তর সূক্তের চতুর্থ ঋকের ভাষ্যে এক স্থলে উহা সুবর্ণ-বাচক বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

"অয়ো হিরণ্যহস্তঃ

দৃষ্ট হইয়া থাকে, * তখন ঐ অনুমান একরূপ প্রমাণসিদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া উঠে। এইরূপ গো, বৃষ, অশ্ব, মেষাদি গ্রাম্য পশুর সুসদৃশ সংজ্ঞায় আদিম আর্য্য-বংশীয়দিগের পশুপালনাদি বৈশ্য-বৃত্তির নিদর্শন অঙ্কিত রহিয়াছে ও সুস্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে † সংস্কৃত ও লাটিন ভাষায় রাজা ও রাজ-মহিষীর আখ্যা একরূপ থাকিয়া প্রতিপন্ন করিয়া দিতেছে, হিন্দু ও রোমকেরা পরস্পর স্বতন্ত্র ও স্থানান্তর হইবার পূর্ব্বে রাজা ও রাজ-শাসনের অধীন থাকিয়া কোন না কোনরূপ প্রণালী অনুসারে পালিত ও শাসিত হইতেন। ‡ অতএব যে তমসাচ্ছন্ন অলক্ষ্য সময়ে আমাদের পূর্ব্বতন পুরুষেরা আসিয়া-খণ্ডের মধ্যস্থলের তুষারাকীর্ণ উন্নত প্রদেশের অধিবাসী ছিলেন, তখনও তাঁহারা বন-বাসী বিবস্ত্র বর্ব্বরদিগের ন্যায় ক্ষীণ-বুদ্ধি ও হীনাবস্থ ছিলেন না, প্রত্যুত উহাদের অপেক্ষা অনেকাংশেই উন্নত ও সুশ্রীকতা-সম্পন্ন ছিলেন। সংস্কৃত বর্ব্বর ও গ্রীক বার্বারস্ এবং লাটিন বার্বারস শব্দও তৎকাল-সম্ভূত প্রতীয়মান হইয়া সাক্ষ্য দান করিতেছে, তাঁহারা অপরাপর

---

* সংস্কৃত মাস্; পারসীক মাহ্; গ্রীক মীন, লাটিন মেন্সিস্, এঙ্গ-লোসেকসন্ Monadh, গথিক Menoth; ইংরেজী মন্থ।

† যেমন সংস্কৃত গোঃ (প্রথমা বিভক্তির এক-বচন-নিষ্পন্ন), পারসীক গাও; ইংরেজী কৌ, সেক্‌সন্ Cu, ওলন্দাজী Koe। সংস্কৃত ভাষায় বৃষের নাম উক্ষন্=উক্‌ষন্; ইংরেজীতে ক্লীব বৃষের নাম অক্‌স (বহুবচনে অক্‌সেন্); পারসীক গাও-আখ্‌তা; সেক্‌সন্ Oxa, সুইডিশ Oxe। সংস্কৃত অশ্ব; আবস্তিক অশ্প; পারসীক অস্প; ইংরেজী হর্স। সংস্কৃত বরাহ; ইংরেজী বোর্; চলিত বাঙ্গলায় বরা, সেক্সন্ Bar, কর্নিশ Bora। সংস্কৃত ভাষায় উষ্ট্রের নাম ক্রমেল, ইংরেজী কেমেল্, লাটিন্ কামেলস। সংস্কৃত ভাষায় মেষের অপর একটি নাম অবি, উহা প্রথমা বিভক্তির এক-বচন-যুক্ত হইলে অবিস্ হয়; লাটিনেও অবিস্; গ্রীক অইস্। সংস্কৃত হংস; লাটিন আন্সর্। ক্রমেল ও কেমেল শব্দ অনেকাংশে আরবী ভাষার উষ্ট্রবাচক জমল শব্দের অনুরূপ। কিন্তু আরবী একটি অনার্য্য ভাষা। অতএব যদি কোন অনার্য্য ভাষা হইতে আর্য্য ভাষায় ঐ শব্দ গৃহীত হইয়া থাকে; তাহা হইলে আদিম আর্য্যদিগের পালিত পশুশ্রেণী হইতে উষ্ট্রকে পরিত্যাগ করিতে হইবে

প্রতিবেশী নরবংশ অপেক্ষা আপনাদিগকে উৎকৃষ্ট পদস্থ বলিয়া অভিমান করিতেন ও অপর-বংশীয়দিগকে হীন-পদস্থ বলিয়া হেয় জ্ঞান করিতেন।

কিন্তু তাঁহারা যতদূর সামাজিকতা-সম্পন্ন হইয়া থাকুন না কেন, এক্ষণকার সুসভ্য সংজ্ঞায় অধিরূঢ় কোন নর-জাতির সমাবস্থ ছিলেন না। সমধিক বিদ্যা-লাভ,উৎকৃষ্টতর শিল্পকর্ম্ম,সুবিস্তৃত বাণিজ্য-ব্যবসায়, দেশ-দেশান্তর-গমনাগমন, রাজ্যশাসনের সমুন্নত প্রণালী ইত্যাদি সুসভ্য-জনোচিত কোন বিষয়ের কিছু-মাত্র নিদর্শন তাঁহাদের অবস্থা-পটে লক্ষিত হয় না; অতএব ধীশক্তি-সম্পন্ন বিদ্যাবান্ লোকে যুক্তি-পরম্পরা অবলম্বন করিয়া যেরূপ ধর্ম্মতত্ত্ব নির্দ্ধারণ করিতে পারেন, তাঁহাদের সেরূপ ধর্ম্ম অবধারণ ও অবলম্বনের সম্ভাবনা ছিল না। মানবজাতির প্রথম না হউক, দ্বিতীয় অবস্থোচিত জড় পদার্থের উপাসনাতে অভিরত থাকাই তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব। তাঁহাদের জাতীয় ধর্ম্মবিষয়ের ইতিবৃত্ত-সঙ্কলনার্থ চেষ্টা করা বিফলমাত্র। তথাচ তদ্বিষয়ের যে দুই একটি কথা অনুমান-সিদ্ধ বোধ হয়, তাহা লিপিবদ্ধ করায় অনিষ্টাপত্তির সম্ভাবনা নাই।

আর্য্য-বংশীয় বহু-দূরস্থ বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন ভাষায় যে যে বস্তু ও যে যে ব্যবসায়ের এক অথবা সুসদৃশ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা যেমন ঐ সমস্ত জাতির পরস্পর পৃথগ্‌ভূত হইয়া দেশদেশান্তর উপনিবেশ করিবার পূর্ব্বেও বিদ্যমান ছিল বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে, আদিম আর্য্য-বংশীয়দিগের জাতীয় ধর্ম্মের অনুসন্ধান-বিষয়েও সেই রীতির অনুসরণ করা যাইতেছে। বিদূরস্থ বিভিন্নজাতীয় লোকে পরস্পর নিরপেক্ষ থাকিয়া চন্দ্র বা সূর্য্য বা নদী-বিশেষের অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হইতে পারে, তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু যদি পরস্পর দূরবর্ত্তী এককুলোদ্ভব বিভিন্ন লোকের ভাষায় এক দেবতার একরূপ অথবা সুসদৃশ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে তাঁহারা এক স্থানে একত্র সংসৃষ্ট থাকিতেই ঐ দেবতার অর্চ্চনা অবলম্বন করিয়াছিলেন,এইরূপ মীমাংসা আপনা হইতেই উপস্থিত হইতে থাকে। এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া এই অবিদিত-পূর্ব্ব বিষয়ের যৎকিঞ্চিৎ যাহা অনুমানসিদ্ধ বোধ হয়, পশ্চাৎ লিখিত হইতেছে।

প্রথমতঃ।—ঈশ্বর অথবা দেবতা-বাচক পদ আর্য্য-বংশীয় যাবতীয় জাতির মধ্যেই সম-স্বরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। উহা দিব অথবা দা ধাতুর রূপ।

জর্ম্মন্ ট্রসিও ও লিথু এনিয়ক dievas শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। * অতএব আর্য্য-বংশীয়েরা আদিম আবাস হইতে বহির্গত হইবার পূর্ব্বে পেরেগোয়া-নিবাসী এবিওপোনিস্ নামক বর্ব্বরদিগের স্থায় দেব-জ্ঞান-রহিত ও ধর্ম্ম-কর্ম্ম-বিবর্জ্জিত ছিলেন না, ইহা আর্য্য-বংশীয় প্রায় সমুদায় জাতীয় ভাষার দেবতা-বাচকশব্দের ঐক্য-সংস্থাপন দ্বারা নিঃসংশয়ে নির্দ্ধারিত হইতেছে।

দ্বিতীয়তঃ।—পূর্ব্বকালে গ্রীস দেশে জিউস্ নামে একটি দেবতার উপাসনা প্রচলিত ছিল। উহার অন্তর্গত বিওসিয়া প্রদেশে ঐ জিউস্ দেব ডিউস্ নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। বেদসংহিতায় দ্যৌঃ বা দ্যৌস্ † নামে একটি দেবতার প্রসঙ্গ বারংবার প্রাপ্ত হওয়া যায়। অনুধাবন করিয়া দেখিলে গ্রীসীয় জিউস্ এবং বেদোক্ত দ্যৌস্ এই দুটি নাম যে নিতান্ত সুসদৃশ, ‡ ইহাতে সন্দেহ থাকে না। ঐ দুটি দেবতার সংজ্ঞা যেমন পরস্পর সুসদৃশ, উহাদের প্রকৃতিও অনেকাংশে সেইরূপ বর্ণিত আছে। গ্রীকদিগের গ্রন্থে ঐ জিউস্ দেব গগন-বিহারী, গগনাধিকারী ও বজ্রধারী এবং মেঘ,বৃষ্টি,বজ্রাঘাত, শিলা-বর্ষণ, ইন্দ্রধনু-প্রকাশ প্রভৃতি গগন-গত ব্যাপারের উৎপাদন-কর্ত্তা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। § বেদোক্ত দ্যৌস্ দেবতাও গগন-বাচক ও বজ্র-বিচালক এবং বৃষ্টিধারী ইন্দ্রদেবের উৎপাদক।

---

* প্রাচীন পারসীক ভাষায় দএব শব্দও ঐ ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু কারণবিশেষ দ্বারা উহার অর্থান্তর ঘটিয়াছে।

† এই পদটি দ্যো এবং দিব্ শব্দের প্রথমার একবচন-নিষ্পন্ন।

‡ গ্রীক ও সংস্কৃত ভাষায় শব্দ-বিশেষের উচ্চারণভেদবিষয়ে এই একটি নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায় যে, শব্দবিশেষে সংস্কৃত ভাষার দকার স্থানে গ্রীক ভাষায় জকারের আদেশ হইয়া থাকে। Müller's Science of language Second Series, p. 451. এই নিয়মের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে, জিউস্ ও দ্যৌস্ শব্দের তাদৃশ প্রভেদ থাকে না। পরন্তু সংস্কৃত যকারের উচ্চারণ প্রায় ইয়্ অর্থাৎ ইংরেজী Young শব্দের Y বর্ণের অনুরূপ। দ্যৌস্ শব্দের যকারের সেইরূপ উচ্চারণ করিলে,দ্যৌস্ ও জিউস্ দুই শব্দ একেবারে অভিন্ন হইয়া যায়।

§ Homer's Illiad by Pope, Book II. Line 724. Book VIII. Lines 28, 47, 64 and 95. Book XIV. Line 190 &ca. Grote's Greece, vol. I. p.

ক্ষিয়ন্তং ত্বমক্ষিয়ন্তং কৃণোতীয়র্তি রেণুং মঘবা সমোহম্।
বিভঞ্জনুরশনিমাঁ ইব দ্যৌরুত স্তোতারং মঘবা বসৌধাৎ॥

ঋগ্বেদসংহিতা, ৪ মণ্ডল, ১৭ সূক্ত, ১৩ ঋক্।

তুমি মঘবা। তুমি ধনাভাবে অবসন্ন ব্যক্তিকে ধনবান্ করিয়া থাক তুমি স্তোতার সমীপ হইতে পাপ-পুঞ্জকে দূরীভূত কর। তুমি বজ্রশালী দ্যৌ দেবের তুল্য শত্রুসংহারক। তুমি স্তোতৃগণকে ধনদান করিয়া থাক।

সুবীরস্তে জনিতা মন্যত দ্যৌরিন্দ্রস্য কর্ত্তা স্বপস্তমো ভূৎ।
য ঈং জজান স্বর্যং সুবজ্রমনপচ্যুতং সদসো ন ভূম॥

ঋগ্বেদসংহিতা, ৪ মণ্ডল, ১৭ সূক্ত, ৪ ঋক্।

তোমার জনয়িতা দ্যৌ মনে করিয়াছিলেন, আমি সৎপুত্রশালী। ইন্দ্রের জনক দ্যৌ সুকীর্ত্তিশালী হইয়াছিলেন। ঐ দ্যৌ স্বর্গ হইতে অবিচলিত, বজ্রশালী, মহত্ত্ববিশিষ্ট ইন্দ্রকে উৎপাদন করিয়াছিলেন।

গ্রীকভাষার গ্রন্থবিশেষে জিউস্ দেবতা বহুতর তনয়ের পিতা ও অনেকানেক নর-বংশের জনয়িতা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। * বৈদিক সংহিতায় দ্যৌস্ দেবতাকেও বারংবার পিতৃ-শব্দে সম্বোধন করা হইয়াছে। এমন কি, অনেক স্থলে দ্যৌষ্পিতৃ শব্দটি একটি স্বতন্ত্র শব্দ সদৃশ প্রতীয়মান হইয়া থাকে।

ইদং দ্যাবাপৃথিবী সত্যমস্তু পিতর্মাতর্যদিহোপক্রুবেবাম্।

ঋগ্বেদসংহিতা, ১ ম, ১৮৫ সূ, ১১ ঋক্।

হে পিতঃ দ্যৌ! হে মাতঃ পৃথিবি! এই যজ্ঞে আমরা যে স্তব করিতেছি, তাহা সত্য অর্থাৎ সফল হউক।

তন্নো বাতো ময়োভু বাতু ভেষজং তন্মাতা পৃথিবী তৎপিতা দ্যৌঃ।

ঋগ্বেদসংহিতা, ১ মণ্ডল, ৮৯ সূক্ত, ৪ ঋক্।

বায়ু আমাদিগকে সেই সুখপ্রদ ঔষধ প্রাপ্ত করাইয়া দেন। মাতা পৃথিবী ও পিতা দ্যৌ সেই সুখজনক ঔষধ আমাদিগকে প্রাপ্ত করাইয়া দেন।

---

* Homer's Iliad by pope Book I. Line 666 Book VIII Lines 40

দ্যৌষ্পিতা জনিতা।

ঋগ্বেদসংহিতা, ৪ মণ্ডল, ১ সূক্ত, ১০ ঋক্।

দ্যৌ যে অগ্নির পিতা ও পাতা।

দ্যৌষ্পিতঃ পৃথিবি মাতরধ্রুগগ্নে ভ্রাতর্বসবো মৃড়তা নঃ।
বিশ্ব আদিত্যা অদিতে সজোষা অস্মভ্যং শর্ম্ম বহুলং বি যন্ত॥

ঋগ্বেদসংহিতা, ৬ ম, ৫১ সূ, ৫ ঋক্।

হে দ্যৌষ্পিতঃ অর্থাৎ পিতা দ্যৌ! অনপকারিণী মাতা পৃথিবি! * বসুগণ! তোমরা আমাদিগকে সুখী কর। অদিতি ও অদিতিপুত্র সমুদায়! তোমরা সকলে একত্র হইয়া আমাদিগকে সুখ প্রদান কর।

ঐ বেদোক্ত দ্যৌষ্পিতৃ, গ্রীক্ জিউস্পাটর্ এবং লাটিন ডিএস্পিটর্ ও যুপিটর্ † একান্ত অভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে ‡।

দৌষ্পিতৃ = জিউস্পাটর্ = ডিএস্পিটর্ = ডিওবিস্পাটর্ § = যুপিটর্ $।

তৃতীয়তঃ।—গ্রীকদিগের দেবমণ্ডলীর মধ্যে উরনস্ নামে একটি দেবতার নাম দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঐ উরনস্ নভোমণ্ডলরূপী ও দেবগণের নিবাস-

---

* গ্রীকেরা হিন্দুদিগের ন্যায় পৃথিবীকে মাতৃ সম্বোধন করিতেন। ডীমীটীর্ নামে একটি দেবতা তাঁহাদের দেবমণ্ডলীর মধ্যে সন্নিবেশিত ছিলেন। ঐ ডীমীটীর শব্দের অর্থ মাতা-মেদিনী।

† দ্যুধাতুর উত্তর প্রত্যয়-বিশেষ করিয়া দ্যু ও দ্যৌ উভয় শব্দই সিদ্ধ হয়। দ্যুপিতর্ ও যুপিটর্ একরূপ অভিন্ন বলিলেও অসঙ্গত হয় না।

‡ Muller's Lectures On the Science of Language, Second Sereis, Lecture X.

§ এই শব্দের অর্থ দ্যুলোক-পিতা বা দ্যুলোকেশ্বর উহা সংস্কৃত দিবঃপিতৃ বা দিবঃপিত বৈ আর কিছুই নয়।

$ শ্রীমান্ ম, মূলার প্রাচীন জর্ম্মন্দিগের একটি (Tyr, সম্বন্ধে Tys)

স্বরূপ। * বৈদিক বরুণস্ † অর্থাৎ বরুণ-দেবতাও স্থানে স্থানে নভোমণ্ডল-নিবাসী, নভোমণ্ডল-প্রসারক প্রভৃতি গগনসংক্রান্ত বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছেন।

প্র সম্রাজে বৃহদর্চ্চা গভীরং ব্রহ্মপ্রিয়ং বরুণায় শ্রুতায়।
বি যো জঘান শমিতেব চর্ম্মোপস্তিরে পৃথিবীং সূর্য্যায় ॥
ঋগ্বেদসংহিতা, ৫ ম, ৮৫ সূ, ১ ঋক্।

সুবিখ্যাত সম্রাট্ বরুণ-দেবের উদ্দেশে অতিপ্রগাঢ় প্রীতিকর প্রভূত স্তোত্র উচ্চারণ কর। পশুহন্তা যেমন চর্ম্ম বিস্তার করে, বরুণদেব তেমনি সূর্য্যের আস্তরণার্থ অন্তরীক্ষ বিস্তৃত করিয়াছেন।

অবুধ্নে রাজা বরুণো বনস্যোর্দ্ধং স্তূপং দদতে পূতদক্ষঃ।
নীচীনাঃ স্থুরুপরি বুধ্ন এষামস্মে অন্তর্নিহিতাঃ কেতবঃ স্যুঃ ॥
ঋগ্বেদসংহিতা, ১ ম, ২৪ সূ, ৭ ঋক্।

বিশুদ্ধ-বল বরুণ রাজা অনাদি অন্তরীক্ষে অবস্থিত হইয়া ঊর্দ্ধদেশে তেজো-রাশি ধারণ করেন। ঐ রশ্মি-জাল অধোমুখে এবং উহাদের মূল ঊর্দ্ধদেশে অবস্থিত। ঐ প্রাণ-স্বরূপ রশ্মি সমুদায় আমাদিগের অভ্যন্তরে অবস্থাপিত হউক।

এ বিষয়ের দুইটিমাত্র ঋক্ এ স্থলে উদ্ধৃত হইল। বরুণ ও উরনসের সংজ্ঞাসাদৃশ্য ও স্বরূপ-সাদৃশ্যের বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে, ঐ দেবতা আর্য্যকুলের একটি আদিম দেবতা বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া উঠেন।

হীসিয়ড্ নামে একটি গ্রীকগ্রন্থকার লিখিয়াছেন, আকাশরূপী উরনস্ সকল বস্তুকে আবৃত করেন এবং যে সময়ে রজনীকালকে আনয়ন করেন, সে সময়ে তিনি অবনীতলকে আলিঙ্গন করিয়া সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া থাকেন। ‡ শ্রীমান্ সায়নাচার্য্যও শ্রুতিবিশেষের প্রমাণানুসারে উল্লেখ করিয়াছেন, §

* Grote's Greece, Vol. I. p. 6.

† বরুণ শব্দ প্রথমা-বিভক্তির একবচন-যুক্ত হইলেই বরুণস্ হয়।

‡ Oxford Essays for 1856. p. 41.

§ বৃণোতি পাপকৃতঃ স্বকীয়ৈঃ পাশৈরাবৃণোতীতি রাত্র্যভিমানিদেবো বরুণঃ। শ্রূয়তে চ। বারুণী রাত্রিরিতি।

'বরুণদেব রাত্র্যভিমানী; তিনি অধর্ম্মীদিগকে আপন পাশে আবৃত করিয়া রাখেন; * অতএব গ্রীক উরনস্ ও বৈদিক বরুণ এই উভয়ে কোন বৈলক্ষণ্য আর রহিল না।

প্রাচীন পারসীকদিগের প্রধান দেবতার নাম অহুর মজ্দ বা অহুরো-মজ্দাও ছিল। ঐ নামটি একটি শব্দ নয়, অহুরো ও মজ্দাও এই দুইটি শব্দের যোগে উৎপন্ন। বেদোক্ত বরুণদেব এক সময়ে সর্ব্বপ্রধান না হউন, দেবগণের মধ্যে একটি অগ্রগণ্য দেবতা ছিলেন, তাহার সন্দেহ নাই। তিনি অনেক স্থলে অসুর † বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। শব্দবিদ্যার নিয়মানুসারে সংস্কৃত অসুর এবং আবস্তিক অহুর শব্দ নিতান্ত অভিন্ন। ‡

অহুর শব্দের অর্থ "জীবন-বিশিষ্ট"। § শ্রীমান্ সায়নাচার্য্য ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের পঁয়ত্রিশ সূক্তের দশম ঋকের ভাষ্যে অসুর শব্দের অর্থ "জীবনদাতা" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

"অসুরঃ প্রাণদাতা।"

অসুর শব্দের অর্থ প্রাণদাতা।

---

* গ্রীকদিগের গ্রন্থে লিখিত আছে, উরনস্ দেব সমুদায় বস্তু আবৃত করিয়া রাখেন। বরুণ-শব্দের ব্যুৎপত্তি-মূলক অর্থও অবিকল ঐরূপ। উহা আবরণার্থক বৃ-ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। অতএব বলিতে হয়, গ্রীক-ভাষার উরনস্ শব্দে সংস্কৃত বরুণ শব্দের মূলীভূত বৃ-ধাতুর অর্থ রক্ষিত হইয়াছে ও সুস্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে।

† ঋগ্বেদসংহিতার ১ মণ্ডল, ২৪ সূক্ত ১৪ ঋক্; ২ ম ২৭ সূ ১০ ঋক্; ৭ ম ৩১ সূ ২ ঋক্; ৮ ম ৪২ সূ ১ ঋক্ এবং ২৫ সূ ৪ ঋক্ ইত্যাদি।

‡ আর্য্য-ভাষা সমুদায়ের পরস্পর যেরূপ শব্দ-বিশেষের উচ্চারণ-ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে ঘটিয়াছে। তন্মধ্যে একটি নিয়ম এই যে, শব্দ-বিশেষে এক ভাষার সকারের পরিবর্ত্তে অন্য ভাষায় হকারের আদেশ হইয়া থাকে। যেমন সংস্কৃত ভাষার 'দিবস' শব্দ প্রাকৃত ভাষায় 'দিঅহ' হয়। সংস্কৃত, গ্রীক ও পারসীকাদি অন্য অন্য ভাষার শব্দ-বিশেষের উচ্চারণ-বিভেদ-বিষয়েও এইরূপ রীতি দৃষ্ট হয়। এই নিয়মের বিষয় অনুধাবন করিয়া দেখিলে অসুর ও অহুর শব্দ একেবারে অভিন্ন হইয়া যায়।

বেদসংহিতায় বরুণ ও মিত্র এই দুই দেবতা মিত্রাবরুণ নামে একত্র স্তুত ও বর্ণিত হইয়াছেন। পারসীকদিগের অবস্তা শাস্ত্রে অহুরমজ্দ এবং মিথ্র দেবতাও অবিকল ঐরূপ একত্র পূজিত ও কীর্ত্তিত হইয়াছেন। যদিও অবস্তা-রচনার সময়ে ঐ মিথ্র দেবতার পূর্ব্ব গৌরবের অতিমাত্র অপচয় হইয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু অহুরমজ্দের সহিত তাঁহার নামের একত্র সমাগম তদীয় পূর্ব্বপদের পরিচয় প্রদান করিতেছে। আবস্তিক মিথ্র, বৈদিক মিত্র বই আর কিছুই নয়। শ্রীমান্ ম, মূলার আবস্তিক অহুরমজ্দাও * ও সংস্কৃত অসুরমেধস্ শব্দ একান্ত অভিন্ন বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া দেখিলে, পারসীক অহুরমজ্দাও, বৈদিক অসুর অর্থাৎ বরুণ ও গ্রীক উরনস্ এই তিনটি একই দেবতা বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া উঠেন। তিনি আদিম আর্য্য-কুলের একটি প্রধান দেবতা ছিলেন বোধ হয়। †

উরনস্ = বরুণস্ (অসুর) = অহুরো মজ্দাও।

চতুর্থতঃ। —সংস্কৃত ও গ্রীক ভাষায় ঊষাকালের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার সুসদৃশ নাম দৃষ্ট হইয়া থাকে। সংস্কৃতে উষ ও উষস্ এবং গ্রীকে আওস্ ও ইওস্। অতএব হিন্দু ও গ্রীকেরা পরস্পর পৃথগ্‌ভূত হইবার পূর্ব্বে ঐ দেবতারও উপাসনা অবলম্বন করিয়াছিলেন।

পঞ্চমতঃ।—শ্রীমান্ ম, মূলার প্রভৃতি ইউরোপীয় শাব্দিকেরা গ্রীক ইরস্, ডাফ্‌নী, এরিন্নস্, ইক্‌সিওন্, খারিট্, কেণ্টৌরস, অর্‌থস্, হেলেনা, পারিস্ প্রভৃতির সহিত যথাক্রমে বৈদিক অরুষা, অহনা, সরণ্যু, অশ্বিবান্, হরিৎ, গন্ধর্ব্ব, বৃত্র, সরমা, পণি প্রভৃতিকে অভিন্ন বলিয়া অনুমান করিয়াছেন ‡ কিন্তু ইহাদের সংজ্ঞা-বিষয়ে যত দূর সাদৃশ্য দৃষ্ট হইয়া

---

* কীলরূপা শিল্পলিপিতে এই দেবতার নাম ঔর-মজ্দ বলিয়া লিখিত আছে।

† Royal Asiatic Society's Journal, Vol. I. Part I. pp. 84, 85, 86.—Ibid. Vol. I. Part II. p. 389.—Lectures on the Science of Language, by Max Muller, 1862. pp. 208, 209, 210.—Essai sur le Mythe des Ribhavas, par Neve, p. 19 দেখ।

‡ Oxford Essays, 1856, Article on comparative mythology.

থাকে, স্বভাব ও উপাখ্যান অংশে সকলের তত দূর অবলোকিত হয় না। *

আর্য্য-কুলের আদিম ধর্ম্মের বিষয় যৎকিঞ্চিৎ যাহা লিখিত হইল, তাহা পাঠ করিলে বোধ হয়, পুরাকালীন আর্য্যেরা গগন, গগনস্থ বস্তু ও গগনগত ব্যাপারেরই উপাসক ছিলেন। তাঁহারা উন্নত নয়নে নভোমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতেন, আর ঐ সমুদায়ের অভাবনীয় অদ্ভুত ভাব অবলোকন করিয়া ভক্তি-রসে অভিষিক্ত হইতেন।

বস্তুতঃ তাদৃশ পূর্ব্বকালে ঐ সমস্ত বস্তুরই উপাসনা প্রচলিত থাকা সম্পূর্ণ সম্ভব। সে সময়ে মানব-জাতির বুদ্ধিবৃত্তি তাদৃশ মার্জ্জিত ও পরিপক্ক হয় নাই, সুতরাং তাঁহারা এই সুকৌশল-সম্পন্ন পরম সুন্দর বিশ্ব-যন্ত্রের মর্ম্মোদ্ভেদ করিতে সমর্থ হন নাই। তাঁহারা যে সমস্ত বহু-শক্তি-সম্পন্ন তেজোময় জড় বস্তুর অসামান্য প্রভাব ও উপকারিতা-গুণ দৃষ্টি করিলেন তাহাদেরই দেবত্ব ও প্রধানত্ব স্বীকার করিয়া অর্চ্চনা করিতে আরম্ভ করিলেন। মানব-জাতির ইতিহাস-গর্ভে যতই প্রবেশ করা যায়, ততই এই বিষয়টি সম্ভাবিত বলিয়া প্রতীয়মান হইতে থাকে। পূর্ব্বকালীন পারসীকেরা পর্ব্বত-শিখরোপরি অধিরূঢ় হইয়া অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য ও পৃথিবীর স্তুতিপাঠ করিত এবং ইন্দ্র বা দ্যোদেবের তুল্যরূপ-স্বভাব-বিশিষ্ট, নভোমণ্ডলরূপী অন্য এক কল্পিত দেবতার আরাধনা করিত † অতি প্রাচীন গ্রীকেরাও সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র এবং ভূলোকের ও স্বর্গলোকের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইত। ‡ য়িহুদীদিগের পরম্পরাগত পুরাবৃত্তপাঠে প্রতীতি হয়, তাহারাও অতিপূর্ব্বে নক্ষত্রগণের আরাধনায় নিযুক্ত থাকিত। § এইরূপ,

---

* Westminster Review, January, 1865. pp. 56, 58, 59 &ca. দেখ।

† Herodotus, Clio. 131.

‡ Mackay's Progress of Intellect, London 1850. Vol. I. p. 181.

§ Mackay's progress of Intellect, London 1850. Vol. I, p. 122.

তাব পূর্ব্বে আদিমকালীন আর্য্য মহাশয়েরাও তারকাবলী-মণ্ডিত সুবিস্তৃত গগনমণ্ডলের অত্যদ্ভুত তেজোময় ভাব অবলোকন করিয়া চমকিত ও বিমোহিত হইতেন এবং তাহার ও তাহার অন্তর্গত জ্যোতির্ম্ময় বস্তু সমুদায়ের দেবত্ব কল্পনা করিয়া ভক্তিভাবে উপাসনা করিতেন। বোধ হয় যেন প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, ঐ সরল-মতি পিতৃপুরুষেরা উন্নত-নয়নে গগনমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া প্রীতি-রসে অভিষিক্ত হইতেছেন ও স্তুতি-গর্ভ সুমধুর পদাবলী উদ্গীরণ করিয়া তাহাদেরই মহিমা বর্ণন ও গুণানুকীর্ত্তন করিতেছেন।

হিন্দু, রোমক ও প্রাচীন গ্রীকদের ভাষায় অমর-বাচক শব্দটি নিতান্ত একরূপ। * অতএব তাঁহারা একত্র সংসৃষ্ট থাকিতেই এ শব্দটি ব্যবহার করিতেন, সুতরাং বলিতে হইতেছে, হয় তাঁহারা আপনাদের উপাস্য দেবগণকে অমর বোধ করিতেন, নয় জীবাত্মাকে মরণাতীত জ্ঞান করিয়া পরলোকের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন অথবা ঐ উভয়ই অঙ্গীকার করিতেন।

সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে ঐ আদিম সময়ে উদ্বাহ-সংস্কার প্রকৃত প্রস্তাবেই প্রচলিত হইয়াছিল, ইহা ইতিপূর্ব্বেই একপ্রকার প্রদর্শিত হইয়াছে। বিধবা শব্দও ঐ বিষয়টি সপ্রমাণ করিয়া দিতেছে। আর্য্যবংশীয় অধিকাংশ জাতির মধ্যেই বিধবা-বাচক শব্দের সর্ব্বাঙ্গীন সৌসাদৃশ্য অবলোকিত হইয়া থাকে। অতএব পতি-বিয়োগ হইলে ঐ অতীব পুরাকালীন আর্য্য-বনিতারাও বিধবা বলিয়া গণ্য হইতেন, তাহার সন্দেহ নাই। তবে তাঁহাদের পুনঃসংস্কার হইত কি না, সে বিষয়ের কোন পক্ষে কিছুমাত্র প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। হিন্দুদিগের সামাজিক ব্যবস্থাবলীর মূলীভূত যে বর্ণ-বিভাগ, তাহাও সে সময়ে সম্পন্ন হইয়াছিল, এমন বোধ হয় না। ভারতবর্ষীয় ভিন্ন অন্যদেশীয় আর্য্য-বংশীয়দিগের মধ্যে প্রকৃত প্রস্তাবে বর্ণ-ভেদ ও বর্ণ-বিচার থাকিবার অণুমাত্র নিদর্শনও লক্ষিত হয় না। অতএব আদিম আর্য্যেরা একত্র সংসৃষ্ট থাকিতে ঐ বিষয় প্রচলিত হয় নাই, এ কথা নিঃসংশয়ে বলিতে পারা যায়।

বহু-দূরস্থ বিভিন্ন আর্য্য-জাতির ক্রিয়া-কলাপ, † ব্যবহার-

---

* সংস্কৃত অমর্ত্ত্য, গ্রীক আম্ব্রটস, লাটিন ইমর্টালিস্।

† যেমন রোমকদিগের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়াদি অনেকাংশে হিন্দুদিগের অনুরূপ ছিল। রোমকেরা ঐ ক্রিয়ার সময়ে অগ্রে একটি চিতা প্রস্তুত

প্রণালী * ও শাস্ত্রোক্ত দেবোপাখ্যানাদিরও † অনেকাংশে সমধিক সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ঐ সমস্ত সুসদৃশ বিষয় ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্নরূপে উদ্ভাবিত হওয়াও নিতান্ত অসম্ভব ও অসঙ্গত নহে। এ নিমিত্ত ঐ সমুদায় ক্রিয়া ও ব্যবহারাদি আদিম আর্য্য-জাতির আদিম ধর্ম্ম ও আদিম শাস্ত্র বলিয়া নিশ্চয় নির্দ্ধারিত হইতে পারে না, সুতরাং এ স্থলে উত্থাপিত ও বিস্তারিত হইল না।

আর্য্যদিগের জাতীয় ধর্ম্মের প্রথম অবস্থার ‡ এই অত্যল্প নিদর্শন ব্যতিরেকে আর কিছুই অনুভূত হয় না। ইহাই হিন্দু-ধর্ম্মের মূল-সূত্রস্বরূপ। ইহাই ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া হিন্দু-ধর্ম্মরূপে পরিণত হইয়াছে। ভারতবর্ষীয় আর্য্যেরা অর্থাৎ হিন্দুরা অপরাপর সমুদায় আর্য্য-বংশীয় লোক অপেক্ষা পারসীকদিগের সহিত অধিক কাল একত্র সংসৃষ্ট ছিলেন। গ্রীক, লাটিন প্রভৃতি পশ্চিমোত্তর-প্রদেশীয় আর্য্য-বংশীয় অন্যান্য সমস্ত জাতি ঐ উভয়কে পরিত্যাগ করিয়া গেলেও উঁহারা এক দেশে একত্র অবস্থিত হইয়া একরূপ ধর্ম্মপ্রণালী অবলম্বন করিয়া চলিয়াছিলেন। ঐ ধর্ম্ম-প্রণালী হিন্দু-ধর্ম্মের দ্বিতীয় অবস্থা বলিয়া পরিগণিত হইল। ঐ অবস্থার ইতিবৃত্ত-সঙ্কলন অপেক্ষাকৃত সুসাধ্য।

প্রথমতঃ।—হিন্দু ও পারসীকেরা অপরাপর আর্য্য-বংশীয়দিগের অপেক্ষা যে অধিক কাল একত্র সংসৃষ্ট ছিলেন, ঐ উভয় জাতির পূর্ব্বতন

করিয়া তাহাতে শব স্থাপন করিত, পরে মৃত-ব্যক্তির পুত্র-পৌত্রাদি কোন সম্পর্কীয় লোক বিমুখ হইয়া তাহাতে অগ্নি-সংযোগ করিয়া দিত, পরিশেষে এক দিবস ঐ মৃতের উদ্দেশে নিজ গৃহে উৎকৃষ্টরূপে আত্মীয়-কুটুম্বাদি ভোজন করাইত। Ramsay's Antiquities, pp. 426, and 427 দেখ।

* যেমন বিবাহের সময়ে বর অথবা কন্যাকে অঙ্গুরী বা মাল্য অথবা ঐ উভয় দ্রব্যই দিবার রীতি আর্য্য-বংশীয় অনেক জাতির মধ্যেই প্রচলিত আছে।

† যেমন প্রথমে একটি অণ্ডের সৃষ্টি হইয়া তাহা হইতে অপরাপর বস্তুর উৎপত্তি হয়, এইরূপ একটি উপাখ্যান হিন্দু ও গ্রীক উভয় জাতির গ্রন্থেই সন্নিবেশিত আছে।

‡ অর্থাৎ গ্রীক, লাটিন, হিন্দু ও পারসীকেরা যে সময়ে একত্র অবস্থিতি করিতেন, সেই সময়ের অবস্থা।

াষার সৌসাদৃশ্য তাহার একটি বলবৎ প্রমাণ কীলরূপা শল্পলিপি, অবস্তা-নামক পারসীক শাস্ত্রের শ্ন নামক বিভাগের গাথ-সংজ্ঞক ারিচ্ছেদাদি প্রাচীন ভাগ, আর ঐ শাস্ত্রের অবশিষ্ট সমুদায় ভাগ এই তিনটি ক একটি ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় বিরচিত। † ঐ তিনটি পারসীক ভাষার সহিত

* পারসীক দেশে কতকগুলি শিল্পলিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহা করূপ কীলকাকৃতি অক্ষরে অঙ্কিত। তাহার ভাষা সংস্কৃত ভাষার নুরূপ। শ্রীমান্ রবিন্সন্ তাঁহার অর্থোদ্ভেদ করেন।

† পারসীকদিগের প্রাচীন শাস্ত্রের নাম অবস্তা। উহা বহুতর বিভাগে বভক্ত। একটি বিভাগের নাম যশ্ন। আবস্তিক যশ্ন এবং বৈদিক যজ্ন অর্থাৎ জ্ঞ একই শব্দ এবং ঐ উভয়ই একার্থ-প্রতিপাদক। উহার দ্বিতীয় ভাগের র্থাৎ গাথ-নামক পাঁচ পরিচ্ছেদ ও অন্য অন্য কয়েক অধ্যায়ের ভাষা বস্তার অপরাপর সমুদায় ভাগের ভাষা অপেক্ষা প্রাচীন। উহার অনে ংশ বৈদিক সংহিতা-সন্নিবিষ্ট সূক্ত সমূহের অনুরূপ দেবতা স্তুতি-গর্ভ শ্লোকেই রিপূর্ণ। গাথ শব্দটি সংস্কৃত ও পালি ভাষার গাথা শব্দ বই আর কিছুই হে। অবস্তার দ্বিতীয় বিভাগের নাম বিস্পরদ্, উহা ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়ে বভক্ত। তৃতীয় বিভাগের নাম বেন্দিদাদ্, উহা অহুর-মজ্দ ও জরথুস্ত্র এই উভয়ের কথোপকথনাত্মক প্রশ্নোত্তরস্বরূপ। উহাতে ধর্ম্মনীতি ও ধর্ম্ম-সংক্রান্ত হুতর কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্দেশিত হইয়াছে। চতুর্থ বিভাগের নাম যষ্ত্, উহা দেবতাদির স্তুতি-গর্ভ ও গুণকীর্ত্তনাত্মক। যষ্ত্ (বা য়েস্তি) শব্দের অর্থ স্তুতি ও হব্যাদি নিবেদন দ্বারা দেবপূজা। অতএব বৈদিক ইষ্টি ও আবস্তিক যষ্ত্ শব্দের অর্থ-সাদৃশ্য ও অক্ষর-সাদৃশ্য উভয়ই সুস্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে। স্থলে অবস্তার অবশিষ্ট বিভাগগুলির প্রসঙ্গ উপস্থিত করা তাদৃশ আবশ্যক নয়।

ঐ অবস্তা শাস্ত্র সচরাচর জেন্দাবেস্তা বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে, কিন্তু ঐ আখ্যাটি নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক। অবস্তার কিয়দংশ পহ্লবী ভাষায় অনুবাদিত হয়; ঐ অনুবাদ-ভাগেরই নাম জেন্দ্, আর ঐ অনুবাদের সমভি-ব্যাহারে তদীয় টিপ্পনীস্বরূপ কতকগুলি বাক্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার নাম পাজেন্দ্। American Oriental Society's Journal Vol. V. pp. 348—358 দেখ। শ্রীমান্ ম, হগ ঐ শাস্ত্রের নাম অবস্তা-জন্দ্ বলিয়া বিবেচনা করেন। Martin Haug's Essays on the Sacred

ভারতবর্ষীয় বৈদিক সংস্কৃতের এরূপ সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে যে, ঐ চারিটি ভাষাকে একটি মূল ভাষা হইতে উৎপন্ন দেশভাষা-বিশেষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়। হিন্দী ও বাঙ্গলা ভাষার পরস্পর যে যৎকিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য আছে, তদপেক্ষা ঐ চারিটির অধিক বৈলক্ষণ্য অবলোকিত হয় না।

দ্বিতীয়তঃ।—হিন্দু ও পারসীক এই উভয় জাতির জাতীয় আখ্যা এ বিষয়ের দ্বিতীয় প্রমাণ। বেদসংহিতাদি প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্রে হিন্দুরা আর্য্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। পূর্ব্বতন পারসীকেরাও আপনাদিগকে অইর্য বলিয়া পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। আর্য্য ও অইর্য এই দুটি শব্দের যে যৎকিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়, তাহা ঐ উভয় জাতির অধ্যুষিত দেশের প্রদেশ-গত শব্দ-বৈলক্ষণ্য বৈ আর কিছুই নয়।

তৃতীয়তঃ।—হিন্দু ও পারসীক শাস্ত্রোক্ত বীর ও ব্যক্তিবিশেষের সুসদৃশ নাম ও উপাখ্যানাদিও এ বিষয় সপ্রমাণ করিয়া দিতেছে। অবস্তায় থ্রিত ও থ্রএতওন নামে দুই ব্যক্তির বিবরণ আছে। * বেদসংহিতায়ও ত্রিত ও ত্রৈতন নামে দুই ব্যক্তির অসকৃৎ প্রসঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়। † থ্রিতের সহিত ত্রিতের এবং থ্রএতওনের সহিত ত্রৈতনের সংজ্ঞাবিষয়ে যেরূপ অসাধারণ সাদৃশ্য অবলোকিত হইতেছে, উপাখ্যানাংশে সেরূপ দৃষ্ট হয় না। কিন্তু সে অংশে বৈদিক ত্রিতের সহিত আবস্তিক থ্রএতওনের সর্ব্বাঙ্গীন সাদৃশ্য বিদ্যমান রহিয়াছে। বেদসংহিতায় ত্রিতের একটি উপাধি আপ্ত্য বলিয়া লিখিত আছে; তিনি একটি সপ্তপুচ্ছ ত্রিশিরা সর্পকে হত করিয়া গো-সমুদায় মুক্ত করিয়া দেন। পারসীক থ্রএতওন আথ্বোর ঔরসে উৎপন্ন হন এবং ত্রিশিরা, ত্রি-বক্ত্র, ষট্-পুচ্ছ ও সহস্রশক্তি-শালী একটি মহাসর্প সংহার করেন। সাহিত্য, পুরাণ, রামায়ণ ও

Language, Writings, and Religion of the Parsees, 1862, p. 121. তাঁহার মতে, জন্দ বাজেন্দ শব্দ ভাষা বা অনুবাদ মাত্রেরই প্রতিপাদক। যাহা হউক পার্সী পণ্ডিতদিগের মতানুসারে ঐ শাস্ত্রকে এ গ্রন্থ মধ্যে আপাততঃ অবস্তা বলিয়া লিখিলাম, এবং যে ভাষায় উহা লিখিত হইয়াছে তাহা আবস্তিক বলিয়া উল্লেখ করিলাম। সেই ভাষা বাহ্লীক অর্থাৎ বাল্‌খ অঞ্চলের প্রাচীন ভাষা ছিল।

* হোম যষ্ত, অবিষষ্ত, বেন্দিদাদ্ ১ অধ্যায় ও ২০—২২ অধ্যায় ইত্যাদি।

† ঋগ্বেদসংহিতা ১ ম, ৫২ সূ, ৫ ঋক্ ও ১০৫ সূ, ৯ ঋক্। ৫ ম, ৮৬ সূ, ১ ঋক্। ১ ম, ১৫৮ সূ, ৫ ঋক্ ইত্যাদি।

াণিনি ব্যাকরণে কৃশাশ্ব * এবং প্রাচীন পারসীক শাস্ত্রে কেরেশাশ্‌প † নামে ১কটি উগ্রশীল রণপ্রিয় ব্যক্তির নাম দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই উভয় শব্দের ষরূপ সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে ঐ উভয় এক ব্যক্তির নাম লিয়া স্বতই বিশ্বাস হইয়া উঠে। বেদে কাব্যউশনস্‌ নামে এক ব্যক্তির বৈবরণ আছে, সেই কাব্যউশনস্‌ আবস্তিক কবউশের সহিত অভিন্ন লিয়া অনুমিত হইয়াছেন। ইদানীন্তন পারসীক গ্রন্থে তাঁহার নাম কাউস্‌ ালিয়া লিখিত আছে। ‡

হিন্দু-শাস্ত্রোক্ত নাভা-নেদিষ্ঠ ও পারসীক শাস্ত্রোক্ত নবানজ দিস্ত এই দুটি ব্দে বিশেষ বিভিন্নতা নাই। নবানজ্‌দিস্ত শব্দের অর্থ নব্য বিধানের অনু- াত পক্ষ §। নাভা-নেদিষ্ঠ মনুর পুত্র বা পৌত্র-বিশেষ। $ হয় ত পার- ীক ও ভারতবর্ষীয় আর্য্যেরা সংসৃষ্ট থাকিতে ঐ শব্দ একবস্তু-প্রতি-

* উত্তর-রামচরিত্র প্রথমাঙ্ক। বিষ্ণুপুরাণ ১ অংশ, ১৫ অধ্যায়। রামায়ণ াল-কাণ্ড, ২৩ বা ৩১ সর্গ। পাণিনিসূত্র, চতুর্থ অধ্যায় তৃতীয় পাদ, একশত একাদশ সূত্র, যথা—কর্ম্মন্দকৃশাশ্বাদিনিঃ। এই সূত্রের এবং চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের ছয়টি সূত্রের ব্যাখ্যা দেখ।

† বেন্দিদাদ্‌ প্রথম অধ্যায় ও হোম যষ্‌ত্‌।

‡ Martin Haug's Essays on the Sacred Language, Writings, and Religion of the Parsees, 1862. pp.235, and 236, Muir's Sanskrit Texts, Part II. 1860. p. 291. ও H. H. Wilson's Rig-Veda-Sunhita, Vol. I. 1850. pp. 111—143 দেখ।

§ Yasna, per E, Burnouf, Tome 1. part II. p. 564—569. Essai sur le mythe des Ribhavas. par F. Nevo, 1847. p. 77.

$ এই সংজ্ঞাটির বিষয়ে নানা পুরাণে নানা পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়। বিষ্ণুপুরাণে নাভাগ ও নেদিষ্ট এই দুইটি স্বতন্ত্র শব্দ দুইটি স্বতন্ত্র ব্যক্তির নাম বলিয়া লিখিত আছে।

নাভাগো নেদিষ্টপুত্রস্তু বৈশ্যতামগমৎ।

বিষ্ণুপুরাণ, ৪ অংশ, ১ অধ্যায়।

মনু-পুত্র নেদিষ্টের তনয় নাভাগ বৈশ্য হইয়াছিলেন।

পাদক ছিল, পরে দেশ-বিশেষে কারণ-বিশেষে উহার অর্থ-ভেদ ঘটিয়া থাকিবে।

চতুর্থতঃ।—কতকগুলি দেশ, প্রদেশ ও নদ্যাদির নামের সৌসাদৃশ্যও এ বিষয়ের অন্য একটি নিদর্শন বলিয়া সম্ভাবিত হইতেছে। বেদাদি সমস্ত হিন্দু-শাস্ত্রে সরস্বতী-সলিল ও সরস্বতী-তট পরম পবিত্র ও পূজনীয় পদার্থ বলিয়া বর্ণিত আছে। অবস্তায়ও হরথইতি * নামে একটি অত্যুৎকৃষ্ট সৌভাগ্যশালী

ঐ পুরাণের ঐ অধ্যায়ে বৈবস্বত মনুর পুত্র-সংখ্যা-বিবরণের মধ্যে নাভাগ-নেদিষ্ট এক স্থলে একত্র সংযোজিত আছে। ব্রহ্মপুরাণ-রচয়িতা লেখেন, "নেদিষ্টঃ সপ্তমঃ স্মৃতঃ" নেদিষ্ট মনুর সপ্তম পুত্র। কূর্ম্মপুরাণকর্ত্তা ঐ নেদিষ্ট শব্দের পরিবর্ত্তে অরিষ্ট শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, যথা—"নাভাগো হরিষ্টঃ"।" হরিবংশানুসারে ঐ নামটি নাভাগারিষ্ট।

নাভাগারিষ্টপুত্রৌ দ্বৌ বৈশ্যৌ ব্রাহ্মণতাং গতৌ।

মহাভারতীয় হরিবংশ, ১১ অধ্যায়।

নাভাগারিষ্টের দুই পুত্র বৈশ্য হইয়া পুনরায় ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন।

হরিবংশের টীকাকার একটি শ্রুতি উদ্ধৃত করেন, তদনুসারে ঐ নাম নাভাগ-দিষ্ট। যথা—"নাভাগদিষ্টং বৈ মানবমিতি শ্রুতিঃ।" ঐতরেয় ব্রাহ্মণে একটি উপাখ্যান আছে, তাহাতে ঐ নামটি নাভানেদিষ্ট বলিয়া উল্লিখিত আছে।

নাভানেদিষ্টং বৈ মানবং ব্রহ্মচর্য্যং বসন্তং ভ্রাতরো নিরভজন্।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ।

মনু-পুত্র নাভা-নেদিষ্ট ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত অবলম্বন করেন, তদীয় ভ্রাতারা তাঁহাকে ভাগ-চ্যুত করিয়াছিলেন।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ সমুদায় পুরাণ ও হরিবংশ অপেক্ষা অনেক প্রাচীন, তাহার সন্দেহ নাই, উহাতে ঐ নাম যেরূপ লিখিত আছে, তাহার সহিত পারসীক নামের অধিকতর ঐক্য হওয়া সম্ভব। বাস্তবিকও তাহাই অব-লোকিত হইতেছে। ঐ ব্রাহ্মণ-প্রোক্ত নাভানেদিষ্ট ও পারসীক অবস্তা-প্রোক্ত নবানজ্দিস্ত উভয়ই একরূপ অভিন্ন বলিলে বলা যায়। Wilson's Vishnu Purana, p. 348 দেখ।

* বেন্দিদাদ্ প্রথম অধ্যায়।

দেশের প্রসঙ্গ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐ হরখইতি সরস্বতী শব্দেরই রূপান্তর লিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। * বৈদিক সরযূ ও সপ্তসিন্ধু প্রভৃতি এবং আবস্তিক হরোয়ু ও হপ্তহেন্দু † প্রভৃতি আর কতকগুলি জলস্থলের সংজ্ঞারও রস্পর সুচারুরূপ সাদৃশ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই সমুদায় হিন্দু ও পারসীকদিগের সংসৃষ্টি-কালের জল ও স্থল-বিশেষের নাম হওয়াই সম্ভব বোধ হয়।

পঞ্চমতঃ।—ঐ উভয় জাতির প্রাচীন ধর্ম্মাদির যেরূপ সুচারু সাদৃশ্য শ্চাৎ প্রদর্শিত হইবে, তাহাও এ বিষয়ের অনুকূল পক্ষে সুস্পষ্ট সাক্ষ্য দান রিতেছে। সে সমুদায় পাঠ করিয়া দেখিলে ইহাতে আর অণুমাত্র সংশয় থাকে না।

অতএব পারসীক ও হিন্দুরা আর্য্য-বংশীয় অপরাপর জাতি অপেক্ষা ধিক কাল একত্র অবস্থিত ছিলেন, সুতরাং উভয়ে এক ধর্ম্ম ও একরূপ চার-প্রণালীর অনুসারী হইয়া চলিতেন, তাহার সন্দেহ নাই। ঐ ধর্ম্মালীকে আদিম হিন্দুধর্ম্মের দ্বিতীয় অবস্থা বলিয়া অক্লেশেই উল্লেখ করিতে রা যায়। ভারতবর্ষীয়দিগের বেদ ও পারসীকদিগের অবস্তার অন্তর্গত যে বিষয়ের সমধিক ঐক্য বা সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা উহাদিগের সময়ের ধর্ম্ম বলিয়া নিঃসংশয়ে নির্দ্দেশিত হইতে পারে।

বেদে মিত্র ও বরুণ নামে দুইটি দেবতার বিষয় লিখিত আছে। ঐ দুই তার নাম মিত্রাবরুণ বলিয়া একত্র সমাহৃত হইয়াছে এবং ঐ উভয় দেব-

---

* সরস্বতী ও হরখইতি আপাততঃ কিছু ভিন্ন বোধ হয় বটে, কিন্তু বিচার রয়া দেখিলে ঐ উভয় শব্দের অভেদ-বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় থাকে না। স্কৃত ও আবস্তিক ভাষার শব্দভেদ-বিষয়ে এই একটি নিয়ম দেখিতে পাওয়া য় যে, শব্দ-বিশেষে সংস্কৃত ভাষার সকার স্থানে আবস্তিক ভাষায় হকারের দেশ হইয়া থাকে; যেমন সংস্কৃত সোম, সিন্ধু ও সুক্রতু শব্দের স্থানে আবক হোম, হেন্দু ও হুখ্রতুস্ হয়, আর একটি নিয়ম এই যে, সংস্কৃত ষায় স্ব এই বর্ণের স্থানে আবস্তিক ভাষায় খ এই বর্ণের আদেশ হয়; যেমন স্কৃত স্বপ্ন ও স্ব-ধাত শব্দের স্থানে আবস্তিক খপ্ন ও খ-ধাত হইয়া থাকে। Clark's comparative grammar, 1862, pp. 56 & 58. এই টি নিয়ম অবলম্বন করিয়া বিবেচনা করিলে সরস্বতী ও হরখইতি একেবারে অভিন্ন হইয়া যায়।

† বেন্দিদাদ প্রথম অধ্যায়।

তার উদ্দেশে যুগপৎ বহুতর সূক্ত সন্নিবেশিত রহিয়াছে। অবস্তা শাস্ত্রে * ও অর্তক্ষত্র † নামক পারসীক নরপতির কীলরূপা শিল্পলিপিতে ‡ এবং হিরোডোটস ও প্লুটার্ক § প্রভৃতি গ্রীক গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থে পূর্ব্বতন পারসীকেরা মিথ্ নামক দেববিশেষের উপাসক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। হিন্দুদিগের বরুণ ও মিত্র-দেবের সহিত পারসীকদিগের অহুরমজদ ও মিথ্ দেবের সাতিশয় সাদৃশ্য ইতিপূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। $ ঐ বরুণ ও অহুরমজ্‌দ্ উভয়েই

* মিহির্ যষ্‌ত।

† এই নামটি গ্রীকদিগের গ্রন্থানুসারে ইংরেজিতে Artaxerxes বলিয়া লিখিত হইয়া থাকে।

‡ The Journal of the Royal Asiatic Society, Vol. X, pp. 342 and 346.

§ Herodotus, I, 131, Plutarch Isis and Osiris, Chap. xlvi.

$ বরুণদেব অসুর বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন, ইহা ইতিপূর্ব্বে প্রতিপন্ন হইয়াছে। প্রথমে পুরাকালীন পারসীকদিগের অন্য অন্য উপাস্য দেবতার নাম যেমন অহুর ছিল, বোধ হয়, (ক) সেইরূপ কোন কোন স্থানে অন্য অন্য বৈদিক দেবতাও অসুর বলিয়া উল্লিখিত দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু শ্রীমান্ জ, মিয়র অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন, বরুণদেবই সর্ব্বাপেক্ষা ঐ বিশেষণে বারংবার বিশেষ্যরূপে বিশেষিত হইয়াছেন। (খ) যাহা হউক, বরুণ এক সময়ে অসুরপ্রধান ছিলেন, তাহার সন্দেহ নাই। পারসীক অসুর-প্রধান অর্থাৎ অহুরমজ্‌দ অতিশয় উন্নত-পদ হইয়া একেবারে পরমেশ্বরের পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। বৈদিক অসুর-প্রধান অর্থাৎ বরুণদেব পুরাণের মধ্যে ক্রমশঃ অবনত হইয়া কেবল জলমাত্রের অধিষ্ঠাতা হইয়া পড়িয়াছেন। আবস্তিক অহুরমজ্‌দ শব্দ সংস্কৃত অসুরমেধস্ শব্দেরই রূপান্তর, এই অনুমানও ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। অসুর ও অহুর শব্দ অভিন্ন, ইহাতে সন্দেহ নাই। সংস্কৃত মেধস্ শব্দের অর্থ বুদ্ধি ও আবস্তিক মজ্‌দাও শব্দের অর্থ প্রজ্ঞাবান্। (গ)

(ক) Haug's Essay &ca, 1862. p. 256.

(খ) R. A. S. Journal, New series, vol. I, Part I, p. 79.

(গ) M. Haug's Lecture on an original speech of Zaroaster, 65. p. 15.

আপন আপন উপাসকদিগের কর্ত্তৃক রাজা, বিচারক, পাপের শাস্তা ও অন্য অন্য ঐশিক-গুণসম্পন্ন প্রধান দেবতা বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। *

বরুণ ও অহুরমজ্দ্ এক দেবতারই নাম হওয়া সম্ভবপর মাত্র বলা যায়, কিন্তু মিথ্র ও মিত্রদেব যে একান্ত অভিন্ন, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। বেদসংহিতার ভাষ্যকারেরা শ্রুতিবিশেষের অনুসারে মিত্রকে কোন স্থলে দিবাভিমানী ও কোন স্থলে বা সুস্পষ্ট সূর্য্য বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

মিত্রং প্রমীয়তেস্ত্রায়কম্। অহরভিমানিনং দেবম্।
মৈত্রং বা অহরিতি শ্রুতেঃ। † মিত্রশব্দস্য সূর্য্যবাচিত্বাৎ। ‡

ঐ দেবতার সহিত অবস্তা-প্রোক্ত মিথ্র-দেবেরও অনেকাংশে সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। মিথ্র শব্দের অর্থ সূর্য্য ও বন্ধু। সংস্কৃত মিত্র শব্দেরও ঐ উভয় অর্থই প্রসিদ্ধ আছে। মিথ্র-দেবতা অবনীমণ্ডলের সমুদায় অংশেই আলোক আনয়ন করেন। § অতএব তিনিও সূর্য্যদেব বলিয়া নির্দ্ধারিত হইতেছেন। $ মিথ্রদেব অশ্ব-যোজিত রথে পরিভ্রমণ করেন। ‖ হিন্দু-শাস্ত্রোক্ত মিত্র অর্থাৎ সূর্য্যদেবতা যে সর্ব্বতোভাবে ঐ লক্ষণাক্রান্ত, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। অতএব এই দেবতা হিন্দু ও পারসীকদিগের সংসৃষ্টিকালের সাধারণ দেবতা ছিলেন, তাহার সন্দেহ নাই।

পূর্ব্বতন পারসীকেরা হিন্দুদিগের ন্যায় বায়ু, সূর্য্য, অগ্নি ও পৃথিব্যাদির উপাসনায় অনুরক্ত ছিলেন, ইহা ইতিপূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। বৈদিক অগ্নিহোত্রীদিগের ন্যায় ** তাঁহারাও কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি

* ঋগ্বেদসংহিতা, ১ম ২৪ সূ, ৭, ৮, ১০, ১৪ এবং ১৫ ঋক্ ১ ম, ২৫ সূ, ২১ ঋক্, ২ ম, ২৮ সূ ৪ ঋক্, ৬ ম, ৭০ সূ, ১ঋক্ ইত্যাদি। A Lecture on an original Speech of Zoroaster, by Martin Haug, 1865. pp. 11—14.

† ঋগ্বেদসংহিতা, ১ মণ্ডল, ৮৯ সূক্ত, ৩ ঋকের ভাষ্য।

‡ তৈত্তিরীয় সংহিতা, ১ কাণ্ড, ৮ প্রপাঠক, ১৬ অনুবাকের ভাষ্য।

§ অবস্তা, মিহির যষ্ত।

$ R. A. S. Journal, vol. X. P. 346. দেখ।

‖ অবস্তা মিহির্ যষ্ত।

** ঋগ্বেদসংহিতা, ১ মণ্ডল, ১২ সূক্ত, ৩ ঋক্ ও তাহার ভাষ্য।

উৎপাদন করিতেন * ও নিজ গৃহে সেই অগ্নি স্থাপন করিয়া রাখিতেন। †

অবস্তার অন্তর্গত গাথ পরিচ্ছেদে লিখিত আছে, জরথুস্ত্র স্পিতম অগ্নি-যাজকদিগের সুবিজ্ঞতার প্রশংসা করিতেছেন ও আপন সম্প্রদায়কে অঙ্গ-নামক ‡ ঋত্বিক্‌কুলের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে উৎসাহিতমনে উপদেশ দিতেছেন। ঐ পারসীক অঙ্গ্র হিন্দু শাস্ত্রোক্ত প্রজাপতি অঙ্গিরা বলিয়া অনুভূত হইতেছেন। বেদসংহিতায় অগ্নিদেবের সহিত অঙ্গিরা ঋষির সবিশেষ ঘনিষ্ঠতা-সংক্রান্ত বহুতর প্রসঙ্গ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এমন কি, কোন কোন স্থলে অগ্নিদেব একেবারে অঙ্গিরা বলিয়াই উল্লিখিত হইয়াছেন।

ত্বমেগ্নে প্রথমোঽঙ্গিরাঋষিঃ।
ত্বমগ্নে প্রথমো অঙ্গিরস্তমঃ।

ঋগ্বেদসংহিতা, ১ মণ্ডল, ৩১ সূক্ত, ১ ও ২ ঋক্।

ফলতঃ অগ্নিদেবের সহিত অঙ্গিরা ঋষির সবিশেষ সম্বন্ধ ছিল, তিনি কখন কখন অগ্নিদেবতার প্রতিনিধিত্ব গ্রহণ করিয়া দেবকার্য্য সমাধা করিতে প্রবৃত্ত হন, তিনি ও তাঁহার বংশীয় ঋষিগণ জনসমাজে অগ্নি-উপাসনা প্রচলিত করেন, এইরূপ বহুতর কথা বেদ, নিরুক্ত ও মহাভারতে § বারংবার সূচিত ও নিদর্শিত রহিয়াছে। এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, পারসীক অঙ্গ্র ও বৈদিক অঙ্গিরা এক ব্যক্তিরই নাম এবং পারসীক ও হিন্দুরা একত্র মিলিত থাকিতেই তিনি ও তাঁহার বংশীয় ঋষিগণ অগ্নি-উপাসনার প্রচার, পুনঃ প্রচার বা বহুবিস্তার করেন, এই অনুমান আপনা হইতেই উপস্থিত হয়।

---

* M. Haug's Essays &ca. p. 150.

† একসময়ে তাঁহারা অগ্নিকে স্বতন্ত্র উপাস্য দেবতাস্বরূপ জ্ঞান করিতেন না; কেবল নিজ গৃহে অগ্নিস্থাপন করিয়া রাখিতেন ও তৎসন্নিধানে উপাসনা-সংক্রান্ত সমস্ত ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিতেন।—G. Rawlinson's five great Monarchies, vol. III. 1865, 102.

‡ M. Haug's Essays &ca. p. 250.

§ ঋগ্বেদসংহিতা, ১ মণ্ডল, ২ সূক্ত, ৬ ঋক্ ও ১১ সূক্ত, ২ এবং ৩ ঋক্। নিরুক্ত, ১১ অধ্যায়, ১৬ ও ১৭। মহাভারত, বনপর্ব্ব,

পারসীকদিগের অবস্তাশাস্ত্রে ইন্দ্র, শউর্ব ও নাওঙ্হইথ্য এই তিনটি নাম স্থানে স্থানে সন্নিবেশিত আছে। ঐ তিনটি যথাক্রমে বেদোক্ত ইন্দ্র, শর্ব্ব ও নাসত্যযুগলের সহিত অভিন্ন বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। * পুরাণাদি শাস্ত্রে শর্ব্ব ও সর্ব্ব শব্দ শিব-নামাবলীমধ্যে বিনিবেশিত আছে, কিন্তু প্রথমে অগ্নিদেবের সংজ্ঞা বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল।

সোঽব্রবীজ্জ্যায়ান্বা অসতোঽস্মি ধেহ্যেব মে নামেতি।
তমব্রবীৎ শর্ব্বোঽসীতি।

শতপথ ব্রাহ্মণ ৬। ১। ৩। ১০ এবং ১১
মুদ্রিত পুস্তকের পৃষ্ঠা ৫০৬।

কুমার (অর্থাৎ অগ্নি) কহিলেন, আমি অসৎ হইতে শ্রেষ্ঠতর; আমাকে একটি নাম দাও। প্রজাপতি কহিলেন, তুমি শর্ব্ব।

অশ্বিন্ নামক দুইটি দেবতার নাম নাসত্য। † পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইবে, হিন্দু ও পারসীকদিগের পরস্পর বিবাদ-বিসংবাদ বশতঃ ঐ শর্ব্ব, নাসত্য এবং ইন্দ্রদেব অবস্তার মধ্যে দৈত্যস্বরূপ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

অবস্তার মধ্যে বয়ু, ‡ হোম, $ অর্মইতি, § অইর্যমন্ ** নইর্যোশঙ্হ, †† নামে কতকগুলি দেবতা বা দেবদূত-বিশেষের বিষয় বর্ণিত আছে। ঐ সমুদায় যথাক্রমে হিন্দুশাস্ত্রোক্ত বায়ু,সোম,অরমতি, অর্য্যমন্ ও নরাশংস বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। পারসীক বায়ু বহুদূরস্থিত ও সর্ব্বত্রগামী সর্ব্বত্রব্যাপী। তিনি উপরিভাগে অর্থাৎ গগনমণ্ডলে কর্ম্ম করেন। ‡‡বৈদিক বায়ু-দেবও এই লক্ষণাক্রান্ত,তাহার সন্দেহ নাই। বেদোক্ত অরমতি একটি উপাস্য দেবতা; আবস্তিক অর্মইতিও দেবতা বা দেবপারিষদ্‌স্বরূপ। বৈদিক অরমতি শব্দের অর্থ

---

* M. Haug's Essays &ca. p. 230.

† ঋগ্বেদসংহিতা ১ম, ৪৬ সূ, ৫ ঋক্; ৪৭ সূ, ৭ ও ৯ ঋক্; ৩ ম, ৫৪ সূ, ঋক্ ইত্যাদি।

‡ রাম্ যষ্‌ত্।

$ হোম যষ্‌ত্।

§ যশ্ন ১২ অধ্যায় ও যশ্ন ৩১ অধ্যায় (গাথ অহুনবইতি ৪র্থ পরিচ্ছেদ)।

** যশ্ন ৫৪ অধ্যায় বিস্পরদ্ ১ অধ্যায় ও বেন্দিদাদ্ ২২ অধ্যায়।

†† বেন্দিদাদ্ ২২ অধ্যায়।

‡‡ [illegible]

পৃথিবী, আবস্তিক অরুমইতি অবিকল ঐ অর্থেই প্রয়োজিত হইয়াছে। পুরাণে লিখিত আছে, পৃথিবী এক সময়ে গোরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। * অবস্তার মধ্যেও পৃথিবী গোস্বরূপ বলিয়া লক্ষিত হইতেছে। † ভূমিকর্ষণ ও শস্যোৎপাদন ঐ পৌরাণিক ও আবস্তিক উভয় উপাখ্যানেরই উদ্দেশ্য। এ দেশে বিবাহ-সম্পাদনের সময়ে অর্যমন্ দেবতার সংক্রান্ত মন্ত্র-সমূহ প্রয়োজিত হয়।‡ আবস্তিক অইর্যমন্ দেবতার বিষয়ও অবিকল ঐরূপ। অবস্তার মধ্যে 'অইর্যম ইষ্যো' $ নামে এক মন্ত্র আছে, তাহাও উদ্বাহের সময়ে বিনিযোজিত হইয়া থাকে। অতএব বৈদিক অর্যমন্ ও আবস্তিক অইর্যমন্ একান্ত অভিন্ন। বেদের মধ্যে নরাশংস শব্দ অগ্নি, পূষন্, ব্রহ্মণস্পতি প্রভৃতি অনেকানেক দেবতার বিশেষণস্বরূপ ব্যবহৃত হইয়াছে। আবস্তিক নইর্যোশংহ অহুরমজ্দের দূত-স্বরূপ। বেদে অগ্নি ও পূষন্ দেবতাকে ঐরূপ দৌত্য ব্রতে ব্রতী দেখা যায়। ইন্দ্রদেবের একটি নাম বৃত্রহন্। ঐ শব্দের আবস্তিক রূপ বেরেথ্রঘ্ন। অবস্তায় ইন্দ্র দৈত্যস্বরূপ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, কিন্তু বেরেথ্রঘ্ন ভক্তিভাজন ও পূজাস্পদ যজত-বিশেষ। § এই সমস্ত দেবতা হিন্দু ও পারসীকদিগের সংসৃষ্টিকালের উপাস্য দেবতা ছিলেন বলিতে হইবে। বেদোক্ত ভগ ও অবস্তা-প্রোক্ত বগ শব্দ একরূপ অভিন্ন। বৈদিক ভগ একটি আদিত্যের নাম, কিন্তু আবস্তিক বগ শব্দ দেবতামাত্রেরই প্রতিপাদক। আর্য্যবংশীয়দিগের দেবতাবাচক বগ

* বিষ্ণুপুরাণ, প্রথম অংশ, ত্রয়োদশ অধ্যায়।

† অবস্তা, গাথ অহুনব ইতি, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ (যশ্ন ঊনত্রিংশ অধ্যায়)। M, Haug's Essays &ca, pp. 140 & 150.

‡ কুশণ্ডিকা-প্রণালী পাঠ করিয়া দেখিলেই এ বিষয়ের প্রচুর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

$ অবস্তা, যশ্ন ৫৪ ও বিস্পরদ্ ১ অধ্যায়।

§ অবস্তার মতে অহুরমজ্দের অপেক্ষা নিকৃষ্ট-পদস্থ, দৈব-শক্তিসম্পন্ন, পূজনীয় ও স্তবনীয় জীব-বিশেষের নাম যজত। মিথ্র, অরুমইতি, অর্যমন্, হোম, বেরেথ্রঘ্ন ইহাঁরা সকলেই যজত। এই শব্দটি বৈদিক যজত শব্দেরই রূপান্তর মাত্র। যজত শব্দের অর্থ যজ্ঞিয়।—নিরুক্ত। ৮। ৭ ও ১২। ১৭।

বা ভগ শব্দটি অতীব প্রাচীন। পূর্ব্বতন স্লেবোনিক-জাতীয়েরা ঐ নামের * দুইটি দেবতা জানিতেন; একটি শুক্ল এবং অপরটি কৃষ্ণবর্ণ। †

বৈদিক দেবগণের সংখ্যা তেত্রিশ মাত্র, পুরাণোক্ত তেত্রিশ কোটি দেবসংখ্যা বেদ-রচনার সময়ে কল্পিত হয় নাই।

ইতি স্তুতাসো অসথা রিশাদসো যে স্থ ত্রয়শ্চ ত্রিংশচ্চ।
মনোর্দেবা যজ্ঞিয়াসঃ ॥

ঋগ্বেদসংহিতা, ৮ মণ্ডল, ৩০ সূ, ২ ঋক্।

হে শত্রুসংহারক! হে মনুর যজ্ঞিয় দেবগণ! তোমরা তিন ও ত্রিশ, তোমরা এইরূপ স্তুত হও।

যস্য ত্রয়স্ত্রিংশদ্দেবা অঙ্গে সর্ব্বে সমাহিতাঃ।

অথর্ব্ববেদসংহিতা। ১০।৭।১৩।

যে প্রজাপতির অঙ্গে সমুদায় তেত্রিশ দেবতা অবস্থিত আছেন। ‡ অবস্তায়ও লিখিত আছে, ঠিক তেত্রিশ জন রতু অর্থাৎ অধ্যক্ষ অহুরমজ্দের প্রতিষ্ঠিত ও জরথুস্ত্রের প্রচারিত সর্ব্বোৎকৃষ্ট তত্ত্ব সমুদায় প্রচলিত রাখিবার নিমিত্ত নিয়োজিত থাকেন। § অনুমান হয়, ঐ সংখ্যাটি এক সময়ে একত্র সংসৃষ্ট হিন্দু ও পারসীকদিগের দেবগণের গণনার্থ ব্যবহৃত ছিল; পারসীকেরা হিন্দুদের সহিত পৃথগ্ভূত হইয়া তাহার অর্থ ও তাৎপর্য্য একেবারে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন।

ঐ উভয়-জাতীয় দেবগণের সংজ্ঞা ও স্বরূপ-বিষয়ে যাদৃশ সৌসাদৃশ্য প্রদর্শিত হইল, উহাদের ক্রিয়াকলাপ-বিষয়েও ঐরূপ অবলোকিত হইতেছে। এ স্থলে তদ্বিষয়-সংক্রান্ত দুই একটি কথার প্রসঙ্গ করা যাইতেছে।

অবস্তায় ঋত্বিকের নাম আথ্ব ও ঋত্বিগ্‌বিশেষের নাম জওত বলিয়া

---

* ঐ শব্দের স্লেবোনিক রূপ Bog.

† M. Haug's Essays &ca. pp. 230, 231, 232, 244, 281 and 193 দেখ।

‡ অথর্ব্ব-সংহিতা। ১০। ৭। ২৩ ও ১০। ৭। ২৭ দেখ।

§ অবস্তা, যস্ন ১। ১০। M. Haug's Essays &ca. p. 233.

লিখিত আছে। এই দুইটি বৈদিক অথর্ব্বন্ ও হোতা * বৈ আর কিছুই নয়। † পারসীকদিগের ক্রিয়া কলাপের অনুষ্ঠান-কালে দুগ্ধ, নবনীত, মাংস বা ফল, সোম-শাখা, সোম রস, বৃষ-লোম, একত্রবদ্ধ পল্লব-পুঞ্জ ও পিষ্টক-বিশেষ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ‡ এইরূপ দ্রব্যজাত হিন্দুদিগের যজ্ঞ-পূজাদিতেও নিয়োজিত হয়, ইহা প্রসিদ্ধই আছে।

অনেকের বিদিত থাকিবে, সোমযাগ একটি প্রধান বৈদিক যজ্ঞ। বেদানুসারে সোম ও পারসীক শাস্ত্রানুসারে হোম, একটি উদ্ভিদের নাম। উভয় শাস্ত্রানুসারেই উহা সুবর্ণ সদৃশ রঞ্জিত। উভয় শাস্ত্রানুসারেই উহা মাদক ও রোগ নিবারক। উভয় শাস্ত্রানুসারেই উহা স্বাস্থ্যদায়ক ও অমরত্ব-বিধায়ক। উভয় শাস্ত্রানুসারেই উহা একটি পরম পূজনীয়-দেবতা। উভয় শাস্ত্রানুসারেই উহার রস বিহিতবিধানে প্রস্তুত ও মন্ত্র পূত করিয়া পান করিতে হয়। বেদে ও অবস্তায় ঐ সোম-দেবতার গুণ-বাচক যে সমস্ত একান্ত অভিন্ন শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। §

আবস্তিক	সংস্কৃত।
হবরেস	সবর্ণা $

---

* শব্দ-বিশেষে আবস্তিক জকারের স্থানে সংস্কৃত ভাষায় হকারের আদেশ দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন আবস্তিক অজেম্‌শব্দের স্থানে সংস্কৃত অহম্ হয়। ইহা হইলে হোতা ও জওত শব্দে বিশেষ বিভিন্নতা থাকে না।

† M Haug's Essays &ca 1862 p. 237.

‡ M. Haug's Essays &ca. 1862 pp. 132, 238

§ ঋগ্বেদসংহিতা, সমগ্র নবম মণ্ডল, ১ ম, ৯১ সূ, ৪ ম, ২৮ সূ; ১ম, ৪৩ সূ ;—৯ ঋক্; ৬ ম, ৪৭ সূ, ১ - ৫ ঋক্ ইত্যাদি। অবস্তা, হোম-যষ্‌ত (যশ্ন, ৯ ও ১০ অধ্যায়)। Translated extracts from Dr. Windischmann's Essay on the Soma-Worship of the Arians in Muir's Sanscrit Texts, part II. Appindix, Note D দেখ।

$ স্বর্ণামপ্সাং বৃজনস্য গোপাম্।

ঋগ্বেদসংহিতা, ১ ম, ৯১ সূ, ২১ ঋক্।

বেরেথ্রজও — বৃত্রহা *
হুখ্রতুস্ — সুক্রতুঃ †

পার্সীদের যে ক্রিয়াতে সোমলতার রস নিবেদিত ও ব্যবহৃত হয়, তাহার নাম ইজেষ্নে। উহাতে জ্যোতিষ্টোম-নামক বৈদিক ক্রিয়ার প্রায় সমুদায় অঙ্গই লক্ষিত হইয়া থাকে। পার্সীরা আরও অনেকগুলি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, যথা—আফ্রিগান্, দরুন্, গাহানবর্। এই তিনটি বেদোক্ত আপ্রী, দর্শপৌর্ণমাস ও চাতুর্মাস্য যাগের সমান বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। ‡ কিন্তু বৈদিক আপ্রী ও আবস্তিক আফ্রি এই দুইটি নাম ভিন্ন অন্য ক্রিয়াগুলির কিছুমাত্র সংজ্ঞাসাদৃশ্য দৃষ্ট হয় না।

উপনয়ন-কালে যজ্ঞসূত্র-ধারণ-বিষয়েও উভয় জাতির সবিশেষ সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষীয় আর্য্যেরা নির্দ্দিষ্ট বয়ঃক্রমকালে উপনীত হইয়া যজ্ঞসূত্র ধারণ করেন। ব্রাহ্মণের অষ্টম বর্ষ, ক্ষত্রিয়ের একাদশ বর্ষ এবং বৈশ্যের দ্বাদশ বর্ষ উপনয়নের মুখ্য কাল, কিন্তু উহাদের যথাক্রমে ষোড়শ, দ্বাবিংশ ও চতুর্বিংশ বৎসর অতীত না হইলে উপনয়ন-কাল অতীত হয় না।

অষ্টমে বর্ষে ব্রাহ্মণমুপনয়েদ্‌গর্ভাষ্টমে বৈকাদশে ক্ষত্রিয়ং দ্বাদশে বৈশ্যম্। আষোড়শাদ্‌ব্রাহ্মণস্যানতীতঃ কাল আদ্বাবিংশাৎ ক্ষত্রিয়স্য আ চতুর্বিংশাদ্ বৈশ্যস্য অত ঊর্দ্ধং পতিতসাবিত্রীকা ভবন্তি।

আশ্বলায়নগৃহ্যসূত্র। ১। ২।

গর্ভাষ্টমেঽব্দে কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণস্যোপনায়নম্।
গর্ভাদেকাদশে রাজ্ঞো গর্ভাত্তু দ্বাদশে বিশঃ॥
আষোড়শাদ্‌ব্রাহ্মণস্য সাবিত্রী নাতিবর্ত্ততে।
আদ্বাবিংশাৎ ক্ষত্রবন্ধোরাচতুর্ব্বিংশতের্বিশঃ॥

মনুসংহিতা, ২ অধ্যায়, ৩৬ ও ৩৮ শ্লোক।

---

* ত্বং সোমোঽসি সৎপতিস্ত্বং রাজোত বৃত্রহা।

ঋগ্বেদসংহিতা, ১ ম, ৯১ সূ, ৫ ঋক্।

† ত্বং সোমক্রতুভিঃ সুক্রতুর্ভূস্ত্বম্।

ঋগ্বেদসংহিতা, ১ ম, ৯১ সূ ২ ঋক্।

‡ M. Haug's Essays &ca. pp. 238—242.

পারসীকদিগের মধ্যেও ইহার অনুরূপ রীতি প্রচলিত দেখা যায়। ভারতবর্ষ-নিবাসী পারসীকেরা সপ্তম বর্ষে উপনীত হন, কিন্তু কর্ম্মান্-প্রদেশীয় পারসীকেরা দশমবর্ষে প্রবৃত্ত না হইলে যজ্ঞোপবীত প্রাপ্ত হন না। রবাএতের মতে অর্থাৎ পার্সী পণ্ডিতদিগের ব্যবস্থানুসারে বালকেরা সচরাচর দশমবর্ষ বয়সের সময়ে পার্সীদিগের সমাজ-ভুক্ত হয়; কিন্তু অন্যান্য গ্রন্থানুসারে বোধ হয়, তাহারা পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃস্থ হইলে ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। *

অথর্ব্ব-বেদের অনেকাংশে মন্ত্র-প্রয়োগ দ্বারা রোগশান্তি, দীর্ঘায়ু-লাভ, শত্রুবিনাশ ও উৎপাত-নিবারণ প্রভৃতির বহুতর ব্যবস্থা বিদ্যমান আছে। অবস্তারও কোন কোন ভাগে † তদনুরূপ মন্ত্রসমূহ সন্নিবেশিত রহিয়াছে। এমন কি, ঐ বেদের সহিত অবস্তার অন্তর্গত যষ্‌ত্‌ ও বেন্দিদাদ্ বিভাগের ঐক্য করিয়া দেখিলে অনেকানেক বচনের সাতিশয় সাদৃশ্য দৃষ্ট হইতে পারে। অথর্ব্ব-বেদের অন্য একটি নাম অথর্ব্বাঙ্গিরস বেদ, স্থানে স্থানে কেবল আঙ্গিরস বেদ অর্থাৎ অঙ্গিরা ও আঙ্গিরস বংশীয় ঋষিদিগের বেদ বলিয়া লিখিত আছে। যে অগ্নিযাজক অঙ্গিরা ও আঙ্গিরস ঋষিগণ হিন্দু ও পারসীক উভয় জাতিরই পরম শ্রদ্ধেয় ও ভক্তি ভাজন বলিয়া ইতিপূর্ব্বে বিবেচিত হইয়াছেন, ঐ আঙ্গিরস আখ্যা দ্বারা ঐ বেদ তাঁহাদেরই হইতে উৎপন্ন বলিয়া সূচিত হইতেছে। পুরাণে পৌরাণিক কথার প্রণালী অনুসারে ঐ বেদ অঙ্গিরা ঋষির অপত্য বলিয়া বর্ণিত আছে।

প্রজাপতেরঙ্গিরসঃ স্বধা পত্নী পিতৃনথ।
অথর্ব্বাঙ্গিরসং বেদং পুত্রত্বে চাকরোৎ সতী॥

ভাগবত। ৬। ৬। ১৬।

ঐ বেদের আর একটি নাম আথর্ব্বণ-বেদ, অর্থাৎ অথর্বন্‌দিগের বেদ। আবস্তিক আথ্রব ও বৈদিক অথর্বন্ শব্দ যথাক্রমে যাজক ও অগ্নিযাজক-প্রতিপাদক। প্রথমে ঋক্, সাম, যজু এই তিনই প্রকৃত বেদ বলিয়া গণ্য ছিল; তাহার মধ্যে অথর্ব্ববেদের নাম সন্নিবিষ্ট ছিল না। ঐ বেদ ম্লেচ্ছদিগের নিমিত্ত প্রকটিত, এইরূপ একটি জন-প্রবাদও হিন্দু-সমাজে বহুকালাবধি

* Muir's Sanscrit Texts, part II. p. 296.

† অবস্তা, আদি বেহেষ্‌ত্‌ যষ্‌ত্‌ ও খোর্‌দদ্-যষ্‌ত। অবস্তা, বেন্দিদাদ্ ২০—২২ অধ্যায়।

প্রচলিত আছে। এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে প্রকরণ-বিশেষে আবস্তিক ধর্ম্মের সহিত আথর্ব্বণ-ধর্ম্মের বিশেষ কিছু সম্বন্ধ অবশ্যই লক্ষিত বা সম্ভাবিত হইতে থাকে।

হিন্দু ও পার্সী * উভয় জাতীয়েরাই শাস্ত্রীয় ক্রিয়া-বিশেষ উপলক্ষে শরীর শোধনার্থ গো-মূত্র ব্যবহার করিয়া থাকেন, এ কথাটিও আর্য্যকুলের পুরাবৃত্ত-জিজ্ঞাসুদিগের উপেক্ষার বিষয় নয়।

বেদ-সংহিতায় দেব-প্রতিমা ও স্বতন্ত্র দেব মন্দিরের কোন প্রসঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায় না। পারসীকেরাও প্রথমে ঐ উভয় অবগত ছিলেন না। অতএব হিন্দু ও পারসীকেরা একত্র সংসৃষ্ট থাকিতে তাঁহাদের মধ্যে স্বতন্ত্র বিগ্রহ-পূজার ও দেবালয়-প্রতিষ্ঠার রীতি বিদ্যমান ছিল না।

অবস্তার মধ্যে বর্ণ-বিভাগের কিছুমাত্র নিদর্শন নাই। বেদ-সংহিতার প্রাচীনতম সূক্ত সমুদায়েও সে বিষয়ের সুস্পষ্ট প্রসঙ্গ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অতএব যদিও বৈশ্য ও ক্ষত্রিয় শব্দের মূলস্বরূপ বিশ † ও ক্ষত্র শব্দ সংস্কৃত ও আবস্তিক উভয় ভাষাতেই বিদ্যমান আছে, তথাচ বলিতে হইবে, হিন্দু ও পারসীকেরা একত্র মিলিত থাকিতে কুল-ক্রমাগত প্রকৃত বর্ণ-বিচারের সৃষ্টি হয় নাই।

হিন্দু ও পারসীকেরা পরস্পর পৃথক্ হইবার পূর্ব্বে পরলোকের বিষয়ে কিরূপ মতস্থ ছিলেন, তাহা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় না। পারসীকদিগের অবস্তা-শাস্ত্রে যিম্ নামে অলৌকিক শক্তি-সম্পন্ন কোন অসামান্য ব্যক্তির একটি উপাখ্যান আছে। ‡ ঐ যিম বেদশাস্ত্রোক্ত যমরাজা, তাহার সন্দেহ নাই। বেদানুসারে যম বিবস্বতের সন্তান; অবস্তানুসারে যিম বীবঙ্হব-তের অপত্য। যিম একটি পরম সৌভাগ্যশালী রাজা ছিলেন; তিনি কিছু কাল রাজত্ব করিয়া মনুষ্য ও অন্য ক্ষুদ্র প্রাণীতে পৃথিবী পরিপূর্ণ করেন এবং অবশেষে স্বর্ণময়-স্তম্ভ-পরিবেষ্টিত একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে নিয়মিত-সংখ্যক অত্যুৎকৃষ্ট মনুষ্য ও পশ্বাদি লইয়া যান ও তথায় অবস্থিতি করিয়া তাহাদিগকে সুখী ও অমৃতশালী করেন। তাঁহার অধিকারে অজ্ঞান, অধর্ম্ম, দীনতা, রোগ ও মৃত্যু কিছুই বিদ্যমান ছিল না। বেদসংহিতায়ও যমরাজা

---

* অবস্তা, বেন্দিদাদ্ ৯ অধ্যায়।

† আবস্তিক বীশ্।

‡ অবস্তা, বেন্দিদাদ্ ২ অধ্যায়।

লোকান্তর-নিবাসীদিগের অধীশ্বর বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। তিনি জীবলোক-বিশেষে অধিবাস করিয়া তাহাদিগকে শাসন ও পালন করিয়া থাকেন। পুরাণাদি শাস্ত্রে যমালয় কেবল ভয় ও ক্লেশের আলয় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে বটে, কিন্তু পুরাকালীন হিন্দুদিগের ঈদৃশ সংস্কার ছিল, এমন বোধ হয় না, প্রত্যুত তাঁহারা যমলোককে পারসীকদিগের যিম-মণ্ডলের ন্যায় সুখ ও সৌভাগ্যের নিলয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন।

যত্র জ্যোতিরজস্রং যস্মিন্ লোকে স্বর্ হিতম্।
তস্মিন্ মাং ধেহি পবমান অমৃতে লোকে অক্ষিতে॥
যত্র রাজা বৈবস্বতো যত্রাবরোধনং দিবঃ।
যত্রামূর্যহ্বতীরাপস্তত্র মাং অমৃতং কৃধি॥
যত্রানুকামং চরণং ত্রিনাকে ত্রিদিবে দিবঃ।
লোকা যত্র জ্যোতিষ্মন্তস্তত্র মামমৃতং কৃধি॥
যত্র কামা নিকামাশ্চ যত্র ব্রধ্নস্য বিষ্টপম্।
স্বধা চ যত্র তৃপ্তিশ্চ তত্র মামমৃতং কৃধি॥
যত্রানন্দাশ্চ মোদাশ্চ মুদঃ প্রমুদ আসতে।
কামস্য যত্রাপ্তাঃ কামাস্তত্র মামমৃতং কৃধি॥
ঋগ্বেদসংহিতা, ৯ ম, ১১৩ সূ, ৭—১১ ঋক্।

হে পবমান সোমদেব! যে লোকে অজস্র জ্যোতি ও সূর্য্যতেজ অবস্থিত আছে, সেই অমৃত অক্ষয় লোকে আমাকে স্থাপন কর। যে লোকে বৈবস্বত (যম) রাজা রাজত্ব করেন, যেখানে দ্যুলোকের অন্তরতম স্থান এবং বিস্তৃত সলিল-পুঞ্জ অবস্থিত আছে, সেই স্থানে আমাকে অমর কর। যে লোকে ইচ্ছানুরূপ আচরণ করা যায় এবং যেখানে জ্যোতিষ্মান্ লোক সকল বিদ্যমান আছে, দ্যুলোকের সেই ত্রিনাভি-বিশিষ্ট পবিত্রতম স্থানে আমাকে অমর কর। যেখানে যথেষ্ট সুখ-সম্ভোগ এবং স্বধা ও তৃপ্তি আছে ও যেখানে সূর্য্যলোক বিদ্যমান রহিয়াছে, সেই স্থানে আমাকে অমর কর। যে স্থানে বহুল আনন্দ ও বহুতর আমোদ-প্রমোদ বিদ্যমান আছে এবং যেখানে কাম্যবস্তু সমুদায়ই প্রাপ্ত হওয়া যায়, আমাকে সেই স্থানে অমর কর।

বেদ-সংহিতানুসারে যমরাজা পরলোকবাসীদিগের অধীশ্বর, কিন্তু পারসীকদিগের যিমরাজার সুখময় রাজ্য অবনীতেই অবস্থিত। অতএব

যিম ও যম এই দুটি নামের সৌসাদৃশ্য একত্র সংসৃষ্ট হিন্দু ও পারসীকদিগের পরলোক-বিষয়ক বিশ্বাসের পরিচয় দান করিতেছে কি না সংশয়-স্থল।

পূর্ব্ব-লিখিত ভিন্ন অন্যান্য অনেক পৌরাণিক বা ঔপাখ্যানিক বিষয়েরও সমানক ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দুদের মতে পৃথিবী সপ্তদ্বীপা। পার্সীরাও মেদিনীমণ্ডলকে সাত ভাগে বিভক্ত বলিয়া বিশ্বাস করেন। * হিন্দুদিগের মতানুসারে সুমেরু-পর্ব্বত পৃথিবীর মধ্যস্থিত। পার্সীরাও ঐরূপ একটি পরম পবিত্র মধ্যস্থিত পর্ব্বতের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করিয়া থাকেন। † ঐ উভয়ই দেবতা-বিশেষের নিবাস-ভূমি। একের শিখরোপরি ব্রহ্মার পুরী ‡, অপরের উপরে মিথ্র দেবের সুখময় প্রাসাদ। §

হিন্দু ও পারসীকদিগের পূর্ব্বতন জাতীয় ধর্ম্মের সাদৃশ্য-বিষয়ের যৎকিঞ্চিৎ যাহা লিখিত হইল, তদ্দ্বারা ঐ উভয় জাতির সংসৃষ্টকালীন ধর্ম্ম বেদ-সংহিতা-প্রোক্ত ধর্ম্মের অনুরূপ অথবা শৈশবরূপ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। উহা সূর্য্য, বায়ু, পৃথিব্যাদি বহুপ্রভাবশালী নৈসর্গিক বস্তুর উপাসনার অতিরিক্ত অধিক কিছুই নয়। বিদেশ-বাসী পারসীক জাতির সহিত আমাদের এই অবিদিতপূর্ব্ব অমৃতময় ভ্রাতৃভাবের বর্ণন করা কি অভূতপূর্ব্ব আনন্দেরই বিষয়! কিন্তু ধরণীমণ্ডলে সৌহৃদ্য বা সৌভ্রাত্র কিছুই চিরস্থায়ী নয়। এই উভয় জাতি কারণ-বিশেষের, বোধ হয়, ধর্ম্ম-সংক্রান্ত কলহ-ক্রোধের বশীভূত হইয়া একেবারে স্বতন্ত্র হইয়া পড়িলেন এবং ক্রমে ক্রমে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রদেশে প্রস্থান ও অবস্থান করিলেন। ইহাঁদের ঐ বদ্ধ-মূল বিদ্বেষ ও ঘোরতর বিসংবাদের বহুতর সুস্পষ্ট নিদর্শন হিন্দু ও পারসীক উভয় শাস্ত্রের মধ্যেই জাজ্জ্বল্যমান রহিয়াছে।

হিন্দু ও পারসীকদিগের জাতীয় ধর্ম্মের যেমন অনেক বিষয়ে অসাধারণ ঐক্য অবলোকিত হইতেছে, কতকগুলি বিষয়ে আবার তেমনই বৈপরীত্য দেখিতে পাওয়া যায়। বেদের অন্তর্গত দেব শব্দ পূজাস্পদ দেবতা-প্রতিপাদক, কিন্তু তদনুরূপ আবস্তিক 'দএব' বা 'দেব' এবং অধুনাতন পারসীক 'দেও' শব্দ দৈত্য-বাচক। হিন্দুদিগের কয়েকটি প্রধান দেবতার নাম ইন্দ্র, শর্ব ও নাসত্য। $ অবস্তা-রচয়িতারা তাঁহাদিগকে দৈত্য-নিকেতনে ও

---

* অবস্তা, মিহির-যষ্ত্।

† অবস্তা, মিহির-যষ্ত্।

‡ বিষ্ণুপুরাণ, ২ অংশ, ২ অধ্যায়।

§ অবস্তা, মিহির-যষ্ত্।

$ সংস্কৃত শর্ব ও নাসত্যশব্দের আবস্তিক রূপ শউর্ব ও নাওঙহইথ্য।

নিরয়-সদনে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন। তাঁহারা যথাক্রমে দৈত্যাধিপতি অঙ্গ্রমইন্যুর মন্ত্রিসভার দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ সভাসদের আসনে উপবেশিত হইয়াছেন। সোমযাগ একটি প্রধান বৈদিক ক্রিয়া, ইহা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে; জরথুস্ত্র-স্পিতম ঐ পূর্ব্বকালীন ক্রিয়া পরিত্যাগ করিয়া সোমরস-পানের ভূয়সী নিন্দা করিয়াছেন। * এমন কি, এই বিষয়ের মতামতই হিন্দু ও পারসীকদিগের চিরবিচ্ছেদের একটি মূল কারণ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। † এইরূপ, হিন্দু ঋষিরাও পারসীক ধর্ম্ম ও পারসীক দেবতাদিগের নিন্দা করিতে ক্রটি করেন নাই। আবস্তিক অহুর-শব্দ সংস্কৃত অসুর-শব্দেরই রূপান্তর, তাহার সন্দেহ নাই। ‡ অহুর শব্দের অর্থ প্রভু ও জীবিত-

---

* অবস্তা, যশ্ন, ৩২, ৩ ও ৪৮, ১০।

† কিন্তু সোমরসপান একেবারে উঠিয়া যায় নাই; উত্তরকালে প্রকারান্তরে সোমযজ্ঞ পারসীক-সম্প্রদায়ে প্রবর্ত্তিত হয়। অধুনাতন পার্সী পুরোহিতেরা অগ্নিকে উহা দর্শনমাত্র করাইয়া অত্যল্পমাত্রায় পান করেন। —হোমযশ্‌ত। অবস্তা, যশ্ন ৯ ও ১০ অধ্যায় G. Rawlin's Five Great Monarchies, 1865, pp. 103 and 104 দেখ।

‡ ইতিপূর্ব্বে এ বিষয় প্রতিপন্ন করা হইয়াছে; এ স্থলে ইহার আর একটি দৃঢ়তর প্রমাণ প্রদর্শিত হইতেছে। হিন্দুদিগের শুক্ল যজুর্ব্বেদীয় বাজসনেয়ি-সংহিতার অন্তর্গত কতকগুলি ছন্দের নাম আসুরী; যথা;—আসুরী গায়ত্রী, আসুরী উষ্ণিক্, আসুরী পংক্তি, আসুরী অনুষ্টুভ্, আসুরী বৃহতী, আসুরী ত্রিষ্টুভ্, আসুরী জগতী। (ক) পারসীকদিগের অবস্তা-শাস্ত্রের অন্তর্গত গাথ পরিচ্ছেদের মধ্যে ঐ সকল ছন্দ অবিকল বিদ্যমান রহিয়াছে এবং তাহা অহুর অর্থাৎ অসুর ধর্ম্মের উপদেশার্থে বিনিযোজিত হইয়াছে। আসুরী শব্দের অর্থ অসুর-সম্বন্ধীয়। অতএব বলিতে হয়, বাজসনেয়িসংহিতা-সংগ্রাহক ভারতবর্ষীয় ঋষিরা ঐ অতি প্রাচীন গাথশাস্ত্রের বিষয় অবগত ছিলেন ও পারসীকদিগের দেবগণের নাম অসুর বলিয়া জানিতেন এবং ঐ অসুর (অর্থাৎ অহুর) প্রধান অবস্তা-শাস্ত্রের অনেকানেক অংশ ঐ সমুদায় ছন্দে বিরচিত জানিয়া উহাদিগকে আসুরী এই সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন।

(ক) শ্রীমান্ বেবর (Weber) কর্ত্তৃক মুদ্রিত বাজসনেয়িসংহিতার উপক্রমণিকার ৬০ পৃষ্ঠা দেখ।

বান্ * এবং পারসীকদিগের দেবগণের নাম অহুর-মজ্দ। কিন্তু শ্রীমান্ সায়নাচার্য্যের ব্যাখ্যানুসারে প্রথমে বেদ-সংহিতার প্রাচীনতর ভাগের বহুতর স্থানেই অসুর-শব্দ সর্ব্বজীবের প্রাণদাতা (সুতরাং দেব-গুণ বাচক) অর্থে প্রয়োজিত হইলেও † উত্তরকালীন হিন্দু-শাস্ত্রকারেরা অসুরগণকে দেব-দ্বেষী দৈত্য-স্বরূপ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন ও স্বীয় দেবতাদিগকে অসুর-বিরোধিনী সুর-সংজ্ঞা প্রদান করিয়া প্রতিপক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছেন। হিন্দু-দিগের দেবতাগণের ঐ আখ্যাটি সমধিক প্রাচীন নয়, উটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক নাম। বেদসংহিতায় সুর শব্দ বিদ্যমান নাই, পুরাণের মধ্যেই উহার বহুল প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব সর্ব্ব-প্রথমে ঐ শব্দটি হিন্দুশাস্ত্রের অন্তর্গত ছিল না, সুতরাং বলিতে হয়, হিন্দুরা পারসীকদিগের অসুর-নামক দেবতাদিগের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করিয়া আপনাদের দেবগণের নাম সুর বলিয়া প্রচার করিলেন এবং অসুর সুর-বহির্ভূত অর্থাৎ সুর-দ্বেষী বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ‡

---

* M. Haug's Lecture on an Original Speech of Zoroaster, 1865, P. 15.

† তিনি ঋগ্বেদসংহিতার প্রথম মণ্ডলের পঁয়ত্রিশ সূক্তের সপ্তম ঋকের ভাষ্যে 'অসুরঃ সর্ব্বেষাং প্রাণদঃ' এবং দশম ঋকের ভাষ্যে 'অসুরঃ প্রাণদাতা' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

বুদ্ধিদাতা এই অর্থ বুঝিতেও অসুর-শব্দ অসু-শব্দ হইতে নিষ্পন্ন হয়। নিঘণ্টু অনুসারে অসু শব্দের অর্থ প্রজ্ঞা, যথা—

কেতুঃ কেতঃ চেতঃ চিত্তম্ ক্রতুঃ অসুঃ ধীঃ শচী মায়া বয়ুনম্ অভিখ্যেত্যে-কাদশ প্রজ্ঞানামানি। নিঘণ্টু। ৩। ৯।

কেতু, কেত, চেত, চিত্ত, ক্রতু, অসু, ধী, শচী, মায়া, বয়ুন, অভিখ্যা এই একাদশটি প্রজ্ঞার নাম।

ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে, অসুর শব্দ প্রথমে দেবতা-প্রতিপাদক অথবা দেবগুণ-বাচক ছিল, তাহার সন্দেহ নাই।

‡ অগ্রে অসুর-শব্দ বিদ্যমান ছিল, পরে সুর-শব্দের সৃষ্টি হয়। অতএব এখন অবধি এ দেশীয় পণ্ডিতদিগের মতানুযায়ী অসুর-শব্দ 'সুর-বিরোধী' এইরূপ ব্যুৎপত্তি পরিত্যাগ করিয়া সুর 'অসুর-বিরোধী' এই অর্থে অসুর হইতে মনঃকল্পিত সুর-শব্দ নিষ্পন্ন করা আবশ্যক হইয়া উঠিতেছে।

অবস্তায় লিখিত আছে, যিম রাজার রাজ্য সুখ ও সম্পদের স্থান ছিল কিন্তু অপেক্ষাকৃত নব্যতর হিন্দুশাস্ত্র-প্রণেতারা যমের আলয় ভয় ও ক্লেশে আলয় বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

একদিকে যেমন অবস্তা-রচয়িতারা বেদোক্ত কবি ও উশিজ নাম পরমার্থদর্শী জ্ঞানীদিগের ভূয়সী নিন্দা করিয়াছেন, * আর দিকে সেইরূ ভারতবর্ষীয় হিন্দু ঋষিগণ জরথুস্ত্র-প্রবর্ত্তিত উপাসক-সম্প্রদায়ের প্রধান ব্যক্তি দিগকে বার বার তিরস্কার করিয়াছেন। ঐ সম্প্রদায়ের প্রথম লোকদিগে নাম 'মগব'। † উহার সংস্কৃত রূপ 'মঘবা'। কীলরূপা শিল্পলিপিতে ঐ না 'মঘুষ্' ‡ বলিয়া লিখিত আছে। ঐ সম্প্রদায়ী বীর ও ভূপতি-বিশেষে নাম 'কবা' বা 'কব' ছিল, যথা—কবা-বীস্তাস্প, কব-হুশ্রব, কব-উশ্ তাঁহারা সাধক, স্বধর্ম্মরক্ষক বা রাজর্ষি-বিশেষ ছিলেন। বেদসংহিতা তাঁহাদের পক্ষাবলম্বী লোকে কবাসখ § বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। অবস্তা রচয়িতারা যেমন ইন্দ্রাদি হিন্দু-দেবতাদিগকে দুরাত্মা দৈত্য স্বরূপ বলিয় উল্লেখ করিয়াছেন, সেইরূপ হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ভারতবর্ষীয় ঋষিরাও উল্লিখি 'মঘবা' ও 'কবাসখদিগকে' ইন্দ্র-বিদ্বেষী ও ইন্দ্রদেবকে তাহাদিগে বিনাশকারী বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

যে অস্মৈ ঘ্রংস উতবা য উধনি সোমং সুনোতি ভবতি দ্যুমাঁ অহ।
অপাপ শক্রস্ততনুষ্টিমূহতি তনূশুভ্রং মঘবা যঃ কবাসখঃ।

ঋগ্বেদসংহিতা, ৫ মণ্ডল, ৩৪ সূক্ত, ৩ ঋক্।
নিরুক্ত, ৬।১৯।

---

* M. Haug's Essays, &ca, PP. 245 and 246.

† গ্রীক ও লাটিন গ্রন্থানুসারে ইংরেজীতে এ নামটি Magian ও Magi বলিয়া লিখিত হইয়া থাকে।

‡ The Journal of the Royal Asiatic Society, vol. X, pp. II, III, IV, XXIV, XXXIX and 126.

§ বেদসংহিতায় কবত্নু ও কবারি এই দুইটি শব্দও বিদ্যমান আছে। (ঋগ্বেদসংহিতা, ৭ ম, ৩২ সূ, ৯ ঋক্; ১০ ম, ১০৭ সূ, ৩ ঋক্।) তাহারও প্রকৃত অর্থ ঐরূপ বোধ হয়।

যিনি দিবসে বা রাত্রিকালে ঐ ইন্দ্রদেবকে সোমাভিষিক্ত করেন, তিনি শ্রীমান্ হন। বহু সন্ততির আকাঙ্ক্ষী ও শরীর শোভাবিশিষ্ট যে কবাসখ মঘবা, * শক্রদেব তাহাকে বিনষ্ট করেন।

এই সমস্ত সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, এইটি আপনা হইতেই ীয়মান হইয়া উঠে যে, যেমন জর্ম্মনেরা খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া আপ-দের পূর্ব্বতন দেবতাদিগকে দৈত্য-স্বরূপ বলিয়া অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন, ু ও পারসীকেরাও ধর্ম্মনিবন্ধন বিসংবাদ বশতঃ পরস্পর বিদ্বেষ-পরবশ য়া তদনুরূপ ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এমন কি, অবস্তার অন্তর্গত পরিচ্ছেদের একটি প্রতিজ্ঞাবলীতে † সুস্পষ্টই লিখিত আছে, "আমি দেব-ার উপাসনায় নিবৃত্ত হইয়া অহুরমজ্‌দের উপাসনা অবলম্বন করিলাম। মি দেবগণের ‡ শত্রু হইয়া অহুরের ভক্ত এবং অমেষস্পেন্তদিগের স্তাবক উপাসক হইলাম।"

পুরাণে ও ব্রাহ্মণে § বর্ণিত দেবাসুরের যুদ্ধ-বিবরণেও হিন্দু ও পারসীক-গর ঐ ধর্ম্ম-ঘটিত বিরোধ-বৃত্তান্তই লক্ষিত হইতেছে। পুরাণে ও মহা-রতে হিন্দুবংশীয় কতকগুলি লোকের ম্লেচ্ছ-ভাব-প্রাপ্তি বিষয়ের অনেকা-

---

* শ্রীমান্ সায়নাচার্য্য 'মঘবা' শব্দের অর্থ 'ধনবান্' ও 'কবাসখ' শব্দের অর্থ ুৎসিত-পুরুষ-সহায়' বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার অপরাধ ক? তিনি পূর্ব্বকালীন পারসীক ইতিহাস জানিবার উপায়লাভে সমর্থ ন নাই।

† যশ্ন ১২ অধ্যায়। M. Haug's Essays &ca. 1862, pp. 163—64 দেখ।

‡ এই দেবশব্দে বিশেষ বিশেষ হিন্দু-দেবতা বুঝিতে হইবে। যখন বেস্তারচয়িতা পণ্ডিতেরা দেব ও দেব-উপাসনার বার বার নিন্দা করিয়াছেন । ইন্দ্রাদি বৈদিক দেবতাকে ঐ দেব অর্থাৎ দৈত্য-স্বরূপ বলিয়া তাঁহাদের াতি অসকৃৎ অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন, তখন ঐ সমস্ত নিন্দাবাদ যে হন্দু দেবতা ও হিন্দু-ধর্ম্মের প্রতি প্রয়োজিত হইয়াছিল, ইহাতে আর ংশয় কি?

§ ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ১। ২৩। শতপথ ব্রাহ্মণ, ২। ২। ৫। ১—১০ এবং ।৫। ১। ১২—২৭।

নেক উপাখ্যান সন্নিবেশিত আছে। হয় ত তাহার মধ্যেও এই প্রস্তাবিত বিসংবাদ নিদর্শিত রহিয়াছে। *

ইরানি † জাতীয়দিগের মতানুসারে ধর্ম্ম-সংশোধন ও কৃষিকার্য্যের বহুল প্রচলনই ‡ ঐ বিরোধ ও বিচ্ছেদ-ঘটনার মূল কারণ। যদিও এক দিবসে এক জন কর্ত্তৃক এই মহদ্ব্যাপার সুসম্পন্ন হইয়াছিল বোধ হয় না, তথাচ

---

* পুরাণে লিখিত আছে, সগর রাজা যে সমস্ত ক্ষত্রিয়-বংশকে যুদ্ধে পরাভব করিয়া নানারূপে চিহ্নিত এবং দেব ও অগ্নি উপাসনায় অনধিকারী করেন, তাহাদের মধ্যে একটি বংশের নাম পহ্লব বা পহ্লব। তাহারা শ্মশ্রু-মুণ্ডনে নিষেধিত হয়। (ক) পারসীক দেশে যে সমস্ত পুরাতন প্রস্তরময় নর-প্রতিমা দেখিতে পাওয়া যায়, সে সমুদায়ই শ্মশ্রু-বিশিষ্ট। অতএব ঐ পহ্লবেরা ইরানি-জাতি-বিশেষ বোধ হয়।

† জরথুস্ত্র-স্পিতমের প্রবর্ত্তিত মতানুগামী লোকেরাই প্রকৃত ইরানি বলিয়া উল্লিখিত হইতে পারে। পারসীকেরা এবং প্রাচীন বাহ্লীক (খ) ও মাদ-(গ) দেশীয়েরা ইরানি। এই প্রস্তাবে প্রাচীন পারসীক ধর্ম্মের বিষয় যাহা কিছু লিখিত হইল, তাহা ঐরূপ সমুদায় ইরানি-জাতীয়দিগের বিষয়েই প্রয়োজিত জানিতে হইবে।

‡ দেবগণের নিন্দা ও কৃষিকার্য্যের প্রশস্ততা বহুতর স্থানে একত্র সন্নিবেশিত আছে। এমন কি, দেবগণ কৃষি-বিষয়ের একরূপ বিরোধী বলিয়াই নির্দ্দেশিত হইয়াছেন। বেন্দিদাদ্ বিভাগের তৃতীয় অধ্যায় এই বিষয়ের প্রতিপাদনেই পর্য্যাপ্ত হইয়াছে!

জরথুস্ত্র-স্পিতম জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্রষ্টা! কি উপায়ে মজ্দ-যশ্ন (ঘ) ধর্ম্মের উন্নতি-সাধন করা যাইবে?" অহুর-মজ্দ্ উত্তর করিলেন, "জরথুস্ত্র-স্পিতম! যব উৎপাদনই ইহার প্রধান উপায়।" (ঙ)

(ক) বিষ্ণুপুরাণ, ৪র্থ অংশ, ৩য় অধ্যায়। (খ) Bactria.

(গ) Media. (ঘ) জরথুস্ত্র-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম।

(ঙ) অবস্তা, বেন্দিদাদ্, ৩। ৩০। এই পুস্তকে অবস্তার অন্তর্গত কোন কোন বচনের যেরূপ অনুবাদ করা হইয়াছে, তাহা প্রায়ই শ্রীমান্ ম, হগের অনুবর্ত্তী হইয়াই করিয়াছি।

শুক্ল-যজুঃও সমধিক পুরাতন নয়। * বৈদিক ধর্ম্মের প্রথম অবস্থার ইতিহাস-সঙ্কলন-বিষয়ে ঋগ্বেদ-সংহিতাই সর্ব্বাপেক্ষা আদরণীয়। বহু-ব্যাপার-শালী যজ্ঞানুষ্ঠান হিন্দু-জাতির প্রথমকার ধর্ম্ম নহে; উহা ক্রমে ক্রমে অধিক কালে

প্রচলিত ছিল, এমন বোধ হয় না। তদীয় ব্যাকরণ-সূত্রের মধ্যে (ক) অথর্ব্বন্-নামক ঋত্বিক্-বিশেষের ধর্ম্মাদি বুঝিতে আথর্ব্বণিক শব্দ বিদ্যমান আছে বটে, কিন্তু সুস্পষ্ট চতুর্থ-বেদ-প্রতিপাদক অথর্ব্ব বা অথর্ব্বাঙ্গিরস শব্দ উহার কোন স্থলে বিনিবেশিত নাই। তাঁহার সময়ে ঐ বেদ প্রচারিত থাকিলে, তিনি সূত্র সমূহের মধ্যে ঋক্, সাম ও কৃষ্ণ-যজুর ন্যায় ঐ বেদ-পরিজ্ঞানেরও বহুতর প্রমাণ প্রদর্শন করিতেন, ইহা সর্ব্বতোভাবেই সম্ভাবিত। Panini; His place in Sanskrit Literature, by Theodor Goldstucker, 1861. pp. 142 and 143, Ancient Sanskrit Literature, by Max Muller, 1856. pp. 445 and 449 ও American Oriental Society's Journal, Vol. III. pp. 305—308 দেখ।

* বাজসনেয়ি-সংহিতা প্রণয়ন বা সঙ্কলন-বিষয়ে একটি উপাখ্যান আছে, তদনুসারে বোধ হয়, যাজ্ঞবল্ক্য সূর্য্যদেবের নিকট হইতে শুক্ল-যজুর্ব্বেদ প্রাপ্ত হন।

শুক্লানি যজূংষি ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্যো যতঃ প্রাপ তং বিবস্বন্তম্।

কাত্যায়নপ্রণীত অনুক্রমণী।

আদিত্যানীমানি শুক্লানি যজূংষি বাজসনেয়েন যাজ্ঞবল্ক্যেনাখ্যায়ন্তে।

শতপথ-ব্রাহ্মণের শেষ।

যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি বাজসনেয়ি-সংহিতা ও শতপথ ব্রাহ্মণ উভয়েরই সংগ্রাহক। পাণিনি কেবল ঋক্, সাম ও কৃষ্ণ-যজুঃ এই তিন বেদকে প্রাচীন বলিয়া জানিতেন; শুক্ল-যজুঃকে তাদৃশ পুরাতন বলিয়া বিশ্বাস করিতেন না। পাণিনি-সূত্রে না যাজ্ঞবল্ক্যের নাম, না বাজসনেয়ি ও শতপথ শব্দ, কিছুই সন্নিবেশিত নাই। ইহাতে অক্লেশেই এরূপ সংশয় উপস্থিত হইতে পারে যে, তিনি ঐ উভয় অবগত ছিলেন না অর্থাৎ তাঁহার সময়ে ঐ উভয় গ্রন্থ বিরচিত হয় নাই। কাত্যায়ন ও যাজ্ঞবল্ক্য উভয়ে সমকালবর্ত্তী ছিলেন,

---

(ক) পাণিনি-সূত্র, ৪ অ, ৩ পা, ১৩৩ সূ এবং ৬ অ, ৪ পা ১৭৪ সূ।

কল্পিত হইয়াছে, এ বিষয় পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইবে। সাম ও যজুর্ব্বেদ অপেক্ষা-কৃত উত্তরকালে যজ্ঞানুষ্ঠান নিমিত্ত সংগৃহীত হইয়াছে। তাহার প্রত্যেক

এইরূপ কথা নানা শাস্ত্রমধ্যেই লিখিত আছে। ব্রাহ্মণ ও কল্প-গ্রন্থের সংজ্ঞাসাধন-বিষয়ে পাণিনির এই একটি সূত্র আছে, যথা,—

পুরাণপ্রোক্তেষু ব্রাহ্মণকল্পেষু।

৪ অ, ৩ পা, ১০৫ সূ।

এই সূত্রের সংস্কৃত ব্যাখ্যা এই, যথা,—

তৃতীয়ান্তাৎ প্রোক্তমিত্যেতস্মিন্নর্থে ণিনিঃ স্যাৎ।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, প্রাচীন ব্যক্তিদিগের প্রণীত ব্রাহ্মণ বা কল্প-গ্রন্থের নাম ঐ গ্রন্থকারদিগের নামের উত্তর ণিনি অর্থাৎ ইন্ প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়া থাকে। যথা—শাট্যায়ন-প্রণীত ব্রাহ্মণের নাম শাট্যায়নিন্। কাত্যায়ন ঋষি ঐ সূত্রের এই একটি বার্ত্তিক লেখেন ; যথা,—

পুরাণপ্রোক্তেষু ব্রাহ্মণকল্পেষু যাজ্ঞবল্ক্যাদিভ্যঃ প্রতিষেধস্তুল্যকালত্বাৎ।

৪। ৩। ১০৫ সূত্রের বার্ত্তিক।

এই বার্ত্তিকের তাৎপর্য্য এই যে, যাজ্ঞবল্ক্যাদি-প্রণীত ব্রাহ্মণাদির নাম এই সূত্রানুসারে সিদ্ধ হয় না, কারণ, তাঁহারা তুল্যকালবর্ত্তী। পতঞ্জলি তাঁহার প্রণীত ব্রাহ্মণ সকলের নাম "যাজ্ঞবল্ক্যানি ব্রাহ্মণানি" বলিয়া লিখিয়াছেন।

পুরাণপ্রোক্তেষিত্যত্র যাজ্ঞবল্ক্যাদিভ্যঃ প্রতিষেধো বক্তব্যঃ। যাজ্ঞ-বল্ক্যানি ব্রাহ্মণানি সৌলভানীতি। কিং কারণম্। তুল্যকালত্বাৎ। এতান্যপি তুল্যকালানীতি।

পতঞ্জলি-ভাষ্য।

অতএব কাত্যায়ন ঋষি বাজসনেয়ি-সংহিতা ও শতপথ ব্রাহ্মণকে পূর্ব্ব-তন গ্রন্থ বলিয়া জানিতেন না ; তাঁহার সময়েই সঙ্কলিত বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। সুতরাং ঐ উভয় শাস্ত্র পাণিনি অপেক্ষা প্রাচীন নহে। মীমাংসা-দর্শনের প্রথমকার ভাষ্যকারেরাও শুক্লযজুর প্রসঙ্গ ও নামোল্লেখ করেন নাই।—Panini; His place in Sanskrit Literature, by Theodor Goldstucker, 1861. pp. 130—130, History of Ancient Sanskrit Litearture, by Max Muller, 1859. pp. 350—354 & 363 ও the Westmenster Review, Oc'r, 1862, p. 487 দেখ।

মন্ত্র ও প্রত্যেক শব্দ কোন না কোন যজ্ঞের অনুষ্ঠানে বিনিয়োজিত হয়। কিন্তু ঋগ্বেদ-সংহিতা সেরূপ নয়। উহা হিন্দুকুলের আদিম পুরুষদিগের চির-সঞ্চিত মহামূল্য সম্পত্তি; ভারতবর্ষীয় আর্য্য মহাশয়েরা পুরুষানুক্রমে ভক্তিসহকারে উহার উত্তরাধিকারী হইয়া আসিয়াছেন ও এখন মহানুভব ইউরোপীয় আর্য্যেরা উহাকে মৃত-সঞ্জীবন মুদ্রাযন্ত্রে অধিরূঢ় ও অঙ্কিত করিয়া অমরত্ব প্রদান করিয়াছেন। উহার অধিকাংশ অতীব প্রাচীন। অবনীমণ্ডলে কোন ভাষায় সেই সমস্ত অংশের তুল্যরূপ পুরাতন গ্রন্থ বিদ্যমান আছে কি না সন্দেহ। তাহার সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে, হোমর্ ও হীসীয়ড্ নামক অতিপ্রাচীন গ্রীক গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থও অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন বলিয়া উল্লেখ করিতে হয়। শাস্ত্রকারেরা লিখিয়াছেন, সাম ও যজুর্ব্বেদ-সংহিতা উহার অনুচর বা সেবক স্বরূপ।

তৎপরিচরণাবিতরৌ বেদৌ।

কৌষীতকী ব্রাহ্মণ। ৬। ১১।

সাম-বেদীয় সংহিতার প্রায় সমুদায় মন্ত্র, যজুর্ব্বেদীয় বাজসনেয়ি-সংহিতার প্রায় অর্দ্ধেক এবং অথর্ব্ববেদীয় সংহিতারও অনেকাংশ ঋগ্বেদ-সংহিতার মধ্যে বিনিবিষ্ট আছে। সায়নাচার্য্যও এ কথা লিখিয়া গিয়াছেন।

মন্ত্রকাণ্ডেঽপি যজুর্ব্বেদগতেষু তত্র তত্রাধ্বর্য্যুণা প্রযোজ্যা ঋচো বহব আম্নাতাঃ। সাম্নান্তু সর্ব্বেষাং ঋগাশ্রিতত্বং প্রসিদ্ধম্। আথর্ব্বণিকৈরপি স্বকীয়সংহিতায়ামৃচ এব বাহুল্যেন ধীয়ন্তে।

ঋগ্বেদ-ভাষ্যানুক্রমণিকা।

সমগ্র ঋগ্বেদই যে এক সময়ের ধর্ম্ম প্রকটন করিতেছে, তাহাও নয়; উহারও কোন কোন অংশ অপেক্ষাকৃত প্রাচীন বা অপ্রাচীন। বেদপ্রণেতা ঋষিরা স্বয়ংই তাহা ব্যক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। কোন কোন ঋষি অপেক্ষাকৃত প্রাচীন ঋষিদিগের প্রসঙ্গ করিয়াছেন এবং পুরাতন ও নূতন শ্লোকের বিষয়ও উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

অগ্নিঃ পূর্ব্বেভির্ঋষিভিরীড্যো নূতনৈরুত। সদেবাঁ এহ বক্ষতি।

ঋগ্বেদ-সংহিতা। ১। ১। ২।

অগ্নি পূর্ব্বকালীন এবং ইদানীন্তন ঋষিগণ কর্ত্তৃক স্তবনীয়। তিনি এ যজ্ঞে দেবগণকে আহ্বান করুন।

ইমমূষুত্বমস্মাকং সনিং গায়ত্রং নব্যাংসম্। অগ্নে দেবেষু প্রবোচঃ॥

ঋগ্বেদ-সংহিতা। ১। ২৭। ৪।

হে অগ্নি! তুমি দেবগণকে আমাদের এই হবির্দানের বিষয় ও এই অভিনবতর স্তোত্র সমুদায় অবগত কর।

যঃ স্তোমেভির্ব্বাবৃধে পূর্ব্বেভির্যো মধ্যমেভিরুত নূতনেভিঃ॥

ঋগ্বেদ-সংহিতা। ৩। ৩২। ১৩।

যিনি (অর্থাৎ ইন্দ্র) পুরাতন, নূতন ও মধ্যকালে উৎপন্ন স্তব দ্বারা বৃদ্ধি পাইয়াছেন।

ঋগ্বেদ-সংহিতার ভাগ-বিশেষের নব্যত্ব ও প্রাচীনত্ব-প্রতিপাদক এইরূপ ভূরি ভূরি বচন উদ্ধৃত হইতে পারে। * কিন্তু তদ্দারা প্রস্তাববাহুল্য না

---

* শ্রীমান্ ম, মূলার বেদ-সংহিতার অন্তর্গত প্রাচীনতম শ্লোক সমুদায়কে ছন্দস্ এবং অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন অবশিষ্ট শ্লোক সমুদায়কে মন্ত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (ক) কিন্তু এ দুই শব্দের এরূপ অর্থে প্রয়োগ কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। বেদের ব্রাহ্মণ-ভাগ ভিন্ন অন্য সমুদায় ভাগেরই নাম মন্ত্র, ইহা প্রসিদ্ধই আছে, ঋগ্বেদীয় পুরুষসূক্তে যজুর্ব্বেদের পদ্যময় ভাগ ছন্দস্ বলিয়া উল্লিখিত আছে এবং বোধ হয়, অথর্ব্ববেদ বা তাহার অন্তর্গত শ্লোকগুলি সেই বেদের এক স্থলে ছন্দস্ নামে নির্দ্দেশিত হইয়াছে।

তস্মাদ্‌যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুত ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে।
ছন্দাংসি (খ) জজ্ঞিরে তস্মাদ্যজুস্তস্মাদজায়ত॥

ঋগ্বেদ-সংহিতা। পুরুষসূক্ত। (১০। ৯০। ৯।)

(ক) Histoty of Ancient Sanskrit Literature, by Max Muller, 1829. pp. 70 and 525ff.

(খ) শ্রীমান্ সায়নাচার্য্য এ স্থলের 'ছন্দাংসি' শব্দের অর্থ গায়ত্রী প্রভৃতি বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু ঐ ঋকে 'ছন্দাংসি' ও 'যজুঃ' এই দুইটি শব্দ বিদ্যমান আছে। তাহার মধ্যে যজুস্ শব্দে সচরাচর যজুর্ব্বেদের কেবল গদ্যময় ভাগ বুঝায়।

বৃত্তগীতিবর্জ্জিতত্বেন প্রশ্লিষ্টপঠিতা মন্ত্রা যজূংষি।

জৈমিনীয় ন্যায়মালা-বিস্তর। ২। ১। ১২।

এজন্য শ্রীমান্ গোল্ডস্টুকর্ বিবেচনা করেন, ঐ ঋক্‌টিতে গদ্য পদ্য উভয়-ভাগাত্মক সমগ্র যজুর্ব্বেদ জানাইবার জন্য যজুর্ব্বেদের গদ্যময় ভাগ যজুঃ ও পদ্যময় ভাগ ছন্দাংসি বলিয়া কথিত হইয়াছে।

করিয়া এ বিষয়ের আর দুই একটি আবশ্যক কথামাত্র এ স্থলে লিখিত হইতেছে।

ঋচঃ সামানি ছন্দাংসি পুরাণং যজুষা সহ।
উচ্ছিষ্টাজ্জজ্ঞিরে সর্ব্বে দিবি দেবা দিবিশ্রিতাঃ॥

অথর্ব্ববেদ-সংহিতা। ১১। ৭। ২৪।

পাণিনি ঋষি স্বপ্রণীত ব্যাকরণসূত্রের মধ্যে শত শতবার বেদের প্রসঙ্গ করিয়াছেন। শ্রীমান্ গোল্‌ডস্‌টুকর গণিয়া দেখিয়াছেন, পাণিনি-সূত্রের মধ্যে বেদ-সমগ্র অর্থে এক শত দশবার ছন্দস্ শব্দের প্রয়োগ আছে ও দুই শত তেত্রিশ সূত্র ব্যাপিয়া উহার তাৎপর্য্যার্থ চলিয়া গিয়াছে। কখন কখন কেবল মন্ত্র ও কখন কখন কেবল ব্রাহ্মণ অর্থ বুঝিতেও ছন্দস্ শব্দ প্রয়োজিত হইয়াছে।—(Panini, His place in Sanskrit Literature by Theodor Goldstucker. 1861. pp. 70 and 71.)

তদ্ভিন্ন কি প্রাচীন কি নব্য অন্যান্য সমুদায় সংস্কৃত শাস্ত্রে বেদ-সমগ্রই ছন্দস্ ও বৈদিক প্রয়োগমাত্রই ছান্দস প্রয়োগ বলিয়া লিখিত আছে। কিন্তু কেবল অতি প্রাচীন মন্ত্র অর্থে ছন্দঃ শব্দ ও অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন মন্ত্র মাত্র বুঝিতে মন্ত্র শব্দ কস্মিন্‌কালে কোন শাস্ত্রে প্রয়োজিত হয় নাই।

শ্রীমান্ ম, মূলার সংস্কৃত ছন্দস্ ও আবস্তিক জেন্দ্ এই দুইটি শব্দ অভিন্ন বলিয়া বিবেচনা করেন। (ক) কিন্তু ঐ উভয়ের যেমন অক্ষর-সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়, সেরূপ অর্থ-সাদৃশ্য নাই। জেন্দ্ শব্দের অর্থ ভাষ্য বা অনুবাদ, (খ) ছন্দস্ শব্দের অর্থ মূল-বেদ।

(ক) Lectures on the Science of Language, by Max Muller, 1862. p. 206.

(খ) অবস্তা যে ভাষায় লিখিত, তাহাই ইদানীং জেন্দ্ বলিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে বটে, কিন্তু তাহাও নিতান্ত ভ্রান্তি-মূলক। অঁাকেতীই দু পের্ঁ নামক একটি সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী পণ্ডিতের কুশিক্ষা হইতে ঐ ভ্রমটি উৎপন্ন হইয়াছে। সর্ উইলিয়ম্ জোন্‌স যেমন কোন ব্যক্তির নিকট শুনিয়াছিলেন, অবস্তা যে অক্ষরে লিখিত, তাহার নাম জেন্দ্, সেইরূপ ঐ ফরাসী পণ্ডিত সুরাট নগরে থাকিয়া শিখিয়াছিলেন, অবস্তা যে ভাষায় লিখিত, তাহাকে জেন্দ্ কহে।—Preface to N. L. Westergaard's Zendavesta, 1852—1854. p. 1. তদবধি ঐ ভ্রমটি সর্ব্বত্র এরূপ প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে যে, এক্ষণে তাহা

গাথী * (অর্থাৎ গাথিন্) ঋষি, তাঁহার পুত্র বিশ্বামিত্র ও পৌত্র ঋষভ, ঐ বিশ্বামিত্র-কুলোদ্ভব কত, আর কত-বংশ-জাত উৎকীল ঋষি ইঁহারা প্রত্যেকে ঋগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডলের অনেকানেক সূক্ত প্রণয়ন করেন। † অতএব বলিতে হয়, পরম্পরাগত পাঁচ বা তদপেক্ষা অধিক-সংখ্যক পুরুষে তৃতীয় মণ্ডলের বহুতর ভাগ রচনা করিয়াছেন।

দ্বিতীয় মণ্ডলের প্রায় সমুদায় সূক্তই গৃৎসমদ ঋষির প্রণীত। অনেকানেক উপাখ্যানের মধ্যে লিখিত আছে, ঐ গৃৎসমদের অন্য একটি নাম শৌনক।

য আঙ্গিরসঃ শৌনহোত্রো ভূত্বা ভার্গবঃ শৌনকোঽভবৎ স গৃৎসমদো দ্বিতীয়ং মণ্ডলমপশ্যদিতি।

ঋগ্বেদ-সংহিতার দ্বিতীয় মণ্ডলের সায়ন ভাষ্যের
প্রারম্ভে উদ্ধৃত অনুক্রমণিকা-বচন।

যিনি অগ্রে আঙ্গিরস-বংশীয় শুনহোত্র-পুত্র হইয়া পরে ভৃগুবংশীয় শৌনক হইলেন, সেই গৃৎসমদ দ্বিতীয় মণ্ডল দর্শন করিয়াছিলেন।

পাণিনি ঋষি বৈদিক শাস্ত্র সমুদায়কে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন,

---

* রামায়ণ-মহাভারতাদি অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন গ্রন্থে এই বৈদিক নামটি গাধি বলিয়া লিখিত হইয়া আসিয়াছে। মহাভারতাদি অনুসারে গাধি কুশিক রাজার পুত্র। (মহাভা। ১। ১৭৫। ৩। হরিবংশ। ২৭।১৩-১৭ এবং ৪৫।) বৈদিক শাস্ত্রের মতে গাথীও কুশিক-নন্দন।

ঋষিঃ কৌশিকো গাথী।

ঋগ্বেদ। ৩। ২২। প্রারম্ভ।

† ঋষভ ১৩শ ও ১৪শ সূক্ত, উৎকীল ১৫শ ও ১৬শ সূক্ত; কত ১৭শ ও ১৮শ সূক্ত; গাথী ১৯শ, ২০শ, ২১শ, ও ২২শ সূক্ত এবং বিশ্বামিত্র ১ম, ২য় ও ৩য় প্রভৃতি ৪৪ চৌয়াল্লিশটি সূক্ত রচনা করেন।

নিবারণ করা অতীব কঠিন। যাহা হউক, এরূপ অমূলক আখ্যা আর চলিতে দেওয়া উচিত নয়।

'দৃষ্ট' * ও 'প্রোক্ত।' † তিনি সাম-বেদাদি যে সমস্ত শাস্ত্রকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর-প্রণীত, সুতরাং অতীব প্রাচীন বলিয়া জানিতেন, তাহার নাম 'দৃষ্ট' আর ব্রাহ্মণ, কল্পসূত্রাদি যে সমস্ত শাস্ত্র সেরূপ বিশ্বাস করিতেন না, তাহাই 'প্রোক্ত' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ প্রোক্ত-শাস্ত্রকারদিগের নামের মধ্যে শৌনক ‡ ঋষির নাম সন্নিবেশিত আছে। অতএব পাণিনি ঋষি তাঁহার প্রণীত গ্রন্থকে অপ্রাচীন বলিয়া জানিতেন, তাহার সন্দেহ নাই। সুতরাং তদনুসারে তাঁহার কৃত ঐ দ্বিতীয় মণ্ডলও সাম-সংহিতাদি অপেক্ষা অপ্রাচীন বলিয়া উল্লেখ করিতে হয়। ঐ মণ্ডলের প্রথম সূক্তেরই দ্বিতীয় ঋকে যজ্ঞ-সম্পাদনকারী ঋত্বিক্‌দিগের পৃথক্ পৃথক্ নাম উল্লেখই এই মতে সাক্ষ্যদান করিতেছে।

পশ্চাৎ প্রস্তাবিত অনেকানেক গুরুতর বিষয়ের বিবেচনায় সক্ষম হইবার উদ্দেশে পাঠকগণকে এই পূর্ব্বলিখিত কথাটি স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ঋগ্বেদ-সংহিতার দশম মণ্ডলের ভাষা ও তাৎপর্য্যার্থ বিচার করিয়া ঐ মণ্ডল এমন আধুনিক অবধারিত হইয়াছে যে, উহাকে উত্তরকালের লিখিত একটি পরি-শিষ্টস্বরূপ বলিয়া অক্লেশেই লিখিতে পারা যায়। ঐ মণ্ডলটি পাঠ করিয়া দেখিলেই ইহাতে নিশ্চিত প্রতীতি জন্মিবে, তাহার সন্দেহ নাই। এ স্থলে এ বিষয়ের আর বাহুল্য না করিয়া অপরাপর মুখ্য বিষয়ের বিবরণে প্রবৃত্ত হওয়া বিধেয়।

দেখিতে পাওয়া যায়, হিন্দুরা ক্রমে ক্রমে যে যে দেশে অধিবাস করিয়াছেন, সেই সেই দেশের জল-ভাগ ও স্থল-ভাগ-বিশেষকে দেবতা বা দেবতা-স্বরূপ অথবা পরম পবিত্র দেব-স্থান জ্ঞান করিয়া আসিয়াছেন। অতএব

---

* দৃষ্টং সাম।

পাণিনি-সূত্র, ৪ অ, ২ পা, ৭ সূ।

ব্যাখ্যান—তৃতীয়ান্তাদ্‌দৃষ্টমিত্যেতস্মিন্নর্থেঽণাদয়ঃ প্রত্যয়া ভবন্তি।

† তেন প্রোক্তম্।

পাণিনি-সূত্র, ৪ অ, ৩ পা, ১০১ সূ।

ব্যাখ্যান—তৃতীয়ান্তাৎ প্রোক্তমিত্যেতস্মিন্নর্থে যথাবিহিতমণাদয়ঃ।

‡ শৌনকাদিভ্যশ্ছন্দসি।

পাণিনি-সূত্র, ৪ অ, ৩ পা, ১০৬ সূ।

ব্যাখ্যানোক্ত উদাহরণ—শৌনকেন প্রোক্তমধীয়তে শৌনকিনঃ।

বৈদিক ধর্ম্মের প্রথম অবস্থার বিবরণ করিতে হইলে তাঁহারা ভারতবর্ষ-প্রবেশ করিয়া প্রথমে কোন্ স্থানে অবস্থান করেন, তাহার অনুসন্ধান করা আবশ্যক। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, ঋগ্বেদ-সংহিতার কিয়দ্ভাগ, বোধ হয়, অপেক্ষাকৃত প্রাচীন-ভাগই হিন্দুদিগকে কাবুলনদীর তীরস্থ ও পঞ্চনদের অধিবাসী বলিয়া পরিচয় দান করিতেছে। উল্লিখিত বেদ-সংহিতা-পাঠে জানিতে পারা যায়, তাহার অন্তর্গত সূক্ত-রচয়িতারা কাবুল, সিন্ধু ও পঞ্চনদ অর্থাৎ পঞ্জাব-দেশ বিশেষরূপ অবগত ছিলেন। ঐ সংহিতায় কাবুল নদী এবং সিন্ধু, বিতস্তা, চন্দ্রভাগাদি পঞ্চনদস্থ পঞ্চ নদী ও পুণ্যময়ী সরস্বতীরই পৌনঃপুনঃ উল্লেখ ও ভূরি ভূরি প্রশংসা আছে। এ বিষয়ের সবিশেষ বিবরণ সমধিক হৃদয়গ্রাহী হইতে ও কৌতূহল চরিতার্থ করিতে পারে বটে, কিন্তু প্রস্তাব-বাহুল্য হইয়া পড়ে। অতএব ইহাতে পাঠকগণের প্রতীতি জন্মাইবার উদ্দেশে এ স্থলে দুই চারিটি উদাহরণ মাত্র প্রদর্শিত হইতেছে। *

অমন্দান্ স্তোমান্ প্রভরে মনীষা সিন্ধাবধি ক্ষিয়তো ভাব্যস্য।
যো মে সহস্রং অমিমীত সবান্ অমূর্ত্তো শ্রব ইচ্ছমানঃ॥

ঋগ্বেদ-সংহিতা। ১। ১২৬। ১।

আমি বুদ্ধি সহকারে সিন্ধুতীর-নিবাসী ভব্য-ময় স্বনয়ের উদ্দেশে তেজোবিশিষ্ট স্তুতি সমুদায় উৎপাদন করি। ঐ অপরাজেয় নরপতি প্রতিষ্ঠাভিলাষী হইয়া আমার দ্বারা সহস্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান করাইয়াছেন।

মা বো রসানিতভা কুভা ক্রমুর্মা বঃ সিন্ধুর্নিরীরমৎ।
মা বঃ পরিষ্ঠাৎ সরয়ূঃ পুরীষিণী অস্মে ইৎ সুম্নমস্ত বঃ॥

ঋগ্বেদ-সংহিতা। ৫। ৫৩। ৯

মরুদ্গণ! রসা, অনিতভা, কুভা (অর্থাৎ কাবুল নদী †), ক্রমু অথবা

---

* শ্রীমান্ জ, মিয়র্-প্রণীত সংস্কৃত মূল (Sanskrit Texts) নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের একাদশ অধ্যায়ে উপস্থিত বিষয়ের কতকগুলি প্রমাণ সঙ্কলিত হইয়াছে।

† গ্রীক্ গ্রন্থকারেরা কোফেন্ নামে একটি নদীর বিষয় লিখিয়াছেন; ঐ নদী এক্ষণে কাবুল বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। উহা সিন্ধু নদের সহিত মিলিত হইয়াছে। বেদোক্ত কুভা ঐ কোফেন্ অর্থাৎ কাবুল নদী বলিয়া অনুভূত হইতেছে।

সিন্ধু যেন তোমাদের গতিরোধ না করে। সলিলময়ী সরয়ূ * তোমাদিগকে যেন রুদ্ধ করিয়া না রাখে। তোমাদের আগমন-জনিত সুখ পুঞ্জ আমাদের সমীপস্থ হউক।

ঋগ্বেদে সুবাস্তু নামে একটি নদীর নাম সন্নিবেশিত আছে।

সুবাস্ত্বা অধি তুগ্বনি।

ঋগ্বেদ-সংহিতা। ৮। ১৯। ৩৭।

যাস্ক ঋষি ইহার এইরূপ অর্থ করিয়াছেন, যথা,—

সুবাস্তুর্নদী। তুগ্ব তীর্থং ভবতি।

নিরুক্ত। ৪। ১৫।

সুবাস্তু একটি নদী। তুগ্ব তীর্থ-বিশেষ।

এই সুবাস্তু কাবুল নদীর উপনদী বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। †

সর্ব্বাহমস্মি রোমশা গন্ধারীণামিবাবিকা।

ঋগ্বেদ-সংহিতা। ১। ১২৬। ৭।

আমি গন্ধারদেশীয় মেষীর তুল্য সর্ব্বতোভাবে রোম-বিশিষ্ট।

কান্দাহারেরই সংস্কৃত নাম গন্ধার। উহা সিন্ধুনদের পশ্চিমাবস্থ ও কাবুল নদীর দক্ষিণস্থ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। পূর্ব্বতন গ্রীক গ্রন্থকারেরা উহাকে

---

* কোন কোন স্থানে সরয়ূ ও গোমতীর নাম পঞ্জাব ও কাবুল-দেশীয় নদীগণের সংজ্ঞাবলীমধ্যে সন্নিবেশিত আছে। অতএব কোন কোন পণ্ডিত বিবেচনা করেন, প্রথমে পঞ্জাব অঞ্চলের দুইটি নদীর নাম সরয়ূ ও গোমতী ছিল; তদ্দৃষ্টে উত্তরকালে অযোধ্যা অঞ্চলের দুইটি সুপ্রসিদ্ধ নদীর ঐ দুই নাম রাখা হইয়াছে।

† মহাভারতের জম্বুখণ্ড-বর্ণনায় সুবাস্তু ও গৌরী নদী একত্র সন্নিবেশিত আছে। "বাস্তুং সুবাস্তুং গৌরীঞ্চ কম্পনাং সহিরণ্বতীম্।"—(ভীষ্মপর্ব্ব, ৯ অধ্যায়, ২৫ শ্লোক।) গ্রীক গ্রন্থকার এরিয়ান্ লিখিয়াছেন, (ক)ঐ দুই নদী (খ) আসিয়া কোফেন্ নদীতে পতিত হইয়াছে। এক্ষণে দৃষ্ট হয়, সুবদ্ নামে একটি নদী কাবুল নদীর সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। অতএব বেদোক্ত সুবাস্তু ঐ সুবদ্।

(ক) Indica, 4. II. (খ) Soastos and Garoias.

ঐ স্থানস্থিতই লিখিয়া গিয়াছেন। লিখিত আছে, গন্ধার-দেশীয়েরা খ্যর্যার্ষা * নামক সুপ্রসিদ্ধ পারসীক সম্রাটের সেনাদল-মধ্যে নিবিষ্ট ছিল।

অনেকানেক ঋকে সুস্পষ্ট লিখিত আছে, হিন্দুরা এক সময়ে সরস্বতীতটে অধিবাস করিয়া অগ্নিদেবের অর্চ্চনা করিতেন। মনু-সংহিতাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে ঐ স্থানের অসাধারণ মাহাত্ম্য ও অলৌকিক পুণ্যশালিত্ব বর্ণিত আছে। অতএব যদিও হিন্দুরা অগ্রে পঞ্চনদে আসিয়া অধিবাস করেন, তথাচ বোধ হয়, হিন্দু-ধর্ম্ম প্রথমে সরস্বতী-তটে অর্থাৎ ব্রহ্মাবর্ত্তে প্রণালীবদ্ধ ও পরিস্ফুটিত হয়।

নি ত্বা দধে বরে আ পৃথিব্যা ইচ্ছায়াস্পদে সুদিনত্বে অহ্নাম্।
দৃষদ্বত্যাং মানুষে আপয়ায়াং সরস্বত্যাং রেবদগ্নে দিদীহি ॥

ঋগ্বেদ-সংহিতা। ৩।২৩।৪।

অগ্নি! আমি শুভতম দিনে ইলারূপিণী অবনীর উৎকৃষ্ট স্থানে তোমাকে স্থাপন করি। তুমি ধনবান্ হইয়া দৃষদ্বতী, অপয়া এবং সরস্বতী নদীর মনুষ্য-বিশিষ্ট তটে প্রদীপ্ত হও।

এই ঋক্‌টি অকল্পিত ইতিহাস-বৃত্তান্ত বলিলে বলা যায়। এই নিমিত্ত এ স্থানে উদ্ধৃত হইল। অনুক্ত মনুবচন ইহার সবিস্তর ব্যাখ্যাস্বরূপ।

সরস্বতীদৃষদ্বত্যোর্দ্দেবনদ্যোর্যদন্তরম্।
তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে ॥
তস্মিন্ দেশে য আচারঃ পারম্পর্য্যক্রমাগতঃ।
বর্ণানাং সান্তরালানাং স সদাচার উচ্যতে ॥

মনু-সংহিতা, ২ অধ্যায়, ১৭ ও ১৮ শ্লোক।

সরস্বতী ও দৃষদ্বতী এই দুটি দেবনদীর মধ্যগত দেশকে ব্রহ্মাবর্ত্ত কহে। ঐ দেশটি দেব-নির্ম্মিত। † ঐ দেশে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ ও সঙ্কীর্ণ-জাতিদিগের যেরূপ আচার-প্রণালী পরম্পরানুসারে প্রচলিত আছে, তাহাই সদাচার।

---

* গ্রীকদিগের গ্রন্থানুসারে ইংরেজীতে এই নামটি (Xerxes) বলিয়া লিখিত হইয়া থাকে।

† দেবনদীদেবনির্ম্মিতশব্দৌ নদীদেশপ্রাশস্ত্যার্থৌ।

কুল্লূকভট্টোক্তি

দেব-নদী ও দেব-নির্ম্মিত শব্দ সেই নদী ও দেশের উৎকর্ষ বোধক

ভারতবর্ষমধ্যে হিন্দুদিগের প্রথম নিবাস-ভূমি পঞ্জাব ও সারস্বত-দেশীয় নদী সমুদায়ের পরিচায়ক ভূরি ভূরি বচন ঋগ্বেদ-সংহিতায় সন্নিবেশিত আছে, * কিন্তু তাহাতে গঙ্গা-যমুনার নাম অতীব বিরল। পূর্ব্বে উদ্ধৃত যে ঋক্‌টিতে † ঐ দুই নদীর নাম প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহা ঋগ্বেদ-সংহিতার সমধিক অপ্রাচীন ভাগেরই অন্তর্গত। সেই ঋক্‌টি রচিত হইবার সময়ে হিন্দুরা পঞ্চনদ ও ব্রহ্মাবর্ত্ত উত্তরণ পূর্ব্বক জাহ্নবী-জল স্পর্শ করিয়াছিলেন, তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু তদানীন্তন আর্য্যেরা ইদানীন্তনদিগের ন্যায় তাঁহাকে সুখ, স্বর্গ ও মোক্ষপদদাত্রী বলিয়া চিনিতে পারেন নাই। বোধ হয়, সিন্ধু, সরস্বতী প্রভৃতির তুল্যরূপ পূজাস্পদ বলিয়াও স্থির করেন নাই। সিন্ধু ও সরস্বতীর উদ্দেশে যেমন বহুতর স্বতন্ত্র সূক্ত উক্ত হইয়াছে, ঋগ্বেদ-সংহিতায় গঙ্গানদীর স্তুতিগর্ভ তাদৃশ একটি সূক্তও বিদ্যমান নাই। যাহা হউক, আর্য্যেরা ঐ সমস্ত বচন-রচনার সময়ে গঙ্গা-যমুনার অন্তর্গত অন্তর্ব্বেদী অর্থাৎ দোয়াব পর্য্যন্ত আগমন করিয়াছিলেন, তাহার সংশয় নাই। একটি ঋকে কীকট অর্থাৎ মগধ বা বেহার ‡ দেশের নাম নির্দ্দেশিত আছে, $ কিন্তু যাস্ক ঋষি উহাকে অনার্য্য দেশ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

কীকটো নাম দেশোঽনার্য্যনিবাসঃ। নিরুক্ত। ৬। ৩২।

---

* ঋগ্বেদ-সংহিতার ৩ মণ্ডলের ৩৩ সূক্ত; ৪ মণ্ডলের ৩০ সূক্ত; ৬ মণ্ডলের ৬১ সূক্ত; ৭ মণ্ডলের ১৮ ও ৯৫ এবং ৯৬ সূক্ত; ৮ মণ্ডলের ২০ ও ৬৩ সূক্ত; ১০ মণ্ডলের ১৫ ও ৬৪ এবং ৭৫ সূক্ত ইত্যাদি বহুতর সূক্তের মধ্যে সিন্ধু, সরস্বতী ও পঞ্জাব-দেশীয় অন্য অন্য নদী সমুদায়ের নাম উল্লিখিত আছে।

† ইতিপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন ঋগ্বেদ-সংহিতার আর দুই এক স্থানেও গঙ্গা ও যমুনার নামোল্লেখ মাত্র দেখিতে পাওয়া যায়; যথা,—উহার ৬ মণ্ডলের ৪৫ সূক্তের ৩১ ঋকে গঙ্গার নাম এবং ৫ মণ্ডলের ৫২ সূক্তের ১৭ ঋকে ও ৭ মণ্ডলের ১৮ সূক্তের ১৯ ঋকে যমুনা-নদীর প্রসঙ্গ আছে। কিন্তু পঞ্জাবদেশীয় নদীগণের নাম যেমন ঋগ্বেদ-সংহিতার বহুতর স্থান ব্যাপিয়া আছে, ঐ দুই নদীর সেরূপ নাই।

‡ ত্রিকাণ্ডশেষ। ভাগবত পুরাণের ১। ৩। ২৪ শ্লোকের টীকায় কীকট শব্দের অর্থ এইরূপ লিখিত আছে, যথা—'মধ্যে গয়াপ্রদেশে।'

$ কিং তে কৃণ্বন্তি কীকটেষু গাবঃ। ঋগ্বেদ-সংহিতা। ৩। ৫৩। ১৪।
কীকটদিগের মধ্যে তোমার গো সকল কি করিতেছে?

বোধ হয়, আর্য্যেরা ঐ ঋক্-রচনার সময়ে ঐ দেশটির বিষয় অবগত হইয়াছিলেন, কিন্তু উহা অধিকার করিয়া অধিবাস করিতে পারেন নাই। তাঁহারা সে সময়ে দক্ষিণাপথ দর্শন করেন নাই। ঋগ্বেদ-সংহিতায় না কৃষ্ণা কাবেরী গোদাবরী, না মলয় মহেন্দ্র সহ্যাদ্রি, দক্ষিণাপথস্থ কোন বস্তুরই কিছুমাত্র উল্লেখ নাই। ঐ সমস্ত স্রোতস্বতী তখন তাঁহাদের দেবমণ্ডলীমধ্যে পরিগণিত হয় নাই। ঋগ্বেদ-সংহিতায় হিমালয়ের নাম সুস্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে, * কিন্তু উহার কোন অংশে বিন্ধ্যগিরির নাম লক্ষিত হয় না।

যে হিন্দুরা আর্য্যাবর্ত্তের পশ্চিম খণ্ডে অর্থাৎ পঞ্জাব ও দোয়াব প্রভৃতি পশ্চিম-প্রদেশেই অধিবাস করিতেন এবং যে সময়ে কেবল বেদ-সংহিতা-প্রোক্ত মন্ত্রমাত্র তাঁহাদের ধর্ম্ম-শাস্ত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত ছিল, তাঁহাদের ধর্ম্মের সহিত এক্ষণকার হিন্দুধর্ম্মের বিস্তর বিভিন্নতা দেখিতে পাওয়া যায়। ইদানীং পৌরাণিক ও তান্ত্রিক গ্রন্থকার সকলে দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি যে সমস্ত অভিনব দেবতার উপাসনা-প্রণালী প্রচার করিয়াছেন, তখন তাহা প্রচলিত থাকা যে নিতান্ত অসম্ভব, এ কথা বলা বাহুল্য। সে সময়ে অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, ইন্দ্র † প্রভৃতি প্রত্যক্ষ-গোচর প্রাকৃত পদার্থের আরাধনাই

---

* যস্যেমে হিমবন্তো মহিত্বা যস্য সমুদ্রঃ রসয়া সহাহুঃ।

ঋগ্বেদ-সংহিতা। ১০। ১২১। ৪।

এই হিমবান্ পর্ব্বত সকল এবং নদী-সংবলিত সমুদ্র যাহার মহিমাকীর্ত্তন করে। অন্য এক বেদ-সংহিতায়ও হিমালয়ের পৌনঃপুন: উল্লেখ আছে।

গিরয়স্তে পর্ব্বতা হিমবন্তোঽরণ্যং তে পৃথিবি স্যোনমস্তু।

অথর্ব্ববেদ ১২। ১। ১১।

পৃথিবি! তোমার পর্ব্বত সকল হিমবান্ ও অরণ্য শোভমান হউক।

উদঙ্জাতো হিমবতঃ স প্রাচ্যাং নীয়সে জনম্।

অথর্ব্ববেদ। ৫। ৪। ৮।

তুমি হিমালয়ের উত্তরদিকে জন্মগ্রহণ করিয়া পূর্ব্বদেশীয় লোকের সমীপে নীত হইয়া থাক।

† ইন্দ্র কোন প্রত্যক্ষ-গোচর পদার্থ নয় বটে, কিন্তু তদীয় উপাসকেরা তাঁহাকে প্রত্যক্ষ-গোচর বারি-বর্ষণের নিয়ন্তা বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। তাঁহাদের মতে মেঘ-রূপী বৃত্রাসুরকে পরাভব করিয়া তাহার নিকট হইতে জলগ্রহণ করিয়া পৃথিবীতে বর্ষণ করা ইন্দ্রের প্রধান কর্ম্ম।

প্রচলিত ছিল। উপাসকেরা অন্নাদি-লাভের উদ্দেশে এবং বিপদুদ্ধার ও দুঃখ-পরিহার প্রার্থনায় তাঁহাদের স্তুতি করিতেন, তাঁহাদিগকে ঘৃতাহুতি প্রদান করিতেন এবং সোমরস নিবেদন করিয়া দিতেন।

মনুষ্যেরা যেরূপ জল, বায়ু, মৃত্তিকাদি নৈসর্গিক বস্তুতে পরিবেষ্টিত থাকেন, তাঁহাদের আচার ব্যবহার-ধর্ম্মাদি-বিষয়ে তাহার সম্পূর্ণ কার্য্যকারিত্ব অবলোকিত হয়। তুষার-মণ্ডিত হিমালয়, গিরি-নিঃসৃত নির্ঝর, আবর্ত্তময়ী বেগবতী নদী, চিত্ত-চমৎকারক ভয়ানক জলপ্রপাত, অযত্ন-সম্ভূত উষ্ণপ্রস্রবণ, দিগ্‌দাহকারী দাবদাহ, বসুমতীর তেজঃপ্রকাশিনী সুচঞ্চল-শিক্ষা-নিঃসারিণী লোলায়মানা জ্বালামুখী, বিংশতি সহস্র জনের সন্তাপ-নাশক বিস্তৃত-শাখা-প্রসারক বিশাল বটবৃক্ষ, শ্বাপদ-নাদে নিনাদিত বিবিধ-বিভীষিকা-সংযুক্ত জন-শূন্য মহারণ্য, পর্ব্বতাকার-তরঙ্গ-বিশিষ্ট প্রসারিত সমুদ্র, প্রবল ঝঞ্ঝাবাত, ঘোরতর শিলাবৃষ্টি, জীবিতাশা-সংহারক হৃৎকম্পকারক বজ্রধ্বনি, প্রলয়-শঙ্কা-সমুদ্ভাবক ভীতি-জনক ভূমিকম্প, প্রখর-রশ্মি-প্রদীপ্ত নিদাঘ-মধ্যাহ্ন, মনঃ-প্রফুল্লকরী সুধাময়ী শারদীয় পূর্ণিমা, অসংখ্য-তারকা-মণ্ডিত তিমিরাবৃত বিশুদ্ধগগন-মণ্ডল ইত্যাদি ভারতভূমি-সম্বন্ধীয় নৈসর্গিক বস্তু ও নৈসর্গিক ব্যাপার অচিরাগত কৌতূহলাক্রান্ত হিন্দুজাতীয়দিগের অন্তঃকরণ এরূপ ভীত, চমৎকৃত ও অভিভূত করিয়া ফেলিল যে, তাঁহারা প্রভাবশালী প্রাকৃত পদার্থ সমুদয়কে সচেতন দেবতা জ্ঞান করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা তদীয় উপাসনাতেই প্রবৃত্ত থাকিলেন। তাঁহারা তখন ঐ সমুদয় বস্তুর প্রকৃত স্বভাব ও গুণ কিছুই পরিজ্ঞাত ছিলেন না। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কেবল আপনাদের অর্থাৎ মানব-জাতির প্রকৃতিই বুঝিতেন এবং তদ্দৃষ্টে ঐ সমস্ত জড়ময় বস্তুরও মনুষ্যাদির ন্যায় হস্তপদাদি অবয়ব এবং ক্ষুৎ-পিপাসা ও কাম-ক্রোধাদি মনোবৃত্তি বিদ্যমান আছে বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। • মনুষ্যেরা কোন আদিম-কালাবধি আপনাদের উপাস্য দেবতাকে ঐরূপ মানব-ধর্ম্মাক্রান্ত জ্ঞান করিয়া আসিতেছেন, অদ্যাবধি ঐরূপ করিতেছেন এবং হয় ত চিরকালই ঐরূপ করিতে থাকিবেন। যে সমস্ত জ্ঞানাভিমানী ইদানীন্তন ব্যক্তিরা এখন অপরিজ্ঞাত বিশ্বকারণের কামক্রোধাদি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির অস্তিত্ব আর স্বীকার করেন না, তাঁহারাও মানব-মনের স্নেহ, মায়া, ক্ষমা, প্রণয়াদি কতকগুলি উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম অনন্ত-গুণিত করিয়া ঈশ্বর-স্বরূপে সমারোপণ করেন। এইরূপ মানবত্ব-সমারোপণ-রীতি তাঁহাদের এমন অস্থিগত হইয়া গিয়াছে যে, বিচার-ধারে বিখণ্ডিত হইয়া গেলেও তাঁহারা উহার বিমোহিনী মায়া পরিত্যাগ করিতে

পারেন না। প্রাচীন আর্য্যেরা এই রীতির অনুবর্ত্তী হইয়া বিশ্বাস করিতেন, লিখিতপূর্ব্ব দেবতাগণ নরজাতির ন্যায় ইচ্ছানুগত হইয়া ইতস্ততঃ গমনাগমন করেন, ক্ষুৎপিপাসার বশবর্ত্তী হইয়া অন্ন-জল গ্রহণ করেন, ক্রোধ-হিংসার পরবশ হইয়া শত্রুদল সংহার করেন, প্রবৃত্তি-বিশেষের বশীভূত হইয়া দার-পরিগ্রহ পুরঃসর গৃহধর্ম্ম পরিপালন করেন * এবং এই বিশ্ব-ব্যাপার অখণ্ডনীয় ও অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মের অনুবর্ত্তী থাকিলেও তাঁহারা দয়া-দাক্ষিণ্যের অনুসারী হইয়া ভক্তজনের মনোরথ পূর্ণ করেন।

এই প্রকার অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, চন্দ্র প্রভৃতি ভৌতিক পদার্থের সহজ প্রকার উপাসনা যে পৃথিবীস্থ অন্য অন্য প্রাচীন মানব-জাতির ন্যায় হিন্দুদিগেরও জাতীয় ধর্ম্ম ছিল, তাঁহাদের আদিম শাস্ত্র বৈদিক-সংহিতায় তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে। পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে, সে সময়ে দেব-মন্দির ও দেব প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মিত ও স্থাপিত হইবার কোন নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যজমানের নিজ নিকেতনেই আরাধনা-ক্রিয়া সম্পন্ন হইত।

শ্রীমান্ ম, মূলার একস্থানে লিখিয়াছেন, হিন্দুরা সর্ব্বপ্রথমে একেশ্বর-বাদী ছিলেন, পরে বহুতর দেবদেবীর উপাসনাতে প্রবৃত্ত হন। † শ্রীমান্ আদল্‌ফ পিক্‌তে কহেন, একমাত্র অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের উপাসনাই আর্য্য-কুলের

---

* বেদ-সংহিতার মধ্যে অনেক স্থানে দেবপত্নীদিগের নামোল্লেখ ও গুণকীর্ত্তন আছে।

উতগ্নাব্যন্তু দেবপত্নীরিন্দ্রাণ্যগ্নায্যশ্বিনী রাদ।
আরোদসী বরুণানী শৃণোতু ব্যন্তু দেবীর্য ঋতুর্জনীনাম্॥

ঋগ্বেদ-সংহিতা। ৫। ৪৬। ৮।

আর দেবপত্নী দেবী সমুদায় হবিঃ ভক্ষণ করুন। ইন্দ্রপত্নী ইন্দ্রাণী, অনলপত্নী অগ্নায়ী, অশ্বিনদিগের পত্নী দীপ্তিমতী অশ্বিনী, রুদ্রপত্নী রোদসী, বরুণপত্নী বরুণানী ইঁহারা প্রত্যেকে শ্রবণ করুন। দেবী সমুদায় হবিঃ ভক্ষণ করুন। দেবপত্নীদিগের কালাভিমানী দেবী সমুদায়ও ভক্ষণ করুন।

† Ancient Sanskrit Literature, by Max Muller. 1859. pp. 559 & 568.

আদিম ধর্ম ছিল, অনন্তর কালক্রমে বহুতর বিভিন্ন দেব-দেবীর আরাধনা উৎপন্ন হয়। কিন্তু শ্রীমান্ জ, মিয়র, আল্‌বের রেবিল্ ওথ, গোল্‌ড্‌স্টুকর্ ঐ সমস্ত মতে অসম্মত হইয়া উচিতমত প্রতিবাদ করিয়াছেন। * যে সমুদায় সুক্ত একেশ্বর-প্রতিপাদকবৎ প্রতীয়মান হয়, সে সমুদায় যে সাকার-প্রতিপাদক প্রাচীনতম সুক্ত সমুদায় অপেক্ষা প্রাচীন, ইহা কোনরূপেই সপ্রমাণ হইবার বিষয় নয়। প্রত্যুত বিপরীত-পক্ষই সর্ব্বতোভাবে প্রামাণিক বোধ হয়। অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য,উষা প্রভৃতি নৈসর্গিক দেবতা-প্রতিপাদক অনেকানেক সুক্তের ভাষা ও রচনা তাহাদিগকে অতিমাত্র পুরাতন বলিয়া সাক্ষ্যদান করিতেছে। ঈশ্বর-প্রতিপাদকবৎ সুক্ত সমূহ ঋগ্বেদ-সংহিতার অনতিপ্রাচীন দশম মণ্ডলেরই অন্তর্গত। শ্রীমান্ ম, মূলার একেশ্বরবাদ-বিষয়ের উদাহরণ-প্রদর্শন উদ্দেশে যে সুক্তটির পদ্যময় ইংরেজী অনুবাদ উদ্ধৃত করিয়াছেন, † তাহাতে জগতের আদিকারণসংক্রান্ত এরূপ দুরূহ ও প্রগাঢ় ভাব সমুদায় আবির্ভূত রহিয়াছে যে, তাহা কদাচ অল্পবুদ্ধি আদিম লোক কর্তৃক উদ্ভাবিত হওয়া সম্ভাবিত নয়, তাহা পরম্পরাগত বহুকালব্যাপিনী পরমার্থ-পর্য্যালোচনা ব্যতিরেকে কোনরূপেই সম্ভব হয় না। একেশ্বরবাদ-বিষয়ক অনেক ব্যক্তিই যে অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন, ইহা তিনি নিজেই স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়াছেন। ‡ ফলতঃ ঋগ্বেদ-সংহিতা পাঠ করিয়া দেখিলে, যত সময় ব্যাপিয়া ঐ সংহিতার সুক্ত সমুদায় রচিত হয়, তাহার অপ্রথম ভাগের অথবা শেষভাগেরই কতক সময় বহুতর সাকার দেবদেবীর উপাসনার সঙ্গে ঋষি-বিশেষ কর্তৃক বিশ্বকারণের বিষয়ও পর্য্যালোচিত হইত ও কোন না কোন নামে এক পরম দেবতার গুণ ও মহিমাদি অপরিস্ফুটরূপে চিন্তিত ও অনুশীলিত হইয়া থাকিত, এতাবন্মাত্র কথঞ্চিৎ অঙ্গীকার করিতে পারা যায়;

* R. A. S. Journal, New Series, Vol. I. part 2. pp. 385—388 and Panini. His place in Sanskrit Literature. by Theodor Goldstucker. 1861. p. 144.

† Ancient Sanskrit Literature. p.564-

‡ Ancient Sanskrit Literatuer, by Max Muller. 1859. p. 570.

ইহার অতিরিক্ত আর কিছুই বলা সঙ্গত নহে। * আর্য্যবংশীয়েরা

* এই পুস্তকের এই অংশটি যন্ত্রারূঢ় হইলে পর, মহামহোপাধ্যায় মূলার সাহেবের একখানি অভিনব গ্রন্থ (Chips from a German Workshop, Vol. I.) দৃষ্টিগোচর হইল। তাহাতে তিনি এ বিষয়ের আর একরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন দেখিলাম। তিনি এক স্থানে (ক) লেখেন, পারিভাষিক শব্দ দিয়া বলিলে, বেদাবলম্বী হিন্দুরা নিঃসন্দেহ বহুদেববাদী ছিলেন বলিতে হয়, পুনরায় পরপৃষ্ঠাতেই (খ) লেখেন, তাঁহারা না একেশ্বরবাদী, না বহুদেববাদী। কোন কোন ঋষি মন্ত্র-বিশেষে স্তবনীয় দেবতা-বিশেষকে অন্য অন্য দেবতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বা কয়েকটি দেবতার সহিত অভিন্ন অথবা কোন কোন ঐশিক গুণ-সম্পন্ন বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। ইহাই দেখিয়া তিনি ঐ শেষোক্ত অভিপ্রায়টি প্রকটন করিয়াছেন। কিন্তু দেব-বিশেষের মাহাত্ম্য-সূচক ঐ সমুদায় ভাব তদীয় ভক্ত-গণেরই ভক্তিপ্রভাব হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে বোধ হয়। অসঙ্খ্য দেবতার উপাসক অধুনাতন পৌরাণিক হিন্দুরাও আপন আপন উপাস্য দেবগণের ঐরূপ মহিমা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। কোন ঋষি যেমন আপনার উপাস্য দেবকে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কেহ বা আবার সেইরূপ সকল বৈদিক দেবতাকেই সমান বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। (গ) দুই এক স্থানে যেমন কয়েকটি মাত্র দেবতার অভেদভাব কল্পনা করা হইয়াছে, তেমন শত শত স্থানে সকল দেবতা পরস্পর ভিন্ন-প্রকৃতি ও ভিন্ন-গুণান্বিত বলিয়া প্রতি-পাদিত রহিয়াছেন। যেমন এক মন্ত্রে সকল দেবতা তুল্যরূপ মহৎ বলিয়া লিখিত আছে, সেইরূপ আবার অন্য মন্ত্রে তাঁহারা মহৎ, নিকৃষ্ট, কনিষ্ঠ, জ্যেষ্ঠ প্রভৃতি নানা শ্রেণীতে বিভক্ত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

নমো মহদ্ভ্যো নমো অর্ভকেভ্যো নমো যুবভ্যো নম আশিনেভ্যঃ।
যজাম দেবান্ যদি শকবাম মা জ্যায়সঃ শংসমা বৃক্ষি দেবাঃ॥

ঋগ্বেদ-সংহিতা ১। ২৭। ১৩।

মহৎ দেবতাদিগকে নমস্কার। অল্প-গুণ-শালী দেবতাদিগকে নমস্কার। যুবা দেবতাদিগকে নমস্কার। বৃদ্ধ দেবতাদিগকে নমস্কার। আর যদি পারি,

(ক) P. 27, (খ) P. 28. (গ) ঋগ্বেদ-সংহিতা। ৮। ৩০। ১।

পৃথক্ হইয়া পড়িবার পূর্ব্বে যে কেবল একেশ্বরবাদী ছিলেন, পিক্‌তে সাহেবের এই মতের প্রমাণ বা পোষকতা ঐ বংশোদ্ভব কোন জাতির ইতিহাসের মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। প্রত্যুত, বিপরীত-পক্ষই অর্থাৎ হিন্দু ও অন্য অন্য আর্য্যবংশীয়েরা প্রথমে অগ্নি, বায়ু, জ্যোতিষ্ক প্রভৃতি নৈসর্গিক বস্তুর উপাসক ছিলেন, এই মতই সর্ব্বতোভাবে প্রমাণসিদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

যাস্ক ঋষি একবার কহেন, সমুদায় বৈদিক দেবতা এক আত্মারই অঙ্গ-সমূহ মাত্র।

একস্য আত্মনোঽন্যে দেবাঃ প্রত্যঙ্গানি ভবন্তি। নিরুক্ত। ৭। ৪।

পরেই তিনি পুনর্ব্বার বলেন এবং তাঁহার মতানুসারে শ্রীমান্ হ, হ, উইল্‌সন্‌ও অঙ্গীকার করেন, * সমুদায়ে তিনটি মাত্র বৈদিক দেবতা;—অগ্নি, সূর্য্য এবং বায়ু বা ইন্দ্র। তাঁহারা কর্ম্ম বা মহত্ত্বানুসারে ভিন্ন ভিন্ন উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন।

তিস্র এব দেবতা ইতি নৈরুক্তা অগ্নিঃ পৃথিবীস্থানো বায়ুর্ব্বেন্দ্রো বান্তরিক্ষ-স্থানঃ সূর্য্যো দ্যুস্থানঃ। তাসাং মহাভাগ্যাদেকৈকস্যা অপি বহূনি নাম-ধেয়ানি ভবন্ত্যপি বা কর্ম্মপৃথক্ত্বাৎ। নিরুক্ত ৭। ৫।

কিন্তু এ সকল কথা প্রমাণসিদ্ধ বোধ হয় না। ইহা কেবল উত্তরকালীন পণ্ডিতগণের মনঃকল্পিত মত-বিশেষ মাত্র। বেদ-সংহিতা পাঠ করিয়া দেখিলে

দেবতা সকলের যজন করি। হে দেবগণ! আমি জ্যেষ্ঠ দেবতাদিগের স্তোত্র করিতে ক্রটি করি নাই।

আর ঋষি-বিশেষ কর্ত্তৃক কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন দেবতার একত্ব-কল্পনার পূর্ব্বে তাঁহাদের ভিন্ন ভিন্ন সত্তা ও স্বরূপে আদিম হিন্দুদিগের যে বিশ্বাস ছিল, ইহা অক্লেশেই অনুভূত হইতে পারে। ফলতঃ বেদাবলম্বী প্রথমকার সাধারণ হিন্দুরা যে বহুদেববাদী ছিলেন, ইহাতে সন্দেহ নাই।

উল্লিখিত নূতন গ্রন্থে শব্দবিদ্যা-বিশারদ বহুশ্রুত মূলার সাহেব বুদ্ধি-বিদ্যা-বিষয়ে পৃথিবীর সর্ব্বপ্রধান পণ্ডিতগণের প্রতি উপহাস-বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। (ক)

* Wilson's Rig-Ueda Sanhita. Vol. I. 1850, Introduction, p. xxxix.

(ক) p. 202.

অক্লেশেই প্রতীতি জন্মিতে পারে, পূর্ব্বকালীন ঋষিগণ সমধিক শক্তিসম্পন্ন ও সবিশেষ প্রভাবশালী বিভিন্ন প্রাকৃতিক পদার্থ সমুদায়কে ভিন্ন ভিন্ন জীবিতবান্ সচেতন দেবতা বলিয়া প্রত্যয় যাইতেন। অগ্নি, বায়ু, পৃথিবী প্রভৃতি মনুষ্যের ন্যায় ইচ্ছানুসারে স্ব স্ব ব্যাপার সম্পাদন করিতেছেন, ইহাই তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন। সেই সমস্ত পৃথক্ পৃথক্ দেবতার পৃথক্ পৃথক্ নাম ও গুণ প্রসিদ্ধই আছে। তবে যে স্তোতৃগণ কোন কোন উপাস্য-দেবতার মহিমাদি বহুলীকৃত করিয়া স্তুতি-বিস্তার করিয়াছেন, শাস্ত্রীয় বিচারের নিয়মানুসারে তাহাকে স্তুতিবাদ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়।

সমগ্র বেদ-সংহিতা এক সময়ের রচিত নহে, এ কথা ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং কেবল এক সময়ের ধর্ম্ম ও উহাতে সন্নিবেশিত নাই। যদিও উহার প্রত্যেক সূক্ত ও প্রত্যেক মন্ত্রের রচনা-কাল নির্দ্ধারণ করিবার অসংশয়িত উপায় প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তথাচ সূক্ত-বিশেষে দেবতা-বিশেষের এরূপ সরলভাবাপন্ন স্তুতি ও বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায় যে, বোধ হয় যেন, কোন পুরাকালীন কবি অভিমুখস্থ প্রাকৃত পদার্থবিশেষকে দেবতা জ্ঞান করিয়া তদীয় স্তুতিগর্ভ সুকোমল সরল পদাবলী উদ্গীরণ করিতে লাগিলেন। বোধ হয়, যেন ঐ সূক্তগুলি হইবার সময়ে বহু-ব্যাপারবিশিষ্ট ক্রিয়াকাণ্ডের উদ্ভব হয় নাই। মনুষ্যেরা প্রথম অবস্থায় ঋজুস্বভাব ও সরল-বুদ্ধি থাকেন। সে সময়ে তাঁহাদের উপাসনাকার্য্য ঐরূপ অকৃত্রিম স্তুতি বা তৎসহকারে দ্রব্য-বিশেষ-নিবেদন মাত্রেই পর্য্যাপ্ত হওয়া সম্ভব। বৈদিক ক্রিয়াগুলি যেরূপ জটিল ও বহু-ব্যাপার-শালী, তাহা উল্লিখিতরূপ প্রথমাবস্থায় একেবারে উদ্ভাবিত হওয়া কোনরূপেই সম্ভাবিত নয়। * কিন্তু বৈদিক সংহিতায় হিন্দু-

* যজ্ঞপ্রতিপাদক যজুর্ব্বেদের অন্তর্গত কোন কোন মন্ত্রের ভাষা এরূপ প্রাচীন যে, তাহা ঋগ্বেদের অতিপ্রাচীন মন্ত্র অপেক্ষাও কোনরূপেই অপ্রাচীন নয়। অতএব বোধ হয়, সহজরূপ যজ্ঞ বা দেবার্চ্চনা-বিশেষ অতিপূর্ব্বেই আরব্ধ হয়।

শ্রীমান্ ম, হৌগ্, ম, মূলার সাহেব-মতের প্রতিবাদ করিয়া এইরূপ বিবেচনা করেন যে, তিনি যে সমুদায় যজ্ঞ-নিদর্শন-শূন্য সূক্তকে সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন বলিয়া 'ছন্দস্' এই সংজ্ঞা দিয়াছেন, অনেকানেক মন্ত্র-পরিচায়ক সূক্ত তাহার কোন সূক্তের অপেক্ষা অল্প প্রাচীন নয়।—The Aitareya Brahmana, by M. Haug. 1893. Introduction. pp. 11—23.

জাতির মনোবৃত্তি যত দূর বিকসিত ও বহুবিষয়-ব্যাপৃত দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা নিতান্ত প্রথমাবস্থার লক্ষণ নয়। ঐ সংহিতায় তাঁহাদের যাদৃশ অবস্থা লক্ষিত হয়, নিতান্ত বর্ব্বর লোকের অবস্থা বলিয়া কদাচ পরিগণিত হইতে পারে না। তাঁহারা গ্রাম ও নগর নির্ম্মাণ করিয়া অধিবাস করিতেন, * ভূমি কর্ষণ করিয়া যবাদি শস্য সমূহ উৎপাদন করিতেন, † রাজত্বপদ ও রাজকীয় ব্যবস্থা সংস্থাপন করিয়া রাজ্যশাসন করিতেন, ‡ অস্ত্র, বর্ম্ম ও স্বর্ণালঙ্কার নির্ম্মাণ করিয়া ব্যবহার করিতেন $ এবং রথা-রোহণ, § বস্ত্র বয়ন ও স্থচিকর্ম্ম সম্পাদন ** করিয়া আপনাদের অবস্থোন্নতির প্রত্যক্ষ পরিচয় প্রদান করিতেন। ধন ও ধনাঢ্য ††, সুবর্ণ ও সুবর্ণকোশ, ‡‡ ঋণ ও অধমবর্ণ, §§ বৃদ্ধি ও বার্দ্ধুষিক, *** সমুদ্রযান ও সামুদ্রিক বণিক্ †††, পান্থ ও পান্থনিবাস, ‡‡‡ ঔষধ ও চিকিৎসাবৃত্তি §§§, গগন পর্য্যবেক্ষণ ও মাস-মলমাসাদি কালাংশ নির্দ্ধারণ ****, এই সমস্ত মহত্তর বিষয়ের পৌনঃপুনঃ উল্লেখ সংহিতা-কালীন হিন্দু-সমাজের সমধিক উৎকর্ষসাধন পক্ষে সাক্ষ্য দান করিতেছে। চোর ও চৌর্য্য ††††, ব্যভিচার এ ব্যভিচারিণী, ‡‡‡‡ রহস্য-

---

* যথা—ঋগ্বেদ-সংহিতা। ১। ১৭৩। ১০॥ ৪। ২৬। ৩॥

† যথা—ঋগেদ-সংহিতা। ১। ২৩। ১৫।

‡ যথা—ঋগ্বেদ-সংহিতা। ১। ৫৩। ৮ ও ৯ এবং ১০॥ ১। ১৭৩। ১০॥ ইত্যাদি॥

$ যথা—ঋগ্বেদ-সংহিতা। ১। ৩১। ১৫॥ ১। ৫৬। ৩॥ ৬। ৩। ৪॥ ৬। ৩। ৫॥

§ ঋ-সং। ১। ২৫। ৩॥ ১। ১২৬। ৩॥ ** ঋ-সং। ১। ৩১। ১৫॥ ২। ৩২। ৪॥

†† ঋ-সং। ২। ২৭। ১৭॥ ২। ২৮। ১১॥ ‡‡ ঋ-সং। ৬। ৪৭। ২২।

§§ ঋ-সং। ৬। ৬১। ১। *** ঋ-সং। ৩। ৫৩। ১৪।

††† ঋ-সং। ১। ১১৬। ৩ ও ৪ এবং ৫ ইত্যাদি। ৪। ৫৫। ৬॥ ‡‡‡ ঋ-সং ১। ১৬৬। ৯।

§§§ ঋ-সং। ১। ১১৬। ১৬॥ ১। ১১৭। ৪। ও ২৪॥ (অথর্ব্ব-সং।৫।৪।)

**** ঋ-সং। ১। ২৫। ৮। †††† ঋ-সং। ১। ৫৩। ১॥ ১। ৬১। ১০॥ ১। ৬২। ২। ১। ৬৫॥ ১॥ ইত্যাদি॥

‡‡‡‡ ঋ-সং। ১। ১৬৭। ৪।

প্রসব ও ভ্রূণ-হত্যা, * দ্যূত ও দ্যূতকারক † এই সমস্তও জন-সমাজের আদিম অবস্থায় তাদৃশ সম্ভাবিত নহে, প্রত্যুত সভ্যতা-সত্তারই বিষময় লক্ষণ বলিয়া লক্ষিত হইতে পারে।

সে সময়ে আর্য্য-বংশীয় স্ত্রীগণও নিতান্ত হীনাবস্থ ছিলেন না। তাঁহারা দেবার্চ্চনায় ও যজ্ঞানুষ্ঠানে অধিকারিণী ছিলেন, যজ্ঞসমাজেও উপস্থিত থাকিতেন, উদ্বাহকালে যৌতুকলাভেও সমর্থ হইতেন ও স্থলবিশেষে দুহিতৃ-পুত্রেরা শাস্ত্রানুসারে মাতামহের ধন অধিকার করিতেন। ‡ বিশ্ববারা নাম্নী একটি অত্রি-বংশীয় স্ত্রীলোক ঋগ্বেদের পঞ্চম মণ্ডলের অন্তর্গত একটি সম্পূর্ণ সূক্ত § রচনা করেন, এইরূপ লিখিত আছে। স্ত্রীজাতি শিক্ষালাভ-বিষয়ে একবারে বঞ্চিত থাকিলে ওরূপ কথার উল্লেখ থাকা কদাচ সম্ভব হইত না। ‘স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা’ এই শ্লোকার্দ্ধও তখন বিরচিত হয় নাই। যে সমস্ত হিন্দুরা এতাদৃশ অশেষ বিষয়ে অশেষরূপে মনোবৃত্তি পরিচালন করিয়াছিলেন, তাঁহারা যে পরমার্থ-বিষয়ে ঐরূপ মনোবৃত্তি চালনা ও কল্পনা-শক্তি প্রকাশ করেন নাই, ইহা কোন মতেই সঙ্গত নহে। ফলতঃ বৈদিক সংহিতার বহুতর ভাগে বহু-ব্যাপার-বিশিষ্ট ক্রিয়াকলাপ-সৃষ্টির সমূহ নিদর্শন লক্ষিত হইয়া থাকে। উহার মধ্যেও ঋত্বিক্‌দিগের নাম সচরাচরই দেখিতে পাওয়া যায়। অশ্বমেধ প্রভৃতি বৃহত্তর যজ্ঞের বিষয় মন্ত্র-সংহিতায় প্রস্তাবিত হইয়াছে। $ সূক্তবিশেষে জগৎকারণ-নির্দ্ধারণের বিষয়ও সূচিত ও চেষ্টিত হইয়াছে। ** ব্রাহ্মণাদি উত্তরকালীন গ্রন্থ সমূহে সেই সমুদায় বিষয় ক্রমে ক্রমে পরিস্ফুটিত দেখা যায়। তাহার বিবরণ করিবার পূর্ব্বে পাঠকগণকে ভারতবর্ষীয় হিন্দু-ধর্ম্মের প্রথমাবস্থার স্বরূপ-বিবেচনায় সমর্থ করিবার উদ্দেশে বেদ-সংহিতায় উল্লিখিত দেবতাগণের নাম সমুদায় অবগত করা আবশ্যক।

---

* ঋ-সং। ২। ২৯। ১। † ঋ-সং। ১। ৪১। ১০। ৩৪ সূক্ত॥

‡ Wilson's Rig-veda Sanhita, 1857, Introduct on, Vol. III, p. xvii,

§ অষ্টাবিংশ।

$ ঋ-সং। ১। ১৬২ ও ১৬৩ সূক্ত। ** ঋ-সং। ১০। ১২৯ সূক্ত।

বেদ-সংহিতায় উল্লিখিত দেবতাগণের নাম।

অগ্নি। বায়ু। দ্যৌ। পৃথিবী। মরুদ্গণ। রুদ্রগণ। বরুণ। মিত্র। ইন্দ্র। সূর্য্য=সবিতৃ। দক্ষ=ধাতৃ। অংশ। ভগ। অর্য্যমন্। * কাল। ঋতু। নক্ত। অশ্বিন্। † সোম। ‡ বনস্পতি। পিতু। § সরস্বত্। $ ত্বষ্টৃ। ব্রহ্মণস্পতি। ** হিরণ্যগর্ভ। বিশ্বকর্ম্মন্। পুরুষ। স্কম্ভ। প্রজাপতি। ব্রহ্ম। রোহিত। প্রাণ। কাম। †† উচ্ছিষ্ট। ব্রহ্মচারিন্। ঋভু। ‡‡ বৃহস্পতি। অদিতি। দিতি। সরস্বতী শুতুদ্রী প্রভৃতি নদী। নিষ্টিগ্রী §§। ইন্দ্রাণী। বরুণানী। সূর্য্যা। পৃশ্নি।*** আগ্নেয়ী। রোদসী। রাকা। গুঙ্গূ। ††† সিনীবালী। ‡‡‡ উষস্। অরণ্যানী। শ্রদ্ধা। ইলা। ভারতী। মহী। হোত্রা। দক্ষিণা। বরুত্রী। ধিষণা। §§§ অনুমতি। শ্রী। লক্ষ্মী। জুহূ প্রভৃতি যজ্ঞপাত্র। শ্যেন।

দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, প্রাচীনতর বৈদিক দেবগণের মধ্যে অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি নৈসর্গিক (অর্থাৎ নৈসর্গিক বস্তু ও ব্যাপারের অধিষ্ঠাত্রী) দেবতাগণই অগ্রগণ্য। ঋগ্বেদ-সংহিতার অধিকাংশই ঐরূপ দেবতার স্তুতি সমূহেই পরিপূর্ণ। ইরানীদিগের অবস্তার মধ্যে মিত্র, বায়ু, ইন্দ্রাদি নৈসর্গিকদেবতার নাম সন্নিবেশিত থাকাতে ঐরূপ দেবগণকেই অতি প্রাচীন বলিয়া অবধারিত করিতে হয়। ঈশ্বরবৎ প্রতীয়মান স্কম্ভ, পুরুষ, ব্রহ্মাদি কয়েকটি দেবতা এবং কাম, প্রাণ, লক্ষ্মী, শ্রী, শ্রদ্ধা, উচ্ছিষ্ট, জুহূ, ব্রহ্মচারী

---

* বরুণ অবধি অর্য্যমন্ পর্য্যন্ত আটটি দেবতার সাধারণ নাম আদিত্য।

† প্রভাতের পূর্ব্বকালীন আলোকমিশ্রিত তমোভাগের অধিষ্ঠাত্রী দুইটি দেবতা।

‡ মাদকতা-শক্তি-শালী উদ্ভিদ্-বিশেষ। স্থানে স্থানে সেই উদ্ভিদ্-রূপী সোমের সহিত জ্যোতিষ্করূপী সোম্ অর্থাৎ চন্দ্র অভিন্ন বলিয়া লিখিত আছে।

§ অন্ন-দেবতা। $ সরস্বতী-পতি।

** মন্ত্র-দেবতা অথবা অগ্নিরই নামান্তরবিশেষ বোধ হয়। †† শুভ কামনা।

‡‡ তিনটি দেবতার নাম ঋভু। ইঁহারা মনুষ্য ছিলেন, পরে তপস্যা-বলে দেবত্ব লাভ করেন, এইরূপ উপাখ্যান আছে।

§§ ইন্দ্রমাতা। *** মরুদ্গণের মাতা। ††† অমাবস্যা

‡‡‡ যে অমাবস্যাতে অল্প চন্দ্রকলা দেখা যায়।

§§§ ইলা, মহী, ভারতী, হোত্রা, দক্ষিণা, ধিষণা, বরুত্রী এই সমুদায় ধর্ম্ম বা যজ্ঞসংক্রান্ত বিষয়বিশেষরূপিণী দেবী সমূহ।

প্রভৃতি অনেকগুলি অনৈসর্গিক দেবতার বিষয় ঐ সংহিতার প্রাচীনত
ভাগে বিদ্যমান নাই,উহার দশম মণ্ডলে বা অথর্ব্ব-বেদ-সংহিতায় অথবা বাজ
সনেয়ি-সংহিতার মধ্যেই বর্ণিত আছে,কিন্তু ঐ তিনই অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন
যে গায়ত্রী-জপ বহুকালাবধি ব্রহ্ম-উপাসনা বলিয়া প্রচলিত আছে ও পণ্ডি
তেরা ব্রহ্মপক্ষেই যাহার নানারূপ ব্যাখ্যা করিয়া আসিতেছেন, তাহা সবিত
নামক নৈসর্গিক দেবতারই উদ্দেশে উচ্চারিত মন্ত্র-সমূহের অন্তর্গত। * অত
এব তাহা ব্রহ্মস্তুতি নয়, প্রথমে ঐ সবিতা দেবতারই স্তোত্র বলিয়া পরিগণি
ছিল। বাহ্য-বিষয়ের কি প্রভাব দেখ! যে আর্য্য জাতি গ্রীসে গ্রীক না
গ্রহণ করিয়া আপনাদের মানসিক শক্তির প্রাচুর্য্য এবং অধ্যুষিত দেশের নৈস
র্গিক ব্যাপারের অপেক্ষাকৃত অল্পতা ও ক্ষীণতা বশতঃ আপনাদের দেব
গণকে মানব-গুণেরই অবতারস্বরূপ করিয়াছিলেন, সেই আর্য্য-জাতি
ভারতবর্ষে হিন্দু নাম অবলম্বন পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকস্থ নৈসর্গিক ব্যাপারের অ
মাত্র প্রভাব ও তেজস্বিতা দর্শনে ভীত ও চমৎকৃত হইয়া নৈসর্গিক দেবগ
কেই সর্ব্বপ্রধান করিয়া তুলিয়াছিলেন। †

সচরাচর যেমন লোক-সমাজের একটি অধীশ্বর অর্থাৎ রাজা থাকেন
সেইরূপ বেদ-সংহিতার মধ্যে হিন্দুদিগের দেব-সমাজেও বরুণ দেবতাকে
এবং কখন বা ইন্দ্রাদি দেবতাকে রাজপদে অধিরূঢ় দেখিতে পাওয়া যায়।
আর্য্য-বংশীয়েরা পরস্পর পৃথক্ হইবার পূর্ব্বে অন্ততঃ হিন্দুরা গ্রীকদিগে
সহিত একত্র মিলিত থাকিতে বরুণ-দেবের উপাসনা প্রচলিত ছিল, ই
পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। অতএব বরুণ আর্য্য-কুলের একটি অতী
প্রাচীন দেবতা, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইন্দ্র-দেবতাকে তাদৃশ প্রাচীন বলি
অনুমান করিবার কোন কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। গ্রীক, লাটি
প্রভৃতি আর্য্যবংশীয় কোন প্রাচীন জাতির দেবসংজ্ঞাবলীর মধ্যে ইন্দ্রের না
লিখিত নাই। ইন্দ্রের স্থলে অবস্তায় ত্রিত নামে একটি দেবতার নাম দৃ
হয়। বেদ-সংহিতার মধ্যেও ঐ নামটি বিদ্যমান আছে। ঋগ্বেদের দশ
মণ্ডলটি অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন। তাহাতে বরুণ-দেবতার উদ্দেশে একটি
সম্পূর্ণ সূক্ত বিনিবেশিত নাই। ইন্দ্র-দেবের উপাসনা অবলম্বন-বিষয়ে হি

* ঋ-সং। ৩। ৬২। ১০।

† H. T. Buckle's History of Civilization in England. 18
Vol. I. General Introduction. pp. 124—132 দেখ

দিগের মধ্যে পরস্পর বিদ্বেষ প্রকাশ ও বিরোধ-ঘটনা হইয়া যায়। বেদ-সংহিতায় তাহার যথেষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান আছে। ঋগ্বেদের অনেকানেক মন্ত্রে ইন্দ্রের অস্তিত্ব-বিষয়েই সুস্পষ্ট সংশয় প্রকাশিত হইয়াছে। * কোন মন্ত্রে বা তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধা-সূচক অভিপ্রায়ও প্রকটিত রহিয়াছে। † অনেক মন্ত্রে বহুতর লোক অনিন্দ্র অর্থাৎ ইন্দ্র-উপাসনা-বিরহিত বলিয়া নিন্দিত ও তিরস্কৃত হইয়াছেন। ‡ এমন কি, যে যে কারণে জরথুস্ত্র-প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়ীরা অর্থাৎ ইরানীরা হিন্দুদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যান, ইন্দ্র-দেবের উপাসনা-প্রবর্ত্তনও তাহার একটি প্রধান কারণ বোধ হয়। তাঁহারা ইন্দ্রকে দৈত্য বলিয়াই বর্ণন করিয়াছেন। কোন কোন স্থলে ইন্দ্র ও বরুণ উভয়েই সম্রাট্ ও উভয়েই উভয়ের মিত্র বলিয়া স্তুত ও বর্ণিত হইয়াছেন। § ইহাতে বোধ হয়, কোন পক্ষপাতশূন্য মীমাংসক ঋষি ইন্দ্র-উপাসক ও বরুণ উপাসক-দিগের বিরোধভঞ্জন উদ্দেশেই ঐরূপ অভিপ্রায় প্রকটন করিয়া অদ্বৈধভাব প্রকাশ করিয়াছেন। অধুনাতন পৌরাণিক মতে ইন্দ্রই দেবরাজ ও বরুণ জল-মাত্রের অধিষ্ঠাতা। এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া দেখিলে আর্য্য মহাশয়েরা নিসর্গপ্রধান ভারতবর্ষে আগমন করিয়া ইন্দ্র-নামক নৈসর্গিক দেবতার আরাধনায় প্রবৃত্ত হন ও ক্রমে ক্রমে তাঁহাকে প্রধান পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রাচীনতম প্রধান দেব বরুণ রাজাকে ক্রমশঃ নিকৃষ্ট পদে স্থাপিত করেন, এই অনুমান সর্ব্বতোভাবে যুক্তিসিদ্ধ বোধ হয়। প্রথমে বরুণ ও সর্ব্বশেষে ইন্দ্র-দেব হিন্দু-দেবগণের রাজত্ব-পদে অধিষ্ঠিত হন। অপরাপর বৈদিক দেবতারা মহৎ, নিকৃষ্ট, জ্যেষ্ঠ, কনিষ্ঠ প্রভৃতি উচ্চনীচ বিভিন্ন পদে অধিরূঢ় থাকেন, ইহা পূর্ব্বেই প্রদর্শন করা গিয়াছে। কিন্তু পৌরাণিক হিন্দুদের ন্যায় পূর্ব্বকালীন বৈদিক হিন্দুরাও ভক্তি-প্রভাবে আপন আপন উপাস্য দেবতাকে মনোমত মাহাত্ম্যশালী ও নানারূপ ঐশিক গুণ-সম্পন্ন বলিয়া তাঁহাদের এরূপ স্তুতিবিস্তার করিয়া গিয়াছেন যে, তাহাতে প্রত্যেক দেবতার গুণ ও পদের সীমা নির্দ্ধারণ করা অতীব কঠিন। ||

---

* ঋ-সং। ২। ১২। ৫। † ঋ-সং। ১। ১৭০। ৩।

‡ ঋ-সং ১। ১৩৩। ১॥ ৪। ২৩। ৭॥ ৫। ২। ৩॥

§ ঋ-সং। ১। ১৭। ১॥ ৪। ৪১। ১॥

|| R. A. S. Journal New Series, Vol. I. Part I. pp. 101—108, দেখ।

হিন্দুদিগের সামাজিক ব্যবস্থাও ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুযায়ী। অনতিপ্রাচীন পুরুষসূক্তে চারি বর্ণের বিষয়ই লিখিত আছে বটে, কিন্তু ঋগ্বেদের প্রাচীনতর সূক্ত সমুদয়ে বর্ণ-বিভেদ থাকিবার কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তাহার দুই এক স্থলে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় শব্দ বিদ্যমান আছে,কিন্তু তাহা কোনরূপেই কুলপরম্পরাগত বর্ণ-বিশেষ-প্রতিপাদক বলিয়া স্থির করা যায় না। প্রথমে হিন্দুদিগের বর্ণভেদ ছিল না; ভারতবর্ষে আসিয়া প্রয়োজনানুসারে ক্রমে ক্রমে উহার সূত্রপাত হয়। * ঐ ব্যবস্থা সংস্থাপিত হইলেও প্রথমে কুলপরম্পরাগত ছিল না, লোকে আপন আপন গুণকর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদি বলিয়া উল্লিখিত হইত। এক বর্ণ হইতে অন্য বর্ণ উৎপন্ন হইত; এমন কি, গ্রন্থবিশেষে এক ব্যক্তি হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র চারি বর্ণেরই উৎপত্তি প্রসঙ্গ বিনিবেশিত আছে। † কালক্রমে যখন এই বর্ণ-ভেদ কুল-পরম্পরাগত হইয়া আসিল, তখনও এক জাতীয় লোকে তপস্যা-বলে বা গুণ-প্রভাবে অন্য জাতির পদে অধিরোহণ করিতে পারিত ‡ ও অন্য জাতির

---

* ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মণা বর্ণতাং গতম্॥ মহাভারতীয় মোক্ষধর্ম্ম।
(শব্দকল্পদ্রুমেও বর্ণশব্দের বিষয় দেখ)

এই জগৎ ব্রহ্ম-ময়; ইহাতে বর্ণভেদ নাই। লোক সমুদায় ব্রহ্ম কর্তৃক পূর্ব্বে সৃষ্ট হইয়া নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে বিভক্ত হইয়াছেন।

† হরিবংশের ১১ ও ২৯ এবং ৩২ প্রভৃতি আর বিষ্ণুপুরাণের ৪ অংশের ১ ও ৮ এবং ১৯ প্রভৃতি অধ্যায়ে ও অন্যান্য পুরাণেও এ বিষয়ের প্রমাণ আছে।

‡ বিশ্বামিত্র ঋষি ক্ষত্রিয়-কুলে জন্ম-গ্রহণ করিয়া তপস্যা-বলে ব্রাহ্মণ হন, এই প্রবাদ হিন্দু-সমাজে সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ ও গ্রন্থমধ্যে লিপিবদ্ধ আছে। তদ্ভিন্ন আর্ষ্টিষেণ, সিন্ধুদ্বীপ ও দেবাপি ইহাঁরাও ক্ষত্রিয় হইয়া ব্রাহ্মণ-পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এইরূপ উপাখ্যান আছে।

তত্রার্ষ্টিষেণঃ কৌরব্য ব্রাহ্মণ্যং সংশিতব্রতঃ।
তপসা মহতা রাজন্ প্রাপ্তবানৃষিসত্তমঃ।
সিন্ধুদ্বীপশ্চ রাজর্ষির্দেবাপিশ্চ মহাতপাঃ।
ব্রাহ্মণ্যং লব্ধবান্ যত্র বিশ্বামিত্রস্তথা মুনিঃ।
মহাতপস্বী ভগবানুগ্রতেজা মহাতপাঃ।

মহাভারত। শল্যপর্ব্ব। ৪০ অধ্যায়। ৩৬—৩৮ শ্লোক।

অন্ন গ্রহণ * ও ভিন্নজাতীয় স্ত্রীগণের পাণিগ্রহণ † করিতে সমর্থ হইত। বর্ণ-বিচার প্রণালী যে হিন্দুদিগের সহজাত ব্যবস্থাবৎ প্রতীয়মান হয়, তাঁহাদের উল্লিখিতরূপ ইতিহাস-বর্ণন আপাততঃ চমৎকারজনক বোধ হয় বটে, কিন্তু তদীয় পণ্ডিতেরাই নিজ শাস্ত্রে ইহার সমূহ নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। অত-এব বেদ-সংহিতার যে সমস্ত প্রাচীনতর ভাগে হিন্দুজাতির প্রথমাবস্থারই ইতিহাস বর্ণন আছে, তাহাতে উল্লিখিত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়শব্দ কুল-ক্রমাগত বর্ণ-বিশেষ না হইয়া পূর্ব্বোক্তরূপ বৃত্তি বা কর্ম্ম-বিশেষ-বিজ্ঞাপক ছিল, এইরূপই সম্ভব বোধ হয়।

সে অবস্থায় হিন্দুজাতির স্ত্রীলোকেরা নিতান্ত হীনাবস্থ ছিলেন না; শিক্ষালাভে ও অন্যান্য নানা বিষয়ে অধিকারিণী ছিলেন, ইহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। এক সময়ে স্ত্রীলোকেরা প্রথমে এক পতির পাণি-গ্রহণ করিয়া পুনরায় অন্য পতি গ্রহণ করিতে পারিতেন।

যা পূর্ব্বং পতিং বিত্ত্বাথান্যং বিন্দতেঽপরম্।
পঞ্চৌদনং চ তাবজং দদাতো ন বি যোষতঃ॥
সমানলোকো ভবতি পুনর্ভ্বাপরঃ পতিঃ।
যোঽজং পঞ্চৌদনং দক্ষিণাজ্যোতিষং দদাতি॥

অথর্ব্ববেদ-সংহিতা। ৯। ৫। ২৭ ও ২৮।

---

* ত্রিষু বর্ণেষু কর্ত্তব্যং পাকভোজনমেব চ।
শুশ্রূষামভিপন্নানাং শূদ্রাণাঞ্চ বরাননে॥

আদিত্য-পুরাণ।

শূদ্রাস্তু যে দানপরা ভবন্তি, ব্রতান্বিতা বিপ্রপরায়ণাস্তু।
অন্নং হি তেষাং সততং সুভোজ্যং, ভবেদ্দ্বিজৈর্দৃষ্টমিদং পুরাতনৈঃ॥

বহ্নি-পুরাণ। বৃষদানাধ্যায়।

(শব্দকল্পদ্রুমে শূদ্রশব্দের বিষয় দেখ।)

† শূদ্রৈব ভার্য্যা শূদ্রস্য সা চ স্বা চ বিশঃ স্মৃতে।
তে চ স্বা চৈব রাজ্ঞশ্চ তাশ্চ স্বা চাগ্রজন্মনঃ॥

মনু সংহিতা। ৩। ১৩।

শূদ্রকন্যাই শূদ্রের ভার্য্যা, শূদ্র ও বৈশ্যের কন্যা বৈশ্যের ভার্য্যা, শূদ্র, বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়ের কন্যা ক্ষত্রিয়ের ভার্য্যা এবং শূদ্র, বৈশ্য, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণের কন্যা ব্রাহ্মণের ভার্য্যা হইতে পারে, ইহা স্মৃতিকারেরা কহিয়া গিয়াছেন।

যে স্ত্রীলোক পূর্ব্বপতি সত্ত্বে অন্য পতি গ্রহণ করেন, অজপঞ্চৌদন দান করিলে তাঁহাদের বিচ্ছেদ ঘটে না। দ্বিতীয় পতিও যদি দক্ষিণা দ্বারা দীপ্তি-মান্ অজপঞ্চৌদন দান করেন, তাহা হইলে তিনি ও তাঁহার পুনরুদ্বাহিত পত্নী উভয়ে এক লোকে গমন করে। *

যদি এক পতি সত্ত্বে অন্য পতি গ্রহণ করা এই দুই শ্লোকের উদ্দেশ্য হয়, তবে পতিবিয়োগ হইলে বিধবারা যে পুনরায় বিবাহ করিতে পারিতেন না, ইহা কোনরূপেই সম্ভব বোধ হয় না।

পুরাকালীন হিন্দুদের পরলোকে আস্থা ও পারলৌকিক সুখ-দুঃখের আশা ভয় বেদ-সংহিতার বহুতর স্থান ব্যাপিয়া রহিয়াছে। মানব-জাতির জীবি-তাশা ও সুখাশা এতাদৃশ বলবতী যে, কিছুতেই পরিতৃপ্ত হইবার নহে। তাঁহারা ইহলোকে যথাসম্ভব দীর্ঘায়ু-লাভ ও সুখ-সৌভাগ্য-সঞ্চয়ে পরিতুষ্ট না হইয়া পরলোকে জীবিত ও সুখিত হইবার অভিলাষ করেন। তাঁহারা ইহ লোকে যেরূপ বস্তু প্রত্যক্ষ ও যেরূপ সুখসম্ভোগ করেন, কেবল তাহাই মনন ও চিন্তন করিতে সমর্থ হন। স্বপ্নযোগেও সেইরূপই ভাবনা করেন, পর লোকেও কেবল সেইরূপ বিদ্যমান বলিয়া কল্পনা করিয়া থাকেন। উষ্ণদেশ-নিবাসী আরবীয়েরা যে সমুদায় সামগ্রীকে সমধিক সুখকর জ্ঞান করিতেন, পরলোকও সেই সমস্ত বস্তু-পরিপূর্ণ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। পরলোক সুলভ বহু বিস্তৃত বৃক্ষচ্ছায়া, পরিশুদ্ধ সুরাময়ী স্রোতস্বতী, পরম পবিত্র রূপ বতী রমণীগণ ইত্যাদি সুখকর সামগ্রীর বর্ণন, শ্রবণ ও মনন করিয়া, মুসল মানেরা ইন্দ্রিয়-সুখ লালসায় লোলুপ হইয়া থাকেন। ইয়ুরোপখণ্ডের সুইডেন ও নারোয়ে-নিবাসী পূর্ব্বতন লোকেরা যার পর নাই রণপ্রিয় ছিল, নিরন্তর রণ-মদে উন্মত্ত থাকিত এবং সংগ্রামকেই সর্ব্বাপেক্ষা সুখকর ব্যাপার বলিয়া বিবেচনা করিত। তদনুসারে তাহারা পরকালে অহরহ সংগ্রাম-সুখে অভিষিক্ত হইবে, এই প্রত্যাশায় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিত। † ইদানীং যাঁহারা বিদ্যালয়ে নিবিষ্ট হইয়া স্বীয় স্বীয় শিক্ষার উৎকর্ষানুসারে উত্তরোত্তর উচ্চতর শ্রেণীতে অধিরোহণ করেন, তাঁহারা বহুতর জীবলোক

---

* অতএব দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামি গ্রহণ দৈবঘটনা নয়, শাস্ত্রীয় বিধি ও সামাজিক রীতিরই অনুগত।

† Mallet's Northern Antiquities, Bohn's Edition, 1847 pp. 194—105.

কল্পনা করিয়া এইরূপ চিন্তা করেন, আমরা আপনাদের জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি অনুসারে উত্তরোত্তর উৎকৃষ্টতর লোকের অধিবাসী হইব ও ক্রমে ক্রমে শ্রেষ্ঠতর পুরস্কারের অধিকারী হইয়া নির্ম্মলতর সুখে সুখী হইতে থাকিব। পূর্ব্বকালীন হিন্দুরাও এই রীতির অনুবর্ত্তী হইয়া আপনাদের জ্ঞান ও বুদ্ধির অনুগত পারলৌকিক সুখ কল্পনা করিয়া আসিয়াছেন। বেদ-সংহিতায় হিন্দু-দিগের যে সময়ের অবস্থা বর্ণিত রহিয়াছে, সে সময়ে তাঁহারা ইন্দ্রিয়-সুখের স্বাদ-গ্রহেই অধিকতর সমর্থ ছিলেন। তদনুসারে মরণোত্তর নিবাস-ভূমি স্বর্গ-ধাম ইন্দ্রিয়-সুখের আস্পদ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে এ বিষয়ের প্রমাণ-স্বরূপ কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। এ স্থলে আরও ২।১টি সঙ্কলিত হইতেছে।

অনাস্থাঃ পূতাঃ পবনেন শুদ্ধাঃ শুচয়ঃ শুচিমপি যন্তি লোকম্।
নৈষাং শিশ্নং প্রদহতি জাতবেদাঃ স্বর্গে লোকে বহু স্ত্রৈণমেষাম্॥
বিষ্টারিণমোদনং যে পচন্তি নৈনানবর্ত্তিঃ স চ তে কদাচ ন।
আস্তে যম উপযাতি দেবাস্তসং গন্ধর্ব্বৈর্ম্মদতে সোম্যেভিঃ।
বিষ্টারিণমোদনং যে পচন্তি নৈনান্যমঃ পরিমুষ্ণাতি রেতঃ।
রথী হ ভূত্বা রথ যান ঈয়তে পক্ষী হ ভূত্বাতি দিবঃ সমেতি॥

অথর্ব্ববেদ-সংহিতা। ৪।৩৪।২—৪।

তাঁহারা অস্থিশূন্য, পবিত্র, বায়ু দ্বারা বিশুদ্ধীকৃত এবং উজ্জ্বল হইয়া জ্যোতির্ম্ময় লোকে গমন করেন। অগ্নি তাঁহাদের শিশ্নেন্দ্রিয় দগ্ধ করেন না। তাঁহাদের সেই স্বর্গ-লোকে যথেষ্ট রতি-সুখ-সম্ভোগ হয়। যাঁহারা বিষ্টারী-নামক হবন-দ্রব্য রন্ধন করেন, তাঁহাদের কখন অপ্রতুল ঘটে না। এতাদৃশ ব্যক্তি যমের সহিত বাস করেন, দেবতাদিগের সন্নিধানে গমন করেন এবং সোমপায়ী গন্ধর্ব্বদিগের সহিত আনন্দে অবস্থান করেন। যাঁহারা বিষ্টারীনামক হবন-দ্রব্য রন্ধন করেন, যম তাঁহাদিদের শিশ্নেন্দ্রিয় হরণ করেন না। এতাদৃশ মনুষ্য রথস্বামী হইয়া তদুপরি বাহিত হন ও পক্ষ-বিশিষ্ট হইয়া গগনমণ্ডল অতিক্রম করিয়া যান।

ঐ সংহিতার ঐ কয়েকটি শ্লোকের কিঞ্চিৎ পরেই লিখিত আছে, পরলোকে ধার্ম্মিকদিগের নিমিত্ত ঘৃত, মধু, সুরা, দুগ্ধ এবং দধির সরোবর পূর্ণ রহিয়াছে।

ঘৃতহ্রদা মধুকূলাঃ সুরোদকাঃ ক্ষীরেণ পূর্ণা উদকেন দধ্না।

অথর্ব্ববেদসংহিতা। ৪।৩৪।৬।

মনুষ্যেরা সচরাচর পুত্র-কলত্র-দৌহিত্রাদির প্রতি যেরূপ অনুরাগী, সেরূপ আর কাহারও প্রতি নহেন। তাঁহারা মৃত্যু-শয্যায় শায়িত হইয়াও তাহাদেরই চিন্তায় চিন্তাকুল হন ও কেবল তাহাদেরই পরিত্যাগ-ক্লেশ অসহমান হইয়া অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতে থাকেন, সহসা তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে চাহেন না। এ নিমিত্ত অমার্জ্জিত-বুদ্ধি অনেক-জাতীয় লোকে পরলোক গামী হইয়াও ঐ সমস্ত প্রিয়-জনের সহিত সহবাস-সুখ-সম্ভোগ করিব, এই প্রত্যাশায় প্রত্যাশিত থাকে। হিন্দুদিগের পরিজন-স্নেহ অনেকানেক নর-জাতির অপেক্ষা প্রবল, অতএব বেদাবলম্বী প্রাচীন হিন্দুরা ঐরূপ আশ্বাস ও বিশ্বাস করিতেন। হিন্দু-স্ত্রীদিগের অধিবেদন উপলক্ষে এ বিষয়েরও কিছু কিছু প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে।

স্বর্গং লোকমভি নো নয়াসি সং জায়য়া সহ পুত্রৈঃ স্যাম।

অথর্ব্ববেদ-সংহিতা। ১২। ৩। ১৭।

'তুমি আমাদিগকে স্বর্গলোকে লইয়া যাও। আমরা যেন স্ত্রী-পুত্রের সহিত একত্র অবস্থিতি করি।

পিতৃ-পিতামহ প্রভৃতি স্বর্গবাসী হইলেও সন্তানদিগের পিতৃমাতৃ প্রভৃতির প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা কিছু বিলুপ্ত হয় না। তদনুসারে বেদ-সংহিতায় লিখিত আছে, তাঁহারা সন্তানগণের নিকট পূজা গ্রহণ করেন এবং অন্নজল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

পুণ্যবান্‌দিগের পুরস্কার উদ্দেশে যেমন ইহ-লোক-পরিচিত সুখ-সামগ্রী সকল পরলোকে কল্পিত হইয়াছে, পাতকীদিগের দণ্ড-ভোগের উদ্দেশে সেই-রূপ ভীতিকর বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। তাহারা গভীর গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হইবে ও ঘোরতর অন্ধকারে প্রবেশ করিবে, এইরূপ ভয়ঙ্কর শাস্তির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। * ঋগ্বেদে নরক শব্দ বিদ্যমান নাই, কিন্তু অথর্ব্ববেদে উহা নারক লোক বলিয়া লিখিত আছে।

অথাহুর্নারকং লোকং নিরুন্ধানস্য যাচিতাম্।

অথর্ব্ববেদসংহিতা। ১২। ৪। ৩৬।

পুরাণাদি অপ্রাচীন শাস্ত্রে লিখিত আছে, মনুষ্যাদি জীবগণ আপন আপন সুকৃত ও দুষ্কৃত অনুসারে যোনি ভ্রমণ অর্থাৎ নানা জন্তুর গর্ভে জন্ম-

* ঋ-সং। ৪। ৫। ৫॥ ৯। ৭৩। ৮॥ অথর্ব্ব-সং। ৮। ২। ২৪॥ ১৮। ৩। ৩॥

গ্রহণ করে। বেদ সংহিতায় সে বিষয়ের কিছুমাত্র প্রমাণ নাই। সুতরাং বলিতে হয়, সে সময়ে সেই মতটি উদ্ভাবিত হয় নাই।

পুরাণে লিখিত আয়ুঃসঙ্খ্যা ও যুগ-সঙ্খ্যাদি বিষয়ক অসম্ভব ও অসঙ্গত পৌরাণিক মত সমুদায়ও সে সময়ে কল্পিত হয় নাই। বেদ-সংহিতায় তাহার কিছুমাত্র নিদর্শন নাই; শতায়ুই মনুষ্যের দীর্ঘায়ু বলিয়া পরিগণিত ছিল।

বেদ-সংহিতায় পরিচিত পূর্ব্বকালীন হিন্দু-ধর্ম্মের প্রথম অবস্থার বিষয় সংক্ষেপে লিখিত হইল। মনুষ্যের মন চিরকাল সমান ভাবে থাকে না। এ পর্য্যন্ত যে দেশে যত ধর্ম্ম প্রচলিত হইয়াছে, সকলই উত্তরোত্তর পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে। হিন্দুরা সিন্ধুনদ উত্তীর্ণ হইয়া যেমন বাহুবলে ও পরাক্রম-প্রভাবে আদিম-নিবাসীদিগকে রণে পরাভব করিতে লাগিলেন ও তদীয় রাজ্য সমুদায় অধিকার পূর্ব্বক পূর্ব্ব ও দক্ষিণে ক্রমশঃ প্রবেশ করিতে থাকিলেন, সেইরূপ তৎসহকারে আপনাদের জাতীয় ধর্ম্মও পরিবর্দ্ধিত ও বহুলীকৃত করিয়া ঐ সমস্ত অধিকৃত প্রদেশে প্রচারিত করিতে প্রবৃত্ত রহিলেন। বেদের ব্রাহ্মণ-ভাগে সে বিষয়ের একরূপ স্পষ্ট বিবরণই আছে। শতপথ ব্রাহ্মণে তদীয় প্রচার-বিষয়ের ইতিহাস-গর্ভ একটি উৎকৃষ্ট উপাখ্যান আছে। * এ স্থানে তাহা অনুবাদ না করিয়া নিরস্ত হওয়া যায় না।

"বিদেঘ মাথব মুখমধ্যে অগ্নি ধারণ করেন। গোতম-রাহূগণ নামে এক ঋষি তাঁহার পুরোহিত ছিলেন। তিনি মাথবকে সম্ভাষণ করিলেন, কিন্তু কি জানি, অগ্নি মুখ-রন্ধ্র হইতে বিনির্গত হন, এই আশঙ্কায় মাথব প্রত্যুত্তর করিলেন না। পুরোহিত অগ্নি-দেবকে ঋগ্-মন্ত্র পাঠ করিয়া স্তব করিলেন।

বীতিহোত্রং ত্বা কবে দ্যুমন্তং সমিধীমহি।
অগ্নে বৃহন্তমধ্বরে॥ †—(বিদেঘেতি)॥

হে অগ্নি! হে জ্ঞানময়! তুমি মহান্, দ্যুতিমান্ ও বীতিহোত্র। আমরা তোমাকে যজ্ঞ-স্থানে প্রজ্বলিত করি,—(হে বিদেঘ)।

মাথব তথাচ উত্তর দিলেন না। পুরোহিত পুনরায় বলিলেন,

উদগ্নে শুচয়স্তব শুক্রা ভ্রাজন্ত ঈরতে।
তব জ্যোতিংষ্যর্চ্চয়ঃ॥ ‡—(বিদেঘা ইতি)॥

---

* শতপথ ব্রাহ্মণ। ১। ৪। ১। ১০—১৭

† ঋ-সং। ৫। ২৬। ৩॥ ‡ ঋ-সং। ৮। ৪৪। ১৭॥

হে অগ্নি! তোমার দীপ্তিমান্, শুভ্র ও উজ্জ্বল শিখা ও কিরণ সমুদায় ঊর্দ্ধদিকে উত্থিত হইতেছে,—(হে বিদেঘ)।

পুরোহিত ইহাতে প্রত্যুত্তর না পাইয়া পুনরায় স্তব করিলেন,

তং ত্বা ঘৃতস্নবীমহে। *

হে ঘৃত-প্রেরক অগ্নি! আমরা তোমার নিকট প্রার্থনা করি।

এই অবধি আবৃত্তি করিয়াছেন, আর অগ্নি 'ঘৃত' এই শব্দ শ্রবণমাত্র মুখ হইতে বিনির্গত হইয়া দীপ্তিমান্ হইয়া উঠিলেন। মাথব তাঁহাকে ধারণ করিয়া রাখিতে পারিলেন না। তিনি মাথবের মুখ হইতে বিনির্গত হইয়া অবনী-মণ্ডলে অবতীর্ণ হইলেন। সে সময়ে বিদেঘ-মাথব সরস্বতী-তটে অবস্থিত ছিলেন। অগ্নি তখন দহন করিতে করিতে পূর্ব্বাভিমুখে পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। গোতম-রাহূগণ ও বিদেঘ-মাথব উভয়ে ঐ দাহবান্ অগ্নির অনুসারী হইলেন। বৈশ্বানর সমুদায় নদী অতিক্রম করিয়া দাহন করিলেন; কেবল উত্তর-গিরি-বিনির্গত সদানীরা নাম্নী নদীর পরপার মাত্র দগ্ধ করিলেন না। বৈশ্বানর ঐ নদী অতিক্রম করিয়া দাহন করেন নাই বলিয়া পূর্ব্বকালীন ব্রাহ্মণেরা উহাকে উত্তরণ করিয়া যাইতেন না। এখন অনেকানেক ব্রাহ্মণ উহার পূর্ব্বপারে অবস্থান করেন। অগ্নি বৈশ্বানর উহার স্বাদ গ্রহণ করেন নাই বলিয়া উহা অবাস্তব্য ও জল-সিক্ত ছিল। এক্ষণে ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞানুষ্ঠান করাতে উহা বাস-যোগ্য হইয়াছে। অগ্নি বৈশ্বানর ঐ নদী অতিক্রম করিয়া দগ্ধ করেন নাই, এই নিমিত্ত উহা গ্রীষ্মাবশেষেও শীতল থাকে; বোধ হয় যেন ক্রুদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। বিদেঘ-মাথব বলিলেন, 'আমি কোন্ স্থানে অবস্থান করিব?' অগ্নি কহিলেন, "এই নদীর পূর্ব্বপ্রদেশ তোমার আবাসভূমি হইবে।" অদ্যাপি এই নদী কোশল ও বিদেহবাসীদিগের মধ্যবর্ত্তিনী। তাহারা মাথব-সন্তান।

আর্য্যেরা যে স্থান দিয়া ভারতবর্ষ প্রবেশ করুন না কেন, অতি পূর্ব্বে ব্রহ্মাবর্ত্ত-প্রদেশে সরস্বতী-তীরে উপনিবিষ্ট হইয়া বৈদিক ধর্ম্ম প্রচার করেন এবং ঐ সরস্বতী-তীর হইতে ক্রমশঃ ক্রমশঃ পূর্ব্বপ্রদেশ অধিকার পূর্ব্বক সদানীরা-তটে অধিবাস করিয়া নিজ ধর্ম্ম প্রচলিত করেন, এই দুইটি বিষয় ঐ উপাখ্যানে সুস্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে যে সময়ে শতপথ ব্রাহ্মণের ঐ অংশটি

* ঋ-সং ৫। ২৬। ২।

বিরচিত হয়, হিন্দুরা সে সময়ে সদানীরা নদী অতিক্রম করিয়া বিদেহ * অর্থাৎ মিথিলাদেশ অধিকার করিয়াছিলেন। ঐ ব্রাহ্মণের স্থলান্তরে বিনিবেশিত জনক-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদও এ বিষয়টি একরূপ সপ্রমাণ করিয়া রাখিয়াছে।

তদ্ধৈতজ্জনকো বৈদেহো যাজ্ঞবল্ক্যং পপ্রচ্ছ।

শতপথ ব্রাহ্মণ। ১১। ৩। ১। ২।

বৈদেহ জনক যাজ্ঞবল্ক্যকে ইহা জিজ্ঞাসা করিলেন।

সে সময়ের হিন্দুধর্ম্ম-প্রণালী বেদের ব্রাহ্মণ-ভাগমধ্যে বিস্তৃত রহিয়াছে। ঐ ব্রাহ্মণ-ভাগের মধ্যে ক্রিয়াকলাপেরই অতিমাত্র বাহুল্য দেখিতে পাওয়া যায়। মন্ত্র-ভাগ ও ব্রাহ্মণ-ভাগের রচনা-প্রণালী পরস্পর ঐক্য করিয়া দেখিলে ব্রাহ্মণভাগই অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন বলিয়া স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। অনুমান হইতেছে, হিন্দুরা ইরানীদিগের সহিত পৃথগ্‌ভূত হইবার পূর্ব্বেই বহুতর বৈদিক মন্ত্র রচিত ও প্রচলিত হয়। বৈদিক মন্ত্র শব্দের যেরূপ অর্থ, অবস্তায় তাদৃশ অর্থেই ঐ শব্দের প্রয়োগ আছে, কিন্তু উহার কোন স্থানে ব্রাহ্মণ শব্দ বিদ্যমান নাই। মন্ত্রের আবস্তিক রূপ মন্থ্র। পার্সীদের ধর্ম্মশাস্ত্রের একটি প্রাচীন নাম মন্থ্রস্পেন্ত। † মন্ত্র-ভাগের অপেক্ষা ব্রাহ্মণভাগ এমন আধুনিক যে, ব্রাহ্মণ-বিরচক বা সংগ্রাহক ঋষিরা মন্ত্র-বিশেষের অর্থ ও তাৎপর্য্য একেবারে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলেন। ‡ লিখন-প্রণালী

---

* বিদেহ শব্দ বৈদিক বিদেঘ শব্দেরই রূপান্তর।

† M, Haug's Aitareya Brahmana, 1863, Introduction, P. 2.

‡ যেমন একটি মন্ত্রে কোন্ দেবতা এই অর্থে 'কস্মৈ দেবায়' এই দুই পদ প্রয়োজিত আছে। ব্রাহ্মণ-রচয়িতারা তাহার প্রকৃত অর্থ বুঝিতে না পারিয়া 'ক নামক দেবতাকে' এই অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছেন (ক)

(ক) Ancient Sanskrit Literature, by Max Muller, 1859, P. 433.

সৃষ্ট হইবার পূর্ব্বে বেদ * শিষ্যানুশিষ্যক্রমে শ্রুতি-পরম্পরায় চলিয়া আসিয়াছিল, এইরূপ একটি প্রবাদ আছে; এ নিমিত্ত উহার একটি নাম শ্রুতি। কিন্তু এই জনশ্রুতি সংহিতা-বিষয়ে যেরূপ সঙ্গত, গদ্যে রচিত ব্রাহ্মণ-ভাগের পক্ষে সেরূপ কি না সন্দেহ-স্থল। সংহিতা-নিবিষ্ট শ্রুতি সকল ব্রাহ্মণের মধ্যে যেরূপ ভাবে উদ্ধৃত হইয়াছে, সে সময়ে সংহিতা সঙ্কলিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকিলেই ও ব্রাহ্মণভাগ লিপিবদ্ধ † হইলেই সেরূপ ভাবে ‡ উদ্ধৃত করা

---

* বেদ-সংজ্ঞাটি নিতান্ত প্রাচীন নয়। উহা ব্রাহ্মণ-ভাগ বিরচিত হইবার পরে কল্পিত হইয়াছে বোধ হয়। শ্রীমান্ ম, হোগ্. অনুমান করেন, ব্রাহ্মণে ও উপনিষদে ভূরি ভূরি স্থানে 'য এবং বেদ' এই বাক্যটি বিদ্যমান আছে, তদনুসারে পশ্চাৎ সমগ্র শ্রুতির ঐ নাম রাখা হয়।—M. Haug's Aitareya Brahmana, 1863. Introduction. p. 51.

† শ্রীমান্ ম, মূলার কহেন, ব্রাহ্মণ, কল্পসূত্র ও পাণিনি ব্যাকরণ পর্য্যন্ত রচিত হইবার পর গ্রন্থ-লিখনার্থ লিপি-ব্যবহার হয়।—(A. S. Literature, 1859. pp. 497—524.) কিন্তু তাঁহার এ মতটির অনেকাংশ বহুতর যুক্তি সহকারে প্রতিবাদিত হইয়াছে।—(T. Goldstucker's Panini &c. pp. 15—67 দেখ।)

‡ ব্রাহ্মণ-বিরচক গ্রন্থকর্ত্তারা সংহিতা-নিবিষ্ট অনেক অনেক শ্লোকের কেবল প্রথমের দুই চারিটি পদ মাত্র উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন। সে সকল শ্লোক কোন প্রকারে প্রণালীবদ্ধ ও বিশেষরূপে প্রচারিত না থাকিলে এ প্রকার ভাবে উদ্ধৃত করা সম্ভব বোধ হয় না। এই স্থানে তাহার ২।৪টি উদাহরণ প্রদর্শন করা যাইতেছে; তাহা পাঠ করিলেই এ বিষয়টি পাঠকবর্গের হৃদয়ঙ্গম হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের সপ্তম পঞ্চিকার তৃতীয়াধ্যায়ে শুনঃশেপের উপাখ্যান আছে; তাহা হইতে অনুরূপ প্রমাণ কয়েকটি গৃহীত হইতেছে।

সোঽগ্নিমুপসসার অগ্নের্ব্বয়ং প্রথমস্যামৃতানামিত্যেতয়র্চা।

শুনঃশেপ 'অগ্নের্ব্বয়ং প্রথমস্যামৃতানাং' ইত্যাদি শব্দঘটিত ঋক্ পাঠ করিয়া অগ্নির আরাধনা করিলেন।

স প্রজাপতিমেব প্রথমং দেবতানামুপসসার।
কস্য নূনং কতমস্যামৃতানামিত্যেতয়র্চা।

শুনঃশেপ 'কস্য নূনং কতমস্যামৃতানাং' ইত্যাদি শব্দঘটিত ঋক্ পাঠ করিয়া সর্ব্বদেবের আদিদেব প্রজাপতির আরাধনা করিলেন।

সমধিক সঙ্গত হয়। ফলতঃ ব্রাহ্মণ-ভাগ সংহিতা-ভাগের ভাষ্য-স্বরূপ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সংহিতা ভাগের অর্থ ও তাৎপর্য্য-প্রতিপাদক নিঘণ্টু, নিরুক্ত প্রভৃতি যে সমস্ত বহু-প্রাচীন ব্যাখ্যা বা সংগ্রহ-পুস্তক আছে, তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ-ভাগ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন সুবিস্তৃত সংগ্রহ অথবা ব্যাখ্যা-পুস্তক বৈ আর কিছুই নয়। *

ব্রাহ্মণের অন্তর্গত কয়েকটি পরিচ্ছেদের নাম আরণ্যক। পাণিনি ঋষি আরণ্যক শব্দের অর্থ কেবল অরণ্য-বাসী বলিয়া লিখিয়াছেন। † কিন্তু বেদের ভাগবিশেষের নামও আরণ্যক। পাণিনি বেদাদি বহুশাস্ত্র বিশারদ ঋষি-বিশেষ। তাঁহার সময়ে যদি ঐ আরণ্যক-ভাগ প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে তিনি ঐ শব্দকে অবশ্যই ঐ বেদাংশ-প্রতিপাদক বলিয়াও ব্যাখ্যা করিতেন। সংহিতার মধ্যে হিন্দুধর্ম্মরূপ বিশাল পুষ্পের কলিকা মাত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে, ব্রাহ্মণভাগে তাহা প্রস্ফুটিত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, প্রস্ফুটিত হইয়া যার পর নাই জটিল ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। সংহিতার অধিকাংশ ইন্দ্রাদি দেবগণের স্তুতি ও তাঁহাদের সমীপে অন্নাদি প্রার্থনার বিবরণেই পরিপূর্ণ। কিন্তু ব্রাহ্মণ-ভাগে যজ্ঞাদি-সংক্রান্ত বিধি নিষেধ ও তৎসম্বন্ধীয় উপাখ্যানই অধিক। বোধ হয়, ব্রাহ্মণভাগ প্রস্তুত হইবার সময়ে যে সকল ক্রিয়াকলাপ প্রচলিত হইয়াছিল, গ্রন্থকর্ত্তারা তাহারই প্রামাণ্য-প্রতিপাদনার্থ সংহিতা-নিবিষ্ট মন্ত্র, নিবিদ্, ‡ গাথা এবং সে সময়ের প্রচলিত উপাখ্যানাদি সঙ্কলন করিয়াছেন।

---

* নিঘণ্টু শব্দ-সংগ্রহ অর্থাৎ বৈদিক অভিধান-বিশেষ। শাক-পূণি, স্থৌলষ্ঠীবি ও যাস্ক ঋষি প্রভৃতির প্রণীত নিরুক্ত গ্রন্থে বৈদিক মন্ত্র সমূহ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই সমস্ত গ্রন্থ বেদ সংহিতার অর্থ-প্রতিপাদনার্থে প্রস্তুত হয়। সায়নাচার্য্য-বিরচিত বেদ-ভাষ্য নব্য গ্রন্থের মধ্যেই পরিগণিত।

† অরণ্যান্ মনুষ্যে।
পাণিনি-সূত্র। ৪। ২। ১২৯।
বৃত্তিঃ—অরণ্য ইত্যেতস্মান্ মনুষ্যেঽভিধেয়ে বুঞ্ স্যাৎ॥
আরণ্যকো মনুষ্যঃ।

‡ দেবতা-বিষয়ক অতি প্রাচীন বাক্য-বিশেষের নাম নিবিদ্। হিন্দু-শাস্ত্ররূপ সুগভীর সমুদ্রে প্রবেশ করিলে কত দূরই প্রবেশ করা যায়। অনেকানেক নিবিদ্ ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রাচীনতর সূক্ত সমুদায় অপেক্ষাও সমধিক প্রাচীন।

ব্রাহ্মণ-ভাগে অগ্নিষ্টোম, দর্শপৌর্ণমাস, চাতুর্ম্মাস্য-ইষ্টি, বাজপেয়, রাজসূয়, অশ্বমেধ ও নরমেধাদি বৃহৎ ও অবৃহৎ নানা যজ্ঞের বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। পুত্র, ধন, যশঃ, পশু, বিদ্যা ও স্বর্গাদি লাভ ঐ সমস্ত যজ্ঞানুষ্ঠানের উদ্দেশ্য। হিন্দুদিগের চির-শ্রদ্ধেয় বেদশাস্ত্র পুরাবৃত্তানুসন্ধায়ীদিগেরও এক প্রকার শ্রদ্ধেয়, তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু নিদারুণ নরমেধ যে উহাকে অপবাদগ্রস্ত করিয়া রাখিয়াছে, এইটি অতীব দুঃখের বিষয়। মন্ত্র-ভাগের সহিত তুলনা করিলে ব্রাহ্মণ-ভাগকে সমধিক অপ্রাচীন বলিতে হয়, কিন্তু তাহাতেও অধুনাতন পৌরাণিক ও তান্ত্রিক-যাত্রা-মহোৎসবাদির গন্ধ-বাষ্প কিছুই বিদ্যমান নাই।

ব্রাহ্মণ সমুদায়ে হিন্দুদিগের সামাজিক ব্যবস্থা নানা বিষয়ে বর্দ্ধিত দেখা যায়। সে সমস্ত সঙ্কলিত হইবার সময়ে বর্ণ-ভেদ-প্রণালী একরূপ সম্পূর্ণ ছিল, তাহারি সন্দেহ নাই। তাহার মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি বর্ণের বিষয়ই সুস্পষ্ট লিখিত আছে। প্রথমোক্ত তিন বর্ণ আর্য্য-বংশীয়, শূদ্রেরা অনার্য্য। কৃষ্ণবর্ণ দস্যু বা দাসদের সহিত শুভ্রবর্ণ আর্য্যদিগের বদ্ধমূল বিরোধ ও ঘোরতর যুদ্ধ-প্রসঙ্গ ঋগ্বেদ-সংহিতার বহুতর স্থানে বিস্তৃত রহিয়াছে। * ভারতবর্ষের পূর্ব্ব-নিবাসী ঐ দস্যু বা দাসদিগের মধ্যে যাহারা মহাবল-পরাক্রান্ত আর্য্যগণ কর্ত্তৃক পরাভূত হইয়া দাসত্ব স্বীকার করে,তাহারাই শূদ্র বোধ হয়। ঐ দাস-সংজ্ঞাটি শূদ্রদের চিরসঙ্গী হইয়া আসিয়াছে। রোমক-স্বামীদের

বহুতর ঋকের মধ্যে সেই সমস্ত নিবিদ্ সুস্পষ্টরূপে উল্লিখিত আছে (ক) এবং তন্মধ্যেও স্থানে স্থানে তাহা পূর্ব্ব অর্থাৎ পুরাতন এই বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছে। অবস্তার যশ্ন পরিচ্ছেদের বহুসংখ্যক মন্ত্রের প্রথমেই 'নিব-এ-অহ্‌য়েমি' অর্থাৎ আমি আহ্বান করি, এই বাক্য লিখিত আছে। সেই সমস্ত মন্ত্র বেদোক্ত নিবিদের অনুরূপ। অতএব হিন্দু ও ইরানীরা একত্র মিলিত থাকিতেই নিবিদের সৃষ্টি হয়, এইরূপ বিবেচিত হইতেছে।—M, Haug's Aitarya Brahmana. 1863. introduction. pp. 36—39 দেখ।

* শ্রীমান্ জ, মিয়র প্রণীত সংস্কৃত মূল Sanskirt Texts নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগের তৃতীয় পরিচ্ছেদের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে এ বিষয়ের সবিশেষ বিবরণ দেখিতে পাইবে।

সহিত প্লেব্ দিগের ও স্পার্টাধিকারীদের সহিত হীলট্‌দিগের যেরূপ সম্বন্ধ ছিল, ভারতবর্ষীয় আর্য্যদের সহিত শূদ্রদিগেরও সেইরূপ কলঙ্কময় সম্বন্ধ প্রতিপন্ন হইতেছে। আর্য্যেরা রাজা ও শূদ্রেরা দাস। অনেক-দেশীয় আর্য্য-কলেবরই তদনুরূপ অনপনেয় কলঙ্কে কলঙ্কিত রহিয়াছে।

পুরাকালীন হিন্দুদিগের পারলৌকিক মত ও বিশ্বাসের বিবরণমধ্যে অনুষঙ্গাধীন বিধবা-বিবাহ প্রচলিত থাকা সম্ভবপর বলিয়া লিখিত হইয়াছে। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে উদ্ধৃত একটি মন্ত্রেও ঐ বিষয় লক্ষিত হইতেছে কি না, বিবেচনা করা উচিত। সে মন্ত্রটি এই, যথা,—

উদীর্ষ্ব নার্য্যভি জীবলোকমিতাসুমেতমুপশেষ এহি।
হস্তগ্রাভস্যাদিধিষোস্ত্বমেতৎ পত্যুর্জনিত্বমভিসংবভূব।

কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদীয় তৈত্তিরীয় আরণ্যক, ৬ প্রপাঠক, ১ অনুবাক্, ১৪ মন্ত্র।

সায়নাচার্য্যকৃত ভাষ্য,—

তাং প্রতি গন্তঃ সব্যে পাণাবভিপাদ্যোত্থাপয়তি, * * * * * ইতি। হে 'নারি,' ত্বং 'ইতাসুং' গতপ্রাণং 'এতং' পতিং 'উপশেষে' উপেত্য শয়নং করোষি, 'উদীর্ষ্ব' অস্মাৎ পতিসমীপাদুত্তিষ্ঠ, 'জীবলোকমভি' জীবন্তং প্রাণিসমূহমভিলক্ষ্য 'এহি' আগচ্ছ। 'ত্বং' 'হস্তগ্রাভস্য' পাণিগ্রাহবতঃ 'দিধিষোঃ' পুনর্বিবাহেচ্ছোঃ 'পত্যুঃ' 'এতৎ' 'জনিত্বং' জায়াত্বং 'অভিসংবভূব' অভিমুখেন সম্যক্ প্রাপ্নুহি।

ঋত্বিক্ মৃত পতির সমীপে শয়িত স্ত্রীর নিকটস্থ হইয়া বাম হস্তে ধরিয়া তাঁহাকে উত্থাপন পূর্ব্বক এই মন্ত্র পাঠ করিলেন, যথা,—তুমি মৃত পতির সমীপে শয়ন করিতেছ, তাহার নিকট হইতে উত্থিত হইয়া জীবিত লোকের নিকট আগমন কর। তুমি সম্যক্‌রূপে তোমার পুনঃ-পাণিগ্রহণাভিলাষী পতির ভার্য্যা হও।

এই ব্যাখ্যানুসারে বিধবাবিবাহ বেদবিহিত বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। অন্ততঃ উহা যে বেদ-ব্যাখ্যাত সায়নাচার্য্যের বেদ-সম্মত বলিয়া বিশ্বাস ছিল, ইহাতে আর সংশয় রহিল না। *

---

* শ্রীমান্ সায়নাচার্য্য ঐ মন্ত্রোক্ত 'অভিসংবভূব' পদটির 'সম্যক্‌রূপে প্রাপ্ত হও' এই অর্থ লিখিয়াছেন, কিন্তু শ্রীমান্ ম, মূলার তাহাতে প্রতিবাদ করিয়া কহেন, বৈদিক সংস্কৃতে ভূ ধাতুর বর্ত্তমান [illegible]

বেদ-সংহিতা-রচনার সময়ে হিন্দুদিগের পরলোকবিষয়ে যেরূপ মত ও অভিপ্রায় ছিল, ইতিপূর্ব্বে তাহার কিঞ্চিৎ প্রসঙ্গ করা গিয়াছে। তাহার মধ্যে অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন অথর্ব্ব-সংহিতা হইতে যে কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা হিন্দুজাতির সর্ব্বপ্রথমের পারলৌকিক মতের পরিচায়ক নহে, ইহা বলা বাহুল্য। কিন্তু ঋগ্বেদ-সংহিতার মধ্যেও তদনুরূপ পারত্রিক ইন্দ্রিয়ভোগাদির বিষয় সূচিত বা বর্ণিত আছে। ঐ সংহিতায় যেরূপ পারলৌকিক আমোদ-প্রমোদের অঙ্কুর সমূহ অবলোকিত হয়, অথর্ব্ব-সংহিতায় তাহারই সুবিস্তৃত শাখা-পল্লব দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণোক্ত কর্ম্মকাণ্ডের কুটিলতা ও জটিলতা হিন্দুজাতির জ্ঞান ও বুদ্ধির মালিন্য-বোধক হইতে পারে বটে, কিন্তু উত্তরোত্তর ধর্ম্ম-শাস্ত্রের অনুশীলনক্রমে তাঁহাদের মনের ভাব কোন্ কোন অংশে পরিশোধিত হইয়া আসিতেছিল, তদনুসারে ব্রাহ্মণভাগের এক এক স্থানে তাঁহাদিগের পরলোকবিষয়ক মত অপেক্ষাকৃত অস্থূল ও বিশুদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়।

সর্ব্বস্যাত্তমেবাত্মা স এষ সর্ব্বাসামপাং মধ্যে স এষ সর্ব্বৈঃ কামৈঃ সম্পন্ন আপো বৈ সর্ব্বকামাঃ স এষোঽকামঃ সর্ব্বকামো ন হ্যেতং কস্য চ ন কামঃ॥

অর্থে অর্থাৎ 'হও' এই অর্থে 'বভূবি' হয়, 'বভূব' হয় না। উহা অতীত কালের প্রথম ও উত্তম পুরুষের একবচনের এবং মধ্যম পুরুষের বহুবচনের পদ; কিন্তু শ্রীমান্ ডাক্তার বুলর ঐ পদটিকে অতীত কালের প্রথম পুরুষের পদ স্বীকার করিয়াও বিধবা-বিবাহ পক্ষে ঐ মন্ত্রের শেষার্দ্ধের নিম্ন-লিখিতরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যথা,—

পুনর্ব্বার পাণিগ্রহণাভিলাষী পুরুষের পত্নীত্ব তোমার সম্যক্ প্রকারে সম্ভব হইয়াছে। (ক)

কিন্তু ঐ শেষার্দ্ধে বিনিবেশিত 'ত্বং' এই পদটির অন্বয় করা হয় নাই। যদি প্রথমার্দ্ধের সহিত তাহার অন্বয় করা হয়, তাহা হইলে দুরন্বয়-দোষ ঘটিয়া উঠে। যাহা হউক, দিধিষু শব্দের অর্থ দ্বিতীয়বার বিবাহিত স্ত্রীলোকের স্বামী। অতএব ঐ মন্ত্রের ঐ শব্দটি বিধবা-বিবাহ-বিষয়ক প্রথার প্রচলন পক্ষে সাক্ষ্য দান করিতেছে বলিতে পারা যায়।

তদেষ শ্লোকো ভবতি। বিদ্যয়া তদারোহন্তি যত্র কামাঃ পরাগতাঃ ন তত্র দক্ষিণা যন্তি নাবিদ্বাংসস্তপস্বিন ইতি ন হৈব তং লোকং দক্ষিণাভির্ন তপসা নৈবংবিদশ্নুত এবং বিদাং হৈব স লোকঃ।

শতপথ ব্রাহ্মণ। ১০। ৫। ৪। ১৫ ও ১৬।

আত্মাই সকলের অন্ত। ইনি সমুদায় জলের মধ্যে অবস্থিতি করেন। ইনি সমস্ত কামনার বিষয় প্রাপ্ত হইয়া আছেন। জলই সমুদায় কামনার বিষয়। ইনি কামনা-শূন্য, বিষয়ের কামনা ইহাঁকে অবলম্বন করে না। এ বিষয়ের এই এক শ্লোক আছে যথা,—যে লোকে কামনা থাকে না, বিদ্বা ারা মনুষ্যেরা সেই লোকে অবস্থান করেন। তথায় দক্ষিণা যায় না। অজ্ঞানী তপস্বীরা তাহাতে গমন করেন না। অজ্ঞানী ব্যক্তি দক্ষিণা অথবা তপস্যা দ্বারা ঐ লোক প্রাপ্ত হন না। এইরূপ জ্ঞানীরাই সেই লোকের অধিকারী।

ব্রাহ্মণ-ভাগে যেরূপ ধর্ম্ম ও যেরূপ ক্রিয়াকলাপের প্রসঙ্গ ও বৃত্তান্ত সন্নিবেশিত আছে, কল্পসূত্রে তাহাই সুপ্রণালীসিদ্ধ ও সুশৃঙ্খলাবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ-ভাগ ইতিহাস, উপাখ্যান, শব্দব্যুৎপত্তি প্রভৃতি অশেষ প্রকার প্রয়োজনাতিরিক্ত বিষয়ে পরিপূর্ণ, কিন্তু কল্পনা-সূত্রে সুস্পষ্টরূপে ও সুপ্রণালীক্রমে ক্রিয়া-কলাপের অনুষ্ঠান-পদ্ধতি মাত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। অপ্রয়োজনীয় ও অপ্রাসঙ্গিক সমস্ত বিষয় নিঃশেষে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

ঐ সমুদায় সূত্র অতিপ্রাচীন ও প্রায়ই ব্রাহ্মণ-ভাগের অব্যবহিতকাল পরে বিরচিত, তাহার সংশয় নাই। ব্রাহ্মণ-ভাগের ন্যায় উহাতেও সারসিক ব্যাকরণের ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। টীকাকারেরা উহার অন্তর্গত অনেকানেক প্রয়োগ ছান্দস ও আর্ষ বলিয়া উল্লেখ করিয়া যান, এমন কি, ব্রাহ্মণ-বিশেষ ও সূত্র-বিশেষের এরূপ সৌসাদৃশ্য অবলোকিত হয় যে, ভাষ্যকারেরা সূত্রবিশেষকে ব্রাহ্মণ-সদৃশ ও ব্রাহ্মণবিশেষকে সূত্র-সন্নিভ বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। * শতপথ ব্রাহ্মণে সূত্র-শাস্ত্রের বিষয় উল্লিখিত

* আরুণপরাশরশাখাব্রাহ্মণস্য কল্পরূপত্বম্।

কুমারিলভট্ট-প্রণীত তন্ত্র-বার্ত্তিক।

আরুণ ও পরাশর-শাখার ব্রাহ্মণ কল্পস্বরূপ।

আছে। * অতএব কোন কোন সূত্র-গ্রন্থ ঐ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা প্রাচীন বলিতে হয়। কিন্তু কল্পসূত্র সমুদায় এতাদৃশ প্রাচীন হইয়াও বেদ-পদবীতে অবতীর্ণ হয় নাই। হিন্দুদিগের মতানুসারে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ অপৌরুষেয় অর্থাৎ ঈশ্বরপ্রণীত; কল্পসূত্র ও অপরাপর যাবতীয় শাস্ত্র পৌরুষেয় অর্থাৎ মনুষ্য-বিরচিত; মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের নাম শ্রুতি; উহা স্বতই প্রমাণ; উহাতে ভ্রম-সম্পর্ক থাকিবার সম্ভাবনা নাই; কল্পসূত্র ও মনু-সংহিতাদি সচরাচর স্মৃতি বলিয়া উল্লিখিত হয়; † উহা যতদূর শ্রুতি-মূলক, ততদূর মাত্রই প্রমাণ; যে যে অংশ শ্রুতির সহিত বিরুদ্ধ, সে সে অংশ অপ্রমাণ। ‡ ঐ সমস্ত কল্পসূত্র সাক্ষাৎ বেদ না হউক, ছয় বেদাঙ্গের অন্তর্গত এক বেদাঙ্গ; উহা বৈদিক প্রমাণানুসারে সঙ্কলিত হইয়াছে। কিন্তু কেবলই বেদ হইতে সঙ্কলিত, এমত নহে; কোন কোন অংশ পরম্পরাগত লোকাচার অবলম্বন করিয়াও সংগৃহীত হইয়াছে।

তত্র যাবদ্ধর্ম্মমোক্ষসম্বন্ধি তদ্বেদপ্রভবম্। যত্ত্বর্থসুখবিষয়ং তল্লোকব্যবহারপূর্ব্বকমিতি বিবেক্তব্যম্। এষৈবেতিহাসপুরাণয়োরপ্যুপদেশবাক্যানাং গতিঃ।

কুমারিল-ভট্ট প্রণীত তন্ত্র-বার্ত্তিক।

---

* অরেহস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতদ্‌যদৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণ্যনুব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানান্যস্যৈবৈতানি সর্ব্বাণি নিশ্বসিতানি॥

শতপথ ব্রাহ্মণ। ১৪। ৫। ৪। ১০।

† অনেকে কল্পসূত্র সমুদায়কে স্মৃতিমধ্যে গণ্য করেন না। তাঁহারা কহেন, মনু-সংহিতাদিই স্মৃতি; কল্পসূত্র বেদাঙ্গ-বিশেষ মাত্র। যাহা হউক, কল্পসূত্র কদাচ বেদ-মধ্যে গণ্য নয়।

‡ শ্রুতিস্মৃতিবিরোধেষু শ্রুতিরেব গরীয়সী।

শ্রুতি ও স্মৃতির পরস্পর বিরোধ হইলে শ্রুতিকেই প্রধান করিয়া মানিতে হইবে।

যা বেদবাহ্যাঃ স্মৃতয়ো যাশ্চ কাশ্চ কুদৃষ্টয়ঃ।
সর্ব্বাস্তা নিষ্ফলাঃ প্রেত্য তমোনিষ্ঠা হি তাঃ স্মৃতাঃ॥

মনু-সংহিতা। ১২ অধ্যায়। ৯৫ শ্লোক।

যে সকল স্মৃতি ও তর্ক বেদ-বিরুদ্ধ, সে সমুদায় নিষ্ফল জানিবে, যেহেতু, [illegible]

উহার মধ্যে যে যে অংশ ধর্ম্ম ও মোক্ষ-সম্বন্ধীয়, তাহা বেদ হইতে সঙ্কলিত। আর যে যে অংশ অর্থ ও সুখবিষয়ক, তাহা লৌকিক ব্যবহার দৃষ্টে সংগৃহীত হইয়াছে, এইরূপ বিবেচনা করিতে হইবে। ইতিহাস ও পুরাণের অন্তর্গত উপদেশ বাক্য সমুদায়েরও এইরূপ ব্যবস্থা জানিবে।

কল্পসূত্র তিন প্রকার;—শ্রৌত, গৃহ্য ও সাময়াচারিক। শ্রৌত সূত্রে দর্শ-পৌর্ণমাসাদি বহুতর প্রধান যজ্ঞের বিষয় বিবৃত হইয়াছে। গর্ভাধান, নাম-করণ, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন প্রভৃতি যাবতীয় সংস্কারবিধি, উদ্বাহানন্তর অগ্নি-স্থাপন ও শ্রাদ্ধাদি বার্ষিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠানপ্রণালী গৃহ্যসূত্রে সন্নিবেশিত হই-য়াছে। ব্রহ্মচর্য্যাদি বিবিধ আশ্রমের আচার, সন্ধ্যাবন্দনাদি দৈনন্দিন ক্রিয়া-পদ্ধতি, রাজনীতি-বিষয়ক ব্যবস্থাবলী ইত্যাদি আত্মধর্ম্ম ও সামাজিক ধর্ম্মা-দির বিষয় সাময়াচারিক সূত্রে বিশেষরূপে বিনিবেশিত হইয়াছে। সাময়া-চারিক সূত্রের আর একটি নাম ধর্ম্মসূত্র। মানব ও যাজ্ঞবল্ক্য ধর্ম্ম-শাস্ত্র প্রভৃতি ধর্ম্ম-সংহিতা সমুদায় অথবা ঐ সমুদায়ের অধিকাংশ এই সমস্ত ধর্ম্মসূত্র হইতে সঙ্কলিত ও পদ্যচ্ছন্দে বিরচিত। মানব কল্পসূত্র নামে একখানি সূত্র-গ্রন্থ আছে; উহা মানব নামক ব্রাহ্মণকুলেরই অনুষ্ঠান-প্রতিপাদক ধর্ম্ম-শাস্ত্র। মনু-সংহিতা ঐ গদ্যময় মানব-সূত্র হইতে সঙ্কলিত হইয়া পদ্যচ্ছন্দে বিরচিত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। বোধ হয়, এই নিমিত্তই ঐ সংহিতার আর একটি নাম মানব-ধর্ম্ম-শাস্ত্র। ঐ শব্দের তাৎপর্য্যার্থ মানব নামক যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণ-কুলের ধর্ম্ম-শাস্ত্র হইতে পারে। *

যদিও ঐ স্মৃতি-সংহিতা সমুদায়ের অধিকাংশই সূত্র-মূলক, তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু বেদ-সংহিতা ও ব্রাহ্মণোক্ত বচনাদি অনুসারেও সেই সমুদায়ের কোন কোন ভাগ রচিত হইয়াছে, এরূপ বোধ হয়।

পাঠকবর্গ বিবেচনা করিতে পারেন, ইরানীদিগের সহিত হিন্দুদিগের পৃথক্ হইবার পর অবধি বৈদিক ধর্ম্ম ভারতভূমির মধ্যে বিনা বিরোধে প্রচারিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু কোন দেশীয় জাতীয় ধর্ম্ম বিনা বিসংবাদে প্রচলিত হইবার বস্তু নহে। অবনীমণ্ডলে ধর্ম্ম নিবন্ধন যত যন্ত্রণা, যত নরহত্যা ও যত শোণিত-নিঃসারণ হইয়াছে, এত আর কিছুতেই

---

* A. S. L. by Max Muller. 1859. pp. 86. 132—135 and 200. The Administration of justice in British India, by W. H. Morley. 1858. pp. 207—209.

হইয়াছে কি না সন্দেহ। কি পুরাতন, কি অধুনাতন, কি প্রলীয়মান, কি অভ্যুদয়বান্, সকল ধর্ম্মই বিদ্বেষকলুষে কলুষিত হইয়া অধর্ম্মের ক্রোড়ে অধিষ্ঠিত ও পরিপালিত হইয়াছে। হিন্দু ও ইরানীদের বদ্ধ-মূল বিরোধ-প্রসঙ্গ বেদ ও অবস্তাকে চির-কলঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে। খ্রীষ্টানদের ক্রুসেড্ * ও মুসলমানদিগের ধর্ম্ম-সংগ্রাম স্মরণ হইলে হৃদয় কম্পমান হইতে থাকে। হিন্দু ও বৌদ্ধদিগের চির-বদ্ধ বিসংবাদে বৌদ্ধগণকে ভারতবর্ষ হইতে একেবারে নির্ব্বাসিত করিয়া দিয়াছে। মুক্তি-বিদ্বেষী স্বমতাসক্ত ধর্ম্মপ্রচারকেরা এমনি ক্রোধান্ধ ও হতবুদ্ধি হয় যে, বোধ হয়, অধুনাতন রাজশাসন-প্রণালী সমধিক প্রভাববতী না হইলে ভারতভূমি এ সময়েও উগ্রতর নিগ্রহ-তাপে পরিতপ্ত হইয়া নর কণ্ঠ-শোণিতে অভিষিক্ত হইত। অনতিপ্রাচীন শৈব ও বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে যেরূপ ঘোরতর বিসংবাদ উপস্থিত হয়, পূর্ব্বকালীন বৈদিক সম্প্রদায়ীদিগেরও পরস্পর তদনুরূপ বিরোধ ও বিদ্বেষ ঘটনা হইয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই। সংহিতায়, ব্রাহ্মণে ও পরিশিষ্টাদি পূর্ব্বতন শাস্ত্রে এ বিষয়ের বহুতর নিদর্শন লক্ষিত হইয়া থাকে। ইন্দ্রদেবের উপাসনা অবলম্বন-বিষয়ে ভারতবর্ষীয় আর্য্য-সমাজে যে গুরুতর মত-ভেদ ও ঘোরতর বিরোধ-ঘটনা হইয়া যায়, তাহা পূর্ব্বেই একরূপ লিখিত হইয়াছে। ঋগ্বেদ-সংহিতায় যে ইন্দ্রাগস্ত্য-সংবাদ আছে, তাহা হইতে অনুক্ত ঋক্ দুইটি উদ্ধৃত হইতেছে উহা ধর্ম্ম-সংক্রান্ত বিরোধ-সূচক ব্যতিরেকে আর কিছুই বোধ হয় না। অনুমান হয়, অগস্ত্য এক সময়ে ইন্দ্রদেবের উপাসনায় অসম্মত হন ও ইন্দ্র-উপাসকদের প্রতি বিদ্বেষ-পরবশ হইয়া তাঁহাদের অনিষ্ট-চেষ্টা আরম্ভ করেন।

কিং ন ইন্দ্র জিঘাংসসি ভ্রাতরো মরুতস্তব।
তেভিঃ কল্পস্ব সাধুয়া মা নঃ সমরণে বধীঃ॥

ঋগ্বেদ-সংহিতা। ১। ১৭০। ২

(অগস্ত্য কহিতেছেন)—হে ইন্দ্র! কেন তুমি আমাদিগের বধাভিলাষী হইতেছ? মরুদ্গণ তোমার ভ্রাতা, অতএব তাঁহাদের সহিত সদ্ভাব অবলম্বন কর। আমাদিগকে রণে নিধন করিও না।

কিং নো ভ্রাতরগস্ত্য সখা সন্নতি মন্যসে।
বিদ্মা হি তে যথা মনোঽস্মভ্যমিন্ন দিৎসসি॥

ঋগ্বেদ-সংহিতা। ১। ১৭০ ৩

---

* মুসলমানদিগের সহিত খ্রীষ্টানদিগের সংগ্রাম-বিশেষ।

(ইন্দ্র কহিতেছেন)—ভাই অগস্ত্য! তুমি হিতকারী বন্ধু হইয়া কি নিমিত্ত আমাকে অমান্য করিতেছ? আমাকে কিছুই দিতে তোমার অভিলাষ নাই, তাহা আমি জানিতে পারিয়াছি।

যজুর্ব্বেদ দুই প্রকার,—কৃষ্ণ-যজুঃ ও শুক্ল-যজুঃ, আর যজুর্ব্বেদী ঋত্বিকেরা অধ্বর্য্যু বলিয়া প্রসিদ্ধ, এই দুইটি কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। শুক্ল-যজুর্ব্বেদীরা নিজে অধ্বর্য্যু আখ্যা গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদীদিগকে চরকাধ্বর্য্যু নাম দিয়া তাঁহাদের পুনঃ পুনঃ নিন্দা করিয়াছেন এবং একস্থানে চরকাচার্য্যকে দুষ্কৃতসন্নিধানে বলিদান দিতে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

দুষ্কৃতায় চরকাচার্য্যম্।

বাজসনেয়ি-সংহিতা। ৩০। ১৮।

দুষ্কৃতসন্নিধানে চরকাচার্য্যকে বলিদান দিবে।

অথর্ব্ব-বেদীরা ঋক্, সাম, যজুঃ এই বেদ-ত্রয়ী ভিন্ন ভিন্ন ঋত্বিক্‌দিগের যার পর নাই নিন্দা করিয়া স্বসম্প্রদায়ীদিগকেই অদ্বিতীয় বিহিত ঋত্বিক্ বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন।

বহ্বৃচো হন্তি বৈ রাষ্ট্রং অধ্বর্য্যুর্নাশয়েৎ সুতান্।
ছন্দোগো ধনং নাশয়েত্তস্মাৎ আথর্ব্বণো গুরুঃ॥
অজ্ঞানাদ্বা প্রমদাদ্বা যস্য স্যাদ্বহ্বৃচো গুরুঃ।
দেশরাষ্ট্রপুরামাত্যনাশস্তস্য ন সংশয়ঃ॥
যদি বাধ্বর্য্যবং রাজা নিযুনক্তি পুরোহিতম্।
শস্ত্রেণ বধ্যতে ক্ষিপ্রং পরিক্ষীণার্থবাহনঃ॥
যথৈব পঙ্গুরধ্বানমপক্ষী চাণ্ডভোজনম্।
এবং ছন্দোগগুরুণা রাজা বৃদ্ধিং ন গচ্ছতি॥

অথর্ব্বপরিশিষ্ট। ১১২ অধ্যায়।

বহ্বৃচ অর্থাৎ ঋগ্বেদী ঋত্বিক্ যজমানের রাজ্য নাশ করেন, অধ্বর্য্যু অর্থাৎ যজুর্ব্বেদী ঋত্বিক্ যজমানের পুত্র নাশ করেন, ছন্দোগ অর্থাৎ সামবেদী ঋত্বিক্ যজমানের অর্থ নাশ করেন, অতএব আথর্ব্বণ অর্থাৎ অথর্ব্ব-বেদী ঋত্বিক্‌ই প্রকৃত গুরু। যে রাজা অজ্ঞান বা প্রমাদ বশতঃ ঋগ্বেদী ঋত্বিক্‌কে গুরু করেন, তাঁহার দেশ, রাজ্য, নগর ও অমাত্য নিঃসংশয়ে নষ্ট হইয়া যায়। যে রাজা যজুর্ব্বেদী ঋত্বিক্‌কে পুরোহিত-পদে নিযুক্ত করেন, তিনি

পঙ্গু ব্যক্তি যেমন পথগমনে শক্ত হয় না, আর পক্ষী ভিন্ন অন্য জীব যেমন অণ্ডভোজনে সমর্থ হয় না, * রাজা সেইরূপ সামবেদী গুরু দ্বারা উন্নতিলাভে সক্ষম হন না।

তা উ হ চরকাঃ নানৈব মন্ত্রাভ্যাং জুহ্বতি প্রাণোদানৌ বা অস্যৈতৌ নানাবীর্য্যৌ প্রাণোদানৌ কুর্ম্ম ইতি বদন্তস্তদ্ তথা ন কুর্য্যান্মোহয়ন্তি হ তে যজমানস্য প্রাণোদানাবপীদ্বা এনং তূষ্ণীং জুহুয়াৎ।

শতপথ ব্রাহ্মণ। ৪। ১। ২। ১৯

'উহার এই প্রাণ ও উদান, এই প্রাণ ও উদানকে নানা-বীর্য্যে সম্পন্ন করি,' এই কথা বলিয়া এই চরকেরা দুইটি মন্ত্র দ্বারা নানারূপে হরণ করে কিন্তু সেরূপ উহা করিবে না। কারণ, তাহারা যজমানের প্রাণোদানকে মুহ্যমান করে। অতএব মৌনী হইয়া এই হবনের অনুষ্ঠান করিবে।

শুক্ল-যজুর্ব্বেদীয় শতপথ ব্রাহ্মণে যেমন কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদী আচার্য্যদিগের বারং বার নিন্দা করা হইয়াছে, সাম-বেদের ব্রাহ্মণে সেইরূপ ঋগ্বেদী আচার্য্যদিগের প্রতি বহুতর বিদ্বেষ-বাক্য প্রয়োজিত আছে। এক-বেদী ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ীরাও পরস্পর বিদ্বেষ-পরবশ হইয়া নিন্দা করিয়াছেন ও পরস্পরকে অপদস্থ করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। অথর্ব্ব-বেদের দুইটি শাখার নাম জলদ ও মৌদ; উল্লিখিত অথর্ব্ব-পরিশিষ্টে তদ্বিষয়ে এইরূপ লিখিত আছে, যথা,-

পুরোধা জলদো যস্য মৌদো বা স্যাৎ কথঞ্চন।
অব্দাদ্দশভ্যো মাসেভ্যো রাষ্ট্রভ্রংশং স গচ্ছতি॥

অথর্ব্বপরিশিষ্ট। ১১২ অধ্যায়।

জলদ অথবা মৌদ যে রাজার পুরোহিত হয়, এক বৎসর বা দশ মাসে তিনি রাজ্যচ্যুত হন।

ব্রাহ্মণাদির মধ্যে এরূপ বহুসংখ্যক বিদ্বেষসূচক বচন বিদ্যমান আছে। এক্ষণে মনুসংহিতা হইতে তদ্বিষয়ের একটি প্রমাণ উদ্ধৃত হইতেছে

সামধ্বনাবৃগ্‌যজুষী নাধীয়ীত কদাচন।
বেদস্যাধীত্য বাপ্যন্তমারণ্যকমধীত্য চ॥
ঋগ্বেদো দেবদৈবত্যো যজুর্ব্বেদস্তু মানুষঃ।
সামবেদঃ স্মৃতঃ পিত্র্যস্তস্মাত্তস্যাশুচিধ্বনিঃ॥

মনুসংহিতা ৪ অধ্যায় ১২৩ ও ১২৪ শ্লোক

সামবেদের ধ্বনি শ্রুতিগোচর সত্ত্বে এবং বেদান্ত ও আরণ্যক অধ্যয়নকরণানন্তর ঋগ্‌বেদ ও যজুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিবে না। দেবগণ ঋগ্বেদের দেবতা, মানুষগণ যজুর্ব্বেদের দেবতা, পিতৃগণ সামবেদের দেবতা, এই হেতু সামবেদের ধ্বনি অশুচি। *

হিন্দু-সমাজস্থ সাধারণ লোকে বিবিধ সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পূর্ব্বোল্লিখিতরূপ কর্ম্মকাণ্ড-প্রণালী অবলম্বন করিয়া চলিতেছিল বটে, কিন্তু কালক্রমে অচিন্ত্য ও অনির্ব্বচনীয়-স্বরূপ বিশ্ব-কারণের অনুসন্ধান-বিষয়ের কিছু কিছু বাহুল্য হইয়া আসিল। মনুষ্যেরা অসভ্যাবস্থা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ধনপ্রাণের বিঘ্ন-ভয় হইতে ক্রমশঃ যত বিমুক্ত হইতে থাকেন, ততই নানা বিষয়ের বিবেচনা করিতে অবসর প্রাপ্ত হন। এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড কিরূপে উৎপন্ন হইল, কেই বা ইহা উৎপাদন করিল, সেই বিশ্ব-কারণের স্বরূপই বা কিরূপ, এই সমস্ত অতি দুর্ব্বোধ নিগূঢ় বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধানে অনুরক্ত হন। ভারতবর্ষীয় আর্য্যেরাও এই পদ্ধতি অনুসারে এই সকল বিষয়ে অনুধ্যানশীল হইতে লাগিলেন এবং যুক্তি-পরম্পরা অবলম্বন করিয়া একমাত্র অদ্বিতীয়-স্বরূপ বিশ্বকারণের অস্তিত্ব-জ্ঞান উপার্জ্জন করিলেন। এই জ্ঞানলাভটি কদাচ সর্ব্বসাধারণের ক্রমানুগত জ্ঞানোন্নতির পরিণাম নহে, অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান্ বিচক্ষণ ব্যক্তির জ্ঞান-পরিপাকের ফল, তাহার সন্দেহ নাই। তাঁহাদের গ্রন্থগুলি উপনিষদ্ বলিয়া বিখ্যাত আছে। তাঁহাদের সময়ে হিন্দুরা যেরূপ অবস্থাপন্ন ছিলেন, উপনিষদ্-বিশেষে তাহা কিছু কিছু লক্ষিত হইতে পারে। তাহা পাঠ করিলে বোধ হয়, সে সময়ে হিন্দুরা একপ্রকার সভ্য হইয়া উঠিয়াছিলেন। †

---

* শ্রীমান্ কুল্লূকভট্ট লেখেন, 'তস্যাশুচিরিব ধ্বনিঃ ন ত্বশুচিরেব।' সামবেদের ধ্বনি অশুচি তুল্য, বাস্তবিক অশুচি নয়। কিন্তু মূলের সংস্কৃতানুসারে তো এরূপ অর্থ সিদ্ধ হয় না।

পুরাণেও এরূপ ধর্ম্ম-সংক্রান্ত বিরোধ-বিষয়ের পরিচায়ক বহুতর নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু যে সময়ের বিবরণ সঙ্কলিত হইতেছে, সে সময়ের পক্ষে বেদাদির প্রমাণই সমধিক আদরণীয়।

† শ্রীমান্ জ, মিয়র-প্রণীত সংস্কৃত মূল (Sanskrit Texts) নামক গ্রন্থের তৃতীয় ভাগের প্রথম পরিচ্ছেদের পঞ্চম অধ্যায়ে শ্রীমান্ বেবেরের সঙ্কলিত উপস্থিত বিষয়ের বিবরণের অনুবাদ দেখ।

যদিও অতিপ্রাচীন ঋগ্বেদের অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন সূক্তবিশেষে উল্লিখিত-রূপ জ্ঞানানুশীলনের আরম্ভ হয়, কিন্তু উপনিষদ্মধ্যে তাহা বহুলীকৃত ও একরূপ প্রণালীবদ্ধ হইয়া আসিল। সমস্ত উপনিষদ্ নিতান্ত এক সময়ের ও তাহার প্রত্যেক কেবল এক একটি পণ্ডিতের বিরচিত নহে। সেই সমুদায়ের নানা সময়ের ও নানা লোকের প্রণীত নানাবিধ শ্লোক সঙ্কলিত হয়। এমন কি, তাহাতে মন্ত্রভাগ হইতেও অনেকানেক বচন উদ্ধৃত হইয়াছে ও ব্রাহ্মণোক্ত কোন কোন উপাখ্যান পুনরায় বিবৃত হইয়াছে। *

উপনিষদ্ভাগ বেদের অন্তিম ভাগ অর্থাৎ সর্ব্বশেষে রচিত, এ কথা বলিলেও কিছুই বলা হয় না। অনেকগুলি উপনিষদ্ এত আধুনিক যে, তাহা কোনরূপেই বেদের অন্তর্গত বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। বৈদান্তিক ও অন্যান্য প্রাচীন মত-প্রচারকেরা উপনিষদ্ অবলম্বন করিয়া স্বমত-প্রতিপাদন করিয়াছেন দেখিয়া অভিনব সম্প্রদায়-গুরুরাও নানাবিধ অভিনব উপনিষদ্ প্রস্তুত করিয়াছেন। এইরূপে উপনিষদের সংখ্যা ক্রমে ক্রমে এত বৃদ্ধি হইয়াছে যে, তাহা নির্দ্দিষ্ট হওয়াই দুষ্কর। শাজাহান বাদশাহের পুত্র শ্রীমান্ দারাশকো পঞ্চাশখানি উপনিষদ্ পারসীক ভাষায় অনুবাদ করান এবং আঁকেতেই দু পেরঁ নামে ফরাসীদেশীয় পণ্ডিত সেই সমুদয়কে লাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন। ডাক্তার রোয়র এক স্থানে ঐ ফরাসীপণ্ডিতের এবং শ্রীমান্ কোল্‌ব্রুক্ ও বেবের্ প্রভৃতির নির্দ্দেশিত উপনিষদ্সংখ্যা সংগ্রহ করিয়া পঁচানব্বইখানি উপনিষদ্ স্থির করেন। † মুক্তিকা ও মহাবাক্যরত্নাবলী উপনিষদে প্রসঙ্গক্রমে এক শত আট উপনিষদের নাম লিখিত আছে। শ্রীমান্ ওয়াল্টার এলিয়ট তৈলঙ্গী পণ্ডিতদিগের নিকট হইতে এক শত এগারখানি উপনিষদের সংখ্যা সংগ্রহ করেন। এই সমস্ত দেখিয়া ও পর্য্যালোচনা করিয়া শ্রীমান্ রোয়র পুনরায় এক শত আটত্রিশখানি উপনিষদের সংখ্যাবলী ধারণ করেন। কোন কোন উপনিষদের এক এক অংশ এক একটি ভিন্ন ভিন্ন উপনিষদ্ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। তাহা হইলে উপনিষদের সংখ্যা সমুদায়ে এক শত চুয়ান্ন হইয়া উঠে। ‡

---

* M. Muller s A. S. L. p. 328.

† Bibliotheca Indica, Vol. vii. No. 34, Preface.

‡ Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. xxx.

আদিম উপনিষদ্‌গুলি আরণ্যক ও ব্রাহ্মণ-ভাগের অন্তর্গত, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। কেবল ঈশোপনিষদ্ ও শিবসঙ্কল্পোপনিষদ্ বাজসনেয়ি-সংহিতার অন্তর্ভূত। ইহাতে ঐ দুই উপনিষদ্ সমধিক প্রাচীন বলিয়া গণ্য হওয়া দূরে থাকুক, ঐ সংহিতা যে বহুতর বিভিন্ন প্রমাণে অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন বোধ হয়, উহাতে উপনিষদের সন্নিবেশও তাহাই দৃঢ়রূপে সপ্রমাণ করিয়া দিতেছে। কঠ, কেন প্রভৃতি প্রসিদ্ধ দশ উপনিষদ্ ও অন্যান্য যে দুই একখানি উপনিষদ্ * অপেক্ষাকৃত পুরাতন উপনিষদ্ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, এ স্থলে সেই সমুদায়েরই প্রসঙ্গ উপস্থিত করা যাইতেছে।

বেদান্তাদি দর্শন-শাস্ত্রে যেমন একটি নির্দ্দিষ্ট মত অবলম্বিত ও প্রতিপাদিত হইয়াছে, উপনিষদে সেরূপ নহে। তাহাতে পরস্পর বিরুদ্ধ বা বিভিন্ন মত লক্ষিত হইয়া থাকে। কোন স্থলে বা জীবব্রহ্মের অভেদ-ভাব, আবার কোন স্থলে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাব বর্ণিত হইয়াছে। † জগৎকারণ কোন স্থলে আত্মাদি ‡ পুরুষবাচক পুংলিঙ্গ

---

* যেমন শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্। উহা সাংখ্য-মতাবলম্বী পণ্ডিত-বিশেষের প্রণীত বলিয়া সহজেই অনুভূত হয়:

তৎকারণং সাংখ্যযোগাধিগম্যং জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্। ৬। ১৩।

† এতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎসত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি।

ছান্দোগ্যোপনিষদ্। ৬। ৮। ৭।

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।

তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥

মুণ্ডকোপনিষদ্ ৩। ১।

‡ স বা এষ মহানজ আত্মাঽজরোঽমরোঽমৃতোঽভয়ঃ।

বৃহদারণ্যকোপনিষদ্। ৪। ৪। ২৫।

নিম্নলিখিত শ্রুতিবাক্যে আমাদের হৃদয়ের অভ্যন্তরস্থ পুরুষ-বাচক আত্মাই যে অপুরুষ-বাচক ব্রহ্ম, এইটি শাণ্ডিল্য ঋষির মত বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছে।

এষ ম আত্মাঽন্তর্হৃদয়েঽণীয়ান্ ব্রীহের্বা যবাদ্বা সর্ষপাদ্বা শ্যামাকাদ্বা * * * * * এষ ম আত্মান্তর্হৃদয় এতদ্‌ব্রহ্মৈতমিতঃ প্রেত্যাভিসম্ভবিতাস্মীতি যস্য স্যাদদ্ধা ন বিচিকিৎসাস্তীতি হ স্মাহ শাণ্ডিল্যঃ শাণ্ডিল্যঃ।

ছান্দোগ্যোপনিষদ্। [illegible]

যদিও অতিপ্রাচীন ঋগ্বেদের অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন সূক্তবিশেষে উল্লিখিতরূপ জ্ঞানানুশীলনের আরম্ভ হয়, কিন্তু উপনিষদ্মধ্যে তাহা বহুলীকৃত ও একরূপ প্রণালীবদ্ধ হইয়া আসিল। সমস্ত উপনিষদ্ নিতান্ত এক সময়ের ও তাহার প্রত্যেক কেবল এক একটি পণ্ডিতের বিরচিত নহে। সেই সমুদায়ের নানা সময়ের ও নানা লোকের প্রণীত নানাবিধ শ্লোক সঙ্কলিত হয়। এমন কি, তাহাতে মন্ত্রভাগ হইতেও অনেকানেক বচন উদ্ধৃত হইয়াছে ও ব্রাহ্মণোক্ত কোন কোন উপাখ্যান পুনরায় বিবৃত হইয়াছে। *

উপনিষদ্ভাগ বেদের অন্তিম ভাগ অর্থাৎ সর্ব্বশেষে রচিত, এ কথা বলিলেও কিছুই বলা হয় না। অনেকগুলি উপনিষদ্ এত আধুনিক যে, তাহা কোনরূপেই বেদের অন্তর্গত বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। বৈদান্তিক ও অন্যান্য প্রাচীন মত-প্রচারকেরা উপনিষদ্ অবলম্বন করিয়া স্বমত-প্রতিপাদন করিয়াছেন দেখিয়া অভিনব সম্প্রদায়-গুরুরাও নানাবিধ অভিনব উপনিষদ্ প্রস্তুত করিয়াছেন। এইরূপে উপনিষদের সংখ্যা ক্রমে ক্রমে এত বৃদ্ধি হইয়াছে যে, তাহা নির্দ্দিষ্ট হওয়াই দুষ্কর। শাজাহান বাদশাহের পুত্র শ্রীমান্ দারাশকো পঞ্চাশখানি উপনিষদ্ পারসীক ভাষায় অনুবাদ করান এবং আঁকেতেই দু পের্ঁ নামে ফরাসীদেশীয় পণ্ডিত সেই সমুদয়কে লাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন। ডাক্তার রোয়র এক স্থানে ঐ ফরাসীপণ্ডিতের এবং শ্রীমান্ কোল্‌ব্রুক্ ও বেবের্ প্রভৃতির নির্দ্দেশিত উপনিষদ্সংখ্যা সংগ্রহ করিয়া পঁচানব্বইখানি উপনিষদ্ স্থির করেন। † যুক্তিকা ও মহাবাক্যরত্নাবলী উপনিষদে প্রসঙ্গক্রমে এক শত আট উপনিষদের নাম লিখিত আছে। শ্রীমান্ ওয়াল্টার এলিয়ট তৈলঙ্গী পণ্ডিতদিগের নিকট হইতে এক শত এগারখানি উপনিষদের সংখ্যা সংগ্রহ করেন। এই সমস্ত দেখিয়া ও পর্য্যালোচনা করিয়া শ্রীমান্ রোয়র পুনরায় এক শত আটত্রিশখানি উপনিষদের সংখ্যাবলী ধারণ করেন। কোন কোন উপনিষদের এক এক অংশ এক একটি ভিন্ন ভিন্ন উপনিষদ্ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। তাহা হইলে উপনিষদের সংখ্যা সমুদায়ে এক শত চুয়ান্ন হইয়া উঠে। ‡

* M. Muller s A. S. L. p. 328.

† Biblotheca Indica, Vol. vii. No. 34, Preface.

‡ Iournal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. xxx.

আদিম উপনিষদ্‌গুলি আরণ্যক ও ব্রাহ্মণ-ভাগের অন্তর্গত, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। কেবল ঈশোপনিষদ্ ও শিবসঙ্কল্পোপনিষদ্ বাজসনেয়ি-সংহিতার অন্তর্ভূত। ইহাতে ঐ দুই উপনিষদ্ সমধিক প্রাচীন বলিয়া গণ্য হওয়া দূরে থাকুক, ঐ সংহিতা যে বহুতর বিভিন্ন প্রমাণে অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন বোধ হয়, উহাতে উপনিষদের সন্নিবেশও তাহাই দৃঢ়রূপে সপ্রমাণ করিয়া দিতেছে। কঠ, কেন প্রভৃতি প্রসিদ্ধ দশ উপনিষদ্ ও অন্যান্য যে দুই একখানি উপনিষদ্ * অপেক্ষাকৃত পুরাতন উপনিষদ্ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, এ স্থলে সেই সমুদায়েরই প্রসঙ্গ উপস্থিত করা যাইতেছে।

বেদান্তাদি দর্শন-শাস্ত্রে যেমন একটি নির্দ্দিষ্ট মত অবলম্বিত ও প্রতিপাদিত হইয়াছে, উপনিষদে সেরূপ নহে। তাহাতে পরস্পর বিরুদ্ধ বা বিভিন্ন মত লক্ষিত হইয়া থাকে। কোন স্থলে বা জীবব্রহ্মের অভেদ-ভাব, আবার কোন স্থলে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাব বর্ণিত হইয়াছে। † জগৎকারণ কোন স্থলে আত্মাদি ‡ পুরুষবাচক পুংলিঙ্গ

---

* যেমন শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্। উহা সাংখ্য-মতাবলম্বী পণ্ডিত-বিশেষের প্রণীত বলিয়া সহজেই অনুভূত হয়:

তৎকারণং সাংখ্যযোগাধিগম্যং জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্। ৬। ১৩।

† এতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎসত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি।

ছান্দোগ্যোপনিষদ্। ৬। ৮। ৭।

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥

মুণ্ডকোপনিষদ্ ৩। ১।

‡ স বা এষ মহানজ আত্মাঽজরোঽমরোঽমৃতোঽভয়ঃ।

বৃহদারণ্যকোপনিষদ্। ৪। ৪। ২৫।

নিম্নলিখিত শ্রুতিবাক্যে আমাদের হৃদয়ের অভ্যন্তরস্থ পুরুষ-বাচক আত্মাই যে অপুরুষ-বাচক ব্রহ্ম, এইটি শাণ্ডিল্য ঋষির মত বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছে।

এষ ম আত্মাঽন্তর্হৃদয়েঽণীয়ান্ ব্রীহের্বা যবাদ্বা সর্ষপাদ্বা শ্যামাকাদ্বা * * * * * এষ ম আত্মান্তর্হৃদয় এতদ্ব্রহ্মৈতমিতঃ প্রেত্যাভিসম্ভবিতাস্মীতি যস্য স্যাদদ্ধা ন বিচিকিৎসাস্তীতি হ স্মাহ শাণ্ডিল্যঃ শাণ্ডিল্যঃ।

ছান্দোগ্যোপনিষদ্। ৩। ১৪। [illegible]

শব্দের, কোথাও বা ব্রহ্মাদি অপুরুষ-প্রতিপাদক ক্লীবলিঙ্গ শব্দের * প্রতিপাদ্য বলিয়া লিখিত হইয়াছে। কোন কোন স্থলে 'অক্ষর' †, কুত্রাপি বা 'মায়া' ‡, কোথাও বা 'সৎ' $ এবং কোন কোন পণ্ডিত কর্ত্তৃক 'অসৎ' § বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। শ্রীমান্ ম, মূলার কহেন, আদৌ ঐ সমুদায় শব্দের স্বতন্ত্র অর্থ ছিল, ভাষ্যকারেরা উঁহাদিগকে একার্থ-প্রতিপাদক বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু যখন আমরা মানবীয় মনের ইতিবৃত্ত অনুসন্ধান করিতেছি, তখন ঐ সমস্ত বিভিন্ন শব্দ বিভিন্নার্থ বলিয়া বিবেচনা করা আবশ্যক। * * যে ঋষি যে সময়ে বিশ্বকারণকে যেরূপ স্বভাবাক্রান্ত ও যেরূপ গুণ সম্পন্ন অনুমান করিয়াছেন, তিনি তৎপ্রতিপাদনার্থ সেইরূপ শব্দ প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন বোধ হয়।

এষ ম আত্মেতমিত আত্মানং প্রেত্যাভিসম্ভবিষ্যামীতি যস্য স্যাদদ্ধা ন বিচিকিৎসাস্তি হ স্মাহ শাণ্ডিল্য এতমেতদিতি।

শতপথ ব্রাহ্মণ। ১০। ৬। ৩। ২।

* যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎপ্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্‌ব্রহ্মেতি।

তৈত্তিরীয়োপনিষদ্।

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।

তৈত্তিরীয়োপনিষদ্। ব্রহ্মানন্দবল্লী। প্রথম অনুবাক্।

† যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাঽস্মিল্লোঁকে জুহোতি যজতে তপস্তপ্যতে বহূনি বর্ষসহস্রাণ্যন্তবদেবাস্য তদ্ভবতি।

বৃহদারণ্যকোপনিষদ্। ৩। ৮। ১০।

‡ মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্। ৪। ১০।

$ সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্।

ছান্দোগ্যোপনিষদ্। ৬। ২। ১।

§ তদ্ধৈক আহুরসদেবেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং তস্মাদসতঃ সজ্জায়তে।

ছান্দোগ্যোপনিষদ। ৬। ২। ১।

যাহা হউক, উপনিষৎ-কর্ত্তারা যে অতিমাত্র অনুধ্যানশীল ছিলেন এবং পরমার্থচিন্তন বিষয়ে প্রগাঢ়তর পরিশ্রম করিয়াছিলেন, উপনিষদ্ আবৃত্তি-মাত্রই ইহা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতে থাকে। তাঁহারা জগতের মূল ও জগৎ-কারণের স্বরূপ-নির্দ্দেশাদি বিষয়ে মধ্যে মধ্যে যে সমস্ত অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা পরিমার্জ্জিতবুদ্ধি ব্যতিরেকে উদ্ভাবিত হওয়া সম্ভব নয়। তাঁহাদের সময়ে বিজ্ঞান-শাস্ত্রের শ্রীবৃদ্ধি হয় নাই বলিয়া তদীয় গ্রন্থগুলি সর্ব্বস্থলে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর না হউক, তথাচ এক এক স্থলে এক একটি এরূপ অভিপ্রায় প্রকটিত আছে যে, বোধ হয়, অধুনাতন কালোত্তর বুদ্ধিমান্ অত্যল্প লোক ব্যতিরেকে অন্যে তাহার প্রকৃতরূপ তাৎপর্য্যগ্রহে সমর্থ হয় না।

যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ।
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্॥

তলবকারোপনিষদ্। ১। ১১।

যিনি নিশ্চয় মনে করেন ব্রহ্মকে জানা যায় না, তিনিই তাঁহাকে জানিয়াছেন। আর যাঁহার এরূপ নিশ্চয় হইয়াছে যে, ব্রহ্মকে আমি জানিয়াছি, তিনি তাঁহাকে জানেন নাই। জ্ঞানবান্ ব্যক্তিদের বিশ্বাস এই যে, ব্রহ্মকে জানা যায় না। অজ্ঞ ব্যক্তিরাই মনে করে, তাঁহাকে জানিতে পারা যায়।

নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা।
অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে॥

কঠোপনিষদ্। ৬। ১২।

বাক্য, মন ও চক্ষু দ্বারা পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তিনি আছেন, এই কথা যে ব্যক্তি বলে, সেই তাঁহাকে জানে। তদ্ভিন্ন অন্য ব্যক্তি কিরূপে তাঁহাকে জানিতে পারে?

অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাদন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ।
অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ যত্তৎ পশ্যসি তদ্বদ॥

কঠোপনিষদ্। ২। ১৪।

ধর্ম্ম হইতে ভিন্ন, অধর্ম্ম হইতে ভিন্ন, কার্য্য আর কারণ হইতে ভিন্ন, আর ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান কাল হইতে ভিন্ন যে ব্রহ্ম, তাঁহাকে তুমি জান।

ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্‌গচ্ছতি নো মনো ন বিদ্মো ন বিজানীমো যথৈতদনুশিষ্যাদন্যদেব তদ্বিদিতদথো অবিদিতাদধি। ইতি শুশ্রুম পূর্ব্বেষাং যে নস্তদ্ব্যাচচক্ষিরে।

তলবকারোপনিষদ্‌। ১। ৩।

তাঁহাকে চক্ষু দেখিতে পায় না, বাক্য কহিতে পারে না এবং মন চিন্তা করিতে পারে না। আমরা তাঁহাকে জানিতে পারি না। শিষ্যকে কিরূপে ব্রহ্মের বিষয় উপদেশ দিতে হয়, তাহাও জানি না। তিনি বিদিত অবিদিত সমুদায় বস্তু হইতে ভিন্ন। আমরা ইহা প্রাচীন পণ্ডিতদিগের নিকট হইতে শুনিয়াছি; তাঁহারা আমাদিগকে তাহা কহিয়াছেন।

বিশ্ব-কারণ যে অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়-স্বরূপ, এই অসংশয়িত ও অখণ্ডনীয় তত্ত্বটি উল্লিখিতরূপ বহুতর উপনিষদ্-বচনে একরূপ সূচিত ও নিদর্শিত রহিয়াছে। বস্তুতঃ এই বিশ্ব-ব্যাপার এরূপ জটিল ও সুখ দুঃখ-বিমিশ্রিত এবং নানারূপ নৈসর্গিক কারণে এরূপ দুঃসহ ক্লেশ ও ভয়ঙ্কর উৎপাত সমুদায় উপস্থিত হয় যে, অবিচলিত-ভক্তি সাকারবাদীরাও এক এক সময়ে বিশ্ব-কারণের সমুদয় স্বরূপে সংশয় প্রকাশ করিয়া উঠেন।

তব বিচিত্র মায়ার কি রস, বিষ কি পীযূষ,
না হয় অনুভব দুর্গে।
যদি হয় মা সুখ, মিলিত তায় দুখ, হৈয়ে কৃপামুখ,
নিস্তার এ উপসর্গে॥ *

কোন পারসীক কবি কহিয়া গিয়াছেন, এই উদ্যানের বুল্‌বুল্‌গণের † সমাচার কিছু জিজ্ঞাসা করিও না; তদীয় পিঞ্জর হইতে কেবল ক্রন্দন-ধ্বনি আসিতেছে শুনিতে পাইতেছি।

উপনিষৎ-প্রণেতা প্রাচীন পণ্ডিতেরা পূর্ব্বোক্তরূপ অনেকানেক বচনে পরমার্থ চিন্তনের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা এ বিষয়ে বুঝি কেবল এই অনুক্ত দুইটি কথা সুস্পষ্ট লিপিবদ্ধ করিতে অবশিষ্ট রাখিয়া-ছেন। (১)—যাঁহারা এই অদ্ভুত জগতের অদ্ভুত কারণের অদ্ভুত স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতে না পারিয়া তাঁহাতে কল্পিত গুণ ও কল্পিত স্বরূপ আরোপ করেন, তাঁহারাই যথার্থ জ্ঞানান্ধ। (২)—যাঁহারা অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়-

* [illegible] রায় [illegible] মহাশয়ের বিরচিত।

স্বরূপ বিশ্বকারণকে বিজ্ঞাত ও বিজ্ঞেয়-স্বরূপ বলিয়া উপদেশ প্রদান করেন, তাঁহারাই প্রকৃতরূপ অপ্রকৃতবাদী।—বস্তুতঃ বিশ্বকারণের জ্ঞানানুসন্ধান-বিষয়ে যিনি যত অগ্রসর হইতে চেষ্টা করুন না কেন, তদীয় স্বরূপ তাঁহার নিকট হইতে ততই দূরস্থ হইতে থাকে।

"All philosophy
is an arch wherethrough
Gleams that untravelled world, whose margin fades
For ever and for ever as we move.."

G. H Lewes.

মনুষ্যেরা ঐ অতি বিষম সঙ্কট কখন উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই ও কখন পারিবেনও না। কোন পারসীক পণ্ডিত লিখিয়া গিয়াছেন, এই জগতের নিগূঢ় মর্ম্ম কেহ কদাচ যুক্তিযোগে উদ্ভেদ করেন নাই ও কেহ কস্মিন্‌কালে করিবেনও না।

সমুদায় ধর্ম্মসম্প্রদায়ীরা চিরকালই বুদ্ধি-শক্তিকে ভয় করিয়া আসিয়াছেন, ইহা প্রসিদ্ধই আছে। জ্ঞান-ব্রত উপনিষদ্‌বক্তারাও তাহাতে বর্জ্জিত নহেন।

নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া।

কঠোপনিষদ্। ২। ৯।

এই যে আত্মজ্ঞান, ইহা তর্কে পাওয়া যায় না।

যদি বিশ্ব-কারণের স্বরূপ ও পারলৌকিক অবস্থার বিষয় নির্দ্ধারণ করা পরমার্থবিদ্যার উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে মনুষ্যেরা ঐ উপনিষদলব্ধ তর্ক-শাসনকে অতিক্রম করিয়া বুদ্ধি চালনা করাতে উত্তরকালে বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণের প্রধানতম সম্প্রদায়-বিশেষের ভুবন বিজয়ী মতপ্রভাবে ঐ বিদ্যাকে যার পর নাই বিপদাপন্ন হইতে হইয়াছে বলিতে হইবে। কিন্তু তাহার অন্যথা-ঘটনারই বা উপায় ও সম্ভাবনা কি? বুদ্ধি ও ধর্ম্মনীতি-বিষয়ে অধিকার থাকাতেই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব জন্মিয়াছে। বিশুদ্ধ বুদ্ধি তত্ত্ব-লাভের একমাত্র সোপান। বুদ্ধি বিচার ব্যতিরেকে তত্ত্বনিরূপণ করা আর চক্ষু-কর্ণ ব্যতিরেকে দেখিতে ও শুনিতে পাওয়া উভয়ই তুল্য। কোন বিষয়ে আমাদের স্বভাবসিদ্ধ আত্মপ্রত্যয় আছে আর না আছে, তাহাতেও

মনুষ্যের এত ভ্রম ও এত মত-ভেদ জন্মে যে, তাহারও নিশ্চয় করা বিচারাধীন হইয়া উঠিয়াছে। কুসংস্কার-শূন্য বিশুদ্ধবুদ্ধি জ্ঞানরূপ পুণ্যতীর্থের যে স্থানে বা যে অবস্থায় লইয়া যায়, সেই স্থানে ও সেই অবস্থায়ই যাইব, এই প্রতিজ্ঞা করিয়া যে সমস্ত তেজস্বি-বুদ্ধি মনস্বী ব্যক্তি বুদ্ধি চালনা করেন, তাঁহারাই প্রকৃতরূপ তত্ত্বানুরা। পরিশুদ্ধ যুক্তি-প্রণালী যে কিছু তত্ত্ব উদ্ভাবন করে, তাঁহারা কেবল তাহাকেই কল্যাণকর ও পরমপুরুষার্থ বোধ করিয়া জ্ঞানরূপ অমৃত-রসপানে পরিতৃপ্ত হন। যাঁহারা ঐরূপ বোধ না করেন, তাঁহারা কদাচ তত্ত্বানুরাগী নহেন; আপনাদের মনঃ-কল্পিত মতের ও চির সঞ্চিত কুসংস্কারেরই অনুরাগী। কিন্তু তাঁহাদের অপরাধই বা কি? অবনীমণ্ডলে কয় ব্যক্তি বিশুদ্ধ ও সতেজ বুদ্ধির বীজ লইয়া জন্মগ্রহণ করে? বহু-বোধাভিমানী পুস্তক-বাহী অবোধের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নয় বটে, কিন্তু নিরপেক্ষ-বুদ্ধি-শালী সুদৃঢ় চিত্ত প্রধান লোক অতিমাত্র বিরল। ভ্রম অতীব সুলভ পদার্থ; অক্লেশে ও অজ্ঞাতসারে অনাহূতই উপস্থিত হয়।

"There are few delusions that a man cannot be brought to believe, if they injure neither his stomach nor his purse"*

Times

"Men rarely recount facts simply as they happened, but mingle their own opinions whih them: more especially if the facts are above their comprehension, and connected with religious interests."

Spinoza

প্রকৃত প্রস্তাবের আর অতিক্রম করিয়া যাওয়া উচিত নয়। উপনিষদের মতে পরমাত্মার উপাসনাতে অথবা তদীয় জ্ঞান-লাভেই মুক্তি-লাভ হয়, তদ্ভিন্ন অন্য কিছুতেই হয় না। পরমাত্মার শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনেতেই তাঁহার উপাসনা বা জ্ঞানানুশীলন পর্য্যাপ্ত হয়।

আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ।

বৃহদারণ্যকোপনিষদ্। ২। ৪। ৫।

যে সময়ে প্রাচীন উপনিষদ্ সমুদায় বিরচিত হয়, সে সময়ে হিন্দুদিগের বর্ণ-বিভাগ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই। উহার মধ্যে স্থানে স্থানে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ-বিশেষের সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। কিন্তু উত্তরকালীন স্মৃতি সংহিতা সমুদায়ে ঐ সকল বর্ণের যেরূপ বৃত্তি ও অধিকারাদি নিরূপিত আছে, উপনিষদের মধ্যে তাহার কিছু কিছু অন্যথা দেখিতে পাওয়া যায়। সে সময়ে ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভব নরপতিরা অনেকেই আত্ম-জ্ঞানের উপদেষ্টা ছিলেন; ব্রাহ্মণ-সন্তানেরা তাঁহাদের সমীপে শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া তদ্বিষয়ে উপদিষ্ট হইতেন। ছান্দোগ্যোপনিষদে স্পষ্টই লিখিত আছে, প্রবাহন রাজা গৌতম ঋষিকে কহিতেছেন,

যথেয়ন্ন প্রাক্ত্বত্তঃ পুরা বিদ্যা ব্রাহ্মণান্ গচ্ছতি তস্মাদু সর্ব্বেষু লোকেষু ক্ষত্রস্যৈব প্রশাসনমভূদিতি।

ছান্দোগ্যোপনিষদ্। ৫। ৩। ৭।

তোমার পূর্ব্বে ব্রাহ্মণদিগের এই বিদ্যায় অধিকার ছিল না। অতএব সর্ব্বত্র ক্ষত্রিয়জাতিরই ইহা উপদেশ দিবার অধিকার ছিল।

উপনিষদ্-বিশেষে * মৈত্রেয়ী প্রভৃতি স্ত্রীগণকে বেদ-বাক্য দ্বারা আত্ম-জ্ঞান উপদেশ দেওয়া হয়, এইরূপ লিখিত আছে। অতএব সেই উপনিষদের সেই সেই অংশ রচিত হইবার সময়ে স্ত্রীলোকের বেদাধিকারনিষেধ-বিষয়ক ব্যবস্থা প্রচলিত হয় নাই বলিতে হইবে।

কোন স্থানে লিখিত আছে, আত্মজ্ঞানী ব্যক্তি ইহলোক হইতে অবসৃত হইয়া অমর হন, আর কোথাও বা উল্লিখিত আছে, তিনি পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন অথবা তাহাতে লীন হইয়া যান। সর্ব্বত্র-ব্যাপী পূর্ণ-স্বরূপ পর-ব্রহ্মে লয় পাওয়া আর জীবের স্বীয় সত্তার বিনাশ হওয়া উভয়ই এক কথা।

পূর্ব্ব-কালীন বিভিন্ন বৈদিক-সম্প্রদায়ীরা পরস্পর যেরূপ বিদ্বেষ পরবশ ছিলেন, ইতিপূর্ব্বে তাহা কিঞ্চিৎ লিখিত হইয়াছে। জ্ঞান-ব্রত উপনিষদ্-বক্তারাও বেদোক্ত-কর্ম্মানুষ্ঠায়ীদিগের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে ত্রুটি করেন নাই। তাঁহারা উহাদিগকে সামান্য লোক বলিয়া অবজ্ঞা করিয়াছেন, কর্ম্ম প্রতিপাদক ভিন্ন ভিন্ন চারি বেদকেই নিকৃষ্ট বিদ্যা বলিয়া অনাদর করিয়া-

ছেন * ও বেদোক্ত-যজ্ঞানুষ্ঠায়ীদিগের পারলৌকিক দুর্গতি-ঘটনার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ॥

বাজসনেয়ি-সংহিতোপনিষদ্। ৯।

---

* দ্বে বিদ্যে বেদিতব্য ইতি হ স্ম যদ্ব্রহ্মবিদো বদন্তি পরা চৈবাপরা চ॥ তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।

মুণ্ডকোপনিষদ্। ১। ১। ৪—৫।

ভারতবর্ষীয়
উপাসক-সম্প্রদায়।

বর্ত্তমান-সম্প্রদায়-বিবরণ।

ইদানীং এ দেশে পাঁচ প্রকার উপাসক সর্ব্বপ্রধান বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে ;— বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, সৌর ও গাণপত্য। * বিষ্ণু-পূজকেরা বৈষ্ণব, শক্তি-সেবকেরা শাক্ত, শিবার্চ্চকেরা শৈব, সূর্য্যোপাসকেরা সৌর ও গণেশোপাসকেরা গাণপত্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকেন। ঐ সমস্ত ইদানীন্তন উপাসক-সম্প্রদায়ের বৃত্তান্ত এই পুস্তকে যথাক্রমে লিখিত হইতেছে। কিন্তু যে সমস্ত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ও তদীয় মতানুগত গৃহী ব্যক্তিরা বৈদিক ও তান্ত্রিক উভয়বিধ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন, উল্লিখিত সম্প্রদায়ীদিগের সহিত তাঁহাদের সবিশেষ বৈলক্ষণ্য দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা ঐ শিব-শক্তি-বিষ্ণ্বাদি দেবতাবিশেষকে ইষ্টদেবতাস্বরূপ গ্রহণ করিয়া তদীয় আরাধনায় প্রবৃত্ত হন বটে, কিন্তু উল্লিখিত কোন সম্প্রদায়ের অনুগামী হইয়া চলেন না এবং বেদ, স্মৃতি, পুরাণ ও তন্ত্র ভিন্ন অন্য শাস্ত্রের শাসন স্বীকার করেন না। প্রত্যুত, ঐ শাস্ত্র-চতুষ্টয়ের বহির্ভূত যাবতীয় ধর্ম্মকর্ম্ম নিরয়কারণ বলিয়া অগ্রাহ্য করেন। তাঁহারা বেদোক্ত ও তন্ত্রোক্ত সকল

---

* শৈবানি গাণপত্যানি শাক্তানি বৈষ্ণবানি চ।
সাধনানি চ সৌরাণি চান্যানি যানি কানি চ।
শ্রুতানি তানি দেবেশ ত্বদ্বক্ত্রান্নিঃসৃতানি চ॥

তন্ত্রসারে তৃতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ॥

ভবানীস্তু যদা মধ্যে ঐশান্যামচ্যুতং যজেৎ।
আগ্নেয্যাং পার্ব্বতীনাথং নৈঋর্ত্যাং গণনায়কম্।
বায়ব্যাং তপনঞ্চৈব পূজাক্রম উদাহৃতঃ॥ ইত্যাদি॥

যামলে পঞ্চায়তনী দীক্ষা

দেবতারই অর্চনা করেন ও বেদ-বিরুদ্ধ আচরণ করিবেন না, এইরূপ অঙ্গীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু যে সমস্ত উপাসক-সম্প্রদায়ের ইতিবৃত্ত এ স্থলে লিপিবদ্ধ হইতেছে, তাহাদের মধ্যে অনেক সম্প্রদায় বেদের শাসন ও ব্রাহ্মণবর্গের আধিপত্য অস্বীকার ও অতিক্রম করিয়াই প্রবর্ত্তিত ও প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। ঐ শেষোক্ত সম্প্রদায়ীরা স্ব-সম্প্রদায়-মধ্যে বর্ণবিচার পরিত্যাগ করেন, সকল বর্ণ হইতেই গুরু ও শিষ্য গ্রহণ করেন এবং দেশ-ভাষায় লিখিত সমধিক গ্রন্থের অনুবর্ত্তী হইয়া চলেন। তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকে বিপ্রসাধারণকে পরম্পরাগত প্রথানুসারে শ্রদ্ধা ও সমাদর করিতে ক্রটি করে না বটে, কিন্তু স্ব-সম্প্রদায়-নিবিষ্ট ব্রাহ্মণগণের প্রতি বিশেষরূপ ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রকাশ করে এবং ধর্ম্ম-পালন-বিষয়ে তাঁহাদেরই অনুসারী হইয়া কার্য্য করে। * কোন কোন সম্প্রদায়ী উদাসীনেরা ও ভিক্ষুকেরা ব্রাহ্মণদিগকে উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করে, ব্রাহ্মণেরাও তাহাদিগের প্রতি বিরাগ ও বিদ্বেষ প্রকাশ করিতে পরাঙ্মুখ হন না।

উল্লিখিত সম্প্রদায় সমূহের ইতিবৃত্ত প্রকটন করাই এই গ্রন্থ-প্রণয়নের প্রধান উদ্দেশ্য। প্রথম ভাগে কেবল বৈষ্ণবদিগের এবং দ্বিতীয় ভাগে শাক্ত, শৈব, সৌর ও গাণপত্য এবং নানকশাহী, উদাসী প্রভৃতি অন্য অন্য উপাসকদিগের বৃত্তান্ত সন্নিবেশিত হইবে।

বৈষ্ণব-সম্প্রদায়।

শঙ্করাচার্য্যের সময়ে যে সকল বৈষ্ণব-সম্প্রদায় বিদ্যমান ছিল, তাহা উপক্রমণিকার মধ্যে সবিশেষ লিখিত হইয়াছে। কিন্তু ইদানীং তাহার কোন সম্প্রদায়ই অবিকল দৃষ্ট হয় না। এক্ষণে চারি সম্প্রদায় প্রবল ;—রামানুজ, বিষ্ণুস্বামী, মধ্বাচার্য্য এবং নিম্বাদিত্য। আর আর যত সম্প্রদায় প্রচলিত আছে, সে সমুদায় ঐ চারি প্রধান সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বলিয়া পরিগণিত হইয়া

---

* উল্লিখিত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ও তদীয় মতানুগত ব্যক্তিদিগের সহিত এই পুস্তকে বর্ণিত সম্প্রদায়-সমূহের যেরূপ বৈশিষ্ট প্রদর্শিত হইল, তাহা এ দেশে অন্যান্য সম্প্রদায় অপেক্ষা বৈষ্ণবদিগের বিষয়েই অধিক দেখিতে পাওয়া

থাকে। এই উল্লিখিত সম্প্রদায়-চতুষ্টয়ের প্রামাণ্য দেখাইবার নিমিত্ত বৈষ্ণবেরা এই পদ্মপুরাণীয় বচন পাঠ করেন;—

সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে নিষ্ফলা মতাঃ।
অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ॥
শ্রীমাধ্বরুদ্রসনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ।
চত্বারস্তে কলৌ দেবি সম্প্রদায়প্রবর্ত্তকাঃ॥

যাহারা সম্প্রদায়-বর্জ্জিত, তাহাদের মন্ত্র নিষ্ফল। অতএব কলিযুগে চারি জন সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক হইবেন। শ্রী, মাধ্বী, রুদ্র, সনক এই চারি জন বৈষ্ণব হইয়া ভূমণ্ডল পবিত্র করিবেন। হে দেবি! তাঁহারা চারি জন কলিযুগে চারি সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত করিবেন।

কৃষ্ণদাস ভক্তমালের টীকাতে এই বচনের কিয়দংশ পদ্মপুরাণের ও গৌতমীয় তন্ত্রের বচন বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং প্রমাণপ্রমেয়রত্নাবলী নামক গ্রন্থের শ্লোক বলিয়া এই পশ্চাল্লিখিত বচন প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ বচনে কথিত-পূর্ব্ব সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকদিগের নাম প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে।

রামানুজং শ্রীঃ স্বীচক্রে মধ্বাচার্য্যঞ্চতুর্ম্মুখঃ।
শ্রীবিষ্ণুস্বামিনং রুদ্রো নিম্বাদিত্যং চতুঃসনঃ॥

লক্ষ্মী রামানুজকে, ব্রহ্মা মধ্বাচার্য্যকে, রুদ্র বিষ্ণুস্বামীকে এবং সনক, সনন্দ, সনাতন, সনৎকুমার, ইহাঁরা নিম্বাদিত্যকে স্বীকার করিলেন। *

---

* চৌবীস প্রথম হরি বপু ধর্যোতৈঁ চতুরব্যূহ কলিযুগ প্রগট। শ্রীরামানুজ উদ্দার সুধানিধি অবনি কল্পতরু॥ বিষ্ণুস্বামী রোহিতসিন্ধু সংসার পারকরু। মধ্বাচারজ মেঘ ভক্তিশরতসর ভরিয়া। নিম্বাদিত্য আদিত্য কুহুর অজ্ঞান জুহরিয়া॥ জন্মকর্ম্ম ভাগৌত ধর্ম্মসম্প্রদায়থাপী অঘট।

হিন্দি ভক্তমালে।

হরি পূর্ব্বে চতুর্ব্বিংশতি দেহ ধারণ করিয়াছিলেন, কলিযুগে তাঁহার চারি দেহ প্রকট হইয়াছে। ভূলোকের কল্পতরুস্বরূপ, উদার-স্বভাব ও সুধানিধি শ্রীরামানুজ, সংসার-পারক ও দয়া-সাগর বিষ্ণু-স্বামী, ভক্তি-শরতের সজল জলধরস্বরূপ মধ্বাচার্য্য ও অজ্ঞান-গুহা-প্রদীপক আদিত্যস্বরূপ নিম্বাদিত্য। তাঁহারা জন্ম বিভাগ করিয়াছেন এবং প্রত্যেকে ধর্ম্ম-সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন।

রামানুজ-সম্প্রদায়।

উল্লিখিত চারি সম্প্রদায়ের মধ্যে রামানুজ-সম্প্রদায় সর্ব্ব-প্রধান। তাহার অন্য এক নাম শ্রী-সম্প্রদায়। সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক রামানুজ দক্ষিণাপথে অর্থাৎ ভারতবর্ষের দক্ষিণখণ্ডে জন্ম গ্রহণ করেন। ঐ খণ্ডে তাঁহার মত সমধিক প্রচলিত। ঐ খণ্ডে, বিশেষতঃ উহার দক্ষিণভাগে বৈষ্ণবাদি অন্য অন্য পৌরাণিক ও তান্ত্রিক মত রীতিমত প্রচারিত হইবার পূর্ব্বে শৈব-ধর্ম্মের বিশেষরূপ প্রাদুর্ভাব ছিল। উহার অন্তঃপাতী বিভিন্ন দেশের সমস্ত উপাখ্যান ও সমস্ত জনশ্রুতি পর্য্যালোচনাতেই এ কথা প্রমাণ-সিদ্ধ বোধ হয়। পাণ্ড্য-রাজ্য ও চোল-রাজ্যের প্রথমকার ভূপতিগণ পরম শিব-ভক্ত বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন এবং তাঁহাদিগের চরিত্র-বর্ণনাতে শিব মাহাত্ম্যই বিশেষরূপ বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহারা অনেকেই শিবপ্রতিষ্ঠা করেন এবং শিব ও ভবানীই তাঁহাদিগের রাজ্যের গ্রাম্য-দেবতা ছিলেন। এরিয়ান নামে গ্রীস-দেশীয় এক গ্রন্থকার কন্যাকুমারীর নাম কুমার লিখিয়া কহিয়াছেন, এক দেবীর নামে এই স্থানের নাম রাখা হইয়াছে। ঐ গ্রন্থকারের সময়ে সে স্থানে ঐ দেবীর একখানি প্রতিমূর্ত্তি ছিল। দুর্গার এক নাম কুমারী, তাঁহার মূর্ত্তি-বিশেষ অদ্যাপি তথায় বিদ্যমান আছে। এরিয়ান খ্রীষ্টীয় শাকের দ্বিতীয় শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। অতএব ১৮০০ বা ১৯০০ বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষের দক্ষিণ-খণ্ডে শিব ও শক্তির উপাসনা প্রচলিত থাকিবার নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যাই-তেছে, এ কথা অবশ্যই অঙ্গীকার করিতে হয়। পরে কালক্রমে অন্য অন্য উপাসনাও প্রচারিত হয়। অনন্তর শকাব্দের সপ্তম শতাব্দীর অন্তভাগে অথবা অষ্টম শতাব্দীর প্রথম অংশে শ্রীমান্ শঙ্করাচার্য্য প্রাদুর্ভূত হইয়া বেদান্ত-প্রতিপাদ্য অদ্বৈতমত প্রচার করিলেন। লোকে তাঁহাকে শিবাবতার বলিয়া স্বীকার করিল এবং তাঁহার সহায়তাক্রমে শৈবদিগের বিশেষরূপ প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠিল। বোধ হয়, এই নিমিত্তই বৈষ্ণবেরা আপনাদিগের দুর্ব্বল ধর্ম্ম প্রবল করিবার জন্য দৃঢ়তর যত্ন পাইতে লাগিলেন। শকাব্দের একাদশ শতাব্দীতে *

---

* স্মৃতিকালতরঙ্গের মতে ১০৪৯ শকাব্দে রামানুজ বর্ত্তমান ছিলেন। শিল্প-লিপির প্রমাণে তিনি ১০৫০ শকে বিদ্যমান ছিলেন। (Buchanan's Mysore) কর্ণাটদেশীয় রাজাদিগের চরিত-বর্ণনার মধ্যে লিখিত আছে, চোলাধিপতি

রামানুজ আচার্য্য শৈব-ধর্ম্ম-নিরাকরণে সচেষ্ট হইয়া স্বনাম-প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত করিলেন। * তদবধি অন্য অন্য বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের উদয় হইতে লাগিল। †

রামানুজ আচার্য্যের চরিত-বৃত্তান্ত দক্ষিণাপথে সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ আছে। ভার্গব উপপুরাণে লিখিত আছে, অনন্তদেব রামানুজরূপে এবং বিষ্ণুর শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মাদি ভূষণ সকল তাঁহার প্রধান প্রধান সহধর্ম্মী ও শিষ্যস্বরূপে অবতীর্ণ হন। কর্ণাট-ভাষায় লিখিত দিব্য-চরিত্র নামক পুস্তকে তাঁহার চরিত্র বর্ণিত আছে; তাহাতেও তাঁহাকে অনন্ত-অবতার বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। পেরুম্বুর ‡ তাঁহার জন্ম-ভূমি। তাঁহার পিতার নাম কেশবাচার্য্য, মাতার নাম ভূমিদেবী। তিনি কাঞ্চীপুরে শিক্ষালাভ করিয়া প্রথমে সেই

রামানুজ আচার্য্য সেই রাজার পুত্র বীরপাণ্ড্য চোলের সম-কালবর্ত্তী ছিলেন (Journ A, S. B. Vol. 7 p. 128.)। উক্ত পুস্তকের ঐ স্থানে ইহাও লেখা আছে যে, ৯৩৯ শকে রামানুজের প্রাদুর্ভাব হয় (Ibid,) উইল্কস্ সাহেব স্বীয় সংগৃহীত প্রমাণপুঞ্জ দৃষ্টে অনুমান করেন, রামানুজ ১১০৪ শকে জীবিত ছিলেন (Wilk's History of Mysore, vol. P. 141.)। তাঁহার সমকালবর্ত্তী বিষ্ণুবর্দ্ধনের ১০৫৫ শকাব্দবিধির বহু শিলালিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। (Mackenzie Collection p cvi.) এই সমুদায় প্রমাণের মধ্যে শিলালিপির প্রমাণ বলবৎ বোধ হইতেছে। অতএব শকাব্দের একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রামানুজ আচার্য্য প্রাদুর্ভূত হন, এ কথা এক প্রমাণসিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে।

* বৈষ্ণবদিগের মতে—

শ্রীলশঙ্করাচার্য্য শঙ্করাবতার। ভাগবত আজ্ঞায় ব্রাহ্মণ রূপধর॥ কলিকালে বেদের সদর্থ আচ্ছাদন। করি ব্যাখ্যা করে মায়াবাদার্থ স্থাপন॥ কৃত উক্তি গোপন করিয়া দেবী দেবা। উপাসনা প্রকাশিলা ত্রিবর্গের সেবা॥ শ্রুতি কুব্যাখ্যা মেঘে আচ্ছাদন ছিল। রামানুজ স্বামি-বাতে মেঘ উড়াইল॥ তবে শুদ্ধ ভক্তি রবি উদয় করিয়া। জগতের অন্ধকার দিল খেদাইয়া॥

কৃষ্ণদাসকৃত ভক্তমালটীকা ১০ মালা।

† Journ, R. A. S. NO. 6, p, 204, and 206, Mackenzie Collection Introduction

স্থানেই আত্মমত উপদেশ করেন এবং শ্রীরঙ্গে * থাকিয়া শ্রীরঙ্গনাথের উপাসনা করেন। সে স্থানে তিনি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়া দিগ্বিজয়ে যাত্রা করিলেন। ভারতবর্ষের অন্তর্গত নানা দেশে উপস্থিত হইয়া নানা-মতস্থ পণ্ডিতদিগকে বিচারে পরাস্ত করিলেন ও ব্যঙ্কট গিরি † প্রভৃতি বিবিধ স্থানের শিব মন্দির অধিকার করিয়া বিষ্ণু-উপাসনার স্থান করিলেন।

তিনি শ্রীরঙ্গধামে প্রত্যাগমন করিলে পর শৈব ও বৈষ্ণবে উৎকট বিবাদ উপস্থিত হইল। তৎকালে চোল-রাজ্যেশ্বর পরম শিব-ভক্ত ছিলেন। কেহ কেহ কহেন, কেরিকাল চোল নামে যে প্রসিদ্ধ নরপতির নাম শুনিতে পাওয়া যায়, তিনিই ঐ সময়ে চোল-রাজ্যের রাজা ছিলেন। আবার তিনিই পরে কৃমিকোণ্ড চোল বলিয়া নামান্তর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি স্বাধিকারস্থ সকল ব্রাহ্মণকে দেব-দেব মহাদেবের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া এক অঙ্গীকার-পত্র লিখিয়া দিতে আদেশ করিলেন এবং তদর্থ অবাধ্য উগ্রস্বভাব ব্যক্তি-দিগকে উৎকোচ দিয়া এবং অপর লোকদিগকে ভয় প্রদর্শন করিয়া নিজ মতে সম্মত করিলেন। কিন্তু রামানুজকে কোন ক্রমে বশতাপন্ন করিতে না পারিয়া তাঁহাকে ধৃত করিবার নিমিত্ত অস্ত্রধারী লোক প্রেরণ করিলেন। রামানুজ শিষ্যবর্গের সহায়তাক্রমে অব্যাহতি পাইয়া ঘাটপর্ব্বত আরোহণ পূর্ব্বক কর্ণাট-দেশীয় জৈনরাজা বেতালদেব বেলালরায়ের শরণাপন্ন হই-লেন। এরূপ উপাখ্যান আছে যে, একটা ব্রহ্মরাক্ষস এই রাজার কন্যাকে আশ্রয় করিয়াছিল, কিন্তু বাস্তবিক তিনি পীড়িতা হইয়াছিলেন; রামানুজ তাঁহাকে আরোগ্য করিয়া রাজার নিকট প্রতিপন্ন হইলেন ও তাঁহাকে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম উপদেশ দিয়া আপন মতের অনুবর্ত্তী করিলেন। প্রবাদ আছে, পূর্ব্বাবধি রাজমহিষীর বৈষ্ণব-মতে অনুরক্তি ছিল; তাঁহার অনুরোধক্রমে রাজা রামানুজ আচার্য্যকে আশ্রয় দিয়া অবশেষে আপনিও রাজ্ঞীর সহধর্ম্মী

---

* ত্রিচিনপোলি অর্থাৎ ত্রিশিরপল্লীর সন্নিহিত শ্রীরঙ্গদ্বীপ কাবেরী নদীর দুই শাখা দ্বারা পরিবেষ্টিত আছে।

হইলেন। * সেই অবধি বেতালদেব বিষ্ণু-বর্দ্ধন বলিয়া বিখ্যাত হইলেন। তিনি যাদবগিরিতে † এক মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাতে চবলরায় নামে কৃষ্ণ-বিগ্রহ স্থাপিত করিলেন। রামানুজ আচার্য্য সেই মন্দিরে দ্বাদশ বৎসর অবস্থিতি করিলেন। তদনন্তর তিনি আপনার অনিষ্ট-কারী চোল-রাজার মৃত্যু-সংবাদ শ্রবণ করিয়া কাবেরী-তীরস্থ শ্রীরঙ্গ-ধামে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক চির-জীবন ধর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত থাকিলেন।

দক্ষিণা-পথে রামানুজ-সম্প্রদায়ের ভূরি ভূরি আখড়া বিদ্যমান আছে। তাঁহার গতিও ঐ প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত। আচার্য্য-গণ শিষ্যানুশিষ্যক্রমে তাহার অধিকারী হইয়া আসিতেছেন। ‡ এই কারণ বশতঃ উত্তর-দেশীয় আচার্য্য-দিগের অপেক্ষা দাক্ষিণাত্য-আচার্য্যদিগের প্রাধান্য প্রসিদ্ধ আছে।

শ্রীসম্প্রদায়ী বৈষ্ণবেরা বিষ্ণু ও লক্ষ্মী এবং উভয়ের প্রত্যেক অবতারের পৃথক্ বা যুগল-রূপের উপাসনা করেন। এই এক সম্প্রদায়ের নানাপ্রকার মতভেদ আছে। কেহ নারায়ণ, কেহ লক্ষ্মী, কেহ লক্ষ্মী-নারায়ণ, কেহ রাম, কেহ সীতা, কেহ সীতা-রাম, কেহ কৃষ্ণ, কেহ রুক্মিণী, কেহ বা বিষ্ণুর অন্য

---

mackenzie Collection, P, cx

† ইহার বর্ত্তমান নাম মৈল-কোটে। মহীশূর-প্রদেশস্থ শ্রীরঙ্গপত্তনের ছয় ক্রোশ উত্তরে এই স্থান।

‡ শ্রীযুক্ত বকানন সাহেব দাক্ষিণাত্য-লোকদিগের নিকট হইতে এ বিষয়ের যে সকল বৃত্তান্ত সংগ্রহ করেন, তদনুসারে অবগত হওয়া যায়, রামানুজ আচার্য্য সাত শত মঠ সংস্থাপন করেন; তাহার মধ্যে এক্ষণে চারিটি মাত্র মঠ বিদ্যমান আছে। দক্ষিণ-বদরিকাশ্রমে অর্থাৎ মৈল-কোটেতে তাঁহার এক প্রধান মঠ আছে। তদ্ভিন্ন রামানুজ বংশ-পরম্পরাগত চুয়াত্তরটি গুরু-পদ প্রতিষ্ঠিত করেন, সেই সকল পদাভিষিক্ত গুরুগণ আপনাদিগের প্রাধান্য-স্থাপনের নিমিত্ত তৎসম্প্রদায়ী সন্ন্যাসীদিগের সহিত অদ্যাপি বিবাদ করিয়া থাকেন, কিন্তু সন্ন্যাসীরাই প্রধান বলিয়া সচরাচর প্রসিদ্ধ আছে ((Buch mysore 2, 75) উক্ত সাহেব স্থানান্তরে কহিয়াছেন, উননব্বইটি গুরু-পদ প্রতিষ্ঠিত হয়; সন্ন্যাসীদিগের ৫টি এবং গৃহস্থদিগের ৮৪টি। তোটাদ্রি, রামেশ্বর, শ্রীরঙ্গ, কাঞ্চী ও আহোবালেম, এই পঞ্চ মঠ সন্ন্যাসীদিগের। (Ibid

অবতার বা তদীয় শক্তির আরাধনা করেন। এইরূপ বিভিন্ন-ইষ্টদেবতার উপাসনা প্রচলিত হওয়াতে শ্রী-বৈষ্ণবদিগের নানা শ্রেণী হইয়া উঠিয়াছে।

ভারতবর্ষের উত্তরখণ্ডে অর্থাৎ আর্য্যাবর্ত্তে শ্রী সম্প্রদায়ের মত তাদৃশ প্রচলিত নহে। যদিও এ সম্প্রদায়ী গুরুদিগের সন্ন্যাস গ্রহণ করা নিতান্ত আবশ্যক নহে, কিন্তু এ প্রদেশীয় শ্রী-বৈষ্ণবেরা প্রায়ই সন্ন্যাসী। ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্যের দীক্ষা-গুরু হইবার অধিকার নাই, কিন্তু সকলেই শিষ্য হইতে পারেন। *

এ সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণ স্থানে স্থানে মন্দির-প্রতিষ্ঠা করিয়া বিষ্ণু ও লক্ষ্মী, রাম ও কৃষ্ণ এবং তাঁহাদিগের অন্য অন্য মূর্ত্তির প্রতিমূর্ত্তি স্থাপনা করিয়াছেন। দক্ষিণাপথে লক্ষ্মী, বালজী, রামনাথ ও রঙ্গনাথ, উৎকলে জগন্নাথ, হিমালয়ে বদরীনাথ এবং দ্বারকাদি অন্য অন্য তীর্থ-স্থানে অনেকবিধ বিষ্ণু-মূর্ত্তি স্থাপিত আছে। তদ্ভিন্ন বহু গৃহস্থের আলয়েও নিত্য দেবসেবা আছে, তাঁহারা মন্দিরে বা বাস্তু গৃহে পাষাণ বা ধাতুময় বিগ্রহ এবং শালগ্রাম শিলা ও তুলসীবৃক্ষ স্থাপিত করিয়া রাখেন। অন্ন-পাক-বিষয়ে অপরাপর সম্প্রদায়ের সহিত শ্রী-বৈষ্ণবদিগের অনেক ইতরবিশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। কার্পাস-বস্ত্র পরিধান করিয়া ভোজন করা তাঁহাদিগের পক্ষে বিধেয় নহে; স্নাত হইয়া পট্ট-বাস ব লোমজ বস্ত্র পরিধান করাই নিতান্ত আবশ্যক। ইহাঁরা পরান্ন ভোজন করেন না, নিজ হস্তেই অন্ন পাক করেন। তবে আচার্য্যেরা তদ্বিষয়ে শিষ্যবিশেষের পরিচর্য্যা গ্রহণ করিয়া থাকেন। রন্ধন বা ভোজন-কালে অপরের দৃষ্টি-পাত হইলে তৎক্ষণাৎ সে কর্ম্মে নিরস্ত হন এবং ঐ সকল খাদ্যসামগ্রী ভূমিতে খনন করিয়া ফেলেন। †

মন্ত্রগ্রহণ ব্যাপার সকল উপাসকেরই অতি গুহ্য ও প্রধান ক্রিয়া। শ্রী-বৈষ্ণবেরা 'ওঁ রামায় নমঃ' মন্ত্রে দীক্ষিত হন। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে বিষয়ী ও ধর্ম্ম-ব্রতী দুই প্রকার লোক আছেন। যখন কোন ধর্ম্ম ব্রতী অথবা বিষয়ী ব্যক্তি অন্য কোন ধর্ম্ম-ব্রতীকে দেখিতে পান, তখন তাঁহাকে বাক্য-

---

* জারজ-সন্তানের মন্ত্রাধিকার নাই।

† লোক-প্রমুখাৎ জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে, ইহাঁদিগের দুই শ্রেণী আছে; আবরণী ও অনাবরণী। যাঁহারা পূর্ব্বোক্ত কঠোর নিয়ম সকল পালন করেন, তাঁহাদিগের নাম আবরণী এবং যাঁহারা সেরূপ নিয়ম পালন করেন না, তাঁহাদিগের নাম অনাবরণী।

বিশেষ প্রয়োগ করিয়া সম্ভাষণ করেন। শ্রী-বৈষ্ণবেরা 'দাসোঽস্মি' বা 'দাসোঽহং' বলিয়া প্রণাম করেন। কেবল আচার্য্যদিগকে অন্য সকলের সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিতে হয়।

তিলক-সেবা বৈষ্ণবদিগের একটি মুখ্য সাধন। তাঁহারা ললাটাদি দ্বাদশ অঙ্গে * গোপীচন্দন ও অন্য অন্য মৃত্তিকা দিয়া নানাবিধ তিলক করিয়া থাকেন। † তন্মধ্যে দ্বারকার গোপীচন্দনই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত। ‡ শ্রী-বৈষ্ণবেরা নাসা-মূল অবধি কেশ পর্য্যন্ত দুটি ঊর্দ্ধরেখা চিহ্নিত করিয়া ঐ দুই রেখার নাসা-মূল-স্পৃষ্ট উভয় প্রান্ত অপর একটি ভ্রূ-মধ্য-গত রেখা দ্বারা সংযুক্ত করিয়া দেন এবং ঐ দুই ঊর্দ্ধ-পুণ্ড্রের মধ্য-স্থলে পীত অথবা রক্ত-বর্ণ অপর একটি ঊর্দ্ধ রেখা অঙ্কিত করিয়া থাকেন। §

যদূর্দ্ধপুণ্ড্রং তিলকং শোভনং তন্মনোহরম্।
তন্মধ্যপীতরেখঞ্চ শ্রীমদ্রামানুজং বিদুঃ। **

* ললাট, কণ্ঠ, বামবাহু, দক্ষিণবাহু, হৃদয়, নাভি, বামপার্শ্ব, দক্ষিণপার্শ্ব, বামকর্ণ-মূল, দক্ষিণকর্ণ-মূল, শিরোমধ্য এবং পৃষ্ঠ দেশ এই দ্বাদশ অঙ্গ।

† যে কণ্ঠলগ্নতুলসীনলিনাক্ষমালা, যে বাহুমূলপরিচিহ্নিতশঙ্খচক্রাঃ।
যে বা ললাটফলকে লসদূর্দ্ধপুণ্ড্রাঃ, তে বৈষ্ণবা ভুবনমাশু পবিত্রয়ন্তি॥

ইতি শব্দকল্পদ্রুমধৃতপাদ্মোত্তরখণ্ডবচনম্।

‡ যো মৃত্তিকাং দ্বারবতীসমুদ্ভবাং, করে সমাদায় ললাটপট্টকে।
করোতি নিত্যং ত্বথ চোর্দ্ধপুণ্ড্রং, ক্রিয়াফলং কোটিগুণং সদা ভবেৎ।

হরিভক্তিবিলাসধৃতগারুড়বচনম্।

§ রুলি দিয়া রক্তবর্ণ রেখা করে। হরিদ্রা ও চূর্ণেতে রুলি হয়।

** শব্দকল্পদ্রুমে এই শ্লোক পদ্মপুরাণীয় উত্তরখণ্ডের বচন বলিয়া উদ্ধৃত হইয়াছে। এই শ্লোকে রামানুজের নাম দৃষ্ট হইতেছে, অতএব যাঁহারা পুরাণ-প্রণয়িতাদিগকে ভ্রম-শূন্য ভবিষ্যদ্বক্তা বলিয়া বিশ্বাস না করেন, তাঁহারা অক্লেশেই কহিবেন, পদ্মপুরাণীয় উত্তরখণ্ড রামানুজ-সম্প্রদায় সংস্থাপিত হইবার পর অর্থাৎ শকাব্দের একাদশ শতাব্দীতে অথবা তাহার কিছু কাল পরে লিখিত ও প্রকটিত হইয়াছে। তাঁহার মতপ্রচারের পর যে এই খণ্ড বিরচিত হইয়াছে, ইহা সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত তাঁহারা প্রমাণান্তরও উপস্থিত করিতে পারেন। ঐ খণ্ডের ২৬ অধ্যায়ে তিলক-মৃত্তিকার বিবরণ-মধ্যে ব্যঙ্কটাদ্রির মৃত্তিকার প্রাশস্ত্য নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।—"আদায়

তদ্ভিন্ন তাঁহারা হৃদয়ে ও বাহু-যুগলে গোপীচন্দন-মৃত্তিকা দিয়া শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মের প্রতিরূপ পরিচিহ্নিত করেন এবং ঐ শঙ্খাদির মধ্য-স্থলে এক একটি রক্ত বর্ণ রেখা অঙ্কিত করিয়া থাকেন। এই রক্ত-রেখা লক্ষ্মী-স্বরূপ। * অনেকের স্থানে এই সকল তিলকের এক একখান কাষ্ঠময় অথবা ধাতুময় মুদ্রা অর্থাৎ ছাপা থাকে, তাঁহারা তাহাই অঙ্গ-বিশেষে অঙ্কিত করিয়া শরীর পবিত্র করেন। কেহ কেহ ঐ ধাতুময় মুদ্রা উত্তপ্ত করিয়া শরীরে অঙ্কিত করেন। কিন্তু উহা সর্ব্ববাদিসম্মত নহে; তদ্বিষয়ে সবিশেষ দোষ-শ্রুতি আছে। †

পরয়া ভক্ত্যা ব্যঙ্কটাদ্রৌ হ্রদে মৃদম্। ধারয়েদূর্দ্ধপুণ্ড্রাণ হরিসালোক্যসিদ্ধয়ে॥" অনন্তর কয়েক অধ্যায়ের পর কোন্ কোন্ স্থানে প্রধান প্রধান বিষ্ণু-বিগ্রহ স্থাপিত আছে, তাহার বিবরণ মধ্যে ব্যঙ্কটাদ্রির নাম উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বে দৃষ্ট হইয়াছে, রামানুজ আচার্য্যের সময়ে ব্যঙ্কটাদ্রির মন্দিরে শিব স্থাপনা ছিল, পরে তিনি উহা বিষ্ণু-উপাসনার স্থান করেন। অতএব যে সকল বচনে ব্যঙ্কটাদ্রি বিষ্ণু-পূজা ও বিষ্ণু-মাহাত্ম্যের স্থান বলিয়া বর্ণিত আছে, তাহা সুতরাং উক্ত ঘটনার পরে রচিত হইয়াছে বলিতে হইবে। লিখিত-পূর্ব্ব বচনগুলি হয় প্রক্ষিপ্ত, নয় পদ্ম-পুরাণের উত্তরখণ্ড শ্রী সম্প্রদায়-সংস্থাপনের পর বিরচিত, ইহার অন্যতর পক্ষ কাজে কাজেই অঙ্গীকার করিতে হয়।

* কাশীখণ্ডেও এই সমস্ত বৈষ্ণবাচারের বহু মাহাত্ম্য লিখিত আছে।

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রো বা যদি বেতরঃ।
বিষ্ণুভক্তিসমাযুক্তো জ্ঞেয়ঃ সর্ব্বোত্তমশ্চ সঃ॥
শঙ্খচক্রাঙ্কিততনুঃ শিরসা মঞ্জরীধরঃ।
গোপীচন্দনলিপ্তাঙ্গো দৃষ্টশ্চেত্তদঘং কুতঃ॥

† তথাহি তপ্তশঙ্খাদিলিঙ্গচিহ্নতনুর্নরঃ।
স সর্ব্বপাতকাভোগী চাণ্ডালো জন্মকোটিভিঃ॥
তঃ দ্বিজং তপ্তশঙ্খাদিলিঙ্গাঙ্কিততনুং হর।
সম্ভাষ্য রৌরবং যাতি যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ॥

ইতি বৃহন্নারদীয়পুরাণে।

তপ্তমুদ্রার অনুষ্ঠান দক্ষিণে অধিক প্রচলিত। পূর্ব্বে খ্রীষ্টিয়ানদিগেরও এইরূপ ব্যবহার ছিল; তাহারা দীক্ষাকালে তপ্ত লৌহ দ্বারা ললাটে ক্রোশ-চিহ্ন অঙ্কিত করিত।

ইহাঁরা গলদেশে তুলসী মালা ধারণ করেন ও তুলসী অথবা পদ্মবীজের জপ-মালাও গ্রহণ করিয়া থাকেন।

বেদার্থ-সংগ্রহ, বেদান্তসার, বেদান্ত-প্রদীপ, গীতাভাষ্য, রামানুজ-কৃত ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য এই সমস্ত বেদার্থ-বিষয়ক সংস্কৃত গ্রন্থ ইহাঁদের সর্ব্বপ্রধান প্রামাণিক শাস্ত্র। তদ্ভিন্ন স্তোত্রভাষ্য, শতদূষণী প্রভৃতি বাঙ্কটাচার্য্য প্রণীত পুস্তক এবং চণ্ডমারুত, বৈদিক ত্রিংশৎ ধ্যান, পঞ্চরাত্র প্রভৃতি অন্য অন্য গ্রন্থও ইহাঁরা সমধিক প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করেন। পুরাণের মধ্যে ইহাঁরা বিষ্ণু, নারদীয়, গরুড়, পদ্ম, বরাহ ও ভাগবত * এই ছয় পুরাণকে প্রামাণিক বলিয়া অঙ্গীকার করেন ও অপর দ্বাদশ পুরাণ রাজসিক ও তামসিক বলিয়া অগ্রাহ্য করেন। এই সকল সংস্কৃত গ্রন্থ ব্যতিরেকে সম্প্রদায়ের ব্যবস্থাভ বহুতর গ্রন্থ আছে। তন্মধ্যে গুরুপরনামক একখানি গ্রন্থে রামানুজ আচার্য্যের জীবন বৃত্তান্ত সঙ্কলিত রহিয়াছে।

ইহাঁদিগের মতানুসারে পদার্থ তিন প্রকার; চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর। জীবাত্মাকে চিৎ কহে, ইনি ভোক্তা ও নিত্য চেতনস্বরূপ। প্রত্যক্ষগোচর যাবতীয় পদার্থকে অচিৎ কহে। অচিৎ জড়াত্মক ও ত্রিবিধ বিভাগে বিভক্ত,— অন্ন জলাদি ভোগ্য বস্তু, ভোজন-পাত্রাদি ভোগোপকরণ এবং শরীরাদি ভোগায়তন। ঈশ্বর বিশ্বের কর্ত্তা ও উপাদান, ইনি অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞানস্বরূপ এবং চিৎ ও অচিৎ ইহার শরীরস্বরূপ, ইনি সর্ব্বজীবের নিয়ন্তা।†

A similer practice seems to have been known to some of the early Christians, and baptizing with fire, was stampting the Cross on the forehead with a hot iron,— Wilson's Hindu Sects.

* পদ্মপুরাণের মতে এই ছয় পুরাণ সাত্ত্বিক, অপর দ্বাদশ পুরাণ রাজসিক ও তামসিক।

† বাসুদেবঃ পরং ব্রহ্ম কল্যাণগুণসংযুতঃ।
ভুবনানামুপাদানং কর্ত্তা জীবনিয়ামকঃ॥

সর্ব্বদর্শনান্তর্গতরামানুজদর্শনম্।

তত্র চিচ্ছব্দবাচ্যা জীবাত্মানঃ পরমাত্মনঃ সকাশাদ্ভিন্নাঃ নিত্যাশ্চ॥ × × ×
অচিচ্ছব্দবাচ্যং দৃশ্যং জড়ং জগৎ ত্রিবিধং ভোগ্যোপকরণভোগায়তনভেদাৎ॥ × × ×

ইহাঁদের মতানুসারে বিষ্ণুই ঐ সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কারণ পরব্রহ্ম। প্রথমে কেবল একমাত্র তিনিই ছিলেন; তাঁহা হইতে এই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। তিনি ইচ্ছা করিলেন, আমি বহু হই এবং ইচ্ছামাত্র স্থূলরূপে আবির্ভূত হইলেন।

ইহাঁরা বৈদান্তিকদিগের ন্যায় বিশ্বের সহিত বিশ্ব-কারণের অভেদ স্বীকার করিয়া কহেন, যেমন একমাত্র মৃত্তিকাই ঘট শরাবাদি বিভিন্নরূপে অবস্থান করে, একমাত্র পরমেশ্বর সেইরূপ চিদচিৎ বিভিন্নরূপে বিরাজমান হইতেছেন, কিন্তু বৈদান্তিকেরা যেমন জীব ও জড়ের সহিত পরমাত্মাকে বাস্তবিক অভিন্ন বলিয়া অঙ্গীকার করেন, ইহাঁরা সেরূপ অভেদবাদ অঙ্গীকার না করিয়া কহেন, জীবাত্মা যেমন হস্তপদাদিবিশিষ্ট ভৌতিক দেহের অন্তর্যামী বলিয়া ঐ দেহ জীবের শরীর বলিয়া পরিগণিত হয়, সেইরূপ পরমাত্মা জীব ও জড়ের অন্তর্যামী বলিয়া জড় ও জীবাত্মাকে পরমাত্মার শরীর বলিয়া গণ্য করিতে হয়। অতএব শরীর ও জড় শরীরাত্মভাবে অভিন্ন বলিয়া প্রথিত হইলেও যেমন বাস্তবিক অভিন্ন নহে; পরমাত্মাও সেইরূপ জড় ও জীবের সহিত বাস্তবিক অভিন্ন বলিয়া সিদ্ধ হইতে পারে না। প্রত্যুত, পরমাত্মা ঈশ্বর, জীবাত্মা দাস-স্বরূপ। * তদ্ভিন্ন বৈদান্তিকেরা পরব্রহ্মকে নির্গুণ ও নিরাকার বলিয়া থাকেন, কিন্তু শ্রীসম্প্রদায়ীরা তাঁহাকে সরূপ ও সগুণ বলিয়া বর্ণন করেন। তাঁহার অনন্ত গুণ † ও দ্বিপ্রকার রূপ, পরমাত্ম-রূপ অর্থাৎ কারণরূপ এবং স্থূল-রূপ অর্থাৎ বিশ্বরূপ। অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিকদিগের সহিত কার্য্যকারণের অভেদবাদ ব্যতিরেকে ঐশ্বরিক রূপগুণাদি অন্যান্য বিষয়ে উল্লিখিতরূপ বৈশিষ্ট থাকাতে, শ্রী-সম্প্রদায়ীরা আপনাদিগকে বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদী বলিয়া বিখ্যাত করিয়াছেন।

পরমাত্মরূপ ও বিশ্বরূপ ব্যতিরেকে ভক্তবৎসল ভগবান্ ভক্তগণের হিতার্থ সময়ে সময়ে আর পাঁচ প্রকার মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন;— অর্চ্চা, বিভব, ব্যূহ, সূক্ষ্ম ও অন্তর্যামী। প্রথমতঃ, প্রতিমাদির নাম অর্চ্চা। দ্বিতীয়তঃ, মৎস্য, বরাহ, কূর্ম্মাদি অবতারের নাম বিভব। তৃতীয়তঃ, বাসুদেব,

* ঈশ্বরাদন্যঃ তদ্বম্নির্ত্যচেতনঃ তদ্দাসে জীবো ভবতীতি সিদ্ধম্।

বেদান্তস্যমন্তকে।

† তস্য গুণাশ্চ জ্ঞানানন্দাদয়োঽনন্তাস্ততো নাতিশ্বিচ্যন্তে।

বেদান্তস্যমন্তকে।

বলরাম, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই চারিটি ব্যূহ। * চতুর্থতঃ, সম্পূর্ণ ষড়্‌গুণশালী বাসুদেবাখ্য পরব্রহ্মের নাম সূক্ষ্ম। সেই ছয় গুণের ছয় সংজ্ঞা আছে। যথা,—বিরজ অর্থাৎ রজোগুণাভাব, বিমৃত্যু অর্থাৎ মরণাভাব, বিশোক অর্থাৎ শোকাদি দুঃখাভাব, বিজিঘিৎসা অর্থাৎ ক্ষুৎপিপাসাভাব, সত্য-কাম এবং সত্য-সঙ্কল্প। † পঞ্চমতঃ, সকল জীবের নিয়ন্তৃ মূর্ত্তি বিশেষ অন্তর্যামী বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। ‡ ভক্ত জনেরা এই পাঁচ রূপের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্বের উপাসনা দ্বারা স্বীয় সাধনের উন্নতি-লাভক্রমে উত্তরোত্তরের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইতে থাকেন। উপাসনাও পাঁচ প্রকার;— অভিগমন, উপাদান, ইজ্যা, স্বাধ্যায় এবং যোগ। দেবতা গৃহ বা তদীয় পথ মার্জ্জনা ও অনুলেপনাদির নাম অভিগমন। গন্ধ-পুষ্পাদি পূজা-দ্রব্য আয়োজনের নাম উপাদান। ভগবৎ পূজার নামই ইজ্যা; তাহাতে বলি-দান নিষিদ্ধ। অর্থাববোধ পূর্ব্বক মন্ত্রজপ, বৈষ্ণবসূক্ত ও স্তোত্রপাঠ, নাম-সঙ্কীর্ত্তন ও রামানুজ-ভাষ্য প্রভৃতি তত্ত্ব-প্রতিপাদক শাস্ত্রাভ্যাসের নাম স্বাধ্যায়। §

* ভাগবত পুরাণে তৃতীয়স্কন্ধে ২৬শ অধ্যায়ে লিখিত আছে, বাসুদেব চিত্তস্বরূপ, সঙ্কর্ষণ অহঙ্কারস্বরূপ, অনিরুদ্ধ মনস্বরূপ এবং প্রদ্যুম্ন বুদ্ধি-স্বরূপ।

† যে কামনা ব্যর্থ না হয়, তাহাকে সত্য কাম কহে ও যে সঙ্কল্প বিফল না হয়, তাহাকে সত্য-সঙ্কল্প কহে।

‡ বাসুদেবঃ স্বভক্তেষু বাৎসল্যাৎ তত্তদীহিতম্।
অধিকার্য্যানুগুণ্যেন প্রযচ্ছতি ফলং বহু॥
তদর্থং লীলয়া স্বীয়াঃ পঞ্চমূর্ত্তীঃ করোতি বৈ।
প্রতিমাদিকমর্চ্চা স্যাদবতারাস্তু বৈভবাঃ॥
সংকর্ষণো বাসুদেবঃ প্রদ্যুম্নশ্চানিরুদ্ধকঃ।
ব্যূহশ্চতুর্ব্বিধো জ্ঞেয়ঃ সূক্ষ্মং সম্পূর্ণষড়্‌গুণম্॥
তদেব বাসুদেবাখ্যং পরং ব্রহ্ম নিগদ্যতে।
অন্তর্যামী জীবসংস্থো জীবপ্রেরক ঈরিতঃ॥

সর্ব্বদর্শনসংগ্রহঃ।

§ স্বাধ্যায়ো নাম অর্থানুসন্ধানপূর্ব্বকো মন্ত্রজপো বৈষ্ণবসূক্তস্তোত্রপাঠো নামসঙ্কীর্ত্তনং তত্ত্বপ্রতিপাদকশাস্ত্রাভ্যাসশ্চ।

সর্ব্বদর্শনসংগ্রহান্তর্গতরামানুজদর্শনম্।

ধ্যান, ধারণা ও সমাধি প্রভৃতি দেবতানুসন্ধান ব্যাপারের নাম যোগ। এই প্রকার উপাসনাবলে সাধক বৈকুণ্ঠবাসী হইয়া ভগবানের সর্ব্বকর্তৃত্ব গুণ ভিন্ন অন্য সমুদায় গুণ প্রাপ্ত হন এবং তাঁহার সহিত সুপবিত্র নিত্য সুখ সম্ভোগ করেন। *

দক্ষিণাপথের বহুতর লোক রামানুজ-সম্প্রদায় অবলম্বন করিয়াছে। বিন্ধ্যাচলের উত্তরে তন্মতাবলম্বী অধিক লোক দৃষ্ট হয় না। শৈবদিগের সহিত তাঁহাদিগের বিলক্ষণ বিরোধ দেখিতে পাওয়া যায়, ইদানীন্তন শ্রীকৃষ্ণোপাসক বৈষ্ণবদিগের সহিত সবিশেষ সম্প্রীতি নাই।

রামানন্দী অর্থাৎ রামাৎ।

ভারতবর্ষের উত্তরখণ্ডে রামানুজ অপেক্ষা রামানন্দী বৈষ্ণবদিগের নাম অধিক প্রসিদ্ধ। তাঁহারা রামচন্দ্র ও তৎসহবর্ত্তী সীতা, লক্ষ্মণ ও হনুমানের উপাসনা করেন। কেহ কেহ সম্প্রদায়প্রবর্ত্তক রামানন্দকে রামানুজের শিষ্য বলিয়া জানেন, কিন্তু তাহা কোন ক্রমে যুক্তিসিদ্ধ বোধ হয় না। রামানুজের শিষ্যপরম্পরার যেরূপ বৃত্তান্ত প্রচলিত আছে, তদনুসারে তাঁহার পরম্পরাগত শিষ্যপ্রণালীমধ্যে রামানন্দ চতুর্থ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হন। যথা রামানুজের শিষ্য দেবানন্দ, দেবানন্দের শিষ্য হরিনন্দ, হরিনন্দের শিষ্য রাঘবানন্দ, রাঘবানন্দের শিষ্য রামানন্দ। † ইতিপূর্ব্বে

---

* ততঃ স্বাভাবিকাঃ পুংসাং তে সংসারতিরোহিতাঃ।
আবির্ভবন্তি কল্যাণাঃ সর্ব্বজ্ঞত্বাদয়ো গুণাঃ॥
এবং গুণাঃ সমানাঃ স্যুর্মুক্তানামীশ্বরস্য চ।
সর্ব্বকর্তৃত্বমেবৈকং তেভ্যো দেবে বিশিষ্যতে॥
মুক্তাস্তু শেষিণি ব্রহ্মণ্যশেষে শেষরূপিণঃ।
সর্ব্বানশ্নুবতে কামান্ সহ তেন বিপশ্চিতেতি॥

পঞ্চরাত্ররহস্যম্।

† ভক্তমালে রামানুজের শিষ্য-পরম্পরার যে বৃত্তান্ত আছে, তাহার সহিত ইহার কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য দেখা যাইতেছে। তদনুসারে প্রায় রামানুজ,

উল্লিখিত হইয়াছে. শকাব্দের একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রামানুজ আচার্য্য বিদ্যমান ছিলেন। ইহা হইলে শকাব্দের দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রামানন্দের বর্ত্তমান থাকা সম্ভব বোধ হয়। কিন্তু রামানন্দের শিষ্য কবীর শকাব্দের চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রাদুর্ভূত হন। সুতরাং তাঁহার গুরু রামানন্দ স্বামীরও ঐ শতাব্দীর আরম্ভে, না হয় কিছু পূর্ব্বেও জীবিত থাকাই সর্ব্বতোভাবে সম্ভব হয়। অতএব তিনি রামানুজের শিষ্য-পরম্পরার মধ্যে চতুর্থ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইলে, যে সময় তাঁহার বিদ্যমান থাকা সম্ভব, তাহা কোন মতেই যুক্তি-সিদ্ধ হইতেছে না। সুতরাং তিনি রামানুজের শিষ্য-পরম্পরার অন্তর্গত কি না, তাহাও সন্দেহ-স্থল।

জন-শ্রুতি আছে, রামানন্দ কিয়ৎকাল দেশ-ভ্রমণ করিয়া মঠে প্রত্যাগমন করিলে পর তাঁহার সতীর্থগণ কহিলেন, "ভোজ্য ও ভোজন-ক্রিয়ার সঙ্গোপন করা রামানুজ-সম্প্রদায়ের অবশ্য-কর্ত্তব্য কর্ম্ম, কিন্তু তুমি দেশ-পর্য্যটন-কালে এ নিয়ম-প্রতিপালনে সমর্থ হইয়াছিলে, এমত কখনই সম্ভাবিত নহে।" গুরু রাঘবানন্দও তাঁহাদের মতে সম্মত হইয়া রামানন্দকে পৃথক্ ভোজন করিতে আজ্ঞা দিলেন। তিনি এইরূপ অবমানিত হইয়া ক্রোধান্বিত হইলেন এবং তাঁহাদিগের সংসর্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বনাম-প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত করিলেন।

রামানন্দ বারাণসীর পঞ্চ-গঙ্গা-ঘাটে অবস্থিতি করিলেন। জন-শ্রুতি আছে, পূর্ব্বে সে স্থানে তাঁহার শিষ্যদিগের এক মঠ প্রতিষ্ঠিত ছিল, কোন মুসলমান রাজা তাহা ভগ্ন করিয়া ফেলেন। এক্ষণে উহার সন্নিধানে এক প্রস্তরময় বেদি আছে, লোকে কহে। উহাতে রামানন্দের পদ-চিহ্ন অঙ্কিত রহিয়াছে। তদ্ভিন্ন এখনও কাশীতে রামানন্দীদিগের অনেকানেক সুপ্রসিদ্ধ মঠ বিদ্যমান রহিয়াছে; তাহাতে মধ্যে মধ্যে পঞ্চাগ্নিত হইয়া থাকে, হিন্দুস্থানের রামাতেরা ঐ পঞ্চাগ্নিতের অনুবর্ত্তী হইয়া চলে। প্রায় সকল সম্প্রদায়ী উপাসকদিগেরই দুই প্রধান শ্রেণী, — বিষয়ী ও ধর্ম্মব্রতী। ধর্ম্মব্রতী উপাসকেরা দুই প্রকার,—উদাসীন ও গৃহস্থ। যদিও বল্লভাচারী সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবেরা গৃহস্থ গুরুর প্রাধান্য স্বীকার করেন এবং ঐ সম্প্রদায়ের গোস্বামীরা গৃহাশ্রমী হইয়া বিষয়-ব্যাপারে ব্যাপৃত থাকেন, তথাচ ধর্ম্ম-বিষয়ে উদাসীনেরাই সর্ব্বরাচর প্রধান বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। উদাসীনেরা তীর্থপর্য্যটন পূর্ব্বক ভিক্ষা ও বাণিজ্যাদি জীবনোপায় দ্বারা উদর-পূর্ত্তি করেন। [illegible]

সম্প্রদায়ের মঠ, অস্থল বা আখ্‌ড়া আছে. ভ্রমণ-কালে তাহার কোন মঠে উত্তীর্ণ হইয়া কিছু দিন তথায় অবস্থিতি করেন। বয়োধিক বা জরাগ্রস্ত হইলে মঠ-বিশেষের আশ্রয় লইয়া কালযাপন করেন অথবা স্বয়ং এক মঠ সংস্থাপন করিয়া সেই স্থানে আয়ুঃশেষ করেন।

মঠ, অস্থল বা আখ্‌ড়া বৈষ্ণব সম্প্রদায়ী গুরুদিগের আবাস-স্থান, অতএব এ স্থলে তদ্বিষয়ের কিঞ্চিৎ বিবরণ করা আবশ্যক। উহাতে সচারাচর একটি বিগ্রহ-মন্দির বা মঠ-প্রতিষ্ঠাপকের অথবা কোন প্রধান গুরুর সমাধি এবং মহন্ত ও তাঁহার সহবাসী শিষ্যদিগের কতিপয় বাস্ত-গৃহ থাকে। তদ্ভিন্ন যে সকল উদাসীন ও তীর্থ-যাত্রীরা মঠ-দর্শনার্থ আগমন করে. তাহাদিগের আশ্রয় নিমিত্ত এক ধর্ম্ম-শালা থাকে। তথায় কাহারও গমনাগমনের নিষেধ নাই। মঠস্বামী মহন্তের, তিনের অন্যূন ও চল্লিশের অনধিক সহবাসী চেলা অর্থাৎ শিষ্য থাকে। তদ্ভিন্ন আরও কতকগুলি শিষ্য থাকে, তাহারা সর্ব্বদা তাঁহার সহবাসে না থাকিয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করে। মঠ-স্বামী শিষ্যেরাই প্রধান শিষ্য। তাহাদিগের পরিচারক ও শিষ্যস্বরূপ কিয়ৎ-সংখ্যক কনিষ্ঠ চেলা থাকে, তাহারা উহাদিগের সমভিব্যাহারে অবস্থিতি করে। মহন্তের লোকান্তর-প্রাপ্তি হইলে তিনি যদি গৃহস্থাশ্রমী হন, তবে তাঁহার সন্তানেরা পুরুষানুক্রমে তাঁহার পদের অধিকারী হইয়া আইসেন, নতুবা নানা মঠের মহন্তেরা একত্র গমাগমন পূর্ব্বক এক সমাজ করিয়া তাহার কোন সুবিজ্ঞ প্রধান শিষ্যকে তদীয় পদে অভিষিক্ত করেন।

এক এক প্রদেশে এক সম্প্রদায়-সংক্রান্ত ভিন্ন ভিন্ন অনেক মঠ থাকে। তদীয় অধ্যক্ষেরা ঐ সকল মঠের মধ্যে একটিকে প্রধান বলিয়া অঙ্গীকার করে। আর যে মঠটি সম্প্রদায়-স্বামীর নামে প্রতিষ্ঠিত, সকল প্রদেশীয় মঠাধ্যক্ষেরাই তাহাকে সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকে। এই শেষোক্ত মঠের মহন্ত, তদভাবে কোন প্রসিদ্ধ প্রধান মঠের মহন্ত ঐ সমাজের অধিপতি হন। পরলোক-বাসী মহন্তের শিষ্যদিগের মধ্যে যিনি পরীক্ষোত্তীর্ণ হইতে পারেন, তাঁহাকেই তদীয় পদে অভিষিক্ত করা হয়। যদি তাঁহাদিগের মধ্যে কাহাকেও উপযুক্ত বোধ না হয়, তবে মঠান্তরের কোন সুশিক্ষিত শিষ্যকে ঐ পদ অর্পণ করা হইয়া থাকে। কিন্তু এরূপ ঘটনা অতীব বিরল। এইরূপে ব্যক্তি-নিশ্চয় হইলে বিহিত বিধানে নব মহন্তের অভিষেক-

উপকরণ সমুদায় সমর্পণ করেন। পূর্ব্বে হিন্দু ও মুসলমান রাজারা স্বয়ং উপস্থিত হইয়া বা প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়া অভিষেক-কার্য্য সম্পাদন করিতেন। এক্ষণে যে মঠ যে হিন্দু রাজা বা ভূম্যধিকারীর অধিকারস্থ বা যাঁহার আনুকূল্যে তাহার ব্যয় নির্ব্বাহ হয়, তিনিই কথন কথন মহন্ত নিয়োগ কার্য্যের অধ্যক্ষতা ও সহায়তা করিয়া থাকেন। এক সম্প্রদায়ের মহন্ত-নিয়োগ বিষয়ে তৎসংক্রান্ত অন্য অন্য সম্প্রদায়ী মঠ-স্বামীরাও সাহায্য করেন। তাঁহারা স্বীয় স্বীয় শিষ্যমণ্ডলীতে পরিবেষ্টিত হইয়া অভিষেকস্থলে আগমন করেন; তদ্ভিন্ন বিবিধ-প্রকার উদাসীন লোকের সমাগম হয়; সুতরাং এই উপলক্ষে তথায় শত শত ও কথন কথন সহস্র সহস্র ব্যক্তির সমারোহ হইয়া থাকে। তাঁহারা যে মঠে সমাগত হন, তথাকার ব্যয় দ্বারাই তাঁহাদিগের ভোজনাদি নির্ব্বাহিত হয়। তাহাতে নির্ব্বাহিত না হইলে সকলে আপন আপন উপায় অবলম্বন করেন। এরূপ মহন্ত-নিয়োগ করা ১০।১২ দিবসের কর্ম্ম। ঐ কাল-মধ্যে সমাজে মঠের নিয়ম ও মতামত-ঘটিত নানাবিষয়ের বিচার হইয়া থাকে।

অনেক মঠেরই কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দেবোত্তর ভূমি আছে। কিন্তু কাশী এবং অন্য অন্য প্রধান নগর ব্যতিরেকে আর আর স্থানে যে সকল মঠ প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহার উপস্বত্ব অধিক নহে। এক এক মঠের সচরাচর ৩০।৪০ বিঘার অধিক ভূমি থাকে না; ৫০০ বিঘা ভূমিতে যাহার স্বত্বাধিকার আছে, এমত মঠের সংখ্যা সকল জেলাতেই অতি অল্প। মঠ-স্বামীরা স্বয়ং তাহা লোক দ্বারা কর্ষণাদি করিয়া কর-গ্রহণ করেন। যদিও প্রতি মঠের উপস্বত্ব যৎসামান্য বটে, কিন্তু সমুদায়ের সমষ্টি করিলে অনেক হয়। দেবোত্তর ভূমি ব্যতিরেকে ধনাগমের অন্য অন্য উপায়ও অবধারিত আছে। বিষয়ী শিষ্য সকলে মধ্যে মধ্যে স্বীয় স্বীয় গুরুর মঠের সমধিক আনুকূল্য করেন, মঠাধ্যক্ষেরা বাণিজ্য অবলম্বন পূর্ব্বক অর্থোপার্জ্জন করিয়া থাকেন ও তাঁহাদের অনুচর শিষ্যেরা সমীপবর্ত্তী গ্রামে প্রতিদিবস ভিক্ষা-পর্য্যটন দ্বারা ভক্ষ্য-সামগ্রী আহরণ করেন। এই সকল মঠস্থ বৈষ্ণবেরা যদিও কথন কথন চৌর্য্য, দস্যুতা ও হত্যাদি দোষে দোষী হইয়াছে, কিন্তু তাহারা সচরাচর নিরুপদ্রব বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে এবং অনেক মঠের মহন্তেরা মান্য ও জ্ঞানাপন্নও বটেন।

শ্রীরামচন্দ্র রামানন্দীদিগের ইষ্টদেবতা। ইহাঁরা বিষ্ণুর অন্য অন্য অব-

তারেরও দেবত্ব স্বীকার করেন, তবে কলিকালে রামোপাসনারই প্রাধান্য অঙ্গীকার করেন বলিয়া ইহাদের নাম রামাৎ হইয়াছে। ইহারা রামানুজ-দিগের ন্যায় রাম-সীতার পৃথক্ বা যুগল মূর্ত্তির আরাধনা করেন ও অপরাপর বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের ন্যায় তুলসী ও শালগ্রামশিলাকেও সবিশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধা করেন ও কেহ কেহ বিষ্ণুর অন্য অন্য মূর্ত্তিরও পূজা করিয়া থাকেন। * অন্য অন্য বিষ্ণুপাসকদিগের সহিত ইহাঁদিগের পূজার পদ্ধতি-বিষয়ে বিশেষ বৈলক্ষণ্য নাই, তবে এ সম্প্রদায়-ভুক্ত সংসার-বিরক্ত বৈরাগীরা অনেকেই রাম ও কৃষ্ণের মুহুর্মুহুঃ নামোচ্চারণ ব্যতিরেকে আর কোন প্রকার পূজার প্রয়োজন স্বীকার করেন না।

শ্রী-সম্প্রদায়ীদিগের সুকঠোর নিয়মাবলী হইতে স্বীয় শিষ্যদিগকে বিমুক্ত করা রামানন্দের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, এই হেতু রামাৎদিগের ধর্ম্মানুষ্ঠান তাদৃশ ক্লেশকর নহে। জনশ্রুতি আছে, এই কারণ বশতঃ তিনি স্বীয় শিষ্যগণকে অবধূত উপাধি দিয়াছিলেন। ইঁহারা পান-ভোজন-বিষয়ে নিয়ম-বিশেষের অনুবর্ত্তী না হইয়া আপন আপন রুচিক্রমে বা প্রসিদ্ধ লৌকিক ব্যবহারানুসারে তৎকার্য্য সম্পাদন করেন। † শ্রুত হওয়া গিয়াছে, 'শ্রীরাম' ইহাঁদিগের বীজ মন্ত্র এবং 'জয় শ্রীরাম', 'জয়রাম' বা সীতারাম' ইহাদিগের অভিবাদনবাক্য। ইহাদিগের তিলক-সেবা রামানুজদিগেরই তুল্যরূপ, কিন্তু ইহারা আপন আপন রুচিক্রমে ঊর্দ্ধপুণ্ড্রের অন্তর্ব্বর্ত্তী রেখার রূপ ও পরিমাণের কিঞ্চিৎ বিশেষ করেন এবং প্রায়ই উহা রামানুজদিগের অপেক্ষা কিছু হ্রস্ব করিয়া অঙ্কিত করেন।

রামানন্দ স্বামী অনেকগুলি শিষ্য করিয়া যান। তাহার মধ্যে কবীরাদি দ্বাদশ জন সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ও সবিশেষ খ্যাতিপন্ন হইয়া উঠেন। জনশ্রুতি আছে, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ অতি প্রসিদ্ধ উপাসক-সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করেন। ধর্ম্ম-সংক্রান্ত মতামত-বিষয়ে রামানন্দীদিগের সহিত ঐ সকল সম্প্রদায়ের বিস্তর বিভিন্নতা দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু উহাদিগের পরস্পর ঐক্যবন্ধন ও রামানন্দীদিগের সহিত সদ্ভাব-সম্পাদন এই দুটি বিষয়

---

* কাশীতে এ সম্প্রদায়ের যে যে মন্দির আছে, তন্মধ্যে দুই মন্দির রাধা-কৃষ্ণের উপাসনা-স্থান।

† পানভোজন-বিষয়ে এ সম্প্রদায়-ভুক্ত বৈরাগীদিগের বর্ণ-জাতি-বিচার

উল্লিখিত জনশ্রুতির অনুকূল সাক্ষী বলিয়া অক্লেশেই উল্লিখিত হইতে পারে।

রামানন্দের ঐ দ্বাদশ শিষ্যের নাম—আশানন্দ, কবীর, রয়দাস, পীপা, সুরসুরানন্দ, সুখানন্দ, ভাবানন্দ, ধন্না, সেন, মহানন্দ, পরমানন্দ ও শ্রিয়ানন্দ। * তন্মধ্যে কবীর জোলাতাঁতি, রয়দাস চামার, পীপা রাজপুত, ধন্না জাট্ এবং সেন নাপিত। এই বিবরণ দৃষ্টে স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে, রামানন্দ সকল জাতিকেই শিষ্য করিতেন। বস্তুতঃ ভক্তমালে লিখিত আছে, রামানন্দীদিগের মতে জাতিভেদ নাই। তাঁহারা এ বিষয়ে উপাস্য-উপাসকের অভেদ স্বীকার করিয়া কহেন, ভগবান্ যখন মৎস্য-বরাহ-কূর্ম্মাদিরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন ভক্তদিগের চর্ম্মকারাদি নীচবংশে জন্মগ্রহণ করা সর্ব্বতোভাবেই সম্ভাবিত। রামানন্দ-শিষ্যদিগের বিচিত্র চরিত্র এবং তাঁহাদিগের সংস্থাপিত মত সকল পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে বোধ হয়, তিনি পূর্ব্বাচরিত আচার-ব্যবহারের শৈথিল্য-সম্পাদন-বিষয়ে অভিনব উৎসাহ প্রদান করিয়া গিয়াছেন। তিনি স্বীয় সম্প্রদায়-ভুক্ত ধর্ম্ম-ব্রতী লোকের জাতিভেদ ও শৌচাশৌচাদির নিবারণ করিয়া এই উপদেশ প্রদান করেন যে, যিনি ধর্ম্মের নিমিত্ত আত্মীয়, পরিবার, মিত্র, বান্ধবাদির প্রীতিবন্ধন ছেদন করিয়াছেন, তাঁহার আর জাত্যাদি বিষয়ে ভেদাভেদ-জ্ঞান কি? রামানন্দী বৈষ্ণবদিগের গ্রন্থপাঠেও এ কথা সপ্রমাণ বোধ হইতেছে। শঙ্করাচার্য্য ও রামানুজ আচার্য্য যে সকল গ্রন্থ রচনা করেন, প্রায় সে সমুদায়ই সংস্কৃত ভাষায় লিখিত এবং ব্রাহ্মণেরাই তাঁহাদের মতের উপদেষ্টা। প্রত্যুত, এক্ষণে রামানন্দরচিত কোন গ্রন্থ পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু তাঁহার মতানুগত বৈষ্ণবেরা যে সমস্ত গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা দেশ-ভাষাতে লিখিত হওয়াতে সর্ব্বজাতির বোধ-সুলভ ও সুপ্রাপ্য হইয়াছে এবং সর্ব্বজাতীয় লোকই তৎপাঠে উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া ক্রমশঃ গুরুপদের অধিকারী হইতে পারে।

ভক্তমাল গ্রন্থে ঐ সকল শিষ্যের চরিত্র বিষয়ে যে সমস্ত উপাখ্যান আছে, এ স্থলে তদনুরূপ কিঞ্চিৎ লিখিত হইতেছে। রাজপুত-জাতীয় পীপা গাঙ্গ-

* ভক্তমালে কিঞ্চিৎ বিশেষ আছে; যথা—১ রঘুনাথ, ২ অনন্তানন্দ, ৩ কবীর, ৪ সুখাসুর, ৫ জীব, ৬ পদ্মাবৎ, ৭ পীপা, ৮ ভবানন্দ, ৯ রয়দাস, ১০ ধন্না, ১১ সেন, ১২ সুরসুরা।

রোহণের রাজা ছিলেন। তিনি প্রথমে শাক্ত ছিলেন, পরে তাঁহার সে ধর্ম্মে অশ্রদ্ধা হইয়া বৈষ্ণব-ধর্ম্মে অনুরাগ উপস্থিত হয়। তিনি কাশীতে গমন করিয়া রামানন্দ স্বামীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিলেন। ভক্তি-রসামৃত-পরিতৃপ্ত পীপা রাজা এবং তাঁহার সীতা-নাম্নী বিষ্ণু-প্রেমানুরাগিণী কনিষ্ঠা পত্নী উভয়ে সংসারে বিরক্ত হইয়া সমস্ত রাজ্য-সম্পদ্ পরিত্যাগ করিলেন। রাজা বৈরাগী এবং রাজমহিষী বৈরাগিণী হইয়া রামানন্দ স্বামীর সমভিব্যাহারে দ্বারকা গমন করিলেন। প্রত্যাগমনকালে পথিমধ্যে পাঠান জাতীয় কতিপয় দুরন্ত ব্যক্তি বৈরাগিণীকে হরণ করিয়া লইয়া যায়; শ্রীরামচন্দ্র তদ্দৃষ্টে স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে উদ্ধৃত ও দস্যুদিগকে বিনষ্ট করেন। ভক্ত-মালে এই বৈরাগী রাজার চরিত্রের বিষয়ে বহুতর উপাখ্যান নিবেশিত আছে, কিন্তু প্রায় সেই সমুদায়ই অদ্ভুত ও অলৌকিক। লিখিত আছে, তিনি দ্বারকায় গিয়া সমুদ্র-গর্ভমধ্যে শ্রীকৃষ্ণের মন্দির-দর্শনার্থ নিমগ্ন হইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ সে স্থানে তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া সাতিশয় প্রীতি প্রদর্শন করিলেন। একদা তিনি অরণ্য-মধ্যে এক প্রচণ্ড সিংহ দেখিয়া তাহার কণ্ঠে তুলসী মালা লম্বমান করিয়া রাম-মন্ত্র উপদেশ দিলেন এবং তৎপ্রভাবে ক্ষণকালমধ্যে তাহাকে প্রশান্ত করিয়া তুলিলেন। অনন্তর সেই সিংহকে গো-বধ ও নর-বধের অবৈধতা-বিষয়ে অনেক উপদেশ দিলেন এবং সিংহও তাহা শুনিয়া আপনার পূর্ব্বাচরিত পাপের নিমিত্ত যথেষ্ট অনুতাপ করিল এবং 'এরূপ কুকর্ম্ম আর করিব না,' এই নিশ্চয় করিয়া প্রস্থান করিল।

ভক্তমালোক্ত যত উপাখ্যান, সকলই এইরূপ অদ্ভুত। সুরসুরানন্দ রামানন্দ স্বামীর অন্য এক শিষ্য। তদীয় চরিত্র-বর্ণন-স্থলে লিখিত আছে, এক জন ম্লেচ্ছ তাঁহাকে কতিপয় পিষ্টক দিয়াছিল, তাহা তাঁহার মুখান্তর্গত হইবামাত্র তুলসী-পত্র হইল।

ধন্না জাটজাতীয়। এক ব্রাহ্মণ পরিহাসচ্ছলে তাঁহাকে এক শিলাখণ্ড দিয়া কহিল, "তুমি যাহা কিছু আহার করিবে, তাহার অগ্রভাগ ইহাকে দিবে।" ধন্না সেই শিলাকে বিষ্ণু-স্থানীয় ভাবিয়া ব্রাহ্মণের উপদেশানুযায়ী কর্ম্ম করিতে লাগিলেন। বিষ্ণু তাঁহার অচল শ্রদ্ধাতে সন্তুষ্ট হইয়া সন্দর্শন দিলেন এবং সর্ব্বদা তাঁহার গো-চারণ করিয়া অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। অবশেষে

এইরূপ আদিষ্ট হইয়া কাশীনগরী গমন পূর্ব্বক মন্ত্র গ্রহণ করিয়া প্রত্যাগত হইলেন

রামানন্দের আর এক শিষ্যের নাম নরহরি অথবা হর্য্যানন্দ। উপাখ্যান আছে, তিনি আপনার শিষ্য-বিশেষ দ্বারা সমীপবর্ত্তী কোন শক্তি-মন্দির হইতে রন্ধনোপযোগী কাষ্ঠ ভগ্ন করিয়া আনাইয়াছিলেন। এ উপাখ্যান তাঁহার ধর্ম্ম-বিষয়ে একতর-পক্ষপাতের নিদর্শন বলিয়া অনুভূত হইতে পারে।

রঘুনাথ রামানন্দের গতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অন্যত্র ইঁহার নাম আশানন্দ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

ভক্তমালে রামানন্দ স্বামীর আর আর শিষ্যের যে যে উপাখ্যান আছে, প্রয়োজনানুসারে পশ্চাৎ তাহার বিবরণ করা যাইবে। সম্প্রতি ঐ গ্রন্থ হইতে গ্রন্থ-প্রণয়িতা নাভাজি, সুপ্রসিদ্ধ সুরদাস ও তুলসীদাস এবং সুললিত গীতগোবিন্দ-গাথক জয়দেব এই চারি জনের বৃত্তান্ত সঙ্কলন করিয়া প্রকটন করা যাইতেছে। *ডোম-কুলে নাভাজির জন্ম হয়। ভক্তমালের পূর্ব্ব পূর্ব্ব টীকাকারেরা কহিয়াছেন, হনূমান্-বংশে তাঁহার উদ্ভব হয়। এক নব্য টীকাকার বলেন, বৈষ্ণবের জাতি-কুল বক্তব্য নহে, মারোয়ার ভাষাতে ডোম [শ]ব্দের অর্থ হনূমান্, এ প্রযুক্ত প্রাচীন টীকাকারেরা তাঁহাকে হনূমানের বংশো[দ্ভ]ব বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি জন্মান্ধ ছিলেন। তাঁহার পঞ্চবর্ষ বয়ঃক্রম[ক]ালে মহা দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হওয়াতে তাঁহার মাতা তাঁহাকে প্রতিপালন [ক]রিতে অসমর্থ হইয়া অরণ্যে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কীল এবং অগ্রদাস [ন]ামে দুই বৈষ্ণব গুরু অকস্মাৎ ঐ অনাথ শিশুকে দেখিয়া দয়ার্দ্র-চিত্ত হইয়া [ত]াহার নিকটস্থ হইলেন এবং কমণ্ডলু হইতে জল তাঁহার নয়নোপরি প্রক্ষিপ্ত [ক]রিবামাত্র তিনি চক্ষুরুন্মীলন করিয়া চাহিতে লাগিলেন। তাঁহারা নাভা[জি]কে আপনাদিগের মঠে আনয়ন পূর্ব্বক বৈষ্ণব-সেবাতে নিযুক্ত রাখি[লে]ন এবং অগ্রদাস তাঁহাকে মন্ত্রোপদেশ প্রদান করিলেন। পরে নাভাজি [বয়]ঃস্থ হইলে স্বকীয় গুরুর অনুমত্যনুসারে ভক্তমাল গ্রন্থ রচনা করিলেন। [অ]নেক স্থানে নাভাজি আকবর বাদশাহ ও মানসিংহের সমকালবর্ত্তী বলিয়া [ব]র্ণিত হইয়াছেন, সুতরাং তদনুসারে তাঁহাকে সার্দ্ধ দুই শত বা পাদোন তিন [শ]ত বৎসর পূর্ব্বকার মনুষ্য বলিতে হয়। কিন্তু ভক্তমালের অন্য এক উপা[খ্য]ানের মধ্যে লিখিত আছে, শাজাহানের সমকালবর্ত্তী তুলসীদাস বৃন্দাবন[ধা]মে নাভাজির সহিত সাক্ষাৎ করেন। ইহা হইলে তাঁহাকে আকবর

অপেক্ষাও ইদানীন্তন বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে হয়। বোধ হয়, আক্‌বরের রাজত্বকালের শেষে ও শাজাহানের রাজত্বের প্রারম্ভে * নাভাজির প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল।

সুরদাসের তাদৃশ সবিশেষ উপাখ্যান নাই। তিনি অন্ধ, প্রসিদ্ধ কবি ও পরম বৈষ্ণব ছিলেন এবং বিষ্ণু-বিষয়েই সকল গান প্রস্তুত করিয়াছিলেন। জনশ্রুতি আছে, তিনি ১২৫০০০ পদ রচনা করেন। তাঁহাকে এক জন সম্প্রদায় প্রবর্ত্তক বলিলেও হয়, কারণ, যে সকল অন্ধ ভিক্ষুক বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ সঙ্গে লইয়া বিষ্ণু-স্তুতি গান করিয়া ভিক্ষা পর্য্যটন করে, লোকে তাহাদিগকে সুরদাসী বলে। প্রবাদ আছে, কাশীর এক ক্রোশ উত্তরে শিবপুর নামক গ্রামে তাঁহার সমাধি হয়। ভক্তমালে সুরদাস নামে এক ব্যক্তির উপাখ্যান আছে, কিন্তু তিনি পূর্ব্বোক্ত অন্ধ সুরদাস না হইবেন। তিনি ব্রাহ্মণ; আক্‌বর বাদশাহের রাজত্ব-কালে সণ্ডীল পরগণার আমীন্ ছিলেন। তাঁহার চরিত্র যথোচিত পবিত্র না হউক, বিষ্ণুর প্রতি বিলক্ষণ ভক্তি ছিল। তিনি রাজস্ব সংগ্রহ পূর্ব্বক বৃন্দাবনের মদনমোহনকে সমস্ত সমর্পণ করিয়া রাজকোষে প্রস্তরপূর্ণ সিন্দুক সকল প্রেরণ করিয়াছিলেন। † রাজমন্ত্রী তোডরমল তাঁহাকে ধৃত করিয়া কারাগারস্থ করিলেন। পরন্তু সুরদাস আকবরের সন্নিধানে আবেদন করিলে, দয়াবান্ বাদশাহ, বোধ হয়, সুরদাসকে ক্ষিপ্ত বিবেচনা করিয়া, মোচন করিয়া দিলেন। তদবধি তিনি বৃন্দাবনে প্রস্থান করিয়া বৈরাগ্যানুষ্ঠানে আয়ুঃক্ষেপণ করেন।

ভক্তমালে বর্ণিত আছে, তুলসীদাস স্বকীয় পত্নী কর্ত্তৃক রামোপাসনায় প্রবর্ত্তিত হন। অনন্তর তিনি দেশ-পর্য্যটনে যাত্রা করিয়া কাশীধাম সন্দর্শন

---

* ১৫২৭ শকে আক্‌বরের মৃত্যু হয় এবং ১৫৪৯ শকে শাজাহানের অভিষেক হয়।

† তৎসঙ্গে এই কবিতা লিখিয়া দিয়াছিলেন,

তেরহ লাখ সণ্ডীলে উপজে সন্তন মিলে গঠ্‌কে।
সুরদাস মদনমোহন অধীরাত হি সট্‌কে॥

ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা হইতে পারে, যথা,—

সুরদাস মদনমোহনের নিশার্দ্ধকালীন সেবার নিমিত্ত সণ্ডীলের উৎপন্ন তেরো লক্ষ টাকা প্রদান করেন; সকল সাধু মিলে তাহা বিভাগ করিয়া লইলেন।

পূর্ব্বক চিত্রকূটে উপস্থিত হন। সেখানে হনুমানের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হয় এবং হনুমান্ তাঁহাকে কবিত্ব-শক্তি ও অলৌকিক কৃতিত্ব-শক্তি প্রদান করেন। তখন শাজাহান দিল্লীর বাদশাহ ছিলেন, তুলসীদাসের যশঃ শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে আনয়ন নিমিত্ত লোক প্রেরণ করিলেন এবং তিনি উপস্থিত হইলে পর কহিলেন, 'তুমি রামচন্দ্রকে আনয়ন কর।' তুলসীদাস ইহাতে অস্বীকৃত হইলে বাদশাহ তাঁহাকে কারাগারস্থ করিলেন। তাহাতে বিষম বিপত্তি উপস্থিত হইল। লক্ষ লক্ষ বানর একত্র সমাগত হইয়া কারাগার ও তৎসন্নিহিত গৃহ সকল ভগ্ন করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া সমীপবর্ত্তী লোকেরা ভয়প্রযুক্ত তুলসীদাসের বিমোচনার্থ রাজ সন্নিধানে আবেদন করিল। শাজাহান তাঁহাকে মুক্ত করিয়া কহিলেন, 'তুমি যে অবমানিত হইয়াছ, তাহার প্রতীকারার্থ কোন বর প্রার্থনা কর।' তুলসীদাস এই প্রকার আশ্বাসিত হইয়া বাদশাহের দিল্লী পরিত্যাগ প্রার্থনা করিলেন। শাজাহান তদনুসারে সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া শাজাহানাবাদ নামে এক অভিনব নগর নির্ম্মাণ করাইলেন। তদনন্তর তুলসীদাস বৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়া নাভাজির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং সেখানে অবস্থিতি করিয়া রাধা-কৃষ্ণের অপেক্ষা সীতা-রামের উপাসনার প্রাধান্য পক্ষে উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন।

তুলসীদাসের স্ব-কৃত গ্রন্থ ও পরম্পরাগত জনশ্রুতি দ্বারা তাঁহার যেরূপ জীবন-বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়, পূর্ব্বোক্ত উপাখ্যানের সঙ্গে কোন কোন স্থানে তাহার কিছু কিছু বিভিন্নতা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। ঐ সমুদয় গ্রন্থ ও জনশ্রুতি অনুসারে অবগত হওয়া যায়, চিত্রকূট পর্ব্বতের সমীপবর্ত্তী হাজপুর গ্রামে ব্রাহ্মণকুলে তাঁহার জন্ম হয়। কিঞ্চিদ্বয়োধিক হইলে তিনি কাশীর রাজার দেওয়ান হইয়া কাশী নগরীতে অবস্থিতি করেন। অগ্রদাসের শিষ্য জগন্নাথ দাস তাঁহার দীক্ষা-গুরু ছিলেন। তিনি গুরুর সমভিব্যাহারে বৃন্দাবন-সমীপে গোবর্দ্ধনে গমন করেন। তথা হইতে বারাণসী প্রত্যাগমন পূর্ব্বক ১৬৩১ ষোলশ একত্রিশ সংবতে হিন্দী-ভাষায় রামায়ণ অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হন। এই প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ব্যতিরেকে সতসই, রামগুণাবলী, গীতাবলী ও বিনয়-পত্রিকা রচনা করেন। সতসই গ্রন্থ কিঞ্চিদধিক সপ্ত শত শ্লোকময়। রামগুণাবলীতে রামগুণ বর্ণিত এবং গীতাবলী ও বিনয়-পত্রিকাতে ভক্তি ও নীতি-বিষয়ক বহুতর গীতি ও শ্লোক নিবেশিত আছে। তুলসীদাস চির-

জীবন কাশীবাস করিয়া তথায় রাম-সীতার মন্দির ও তৎসন্নিহিত একটি মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ উভয়ই অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। অবশেষে জাহাঙ্গীর বাদশাহের রাজত্বকালে ১৬৮০ সংবতে তাঁহার লোকান্তরপ্রাপ্তি হয়।

সংবৎ সোলহ সয় অসী গঙ্গাকে তীর।
সাবণ শুক্লা সত্তম তুলসী তজ্যো শরীর॥

কিন্তু তাঁহার শাজাহান বাদশাহ-সম্বন্ধীয় যে উপাখ্যান আছে, এ বৃত্তান্তের সহিত তাহার সময়ের ঐক্য হয় না।

কেন্দুবিল্ব গ্রামে জয়দেবের বাস ছিল; তাঁহার সুচারু কবিত্ব-শক্তি ও অবিচলিত বিষ্ণুভক্তি সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ আছে। প্রথমে তিনি বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া অবিবাহিত ছিলেন। কিন্তু পরে তাঁহাকে বৈষ্ণবী গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। এক ব্রাহ্মণ পূর্ব্বপ্রতিশ্রুতি অনুসারে আপন কন্যাকে জগন্নাথের সেবায় নিয়োজনার্থ সমর্পণ করিলেন, দারুময় মুরারি আদেশ করিলেন, 'আমি তোমার কন্যাকে গ্রহণ করিলাম, সে আমার দাসী হইল, জয়দেব নামে আমার যে এক দাস আছে, তাহাকে এই কন্যা সমর্পণ কর।' বৃক্ষতল ব্যতিরেকে জয়দেবের অপর আশ্রয় ছিল না, এ নিমিত্ত তিনি প্রথমে দারপরিগ্রহ-করণের ভার স্বীকার করিলেন না। তথাপি ব্রাহ্মণ স্বীয় কন্যাকে জয়দেবের সন্নিধানে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন। জয়দেব কন্যাকে প্রস্থান করিতে কহিলে, কন্যা সকরুণ বাক্যে কহিল,—

'পিতা সমর্পিল আর জগন্নাথ আজ্ঞা।
তুমি মোর স্বামী মোর এই ত প্রতিজ্ঞা॥
তুমি যদি কর ত্যাগ আমি না ছাড়িব।
কায়মনোবাক্য তব চরণ সেবিব॥'

ভক্তমাল।

ইহা শুনিয়া জয়দেব মনে মনে চিন্তা করিলেন, অতঃপর মায়া-পাশে বদ্ধ হইতে হইল। জগন্নাথ অখিল ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর, তাঁহার আজ্ঞা কদাপি অন্যথা হইবার নহে। ইহা নিশ্চয় করিয়া অগত্যা গার্হস্থ্য আশ্রম অবলম্বন করিলেন এবং পূর্ব্বাশ্রমে তাঁহার যে বিগ্রহ-সেবা ছিল, তদীয় প্রত্যাদেশ-[illegible] তাঁহার নিজ নিকেতনে আনয়ন করিলেন। গার্হস্থ্য আশ্রম স্বীকারের

যে, নীলাচলের রাজা ঐ নামে আর এক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, যখন উভয় গ্রন্থ জগন্নাথের সমক্ষে সংস্থাপিত হইল, তখন জগন্নাথদেব জয়দেবের গীতগোবিন্দ বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়া ভূপতির গ্রন্থ মন্দিরের বহির্ভূত করিয়া দিলেন। গীতগোবিন্দের দশম সর্গে 'দেহি পদপল্লবমুদারং' এই কয়েকটি শব্দ এক স্থলে সন্নিবেশিত আছে। ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই—রাধার মানভঞ্জনার্থ শ্রীকৃষ্ণ কহিতেছেন, "তোমার উদার পদপল্লব আমার মস্তকে অর্পণ কর।" ভগবানের মস্তকে পদার্পণের বিষয় কিরূপে কীর্ত্তন করিব, এই ভাবিয়া জয়দেব ঐ অংশটি কোন ক্রমেই লিখিতে পারিলেন না, না লিখিয়া উৎকণ্ঠিত-মনে স্নানে গমন করিলেন। ইত্যবসরে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং জয়দেবের আকার অবলম্বন পূর্ব্বক তদীয় গৃহে উপস্থিত হইয়া ঐ শ্লোকাংশ যথাস্থানে লিখিয়া গেলেন। প্রকৃত জয়দেব স্নানোত্তর গৃহ-প্রত্যাগমন পূর্ব্বক নিজ পত্নী পদ্মাবতীর নিকট সবিশেষ সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইলেন এবং পুস্তক উদ্ঘাটন করিয়া দেখিলেন, ঐ শ্লোকাংশ যথাস্থানে লিখিত রহিয়াছে। ইহা দেখিয়া তিনি আপনাকে যার পর নাই চরিতার্থ মনে করিলেন।

জয়দেবের মাহাত্ম্য-বর্ণন বিষয়ে অন্য অন্য অনেক অদ্ভুত উপাখ্যান আছে, সে সমুদায়ের সবিশেষ বিবরণ করিতে হইলে গ্রন্থবাহুল্য হইয়া পড়ে। তিনি প্রতিদিন জাহ্নবীজলে অবগাহন করিতেন। গঙ্গা তখন জয়দেবের নিজ গ্রাম কেন্দুবিল্ব হইতে অষ্টাদশ ক্রোশ অন্তরিত ছিলেন। ইহাতে তাঁহার গমনাগমনে যৎপরোনাস্তি কষ্ট হয় দেখিয়া, গঙ্গাদেবী জয়দেবের প্রতি প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, "বৎস! তুমি আর এতাদৃশ পর্য্যটন-ক্লেশ স্বীকার করিও না, আমিই তোমার নিকটস্থ হইতেছি।" জয়দেব জাহ্নবীর বাক্য অঙ্গীকার করিলেন এবং জাহ্নবী কেন্দুবিল্বের নিকট দিয়া বহিতে লাগিলেন।

উল্লিখিত উপাখ্যান অনুসারে কেন্দুবিল্ব-গ্রাম গঙ্গাতীরস্থ বলিয়া অনুভব হইতে পারে। কিন্তু বীরভূমির প্রায় দশ ক্রোশ দক্ষিণে অজয় নদের তীরে কেন্দুলি নামে একখানি গ্রাম আছে বৈষ্ণবেরা উহাকেই জয়দেবের জন্মভূমি কেন্দুবিল্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। প্রতিবৎসর পৌষ মাসে তথায় জয়দেবের স্মরণার্থ একটি মেলা হইয়া থাকে।

গঙ্গাতীরস্থ উদাসীনদিগের মধ্যে রামাৎ বৈরাগীই অনেক। তন্মধ্যে স্থান-বিশেষে ন্যূনাতিরেক আছে, বাঙ্গলা অপেক্ষা পশ্চিম-প্রদেশে অধিক

বাঙ্গলার পশ্চিম আলাহাবাদ পর্য্যন্ত শৈব সন্ন্যাসীদিগের ধন ও প্রভুত্ব অপেক্ষাকৃত অধিক বটে, কিন্তু রামাৎ বৈষ্ণবদিগের সংখ্যা তাহাদের অপেক্ষা কোন মতেই ন্যূন নহে। আলাহাবাদের পশ্চিম গঙ্গা ও যমুনার সমীপস্থ সমুদায় প্রদেশ কেবল রামানন্দী ও তৎসংবদ্ধ অন্য অন্য সম্প্রদায়ীর উপাসকেতেই পরিপূর্ণ। আগ্রাপ্রদেশস্থ উদাসীনদিগকে দশ ভাগ করিলে, বোধ হয়, সাত ভাগ রামাৎ হয়। রামানন্দীদিগের গৃহস্থ শিষ্যমধ্যে রাজপুত ও রণব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ ব্যতিরিক্ত প্রায় সকলেই দরিদ্র ও ইতরজাতীয় লোক।

কবীরপন্থী।

রামানন্দের দ্বাদশ শিষ্যের মধ্যে কবীরের নাম সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রসিদ্ধ। তিনি অকুতোভয়ে তৎকালিক হিন্দু ও মুসলমান-ধর্ম্মের উপর প্রতিবাদ করিয়াছিলেন,—শাস্ত্র ও পণ্ডিতকে এবং কোরাণ ও মোল্লাকে তুল্যরূপ তিরস্কার করিয়াছিলেন। তাঁহার নিজশিষ্যদিগের যাদৃশ মতপরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা ক্রমে ক্রমে দর্শিত হইবে। তদ্ভিন্ন তাঁহার উপদেশ-প্রভাবে অন্য অন্য লোকের ধর্ম্ম বিষয়ক কুসংস্কারের অনেক শৈথিল্য হইয়াছে। এক্ষণকার অনেক সম্প্রদায় কবীর-সম্প্রদায়েরই শাখা-প্রশাখাস্বরূপ বলা যাইতে পারে।* ভারতবর্ষীয় লোকের মধ্যে স্বজাতির সাধারণ-ধর্ম্ম-পরিবর্ত্তক যে একমাত্র নানক শা, তিনিও বোধ হয়, কবীরের গ্রন্থ হইতে স্বীয় মত সঙ্কলন করিয়াছিলেন,† অতএব কবীরপন্থীর বিবরণ জানিতে অনেকেরই কৌতূহল হইতে পারে।

কবীরের জাতি, কুল, জন্ম বিষয়ে নানা বৃত্তান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু তাহার প্রধান প্রধান প্রকরণে সকল বৃত্তান্তেরই ঐক্য আছে। ভক্তমালে লিখিত আছে, এক বালবিধবা ব্রাহ্মণ-কন্যার গর্ভে তাঁহার জন্ম হয়। ব্রাহ্মণ-

---

* বাবা লালের গ্রন্থে এবং সাধ, সৎনামি, শ্রীনারায়ণি ও শূন্যবাদীদিগের গ্রন্থে কবীরের বচন সকল উদ্ধৃত হইয়াছে। শ্রুত হওয়া গিয়াছে, দাদূপন্থীর মতও তদনুযায়ী।

† নানক পুনঃ পুনঃ কবীরের বচন উল্লেখ করিয়াছেন এবং কবীরপন্থীরা কহে, তিনি কবীরের ভূরি ভূরি বচন স্বীয় গ্রন্থে অনুবাদ করিয়াছেন

কন্যার পিতা রামানন্দের শিষ্য ছিলেন। একদিন তিনি ঐ অবীরা কন্যা সমভিব্যাহারে করিয়া গুরু-দর্শনে গমন করিয়াছিলেন, তাহাতে রামানন্দ বৈধব্যদশা বিবেচনা না করিয়া সহসা আশীর্ব্বাদ করিলেন, তুমি পুত্রবতী হও। তাঁহার অব্যর্থ আশীর্ব্বাদ সফল হইল এবং ঐ পতি-বিহীনা যুবতী অপযশ-ভয়ে প্রচ্ছন্নভাবে প্রসূতা হইয়া ভূমিষ্ঠ শিশুকে স্থানান্তরে পরিত্যাগ করিল। এক জন জোলা ও তাহার স্ত্রী দৈবাৎ ঐ শিশুকে প্রাপ্ত হইয়া আত্মসন্তানবৎ লালন-পালন করিতে লাগিল। ভক্তমালে এইরূপ আখ্যান আছে, কিন্তু কবীরপন্থীরা ইহার চরম অংশ ব্যতিরেকে অন্য ভাগ স্বীকার করেন না। তাঁহাদিগের মতে কবীর এক দিবস কাশীর নিকটবর্ত্তী লহরতলাও নামক সরোবরে পদ্ম-পত্রের উপর ভাসিতেছিলেন। তথায় নিমা-নাম্নী একটি জোলা-জাতীয়া স্ত্রীলোক স্বীয় পতি নুরির সঙ্গে বিবাহের নিমন্ত্রণে গিয়াছিল। নিমা ঐ শিশুকে পাইয়া স্বামীর নিকট উপস্থিত করিল। * শিশু তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, 'আমাকে কাশীতে লইয়া চল।' নুরি অচির-প্রসূত বালক-মুখে এইরূপ বাক্য শুনিয়া সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইল এবং কোন উপ-দেবতা মানব-দেহ ধারণ করিয়া আসিয়াছেন, এই নিশ্চয় করিয়া ভয়ে পলায়ন করিল। প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ ধাবিত হইয়াও সম্মুখে সেই বালককে দেখিয়া নিতান্ত ভীত ও চমৎকৃত হইল। তখন ঐ বালকই নুরির ভয় নিবারণ করিয়া তাহাকে নিজ পত্নীর নিকট প্রত্যাগমন করিতে প্রবৃত্তি দিয়া কহিল, 'তোমরা আমাকে প্রতিপালন কর, কিছুমাত্র ভয় ও উদ্বেগের বিষয় নাই।'

কবীর রামানন্দের শিষ্য ছিলেন, এই প্রবাদ তদ্বিষয়ক পরম্পরাগত সমস্ত জনশ্রুতিতেই প্রকাশিত আছে। অন্ত্যজ ও মুসলমানদিগের হিন্দুধর্ম্ম-গ্রহণে অধিকার ছিল না, অথচ কবীর কিরূপে উহাতে অধিকারী হইয়া শ্রীমান্ রামানন্দ স্বামীর শিষ্য হইলেন, তদ্বিষয়ে পৃথক্ পৃথক্ নানা কথা শ্রুত হওয়া যায়। তাঁহার দীক্ষিত হইবার বিষয়ে এইরূপ উপাখ্যান আছে যে তিনি এক দিবস প্রত্যূষে মণিকর্ণিকার ঘাটের এক সোপানে শয়ন করিয়াছিলেন, এমন সময়ে রামানন্দ স্বামী যেমন প্রাতঃস্নানে গমন করিতেছিলেন, আর

* প্রাইস সাহেব হিন্দী ও হিন্দুস্থানী সংগ্রহ (Hindee and Hindustanee Selections) নামে যে পুস্তক প্রকাশ করেন, তাহাতে ভক্তমালের অনেকাংশ সন্নিবেশিত আছে। উহাতে লিখিত আছে, "অলী জুলানে পায়া।" অলী নামে এক জোলা ঐ শিশুকে প্রাপ্ত হয়।

কবীরের শরীরে তাঁহার পদ-স্পর্শ হইল। হইবামাত্র তিনি তটস্থ হইয়া "রাম রাম" বলিয়া উঠিলেন। কবীরের কর্ণ-কুহরে ঐ পবিত্র রাম-নাম প্রবিষ্ট হইবামাত্র তিনি উহা ইষ্টমন্ত্র-স্বরূপ গ্রহণ করিয়া হৃদয়-ভাণ্ডারে স্থাপন করিলেন এবং রামচন্দ্রের নব-দূর্ব্বাদল-শ্যাম-রূপ-ধ্যানে একাগ্র-চিত্ত হইয়া রাম-প্রেমে নিমগ্ন রহিলেন।

রামানন্দ স্বামীর নিকট কবীরের মন্ত্র গ্রহণ করিবার উপাখ্যান যথার্থ কি অযথার্থ, তাহা কি বলা যায়, কিন্তু তিনি রামানন্দের মত-পরিবর্ত্তন-বিষয়ক দৃষ্টান্ত দর্শনে জাত্যভিমানাদি পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশের ধর্ম্ম-পরিবর্ত্তনে সাহসী হইয়াছিলেন এবং তাঁহারা উভয়ে প্রায় সমকালবর্ত্তী ছিলেন, এই দুটি কথা কথঞ্চিৎ সম্ভবপর বলিয়া মনে করিলেও করা যায়। * কবীরপন্থীরা কহেন, কবীর সংবৎ ১২০৫ অবধি ১৫০৫ পর্য্যন্ত তিন বৎসর কাল মর্ত্ত্যলোকে বিরাজমান ছিলেন।

---

* কবীরপন্থীদিগের সম্প্রদায়ক গ্রন্থের মধ্যে এ দুই বিষয়ের অনেক নিদর্শন লক্ষিত হয়।

প্রথম হি রূপ জোলাহা কীন্হা।
চারি বরণ মোহিঁ কাহুঁ ন চীন্হা॥
রামানন্দ গুরু দীক্ষা দেহু।
গুরুপূজা কছু হম সোঁ লেহু॥ রেখ্তা।

প্রথমে আমি জোলা ছিলাম, চারি বর্ণের মধ্যে কেহ আমাকে চিনিত না। গুরু রামানন্দ! তুমি আমাকে উপদেশ দাও, দিয়া আমার নিকট হইতে কিঞ্চিৎ গুরু-পূজা গ্রহণ কর।

জাতি পাঁতি কুল কাপরা যেহু শোভা দিন চারি।
কহে কবীর সুনো হো রামানন্দ যেউ রহে ঝকমারী॥
জাতি হমারী বানী কুল করতা উর মাহি।
কুটম্ব হমারে সন্ত হায় কোই মূরখ সমঝল নাহি॥ রেখ্তা।

জাতি, পাঁতি, কুল, কাপড় এ সমুদায়ের শোভা দুই চারি দিন মাত্র। কবীর কহেন, শুন রামানন্দ! এ কেবল ঝকমারী। আমার বচনই আমার জাতি এবং হৃদয়েশ্বরই আমার কুল এবং সাধুগণ আমার কুটুম্ব; কোন মূর্খেই ইহা বুঝে না।

সংবৎ বারহসয়ে ঔ পাঁচ মেঁা জ্ঞানী কিয়ৌ বিচার।
কাশীমাঁহি প্রগটভয়ৌ শব্দকহৌ টকসার॥
সংবৎ পঁদরহ স যে ঔ পাঁচ মেঁা মগরকিয়ৌ গবন।
অাহন্ সুদি যেকাদসী মিলে পবন সেঁা পবন॥

১২০৫ সংবতে জ্ঞানী কবীর বিচার করিয়া দেখিলেন এবং কাশীতে আবির্ভূত হইয়া টক্‌সার শাস্ত্র প্রকাশ করিলেন। ১৫০৫ সংবতে মগরে গমন করিলে পর অগ্রহায়ণের একাদশীতে পবনে পবন মিলিল।

কিন্তু মনুষ্যের তিন শত বৎসর পরমায়ু হওয়া কদাচ সম্ভব নয়। ঐ উভয় কালের মধ্যে যাহা আধুনিকতর, সেই সময়ে অর্থাৎ ১৫০৫ সংবতে তিনি বিদ্যমান ছিলেন বলিয়া স্বীকার করিতে পারা যায়। এরূপ স্বীকার করিলে নানক শাহের গ্রন্থে যে কবীরের নাম ও তাঁহার বচন আছে, তাহারও সহিত বিরোধ হয় না, কারণ, নানক ১৫৪৬ সংবতে স্বমত-প্রচারের অনুষ্ঠান করেন। আর সেকন্দর শাহের সমক্ষে কবীরের বিচার পূর্ব্বক স্বমত সংস্থাপন করিবার বিষয়ে যে বৃত্তান্ত প্রচলিত আছে, তাহারও সহিত অসঙ্গতি থাকে না, কারণ, সেকন্দর শা ১৫৪৪ বা ৭৫ সংবতে রাজ্যাভিষিক্ত হন। * ফেরিশ্‌তাও লিখিয়াছেন, সেকন্দরের সময়ে ধর্ম্ম-বিষয়ক বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল, বোধ হয়, কবীর বা তাঁহার শিষ্যগণই এ আখ্যানের বিষয় হইতে পারেন। এই সমস্ত ইতিবৃত্ত দর্শনে বোধ হইতেছে,তিনি সংবৎশাকের পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ অংশে ও ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমাংশে সম্প্রদায়প্রবর্ত্তক বলিয়া বিখ্যাত হন। রামানন্দের অব্যবহিত পরেই কবীরের ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তন-বিষয়ক খ্যাতি-বিস্তার হয়, অতএব বলিতে হয়, সংবৎ শাকের পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রামানন্দ স্বামী প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

এরূপ আখ্যান আছে, কবীর প্রথমে জ্ঞানী নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। মুসলমানেরা কহে, তিনি মুসলমান ছিলেন, কিন্তু হিন্দু শাস্ত্রে তাঁহার যরূপ পারদর্শিতা ছিল ও মুসলমানদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে যাদৃশ অনভিজ্ঞতা ছিল, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিলে এ কথা সম্ভব পায় না। জনশ্রুতি আছে, তাঁহার দেহ সংকার-বিষয়ে হিন্দু-মুসলমানে উৎকট বিবাদ হইয়াছিল,

* প্রিয়দাস-কৃত ভক্তমাল-টীকা এবং খোলাসৎ উল তোয়ারিখ ও আবুল-ফজল-কৃত আইন-আকবরী এই সকল গ্রন্থে লিখিত আছে, কবীর সুলতান [illegible]

হিন্দুদিগের ইচ্ছা, তাঁহার শব দাহ করে, মুসলমানদিগের বাঞ্ছা, সমাধি-গর্ত্তে সমর্পণ করে। এইরূপ ঘোরতর বিরোধ হইতেছিল, এমন সময়ে কবীর স্বয়ং বিবাদ-ক্ষেত্রে আবির্ভূত হইয়া "আমার মৃত দেহের আবরণ-বস্ত্র উদ্ঘাটন করিয়া দেখ,' এই কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। তাঁহারা দেখেন, বস্ত্র তলে শব নাই, কেবল পুষ্প-রাশি মাত্র পতিত রহিয়াছে। কাশীর রাজা বীরসিংহ তদর্দ্ধ নিজ রাজধানীতে আনয়ন করিয়া দাহ করিলেন এবং এক্ষণে যে স্থানকে কবীরচৌর বলে, তথায় ঐ দগ্ধ পুষ্পের ভস্মগুলি নিহিত করিয়া রাখিলেন। মুসলমানদলাধিপতি বিজিলিখান পাঠান অপরার্দ্ধ গ্রহণ করিয়া গোরক্ষপুরের নিকট কবীরের মৃত্যু-ভূমি মগর গ্রামে তাহা সংস্থাপন পূর্ব্বক তদুপরি এক সমাধি-স্তম্ভ নির্ম্মাণ করাইলেন। মানসুর আলিখান ঐ বিষয় সমাধানার্থ শেষোক্ত স্থান ও সেই সঙ্গে আর কয়েকখানি গ্রাম একেবারে দান করেন। উল্লিখিত কবীরচৌর ও এই শেষোক্ত সমাধি ক্ষেত্র উভয়ই কবীরপন্থীদিগের তীর্থ-স্থান।

কবীরপন্থীদিগের সকল দেবতা অপেক্ষা বিষ্ণুর প্রতি অধিক শ্রদ্ধা, রামানন্দ স্বামীর নিকট কবীরের মন্ত্র গ্রহণ করিবার প্রবাদ, রামানন্দী ও অপরাপর বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সহিত তাঁহাদিগের সদ্ভাব ও ব্যবহারিক সম্বন্ধ,—এই সম কারণে সকলে কবীরপন্থীদিগকে বৈষ্ণব বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকে। কিন্তু হিন্দু-শাস্ত্রোক্ত কোন দেবতার উপাসনা করা বা হিন্দু-শাস্ত্রীয় ক্রিয়া-কলাপের অনুষ্ঠান করা তাহাদিগের মতে প্রয়োজনীয় নহে। তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা গৃহস্থ, তাঁহারা বাহিবেতে স্ব স্ব জাতীয় ও বর্ণোচিত সর্ব্বপ্রকার আচার-ব্যবহার অবলম্বন করেন, বরং কেহ কেহ স্বকীয় ধর্ম্ম অতিক্রম করিয়া, যে সকল দেবতার উপাসনা সচরাচর প্রচলিত আছে, তাঁহাদিগেরও অর্চ্চনা করিয়া থাকেন কিন্তু যাঁহারা সংসার-শৃঙ্খল হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা সমস্ত লৌকিক ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া কেবল নয়নাতীত কবীরদেবেরই ভজনা করেন তাঁহাদের মন্ত্র গ্রহণ ও নির্দ্দিষ্ট অভিবাদন-রীতি প্রচলিত নাই, ধর্ম্মসঙ্গীত তাঁহাদিগের প্রধান উপাসনা। তাঁহাদিগের পরিধেয় বস্ত্রের কিছু বিশেষ নাই কেহ কেহ উলঙ্গপ্রায় হইয়াই ভ্রমণ করেন। কিন্তু শীলতা ও সম্ভ্রম-রক্ষার নিমিত্ত বস্ত্র-পরিধানের প্রয়োজন হইলে তাহাতে আপত্তি করেন না মহন্তেরা মস্তকে টুপী ধারণ করেন। কবীরপন্থীরা অন্য অন্য বৈষ্ণবদিগের ন্যায়

রেখা অঙ্কিত করিয়া থাকেন, কিন্তু ইহা তাঁহাদিগের নিত্যকৃত্য বলিয়া পরিগণিত নহে। কণ্ঠে তুলসী মালা ও হস্তে তুলসীময় জপমালাও ধারণ করেন, কিন্তু তাঁহাদিগের মতে এ সমস্ত বাহ্য আড়ম্বরে কোন ফলোদয় নাই, অন্তঃশুদ্ধিই একান্ত কর্ত্তব্য ও নিতান্ত আবশ্যক।

বিদ্বেষীদিগের সহিত বিরোধ-ঘটনার আশঙ্কায় কবীর স্থলবিশেষে লোকাচাররক্ষার্থও কিছু কিছু অনুরোধ করিয়াছেন।

সবসে হিলিয়ে সবসে মিলিয়ে সবকা লিলিয়ে নাউ।
হাঁজী হাঁজী সবসে কিজিয়ে বসে আপনা গাঁউ॥ শাখী।

সকলের সহিত সহবাসী ও সম্মিলিত হইবে, সকলের নাম গ্রহণ করিবে; হাঁজী হাঁজী সকলকেই কহিবে, কিন্তু আপন স্থানে অবস্থান করিবে। *

এ সম্প্রদায়ের প্রামাণিক গ্রন্থ সমুদায় কবীরের শিষ্যদিগের ও তাঁহার উত্তরকালবর্ত্তী গুরুদিগের রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। ঐ সকল পুস্তক বিবিধপ্রকার হিন্দী ভাষাতে প্রশ্নোত্তরস্বরূপে লিখিত এবং প্রায়ই কবীরের বা তাঁহার শিষ্যদিগের উক্তিস্বরূপে দোহা, চৌপাই, সামাই প্রভৃতি প্রসিদ্ধ হিন্দীচ্ছন্দে রচিত। উহাদের মধ্যে মধ্যে 'কহাহি কবীর' অথবা 'দাস কবীর' বলিয়া ভণিতা পাওয়া যায়। কবীর-সম্প্রদায়ের খাস গ্রন্থের যেরূপ বিবরণ দেওয়া যাইতেছে, তাহা পাঠ করিলে কবীরপন্থীদিগের সাম্প্রদায়িক গ্রন্থের সংখ্যা ও পরিমাণ কিছু কিছু অনুভূত হইতে পারে।

১ সুখ-নিধান।

২ গোরখ্‌নাথকি গোষ্ঠী। এই গ্রন্থ গোরক্ষনাথের সহিত বিচার-বিষয়ক।

৩ কবীর পাঞ্জি।

৪ বালখ্‌ কি রমৈনী।

* কবীরপন্থীরা এই বচনোক্ত 'নাম গ্রহণ' বাক্যের এইরূপ ব্যাখ্যা করেন। যথা,—অন্য লোকে তাঁহাদিগকে 'বন্দগী,' 'দণ্ডবৎ,' 'রাম রাম,' বা অপর যে কোন শব্দ বলিয়া অভিবাদন করিবে, তাঁহারাও উঁহাদিগকে সেই সেই শব্দ প্রয়োগ করিয়া প্রত্যভিবাদন করিবেন। তাঁহাদের মধ্যে নিকৃষ্ট-পদস্থ ব্যক্তিরা প্রধান-পদস্থ ব্যক্তিদিগকে সচরাচর 'বন্দগী সাহেব' বলিয়া অভিবাদন করেন, এবং প্রধানেরা '[illegible] দয়া' বলিয়া প্রত্যভিবাদন করেন।

৫ রামানন্দকি গোষ্ঠী। ইহা রামানন্দের সহিত কবীরের বিচার-বিষয়ক গ্রন্থ। *

৬ আনন্দরাম সাগর।

৭ শব্দাবলী। ইহাতে এক সহস্র শব্দ আছে। †

৮ মঙ্গল। ইহাতে এক শত ক্ষুদ্র কাব্য আছে।

৯ বসন্ত। ইহাতে বসন্ত রাগের এক শত ধর্ম্ম-সঙ্গীত আছে।

১০ হোলি। ইহাতে দুই শত হোলি গান আছে।

১১ রেখ্‌তা। ইহাতে এক শত গীত আছে।

১২ ঝুলন। ইহাতে প্রকারান্তর প্রবন্ধে পঞ্চশত গীত আছে।

১৩ কহার। ইহাতে প্রকারান্তর পঞ্চশত গীত আছে।

১৪ হিন্দোল। ইহাতে প্রকারান্তর দ্বাদশ গান আছে। এই সকল গান ধর্ম্ম অথবা নীতি-বিষয়ক।

১৫ দ্বাদশ মাস। অর্থাৎ কবীরের মতানুসারে দ্বাদশ মাসের দ্বাদশ গান।

১৬ চঞ্চর।

১৭ চৌতীশ। অর্থাৎ চৌত্রিশ নাগরী অক্ষরের ব্যাখ্যা।

১৮ আলিফনামা। অর্থাৎ পারসীক অক্ষরের ব্যাখ্যা।

১৯ রমৈনী। অর্থাৎ বিচার-বিষয়ক অথবা মত-প্রতিপাদক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থ।

২০ বীজক। এই গ্রন্থ ছয় শত চুয়ান্ন অধ্যায়ে বিভক্ত।

২১ শাখী। ইহা পঞ্চ-সহস্র-শ্লোকময়। উহার এক একটি শ্লোক এক একটি শাখী।

এই সকল ব্যতিরেকে আগম ও বাণী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে আর কতক গুলি কবিতা আছে। অতএব কবীরের মতে সম্যক্ পারদর্শী হইতে হইলে উল্লিখিত গ্রন্থ-রাশি অধ্যয়ন করিতে হয়। কিন্তু কবীরপন্থীদিগের মধ্যে সুবিখ্যাত পণ্ডিতেরাও তাহার সমুদয় অধ্যয়ন করেন না। তাঁহারা কেবল কতিপয় শাখী, শব্দ ও রেখ্‌তা এবং বীজকের অধিকাংশ শিক্ষা করেন এবং বি-

---

* কবীরের সময়ে মহম্মদের জীবিত থাকা সম্পূর্ণ অসম্ভব হইলেও মহম্মদ কি গোষ্ঠী নামে অপর এক গ্রন্থ বিদ্যমান আছে।

উপস্থিত হইলে সেই সকল গ্রন্থেরই প্রমাণ দিয়া থাকেন। গোষ্ঠী সমস্ত ইঁহা-দিগের প্রধান গ্রন্থ, কিন্তু সমধিক পারদর্শী না হইলে, ঐ সমুদায় অধ্যয়ন করি-বার অধিকার জন্মে না এবং যে সুখ নিধান অন্য অন্য গ্রন্থের কুঞ্চিকাস্বরূপ এবং বোধ-সুলভ ও সুপ্রসন্ন শব্দে লিখিত, তাহাও পঠদ্দশার চরমাবস্থা উপস্থিত না হইলে শিক্ষা করিবার ব্যবস্থা নাই।

পূর্ব্বোক্ত বীজক কবীরপন্থীদিগের এক প্রামাণিক গ্রন্থ। দুই বীজক আছে। ঐ দুয়ের বিশেষ বিভিন্নতা নাই, কেবল স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ন্যূনাধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়। কবীরপন্থীরা কহেন, ঐ উভয়ের মধ্যে যে গ্রন্থ বৃহত্তর, তাহাই স্বয়ং কবীর কাশীর রাজাকে কহিয়াছিলেন। আর ভগ-দাস নামে কবীরের এক শিষ্য ছিলেন, তিনিই অন্য বীজক সংগ্রহ করেন। এই শেষোক্ত গ্রন্থই বহুলরূপে প্রচলিত আছে; ইহাতে কবীরের স্বমত-প্রতি-পাদক বাক্য অপেক্ষা আর আর মতের নিন্দাবাদই অধিক। তাঁহার স্বীয় মতের বিষয়েও যৎকিঞ্চিৎ যাহা লিখিত আছে, তাহাও এরূপ অস্পষ্ট ও উৎকট শব্দে লিখিত যে, তাহার অর্থ নিষ্পন্ন করা অতিশয় দুষ্কর। ইঁহাদের সাম্প্রদায়িক গ্রন্থের যেরূপ নিগূঢ় ভাব ও তাহার রচনা যেরূপ অস্পষ্ট ও অবিশদ, তাহা এই পশ্চাল্লিখিত কতিপয় বচনের বাঙ্গালা অনুবাদ পাঠ করিলে কতক অনুভূত হইতে পারে।

প্রথম রমৈণী—অন্তর *, জ্যোতি †, শব্দ ‡ এবং এক স্ত্রী § হইতে ব্রহ্মা, হরি ও ত্রিপুরারির জন্ম হইয়াছে। তাঁহারা শিব-ভবানীর অনেক প্রতি-মূর্ত্তি স্থাপনা করিয়াছেন, কিন্তু আপনাদের আদ্যন্ত কিছুই জ্ঞাত নহেন। তাঁহাদিগের এক নিবাসবাটী প্রস্তুত হইয়াছে। হরি, ব্রহ্মা ও শিব এ তিন জন প্রধান মানুষ, তাঁহাদিগের প্রত্যেকের এক এক গ্রাম আছে। তাঁহারা ব্রহ্মার অণ্ড ও খণ্ড সকল নির্ম্মাণ করিয়াছেন এবং ষড়্দর্শন ও ৮৬ প্রকার পাষণ্ড সৃষ্টি করিয়াছেন। গর্ভে থাকিয়া কেহ বেদাধ্যয়ন করে নাই এবং মুসলমান হইয়াও কেহ ভূমিষ্ঠ হয় নাই। ঐ রমণী গর্ভ-ভার হইতে মুক্ত হইয়া বিবিধ শোভায় স্বীয় শরীর শোভিত করিয়াছিলেন। এক বংশে আমার ** ও তোমাদিগের †† জন্ম হইয়াছে এবং এক প্রাণ আমাদিগের উভয়

---

* কারণ-স্বরূপ, স্বয়ম্ভু, ঈশ্বর।　　† ঈশ্বরের জ্যোতীরূপ।

‡ যে আদিম শব্দ দ্বারা তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ হয়।

§ [illegible]।　　** মায়া।　　†† ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব।

শব্দকে সজীব রাখিয়াছে। এক জননী হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। যে জ্ঞানে আমাদিগকে পৃথক্ করিয়াছে, সে কিরূপ জ্ঞান? এই এক মূল হইতে যে কত প্রকার জীবপ্রবাহ হইয়াছে, তাহা কেহ জানে না; এক রসনায় কি প্রকারে তাহার বিস্তার করিতে পারে? দশ লক্ষ জিহ্বা থাকিলেও মুখে তাহা ব্যক্ত করা যায় না। কবীর কহিয়াছেন, আমি মনুষ্যের হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া চীৎকার করিয়াছি, কেন না, রাম-নাম না জানিয়া বিশ্ব-সংসার মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়াছে।

ষষ্ঠ রমৈণী—(মায়া নিজের ও আদিপুরুষের বৃত্তান্ত কহিতেছেন) তাঁহার বর্ণ কি? রূপ কি? এবং অবয়বই বা কি প্রকার? আর কোন্ ব্যক্তি তাঁহাকে দর্শন করিয়াছে? ওঁকার তাঁহার আদি দৃষ্টি করে নাই, অতএব আমি কিরূপে তাঁহার বিষয় জ্ঞাপন করিতে পারি? তুমি কি কহিতে পার, কোন্ মূল হইতে তাঁহার উদ্ভব হইয়াছে? তিনি তারা নহেন, চন্দ্র নহেন, সূর্য্য নহেন, আমি তাঁহার কি নাম দিব, কি বর্ণনাই বা করিব? তাঁহার নিকট দিবা নাই, রাত্রি নাই, জাতি নাই, পরিবার নাই। তিনি গগন-শিখরে বাস করেন। একদা তাঁহার স্বরূপের স্ফুলিঙ্গমাত্র আবির্ভূত হইয়াছিল, আমি তাহার ভার্য্যা হইয়াছিলাম অর্থাৎ সেই অনন্ত-প্রয়োজন পুরুষের পত্নী হইয়াছিলাম।

ষট্‌পঞ্চাশত্তম শব্দ—আমরা আলি ও রাম উভয়ের সন্তান; অতএব তাঁহাদিগের ন্যায় আমাদিগের সকল জীবে দয়া করা উচিত। তুমি জীবের রক্ত পবিত্র বল, আপনিই প্রাণিহনন করিয়া রক্তপাত কর। তুমি যে সকল ধর্ম্মের গর্ব্ব কর, তাহার অনুষ্ঠান কদাপি কর না; ইহাতে মস্তকমুণ্ডন, সাষ্টাঙ্গ প্রণাম, নদীতে অবগাহন করিলে কি ফলোদয় হইবে? যখন মন্ত্র-পাঠকালে বা মক্কা ও মদিনা-তীর্থ-ভ্রমণকালে তোমার অন্তঃকরণ প্রবঞ্চনার আলোচনাতে অনুরক্ত থাকে, তখন মুখ-প্রক্ষালন এবং স্নান, জপ ও দেব-বিগ্রহ-প্রণামে কি উপকার হইবে? হিন্দুরা একাদশী করে, মুসলমানেরা রম্‌জানের উপবাস করে। আর আর মাস ও দিনের সৃষ্টি কি অন্য কেহ করিয়াছে যে, তুমি একের পুণ্যত্ব স্বীকার করিয়া আর সকল অগ্রাহ্য কর? যদি বিশ্বকর্ত্তা কেবল মন্দিরের মধ্যে অবস্থিতি করেন, তবে বিশ্ব-সংসার কাহার নিকেতন? রামকে প্রতিমার মধ্যে স্থিতি করিতে কে দেখিয়াছে এবং কোন তীর্থ-

পুরী, পশ্চিমে আলির পুরী; কিন্তু আপনার হৃদয়-পুরী অনুসন্ধান কর, রাম ও করীম উভয়ই তথায় বিদ্যমান আছেন। যাহারা তিব * ও বেদের মর্ম্ম না জানে, তাহারাই তাহা মিথ্যা বলে। সকল বস্তুতে এক পদার্থ দৃষ্টি কর, দ্বৈধভাবই ভ্রমের মূল। পৃথিবীতে যত নর-নারী জন্মিয়াছে, কাহারও স্বভাব তোমা হইতে ভিন্ন নহে। এই বিশ্ব যাঁহার সংসার এবং আলি ও রামের সন্তানেরা যাঁহার সন্তান, তিনিই আমার গুরু, তিনিই আমার পীর।

ঊনসপ্ততিতম শব্দ—এ নগরের ১ কোতোয়াল ২ কে?। অনাবৃত মাংস ৩ আছে, গৃধ্র ৪ তাহা রক্ষা করে। ছিল মূষিক ৫, হৈল নৌকা ৬, বিড়াল ৭ তাহার কর্ণধার। ভেক ৮ শয়নে নিদ্রা যায়, সর্প ৯ তাহাকে রক্ষা করে। বৃষের ১০ সন্তান হয়, কিন্তু গাভী ১১ বন্ধ্যা থাকে। যে এক বৎস ১২ আছে, দিনে তিনবার দুগ্ধ দেয়। শৃগালে ১৩ গণ্ডার ১৪ মারে, কবীরের ১৫ স্থান ১৬ জ্ঞাত কেবা?

যে কয়েকটি শব্দ ও রমৈণী এ স্থলে অনুবাদিত হইল, তাহা কবীর-সম্প্রদায়ী গ্রন্থ সমুদায়ের রচনা-প্রণালীর উদাহরণ মাত্র। এতদ্দ্বারা কবীরের মত সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় না। লিখিত-পূর্ব্ব সুখ-নিধান গ্রন্থ হইতে কবীরের মত এক প্রকার জ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে। কবীরপন্থীদিগের এই-

---

* মুসলমানদিগের শাস্ত্র বিশেষ। ১ শরীর। ২ মনুষ্য।
৩ বেদ অথবা ঈশ্বর-স্বরূপ-প্রতিপাদক শাস্ত্রান্তর।
৪ পণ্ডিত অর্থাৎ ধর্ম্মোপদেশক মনুষ্য। ৫ মনুষ্য বা বুদ্ধি।
৬ মায়ার বাহন। ৭ মায়া। ৮ সিদ্ধ পুরুষ।
৯ পরমেশ্বর। ১০ বিষ্ণু। ১১ মায়া বা দেবী।
১২ পরমেশ্বর। ১৩ বুদ্ধি অথবা স্বীয় মতের অভিমান।
১৪ উপাসক।
১৫ ঈশ্বর, মনুষ্যের ও জগতের সহিত তাঁহার অভেদ।
১৬ ঈশ্বর-স্বরূপ।

কবীরপন্থীরা এই সকল সাঙ্কেতিক শব্দের যেরূপ তাৎপর্য্য প্রতিপন্ন করেন, তাহা লেখা গেল। এই সম্প্রদায়ী গুরুরা কেহ কেহ এই সমস্ত অস্পষ্ট রচনার তাৎপর্য্যার্থ-ঘটিত এক একখানি পুস্তক রাখেন;

রূপ সংস্কার আছে, কবীর আপনার প্রধান শিষ্য ধর্ম্মদাসকে এই গ্রন্থ কহেন এবং কবীরের প্রথম শিষ্য শ্রুতগোপাল তাহা সঙ্কলিত ও লিপিবদ্ধ করেন।

উপাসনা-বিষয়ে অন্য অন্য হিন্দুসম্প্রদায়ের সহিত কবীরপন্থীদিগের কিছু-মাত্র সংস্রব নাই বটে, কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম হইতে যে তাঁহাদিগের ধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহার প্রচুর নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাঁহাদিগের এবং পৌরাণিক বৈষ্ণবদিগের মত ফলিতার্থতঃ প্রায় এক প্রকার। তাঁহারা বিশ্ব-স্রষ্টা একমাত্র পরমেশ্বরের সত্তা স্বীকার করেন এবং তাঁহাকে সাকার ও সগুণ বলিয়া বর্ণন করেন। তাঁহার পাঞ্চভৌতিক * শরীর ও ত্রিগুণাশ্রিত † অন্তঃকরণ আছে। তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ ও অনির্ব্বচনীয় পরিশুদ্ধস্বরূপ, মনুষ্য-গত সমস্ত দোষবিবর্জ্জিত। তিনি স্বেচ্ছানুসারে সর্ব্বপ্রকার আকার ধারণ করিতে পারেন। কিন্তু আর আর সকল বিষয়ে মনুষ্যের সহিত তাঁহার বিশেষ বিভিন্নতা নাই। কবীরপন্থীরা কহেন, তৎ-সম্প্রদায়ী সাধ অর্থাৎ সাধু ইহলোকে তাঁহার অনুরূপ এবং পরলোকে তাঁহার সমান ও সহবাসী হইয়া পরম সুখসম্ভোগ করেন। তিনি আদ্যন্ত শূন্য নিত্য স্বরূপ। যেমন বৃক্ষের শাখাপল্লবাদি অংশ সকল বীজের অন্তর্গত থাকে এবং শরীরের রক্ত মাংস অস্থি-চর্ম্মাদি অংশ সকল শুক্র-ধাতুর অভ্যন্তরে অবস্থিতি করে, সেইরূপ জগতের সকল বস্তু ব্যক্ত হইবার পূর্ব্বে অব্যক্তরূপে ঐশিক শরীরের অন্তর্ভূত থাকে। অন্য অন্য অনেক সম্প্রদায়ীরা কবীরের মত অবলম্বন করিয়াছেন; তাঁহারা এই সমস্ত বাক্যের যথাশ্রুত অর্থ গ্রহণ করিয়া পদার্থান্তরের সত্তা অস্বীকার করেন। কিন্তু কবীরপন্থীরা এইমাত্র কহেন, আদৌ সংসারের সমস্ত বস্তু কতিপয় সামান্য ভূতের অন্তর্ভূত ছিল, পরে তাহা হইতে ক্রমশঃ ক্রমশঃ ব্যক্ত হইয়াছে। পরমপুরুষ পরমেশ্বর প্রলয়ান্তে দ্বিসপ্ততি যুগ পর্য্যন্ত একাকী থাকিয়া পুনর্ব্বার সংসার-সৃষ্টির ইচ্ছা করিলেন। সেই মহতী ইচ্ছা পরিণামে এক স্ত্রী-রূপ হইল, ঐ স্ত্রীর নাম মায়া। মায়া হইতে মানবজাতির যাবৎ ভ্রম উৎপন্ন হইয়াছে। তিনিই প্রকৃতি, শক্তি বা আদিভবানী। পরম পুরুষ তাঁহার সহিত সম্ভোগ করিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও

* ক্ষিতি, জল, বায়ু, তেজ ও আকাশ এই পাঁচটি ভূত।

† সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি গুণ।

মহেশ্বরকে উৎপাদন করেন; করিয়া আপনি অন্তর্হিত হন; হইলে, মায়াদেবী ক্রমশঃ স্বকীয় পুত্রদিগের সমীপবর্ত্তিনী হইতে থাকেন এবং তাঁহাদিগের কর্ত্তৃক নিজ পরিচয়-বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইয়া কহেন, "আমি নিরাকার, নয়নাতীত ও সর্ব্বাদিম মহাপুরুষের পত্নী।" ইহা বলিয়া তিনি বেদান্ত-মতানুরূপ পরম পুরুষের বর্ণনা করেন এবং কহেন, "আমি এক্ষণে স্বতন্ত্রা হইয়াছি, তোমাদিগের যাদৃশ স্বভাব, আমারও তাদৃশ, অতএব আমি তোমাদিগের সুযোগ্য সহচারিণী।" ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর সন্দিগ্ধ-চিত্ত হইয়া তাঁহার বাক্য সহসা স্বীকার করেন না। বিশেষতঃ বিষ্ণু মায়াদেবীকে কতিপয় কঠিন প্রশ্ন করিয়া তাঁহার কোপানল প্রজ্বালিত করেন, কিন্তু তদ্দারা কবীরপন্থীদিগের বিশেষরূপ শ্রদ্ধাস্পদ হন। মায়া তখন ক্রোধ-ভরে মহামায়া দুর্গারূপে আবির্ভূতা হইয়া নিজ পুত্রদিগকে ভয় প্রদর্শন করেন এবং তাঁহারাও স্ব স্ব ভীরুস্বভাব প্রযুক্ত আত্ম-বিস্মৃত হইয়া, মায়ার মতে সম্মতি দিয়া তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। তাহাতে তাঁহার তিন কন্যা জন্মে;—সরস্বতী, লক্ষ্মী ও উমা। তিনি ব্রহ্মাদি তনয়দিগের সহিত ঐ তনয়াদিগের বিবাহ দিয়া জ্বালামুখী-প্রদেশে অবস্থিতি করেন এবং তাঁহাদিগের ছয় জনের উপর বিশ্ব-সৃজন ও স্বোপদিষ্ট বিবিধ প্রকার ভ্রমাত্মক জ্ঞান ও ভ্রান্তি-মূলক ক্রিয়ানুষ্ঠান প্রচার করিবার ভারার্পণ করেন।

কবীরপন্থীরা আপনাদিগের গ্রন্থে মায়ার অসত্য স্বভাব ও দোষাশ্রিত আচরণের কথা পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করেন এবং ব্রহ্মাদি দেবতাদিগকে মায়ার বশতাপন্ন বলিয়া তাঁহাদিগের পূজা করিতে অস্বীকার করেন। এই সম্প্রদায়ীরা কহেন, কবীরদেবের স্বরূপ-জ্ঞান লাভ করাই সকল ধর্ম্মের মূল তাৎপর্য্য, কিন্তু এই তাৎপর্য্য সত্ত্বেও ঐ সকল দেবতা ও তদীয় উপাসকেরা এবং মুসলমানসম্প্রদায়ীরা কেহই সে দুর্ল্লভ জ্ঞান প্রাপ্ত হয় নাই।

সকল জীবেরই জীবাত্মা সমান; পাতকাদি দোষ-স্পর্শ হইতে মুক্ত হইলে, স্বেচ্ছানুরূপ দেহ ধারণ করিতে পারে। জীবাত্মা যে পর্য্যন্ত না জানিতে পারেন, কোথা হইতে তাঁহার উৎপত্তি হইয়াছে, সে পর্য্যন্ত নানা যোনি ভ্রমণ করেন। যৎকালে নক্ষত্র-পতন অর্থাৎ উল্কা-পাত হয়, তৎকালে তিনি কোন গ্রহ-শরীর আশ্রয় করেন। স্বর্গ-নরক মায়ার কার্য্য, অতএব

বহেষ্‌ত বলে, তাহা বস্তুতঃ এই পৃথিবীরই সুখ এবং নরক ও জাহান্নম পৃথিবীরই দুঃখ।

কবীরপন্থীদিগের নীতিশাস্ত্র অতি সংক্ষিপ্ত, কিন্তু অকপটে তদনুযায়ী অনুষ্ঠান করিলে সংসারের হিত-বৃদ্ধিরই সম্ভাবনা। তাঁহারা কহেন, ঈশ্বর জীবন দিয়াছেন, অতএব সে জীবনের অনিষ্ট করা জীবদিগের উচিত নহে। অতএব দয়া এক প্রধান ধর্ম্ম, সুতরাং সজীব শরীরের রক্ত-পাত করা ঘোরতর কুকর্ম্ম। সত্যানুষ্ঠান আর একটি প্রধান ধর্ম্ম-নীতি, কারণ, মূলীভূত মিথ্যা হইতে ঈশ্বর-স্বরূপের অজ্ঞান ও সাংসারিক যাবৎ দুঃখ উৎপন্ন হইয়াছে। সংসার পরিত্যাগ করা সুবিহিত বটে, কারণ, গাহ স্থ্য আশ্রমে আশা, ভয়, কামনাদি দ্বারা চিত্ত-শুদ্ধি ও শান্তিলাভের ব্যাঘাত জন্মে এবং নর ও ঈশ্বর-বিষয়ক আবহমান চিন্তা-প্রবাহের প্রতিবন্ধক ঘটে। অন্য অন্য সমস্ত হিন্দু উপাসকদিগের ন্যায় কায়মনোবাক্যে গুরু-ভক্তি করা ইহাদিগেরও প্রধান ধর্ম্ম। * ইহাঁরা তন্ন-তন্নরূপে গুরুর মতামত ও গুণাগুণ বিচার না করিয়া তাঁহাকে গুরু বলিয়া গ্রহণ করেন না। শিষ্যের দোষ হইলে গুরু তাঁহাকে ভর্ৎসনাদি করিতে পারেন, কিন্তু শারীরিক দণ্ড দিবার অধিকার নাই। শিষ্য যদি ইহাতেও কুপ্রবৃত্তি হইতে নিবৃত্ত না হন, তাহা হইলে গুরু তাঁহার প্রণাম গ্রহণ করেন না। তাহাতেও প্রতীকার না হইলে তাঁহাকে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। কবীর জপ, পূজা ও জাতিভেদাদির † বিস্তর নিন্দা করিয়াছেন এবং সংসারের দুঃখময় স্বরূপ ‡ সবিশেষ বর্ণন করিয়া ভগবৎ-প্রেমে চিত্তার্পণ করিতে বারংবার উপদেশ দিয়াছেন।

---

* নাভাজি কহিয়াছেন,—

ভক্তি ভক্ত ভগবন্ত গুরু চতুর্নাম বপু এক।

ভক্তি, ভক্ত, ভগবান্ ও গুরু এই চারিটি নাম মাত্র, কিন্তু এক পদার্থ।

† মাইকি গলেমে সুত নাহি পুত কহাবে পাঁড়ে।
বিবি ফাতিমা কি সুন্নত নাহি কাজি বাহ্মন্ দোনো ভাঁড়ে॥

‡ চল্‌তি চক্কি দেখ্‌কর দিয়া কবীরা রো:
দুপাটন্‌কে বিচ আ সাবৎ গয়া না কো॥

এক যোড় ঘরট্ট ঘুরিতে দেখিয়া, কবীর ক্রন্দন করিয়া কহিলেন, আহা! উভয় পট্টের অন্তর্গত হইয়া কেহ আর অখণ্ডিত বিনির্গত হইল না। অর্থাৎ দ্যুলোক ও ভূলোকের মধ্যস্থলে আসিয়া কেহ আর নির্ব্বিঘ্নে গেল না।

মন্‌কা ফেরৎ জনম গয়ো গয়ো ন মন্‌কা ফের।
করকা মন্‌কা ছোড় কর মন্‌কা মন্‌কা ফের॥

জপমালার গুটিকা ঘূর্ণন করিতে করিতে জীবন গত হইল, কিন্তু হৃদয়ের ঘোর বিগত হইল না। অতএব হাতের গুটিকা পরিত্যাগ করিয়া মনের গুটিকা বিঘূর্ণন কর।

গঙ্গা ফেরা হরদ্বারকা গুদ্ধড়ি লিয়া মন চাবকা ভট্‌কা ফেরা তৌ ক্যা হুবা জিন এক্ষ মে সের না দিয়া। কাবা গয়া হাজি হুয়া মনকা কপট মিটা নাহি মনকা কপট টুটা নাহি কাবা গয়া তৌ ক্যা হুবা হাজি হুয়া তৌ ক্যা হুবা জিন এক্ষ মে সের না দিয়া। বোস্তাঁ গোলেস্তাঁ পঢ় গয়া মৎলব না সমঝা শেখকা আলিম হুবা তৌ ক্যা হুবা কাজেল হুবা তৌ ক্যা হুবা জিন্ এক্ষ মে সের না দিয়া॥

যে জন হরিদ্বার-বাহিনী জাহ্নবী-জল পর্য্যন্ত পর্য্যটন করিয়াছে, দুই চারি মণ কন্থা-ভার বহন করিয়াছে এবং বিভ্রান্ত হইয়া নানা তীর্থ পরিভ্রমণ করিয়াছে, কিন্তু ভগবৎ-প্রেমে শির সমর্পণ করে নাই, তাহাতে তাহার কি হইল? যে জন কাবায় গিয়াছে, হাজি হইয়াছে, অথচ যাহার মনের কপটতা ক্ষীণ হয় নাই, মনের কপটতা দূরীভূত হয় নাই ও ভগবৎ-প্রেমে শির সমর্পিত হয় নাই, তাহার কাবা গমনেই বা কি হইল এবং হাজি-পদে অধিরোহণেই বা

বামহন চামন মুরখ ভয়ে শূদ্র পঢ়ে গীতা।
ঠগ ঠগর বন্দ আচ্ছা খাবে দুঃখ পাবে পণ্ডিতা॥
সাঁচাকো মারে লাঠা ঝুটা জগৎ পিতায়।
গোরস গলি গলি ফেরে সুরা বৈঠ বেকায়॥
সতীকো না মেলে ধোতি গণ্ডান পহরে খাসা।
কহে কবীরা দেখ ভাই দুনিয়াকা তামাসা॥

ব্রাহ্মণ মূর্খ হয়, অথচ শূদ্রে গীতা পাঠ করে। শঠ ও প্রতারকেরা উৎকৃষ্ট অন্ন ভক্ষণ করে, অথচ পণ্ডিতেরা কেবল কষ্ট পায়। লোকে ন্যায়কে দণ্ডাঘাত করে, অথচ অন্যায়কে পিতৃবৎ শ্রদ্ধা করিয়া থাকে। পথে পথে পর্য্যটন করিয়া গোদুগ্ধ বিক্রয় করিতে হয়, অথচ সুরা এক স্থানে অবস্থিত থাকিয়াই বিক্রীত হইয়া যায়। পতিব্রতা সতী স্ত্রীর একখানি ধুতী মিলে না, অথচ দুশ্চারিণী কামিনীরা প্রকৃষ্ট পরিচ্ছদ পরিধান করে। অতএব কবীর কহেন, ভাই! জগতের কেমন কৌতুক, দেখ।

কি হইল? যে জন বোস্তাঁ গোলেস্তাঁ সমগ্র অধ্যয়ন করিয়াছে, কিন্তু সেখ সাদির তাৎপর্য্যার্থ গ্রহণ করিতে পারে নাই ও ভগবৎ-প্রেমে শির সমর্পণ করে নাই, তাহার পণ্ডিত ও পারদর্শী হওয়াতেই বা কি হইল?

পীতম্ কি বাতেঁ লাগি মোহে নেকি। কোটি যতন্‌সে কোই সম্‌ঝাবে সব কি লাগি মোহে ফীকি॥ জলকে মীনা পলঙ্গ পর রাখো লে অমৃত রস সিঁচি। তড়প্ তড়প্ তন ত্যজৎ ছুনকমে সুদ্ধ নারহে ওয়াজীকি॥ হীরাকে পরখা জৌহার জানে চোট সহে ঘনকি। স্বাতীকে স্বাদা পাপিহা জানে যাকো চোট বিরহন্‌কি॥ কহে কবীর যাঁহা ভাব বসৎ হ্যায় সুদ্ধ রহে হর জানকি॥

প্রিয়তমের কথাই আমার ভাল লাগে। যদি কেহ অশেষরূপে আমাকে প্রবোধ দেয়, কিছুতেই মন বুঝে না। জলের মৎস্যকে যদি পর্য্যঙ্কের উপর রাখিয়া অমৃতরস সেচন করিয়া দাও, তথাচ সে ক্ষণেকমধ্যে ছট্‌ফট্ করিয়া তনুত্যাগ করে, আর সংজ্ঞা থাকে না। মণিখনকেরাই হীরকের গুণ জানে এবং এই নিমিত্তই মুদ্গর-প্রহার সহ্য করিয়া থাকে। পাপীয়া পক্ষীই স্বাতী-নক্ষত্রের জলের স্বাদগ্রহ অবগত আছে, সুতরাং তাহাকেই তন্নিবন্ধন বিরহ-যন্ত্রণা ঘটিয়া থাকে। কবীর কহেন, যাহার হৃদয়ে ভাবের আবির্ভাব হইয়াছে, সে জন সকল জনেরই ভাব গ্রহণ করিয়া থাকে।

সাকার বস্তুর উপাসনা বিধি-বদ্ধ না থাকাতে যদিও কবীরের মত ভারতবর্ষের কোন অংশে সাধারণরূপে প্রচলিত না হউক, তথাচ ইহার বহুল প্রচার হইয়াছে এবং ইহা হইতে তাদৃশ অন্য অন্য সম্প্রদায় উৎপন্ন হইয়াছে। কবীরপন্থীরা নানা ভাগে বিভক্ত। এক্ষণে তাহাদিগের ন্যূনসংখ্য দ্বাদশ শাখা দৃষ্টি করা যায়। ঐ দ্বাদশ-শাখা-প্রবর্ত্তকদিগের নাম উল্লেখ করা যাইতেছে। যথা—

১—শ্রুতগোপাল দাস। ইনি সুখ-নিধান রচনা করেন। ইঁহার পরম্পরাগত শিষ্যেরা বারাণসীর চৌর, মগরের সমাধি এবং জগন্নাথ ও দ্বারকার আখ্‌ড়া এই কয়েক স্থানের উপর অধ্যক্ষতা করেন।

২—ভগোদাস। ইনি বীজক রচনা করেন। ইঁহার পরম্পরাগত শিষ্যেরা ধনৌতি নামক স্থানে অবস্থিতি করেন।

৩—নারায়ণ দাস এবং

৪—চরামণ দাস। ইঁহারা উভয়ে ধর্ম্মদাস নামক এক বণিকের পুত্র।

তিনি প্রথমে রামানুজ-সম্প্রদায়-ভুক্ত ছিলেন, পরে কবীরের মত ও পদ্ধতি অবলম্বন করেন। তিনি ঝব্বলপুরের নিকট বন্ধোনামক স্থানে অবস্থান করিতেন এবং বহু কাল পর্য্যন্ত তদ্বংশীয় মহন্তদিগের মঠ সেই স্থানেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাঁহার' গৃহস্থ ছিলেন, এ প্রযুক্ত তাঁহাদিগের নাম বংশ-গুরু ছিল। নারায়ণের বংশ একবারে লোপ পাইয়াছে এবং চূরামণের বংশোদ্ভব মহন্ত বিশেষ উপপত্নী পুত্র বলিয়া ঐ বংশ সমাজ ভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে।

৫—জগোদাস। কটকে ইঁহার গদি আছে।

৬—জীবন দাস। ইনি সৎনামি সম্প্রদায় সংস্থাপন করেন। এ সম্প্রদায়ের বিষয় পশ্চাৎ বর্ণিত হইবে।

৭—কমাল। বোম্বাই নগরে তাঁহার স্থান ছিল, তাঁহার মতানুবর্ত্তী লোকেরা যোগানুষ্ঠান করিয়া থাকেন। জন-শ্রুতি আছে, কমাল কবীরের পুত্র, কিন্তু কেবল এক লোক-প্রসিদ্ধ বচন ব্যতিরেকে ইহার আর অন্য প্রমাণ নাই।

ডুবা বংশ কবীরকা জো উপজা পুত কমাল।

যখন কবীরের কমাল-নামক পুত্র হইল, তখনই তাঁহার বংশ-লোপ হইল। *

৮—টাক্‌শালি। ইনি বরদা নামক স্থানে অবস্থিতি করিতেন।

৯—জ্ঞানী। ইনি সহস্রামের নিকট মঝ্‌নি গ্রামে অবস্থান করিতেন।

১০—সাহেব দাস। ইনি কটকে অবস্থিতি করিতেন। অন্য অন্য শাখার সহিত ইঁহার শিষ্যদিগের কিঞ্চিৎ বৈশিষ্ট্য থাকাতে তাঁহারা মূলপন্থী নামে এক সম্প্রদায়-বিশেষ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন।

১১—নিত্যানন্দ।

১২—কমলনাদ। নিত্যানন্দ ও কমলনাদ দক্ষিণাপথের স্থান-বিশেষে গিয়া বাস করিয়াছিলেন।

এ সমস্ত ব্যতিরেকে কবীরপন্থীদিগের হংসকবীরি, দান-কবীরি ও মঙ্গল-কবীরি নামে আর কতিপয় শাখা আছে।

---

* এই বচন যে গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে লিখিত আছে, কমাল জন্মগ্রহণ করাতে কবীরের বংশলোপ হইল, এ কথার তাৎপর্য্য এই যে, কমাল হয় দারপরিগ্রহ করেন নাই, নয় স্ববংশোচিত ধর্ম্মব্রত পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বতোভাবে বিষয়াসক্ত হইয়াছিলেন।

কবীরপন্থীদিগের পূর্ব্বোক্ত সমুদায় স্থানের মধ্যে বারাণসীর কবীরচৌর সর্ব্ব-প্রধান বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। এই সম্প্রদায় ও তাদৃশ অন্য অন্য সম্প্রদায়ের উদাসীনেরা তথায় সতত গমন ও অবস্থান করিয়া থাকেন। যদিও বিষয়ী লোকদিগের নৈমিত্তিক দান ব্যতিরেকে তথাকার আয়ের অন্য বিশেষ উপায় অবধারিত নাই, তথাপি উদাসীন তীর্থযাত্রীরা যাবৎ সে স্থানে অবস্থিতি করে, তথাকার মহন্ত তাবৎ তাহাদিগকে যত্ন সহকারে আহার প্রদান করিয়া থাকেন। বলবন্ত সিংহ এবং তাঁহার উত্তরাধিকারী চৈৎসিংহ কবীরচৌরের মাসিক বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছিলেন। একদা চৈৎসিংহ কবীরপন্থী-দিগের সংখ্যা নিরূপণ করিবার মানসে কাশীর নিকট এক মেলা করেন তাহাতে তৎসম্প্রদায়ী পঞ্চত্রিংশৎ সহস্র উদাসীনের সমাগম হয়। ভারতবর্ষের পশ্চিম ও মধ্যভাগে কবীরপন্থী সম্প্রদায়ী বিষয়ী ও ধর্ম্ম-ব্রতী ভূরি ভূরি লোক অবস্থিতি করে। তাহারা নিরীহ, সত্য-প্রিয় ও নিরুপদ্রব তদীয় উদাসীনেরা অন্য অন্য উদাসীনের ন্যায় দুরন্ত-স্বভাব নহে এবং ভিক্ষা করিয়া পর্য্যটন করে না।

খাকী।

খাকী-সম্প্রদায়ও রামানন্দ-সম্প্রদায় হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। কীল নামে এক বৈষ্ণব এ সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক বলিয়া বিখ্যাত আছেন। তিনি কৃষ্ণদাসের শিষ্য। এই কৃষ্ণদাস কোন কোন প্রচলিত গ্রন্থ প্রমাণে রামানন্দ শিষ্য আশানন্দের নিকট উপদিষ্ট হইয়াছিলেন। খাকীদিগের পূর্ব্বাপর সম বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায় নাই। ভক্তমাল প্রভৃতি গ্রন্থে এ সম্প্রদায়ের উল্লে নাই, অতএব ইহা অতি আধুনিক বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। অপরাপ বৈষ্ণবদিগের সহিত খাকীদিগের বিশেষ বিভিন্নতা এই যে, তাঁহারা স্বর্ব গাত্রে বা পরিধেয় বস্ত্রে মৃত্তিকা ও ভস্ম বিলেপন করেন। খাকীশব্দের অর্থ ভস্ম-যুক্ত বা মৃত্তিকা-সংযুক্ত। তাঁহাদিগের মধ্যে যাহারা নির্দ্দিষ্ট স্থানে অ স্থিতি করেন, তাঁহারা সচরাচর অন্য অন্য বৈষ্ণবদিগের তুল্যরূপ বস্ত্র পরি ধান করিয়া থাকেন; কিন্তু যাহারা ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিয়া বেড়ায়, তাহা উলঙ্গ-প্রায় থাকে এবং মৃত্তিকার সহিত ভস্ম মিশ্রিত করিয়া শরীরোপ

করিয়া থাকেন। হিন্দুদিগের মধ্যে এক সম্প্রদায়ভুক্ত উপাসকদিগের অন্য সম্প্রদায়ের ব্যবহারাদি অনুকরণ করিবার যে ভূরি প্রমাণ আছে, খাকীদিগের আচরণ তাহার একটি প্রধান প্রমাণ। তাঁহারা বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সহিত শৈব-ব্যবহার সকল সংযুক্ত করিয়াছেন। রাম ও সীতা তাঁহাদিগের উপাস্য দেবতা এবং হনূমান্‌ও সবিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র।

ফরক্কাবাদ ও তাহার সমীপবর্ত্তী কোন কোন স্থানে অনেকানেক খাকীর অবস্থান আছে; কিন্তু ভারতবর্ষের উত্তরখণ্ডমধ্যে অযোধ্যার নিকটস্থ হনূমান্‌গড়ে তাঁহাদিগের প্রধান মঠ। সকলে কহে, জয়পুরে সম্প্রদায় গুরু কীল স্বামীর সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত আছে।

মলূকদাসী।

মলূকদাস নামে এক ব্যক্তি এই সম্প্রদায় সংস্থাপন করে, এ প্রযুক্ত ইহার নাম মলূকদাসী হইয়াছে। অনেকে রামানন্দীদিগের গুরু-প্রণালীমধ্যে তাঁহাকে পঞ্চম বলিয়া গণনা করে। যথা—

১ রামানন্দ।　　　৪ কীল।
২ আশানন্দ।　　　৫ মলূকদাস।
৩ কৃষ্ণদাস।

ভক্তমাল-প্রণয়িতা নাভাজি উল্লিখিত কীলের শিষ্য অগ্রদাসের নিকট উপদেশ গ্রহণ করেন, এইরূপ লিখিত আছে।

বন্দ শ্রীঅগর দাস যাঁর শিষ্য নাভা।
যেঁহ কৈল ভক্তমাল সজ্জনের শোভা॥

বাঙ্গালা ভক্তমাল। বন্দনা।

মলূকদাসও যদি ঐ কীলের শিষ্য হয়, তাহা হইলে মলূকদাসকে নাভাজির সমকালীন বলিয়া স্থির করিতে হয়। রামাৎ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস-বর্ণনায় লিখিত হইয়াছে, নাভাজি আক্‌বর বাদশাহের সময়ে বিদ্যমান ছিলেন, অতএব তদনুসারে মলূকদাসও আক্‌বরের সমকালবর্ত্তী বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে। কিন্তু যখন মলূকদাসী বৈষ্ণবেরা আপনারাই এক-বাক্য হইয়া কহেন, তিনি আরঙ্গজেব বাদশাহের সমকালবর্ত্তী ছিলেন, * তখন তাঁহাকে

* আরঙ্গজেব ১৫৭৯ বা ৮০ শকে রাজ্যাভিষিক্ত হন।

আকবরের অপেক্ষাও ইদানীন্তন বলিয়া অবধারণ করাই সম্ভবপর বোধ হইতেছে।

অপরাপর বৈষ্ণবদিগের সহিত ইঁহাদের কেবল মলূকদাসী নাম ও ললাটে এক ক্ষুদ্র রক্তবর্ণ রেখা এইমাত্র বিশেষ দেখা যায়। কিন্তু গুরুকরণ-বিষয়ে রামাৎ সন্ন্যাসীদিগের সহিত ইঁহাদিগের বিশেষ বিভিন্নতা দৃষ্ট হইতেছে। ইঁহারা রামানন্দীদিগের ন্যায় উদাসীন গুরুর শিষ্য না হইয়া গৃহস্থ গুরুর নিকট উপদেশ গ্রহণ করেন। শ্রীরামচন্দ্র ইঁহাদিগের উপাস্য দেবতা, * এবং ভগবদ্গীতা ইঁহাদিগের প্রধান প্রামাণিক গ্রন্থ। তদ্ভিন্ন ইঁহারা রাম-মাহাত্ম্য-প্রতিপাদক অন্য অন্য সংস্কৃত গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন এবং কতকগুলি হিন্দু শাখী ও মলূকদাস-প্রণীত বিষ্ণু-পদ ও হিন্দীভাষায় লিখিত দশরতন-নামক গ্র এই সমুদায়ে সবিশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। মলূকদাস করা মাণিকপুরের † এক বাণিজ্য-ব্যবসায়ীর পুত্র। ঐ স্থানে নদী-তীরে মলূক-দাসীদিগের প্রধান মঠ প্রতিষ্ঠিত আছে এবং প্রথমাবধি তদ্বংশীয় মহন্তেরা উহার অধ্যক্ষ হইয়া আসিয়াছেন। তাঁহাদিগের নাম এই স্থলে যথাক্রমে লিপিবদ্ধ হইতেছে।

১ মলূকদাস।
২ রামসনাহি।
৩ কৃষ্ণশাহি।
৪ ঠাকুরদাস।
৫ গোপালদাস।
৬ কুঞ্জবিহারী।
৭ রামসাহ্।
৮ শিবপ্রসাদ দাস।
৯ গঙ্গাপ্রসাদ দাস।

শেষোল্লিখিত গঙ্গাপ্রসাদ ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন।

উল্লিখিত মঠে মহন্তের ও তাঁহার চেলাদিগের এবং যে সকল তীর্থ-যাত্রী তথায় আগমন করে, তাহাদিগের অবস্থান জন্য উপযুক্ত বাস্তু-গৃহ আছে এবং এক মন্দিরমধ্যে শ্রীরামচন্দ্রের প্রতিমূর্ত্তি সংস্থাপিত রহিয়াছে।

---

* মলূকদাসের এই পশ্চাল্লিখিত বচনটি অতিপ্রসিদ্ধ।

অজাগর করে ন চাকরী পঞ্ছী করে ন কাম।
দাস মলূকা যোঁ কহে সবকা দাতা রাম॥

সর্প কাহারও দাসত্ব করে না, পক্ষী কাহারও কর্ম্ম করে না, মলূকদাস কহে, রামই সকলের দাতা।

† এলাহাবাদ জেলার করা-মাণিকপুর।

গুরুর গদিও সেই স্থানে আছে; লোকে কহে, মলূকদাস যে গদি ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহাই অদ্যাপি অবিকল বর্ত্তমান রহিয়াছে। তদ্ব্যতিরেকে কাশী, আলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, অযোধ্যা, বৃন্দাবন ও জগন্নাথক্ষেত্রে এ সম্প্রদায়ের ছয়টি মঠ প্রতিষ্ঠিত আছে। লক্ষ্ণৌ নগরের মঠ অতি আধুনিক; অল্প দিন হইল, গোমতীদাস নামে এক ব্যক্তি আসেফ্‌ অল দৌলার সহায়তাক্রমে স্থাপিত করিয়াছেন। জগন্নাথ-ক্ষেত্রে মলূকদাসের লোকান্তরপ্রাপ্তি হয়, * এই নিমিত্ত তথাকার মঠের সমধিক মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়া থাকে।

দাদূপন্থী।

দাদূপন্থীদিগকেও রামানন্দী সম্প্রায়ের একটি প্রশাখা বলা যাইতে পারে। দাদূ নামে এক ব্যক্তি এ সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক বলিয়া ইহার নাম দাদূপন্থী হইয়াছে। জন-শ্রুতি আছে, তিনি এক কবীরপন্থীর শিষ্য। কবীরপন্থীদিগের গুরুপ্রণালীমধ্যে তিনি ষষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। যথা—

১ কবীর।	৪ বিমল।
২ কমাল।	৫ বুড্ডন।
৩ যমাল।	৬ দাদূ।

রাম নাম জপমাত্র এ সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবদিগের উপাসনা। ইঁহারা স্বকীয় দেবতার নাম রাম বলিয়া থাকেন বটে, কিন্তু বেদান্তমতসিদ্ধ পরব্রহ্মের ন্যায় তাঁহার নিগুর্ণ স্বরূপ বর্ণন করেন এবং তাঁহার মন্দির ও প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করা অবিধেয় বলিয়া অঙ্গীকার করেন।

দাদূ আহমেদাবাদের এক জন ধুনুরি ছিলেন। তিনি দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রম-কাল সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া অজমীরের অন্তঃপাতী সম্ভর নগরে অবস্থিতি করেন, তথা হইতে কল্যাণপুরে প্রস্থান করেন, অবশেষে সাঁইত্রিশ বৎসর বয়সে সম্ভর হইতে চারি ক্রোশ ও জয়পুর হইতে বিংশতি ক্রোশ অন্তরে নরৈন নামক স্থানে গিয়া বসতি করেন। জনশ্রুতি আছে, তথায় অন্ত-

* কেহ কেহ কহে, পূর্ব্বোক্ত করা-নামক স্থানে তাঁহার মৃত্যু হয়। কেহ বা কহে, করা তাঁহার জন্ম-ভূমি এবং জগন্নাথ-ক্ষেত্র তাঁহার সমাধিস্থান। এই শেষোক্ত বাক্যই যথার্থ বোধ হয়।

রীক্ষ হইতে দৈববাণী হইল, 'তুমি পরমার্থসাধনে প্রবৃত্ত হও।' এই দেববাক্য শ্রবণ করিয়া তিনি ঐ নরৈন হইতে পাঁচ ক্রোশ অন্তরে বহরণ পর্ব্বতে গমন করিলেন। তথায় কিয়ৎকাল অবস্থান করিয়া একেবারে অন্তর্হিত হইয়া গেলেন, আর তাঁহার কোন চিহ্ন রহিল না। দাদূপন্থীরা কহে, তিনি পরমেশ্বরে লীন হইয়া গিয়াছেন। কবীরের শিষ্য-প্রণালীর যে বিবরণ লেখা গিয়াছে, তাহা যদি অকাল্পনিক হয়, তবে আক্‌বর বাদশাহের রাজত্বের শেষে বা জাহাঙ্গীরের রাজ্যারম্ভে দাদূর বর্ত্তমান থাকা সম্ভাবিত বোধ হয়। দাবিস্তানে লিখিত আছে, দাদূ আক্‌বরের সময়ে দরবেশ অর্থাৎ উদাসীন হইয়াছিলেন। *

দাদূপন্থীরা তিলক-সেবা ও মালা ধারণ না করিয়া কেবল জপমালা সঙ্গে রাখেন এবং মস্তকে এক প্রকার টুপী দিয়া থাকেন। ঐ টুপী চতুষ্কোণাকৃতি অথবা গোলাকৃতি শ্বেতবর্ণ দৃষ্ট হয় এবং তাহার পশ্চাদ্ভাগে একটি গুচ্ছ লম্বমান থাকে। তাঁহাদিগকে এই টুপী স্বহস্তে প্রস্তুত করিতে হয়।

দাদূপন্থীরা তিন প্রকার;—বিরক্ত, নাগা এবং বিস্তর-ধারী। যাহারা বিষয়-রাগশূন্য হইয়া পরমার্থসাধনে কালক্ষেপ করে, তাহাদিগের নাম বিরক্ত। তাহাদিগের কেবল অঙ্গে এক অঙ্গরক্ষিণী ও সঙ্গে জলপাত্র মাত্র থাকে; মস্তকেও আবরণ থাকে না। নাগারা অস্ত্রধারী; বেতন প্রাপ্ত হইলেই যুদ্ধ-বৃত্তি অবলম্বন করে। পশ্চিমদেশীয় হিন্দু রাজারা তাহাদিগকে সুনিপুণ সৈন্য বলিয়া জানেন। এক জয়পুরের রাজারই দশ সহস্রের অধিক নাগা-সৈন্য ছিল। বিস্তরধারীরা অপরাপর লোকের ন্যায় অন্য অন্য নানা ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। এই তিন শাখা পুনরায় বিভক্ত হইয়া বহুতর প্রশাখা উৎপন্ন হইয়াছে। তন্মধ্যে ৫২টি প্রশাখা প্রধান বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। ঐ ৫২ প্রশাখার পরস্পর কি বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা জ্ঞাত হওয়া যায় না।

দাদূপন্থীরা উষা-কালে শব-দাহ করেন, কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে ধর্ম্ম-ব্রতী লোকেরা অনেকে শব দাহ করিলে সেই সঙ্গে অনেক পতঙ্গের প্রাণ নষ্ট হয় বলিয়া, আপনাদিগের মৃত-দেহ পশুপক্ষীর আহারার্থে প্রান্তরে বা কান্তারে পরিত্যাগ করিতে অনুমতি করিয়া যান। দাবিস্তানেও লিখিত আছে,

---

* দাবিস্তান ২ ভাগ, ১২ অধ্যায়।

"কাহারও লোকান্তর-প্রাপ্তি হইলে তাঁহারা (অর্থাৎ দাদূপন্থীরা) পশু পৃষ্ঠোপরি তাহার শব সংস্থাপন করেন এবং এই কথা বলিয়া প্রান্তরে প্রেরণ করেন যে, ইহা দ্বারা হিংস্রক ও অপরাপর জন্তুর পরিতোষ হওয়াই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়ঃ"। * আজমীর ও মারোয়ার দেশে বহু-সংখ্যক দাদূপন্থীর অবস্থিতি আছে। শ্রুত হওয়া গিয়াছে, পূর্ব্বোক্ত নরৈন গ্রামে এ সম্প্রদায়ের প্রধান দেব-স্থান বিদ্যমান আছে। তথায় দাদুর শয্যা ও দাদূপন্থীদিগের প্রামাণিক শাস্ত্র সকল অবস্থিত রহিয়াছে এবং বিহিত বিধানে ঐ দুয়ের পূজা হইয়া থাকে। নরৈনের পর্ব্বতোপরি একটি ক্ষুদ্র গৃহ আছে; লোকে কহে, তথা হইতে দাদর অন্তর্দ্ধান হয়। তথায় প্রতিবৎসর ফাল্গুন মাসের শুক্ল-পক্ষীয় প্রতিপৎ অবধি করিয়া পৌর্ণমাসী পর্য্যন্ত এক মেলা হইয়া থাকে।

এ সম্প্রদায়ের বিবরণ হিন্দী ভাষায় অনেক গ্রন্থে লিখিত আছে এবং সকলে কহে, তাহার মধ্যে অনেক স্থলে কবীরপন্থীদিগের গ্রন্থের ভূরি ভূরি বচন উদ্ধৃত হইয়াছে। 'বিশ্বাসকা অঙ্গ' নামে এক গ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহার মূল বাঙ্গলা অর্থ সহিত প্রকাশ করা যাইতেছে। †

বিশ্বসকা অঙ্গ।

দাদ্ সহজৈ হোদ্‌গা জৈ কুছ রচিয়া রাম।
কাহেকৌ কলপে মরৈ দুখী হোইব কাম॥ ১॥
সাইঁ কিয়া সুব্ হৈরহ্যা যে কুছ করৈ সুহোই।
করতা করৈ সহোতহৈ কাঁহে কলপৈ কোই॥ ২॥
দাদূ কহৈ জে তৈ কিয়া সুব্ হৈরহ্যা জেউঁ করৈ সুহোই।
করণ কর্ঁবণ এক তুঁ দূজানাহীঁ কোই॥ ৩॥
সোই হমারা সাঁইয়াঁ যে সবকা পূর্ণহার।
দাদূ জীবন মরণকা জাকৈ হাথি বিচার॥ ৪॥
দাদূ স্বর্গভুবন পাতাল মধ্য আদি অন্ত সব স্থষ্ট।
সিরজি সব নিকৌ দেত হৈ সোই হমারা ইষ্ট॥ ৫॥

বিস্তান ২ ভাগ, ১২ অধ্যায়।
িয়াটিক সোসাইটীর জর্নেলের ষষ্ঠ ভাগে ইহা প্রকাশিত হইয়াছে।

করণহার করতা পুরুষ হামকৈঁ ঐসী চীত।
সবকাহুকী করত হৈ সো দাদূকামীত ॥ ৬॥
দাদূ মনসা বাচা কর্ম্মণা সাহিবকা বেসাস।
সেবক সিরজন হারকা করৈ কানকী আস ॥ ৭॥
স্মরণ স্বরমন আবৈ জীব কৌঁঅণকিয়া সব হোই।
দাদূ মারগমিহরকা বিরলা বুঝে কোই ॥ ৮ ॥
দাদূ উদিম ঔ গুণ কোনহী জে কারিজানৈঁ কোই।
উদিম মৈঁ আনন্দ হৈ জসাঁইসেতী হোই ॥ ৯॥
পূরাণহারা পরসী জো চিতরহসী ঠাঁউ।
অন্তর তৈঁ হরিউমগসী সকল নিরন্তর রাম ॥ ১০ ॥
পূরিক পূরা পাসিহৈ নাহীঁ দূরীগবার।
সব জানতহৈ বাবরেদেবেকৌঁ হুসিয়ার ॥ ১১ ॥
দাদূ চিন্তা রামকৌঁ সম্রথ সব জানৈঁ।
দাদূ রামসন্তালিয়ে চিন্তা জিনি আঁনৈ ॥ ১২
দাদূ চিন্তা কিয়াঁ কুছ নহী চিন্তা জীবকৌ খাই।
হূ নাঁথা সো হৈরহ্যা জাঁনাহৈ সোজাই ॥ ১৩ ॥
দাদূ জিনিপহুচায়া প্রাঁণকৌঁ উদর উর্দ্ধ মুখক্ষীর।
জঠর আগনিমৈঁ রাখিয়া কোমলকায়া শরীর ॥ ১৪ ॥
সোসম্রথসঙ্গো সঙ্গিরহৈ বিকট ঘাট ঘটভীর।
সোসাঁ ইঁসুঁগহগহীঁ জিনি ভূলৈ মনবীর ॥ ১৫ ॥
গাব্যন্দকে গুণচীতিকরি নৈঁনবৈঁথ পগসীস।
জিনি মুখদিয়া কানকর প্রাণনাথ জগদীশ ॥ ১৬ ॥
তনমনসৌঁ জসবাঁরিসব রাখে বিসবাবীস।
সোসাহিবসুমরৈ নহীঁ দাদূ মাঁনীহদীস ॥ ১৭ ॥
দাদূ সোসাহিব জৈনিবীসরৈ জৈনি ঘটদীয়া জীব।
গর্ভবাস মৈঁ রাখিয়াপালৈ পোষৈ পীব ॥ ১৮ ॥
হিরদৈরাম সন্তালিল মনরাথৈ বেসাস।
দাদূ সম্রথসাঁইয়াঁ সবকী পুরৈ আস ॥ ১৯ ॥
দাদূ রাজিকরিজকলিয়েঁ খড়া দেবৈ হাথোঁ হাত।
পরিকপূরাপাসি হৈঁ সদা হমারে সাথ ॥ ২০ ॥

দাদূ সাঁইসবনিকোঁ সেবগহৈ সুখদেই।
অয়ামূঢ়মতিজীবকী তৌভীনাব ন লেই। ২১॥
দাদূ সিরজনহারা সবনিকা ঐসা হৈ সম্রথ।
সোই সেবগহৈরহ্যা জহাঁ সকল পসারৈঁ হাথ॥ ২২॥
ধনি ধনি সাহিবতূঁ বড়া কৌন অমুপমরীত।
সকললোক সিরিসাঁইঁযাঁবহৈ করিরহ্যা অতীত॥ ২৩॥
দাদূহঁ বলহারী সুরতিকী সবকী করৈ সম্ভাল।
কীড়ীকুঞ্জর পলকমেঁ করতহৈ প্রতিপাল॥ ২৪॥
দাদূ ছাজনভোজন সহজমেঁ সঁইঁযাঁ দেই সুলেই।
তাটৈঁ অধিকা ঔরকুছ সোতুকাঁই করই॥ ২৫॥
দাদূটুকা সহজকা সন্তোষীজনপাই।
মৃতক ভোজন গুরমুখা কাহে কলপৈজাই॥ ২৬॥
পরমেশ্বরকে ভাবকা এককণুকাখাই।
দাদূজেতা পাপথা ধর্ম্মকর্ম্ম সবজাই॥ ২৭॥
দাদূ কৌনপ কাবৈ কৌনপী সৈঁ।
জহাঁ তহাঁ সীধাহীদি সৈ॥ ২৮॥
দাদূ ভাড়াদেহকা তেতাসহজি বিচার।
জেতা হরিবিচি অন্তরাতেতা সবৈ নিবার॥ ২৯॥
দাদূ জলদলরাঁমকা হমলেবৈঁ প্রসাদ।
সংসারকা সমঝৈনহীঁ অবিগতভাব অগাধ॥ ৩০॥
দাদূ জকুছ খুসীযু দাইকীহো মেঁগা সোই।
পচি পচি কোই জিনিমরৈ সুণিলিজে লোই॥ ৩১॥
দাদূ ছুটখুজাইকহী কো নাহীঁ ফিরিহৌ পিরথাসারী।
দূজাদহয়ি দূরিকরি বৌরৈ সাধু সববিচারী॥ ৩২॥
দাদূ বিনা রাঁম কহীঁ ফিরিহৌপি রথীসারী।
দূজাদহনি দূরিকরি বৌরৈ সুনিয়হ সাধুসন্দসা॥ ৩৩॥
দাদূ সিদকসবূরী সাচগহি সাবতি রাখি অকীন।
সাহিব সেঁৗ দিললাইরহ মূরদা হোই মসকীন্॥ ৩৪॥
দাদূ অলবঁহ্যা চ্কা খাতহৈঁ মরমহিলাগামঁন।
নাঁব নিরঞ্জন লেতহৈঁ যোঁ নির্ম্মল সাধুজন॥ ৩৫॥

অনবঞ্ছ্যা আগৈ পড়ৈপীছে লেই উঠাই।
দাদূকে সিরিদোসপহুজে কুচ্ছ রাঁমরজাই॥ ৩৬॥
অনবঞ্ছ্যা আগৈঁ পড়ৈখিস্বাবিচারিরুথাই।
দাদূ ফিরৈ নতোড়তাতর বরতাকিন জাই॥ ৩৭॥
অনবঁঙ্গী অজগৈবকী রাজীগগন গরাস।
দাদূসতি করিলীজিয়ে সোজাঁইকে পাস॥ ৩৮॥
মীঠেকা সব মীঠা লাগৈ ভাবৈ বিষভরি দেই।
দাদূ কড়ুবানাঁকহৈ অমৃত করি করিলেই॥ ৩৮॥
বিপতি ভলা হরি নাম সোঁ কায়াক সৌটী দুখ।
রাঁম বিনাঁ কিস্ কাঁমকা দাদূ সংপতিসুখ॥ ৪০॥
দাদূ এক বিসাঁসবিন জিয়রাঁড়াযাঁ ডোল।
নিকটি নিধি দুখ পাই এ চিন্তামণি অমোল॥ ৪১॥
দাদূ বিনবেসাসী জীয়রা চঞ্চল নাঁহীঁ ঠৌর।
নিহচৈ নিহচল নাঁরহৈ কচ্ছ ঔরকী ঔর॥ ৪২॥
দাদূ হুঁণাঁথা সোবহৈ রহ্যা জিনিবাঁঞ্ছে সুখদুখ।
সুখমাগৈ দুখআইসী পৈপীয়ন বিসারীমুখ॥ ৪৩॥
দাদূ হুঁণাঁথা সোবহৈরহ্যা স্বর্গ নবাঞ্ছীধাই।
নর্ককন্হেথীঁ নাডরীহবাসহোসী আই॥ ৪৪॥
দাদূহুঁণাথা সোবহৈরহ্যা জে কুচ্ছ কীয়াপীব।
পলবধে ন ছিনঘটৈ এসীজানী জীব॥ ৪৫॥
দাদূহুণাঁথা সোবহৈ রহ্যা ঔর নহোবৈ আই।
লেনাথা সোলেরহে ঔর ন লীয়াজাই॥ ৪৬॥
জ্যুরচিয়াত্যু হোইগা কাহেকো সিরিলে।
সাহিব উপরি রাখিয়ে দেখিতমাসাএ॥ ৪৭॥
জ্যুজাণৌঁ ত্যুঁ রাখিয়ো তুম সিরিডালিরাই।
দূজাকো দেখো নহীঁ দাদূ অনতন জাই॥ ৪৮॥
জ্যুতুম্হভাবৈ ত্যু খুষী হমরাজী উসবাত।
দাদূকে দিলসিদকসৌঁ ভাবৈ দিন কৌরাত॥ ৪৯॥
দাদূ করণাহার জে কুচ্ছ কিয়া সোবুরা ন কহনা জাই।
সোই সেবগ সন্তজন রহি বারামরজাই॥ ৫০॥

দাদূ করতা হম্ নহী করতা ঔরৈ কোই।
করতাহৈ সো করৈগা তুঁ জিনি করতা হোই॥ ৫১॥
কাশীতজী মগহর গয়া কবীর ভরোসৈ রাম।
সৈ দেহী সাঁই মিল্যা দাদূ পূরে কাম॥ ৫২॥
দাদূ রাজী রামহৈ রাজি করিজক হমার।
দাদূ উস প্রসাদসোঁ পোষ্যা সব পরিবার॥ ৫৩॥
পঞ্চসন্তোষে একসোঁ মনমতি বালা মাঁহি।
দাদূভাগী ভূখ সব দূজা ভাবৈ নাহিঁ॥ ৫৪॥
এক সের কা চামড়া ক্যাহাঁ ভস্বান জাই।
ভূষণ ভাগী জীবকী দাদূ কেতা খাই॥ ৫৫॥
দাদূ সাহিব মেরে কপড়ে সাহিব মরাখাঁণ।
সাহিব সিরকা তাজ হৈ সাহিব পিণ্ড পরাণ॥ ৫৬॥
দাদূ ঈশ্বর জীবকী নিতি করে প্রতিপাল।
অম্বাজ্যপাযৈ সদা মতি ডুঃখ পাবৈ বাল॥ ৫৭।
সাঁই সতসন্তোষদে ভাঁব ভগতি বেসাস।
সিদক সবূরী পাছ দে মাঁগৈ দাদূ দাস॥ ৫৮॥

বিশ্বাসকা অঙ্গ সম্পূর্ণ॥

তাৎপর্য্যার্থ।

১। রাম যাহা করেন, তাহা সহজেই হইবে; অতএব তুমি কেন শোকে প্রাণত্যাগ কর? এ অতি দূষ্য কর্ম্ম।

২। পরমেশ্বর যাহা করিয়াছেন, তাহাই হইয়াছে। তিনি যাহা করিবেন, তাহাই হইবে। তিনি যাবৎ বিদ্যমান পদার্থের কর্ত্তা। তবে লোক কেন শোক করে?

৩। দাদূ কহেন, জগদীশ্বর! তুমি যাহা করিয়াছ, তাহাই রহিয়াছে। যাহা করিবে, তাহাই হইবে। তুমি কর্ত্তা, তুমিই কারয়িতা, আর দ্বিতীয় নাই।

৪। যিনি সকল বস্তুকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই মাথার ঈশ্বর। জীবন-মরণের বিচার তাঁহারই হস্তগত, তাঁহাকেই চিন্তা কর।

৫। যিনি স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল প্রভৃতি জগতের আদি-অন্ত-মধ্য-স্থিত

যাবতীয় পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং যিনি সকলের পালনকর্ত্তা, তিনিই আমার ঈশ্বর।

৬। আমার এই প্রকার জ্ঞান যে, কারণ-স্বরূপ কর্ত্তা পুরুষই সকল বস্তু সৃজন করেন। তিনিই দাদূর মিত্র।

৭। মনোবাক্‌কর্ম্মে তাঁহাকে বিশ্বাস কর। যে জন সৃজন-কর্ত্তার সেবক, সে আর কাহার আশা করিবে?

৮। যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে স্মরণ করে, তাহারই প্রেমানন্দের উদয় হয় এবং কোন বিষয়েই চেষ্টা না করিলেও তাহার সকল সম্পদ্‌ই আপনা হইতে সম্পন্ন হয়। দয়ার পথ বুঝিতে পারে, এমত লোক অতি অল্প।

৯। যে নিষ্পাপ হইয়া নিজ বৃত্তি নির্ব্বাহ করিতে জানে, তাহার নিকট উহা দূষ্য কর্ম্ম নহে। সে যদি ঈশ্বরের সঙ্গ করে, তবে সেই কর্ম্মেই তাহার আনন্দ লাভ হয়।

১০। পূরণকর্ত্তা পরমেশ্বর যদি তোমার হৃদয়বাসী হইয়া থাকেন, তবে তোমার অন্তর হইতে হরি উচ্ছ্বাসিত হইবেন। রাম সর্ব্ববস্তুতে নিরন্তর স্থিতি করেন।

১১। অরে মূঢ়! ঈশ্বর তোর দূরে নহেন, তোর নিকটেই আছেন। অরে উন্মত্ত! তিনি সকলই জানেন এবং সযত্ন হইয়া যথাযথ দান করিতেছেন।

১২। রাম সর্ব্ব-শক্তিপরিপূর্ণ, সকলেরই বিষয় চিন্তা করেন ও সকলই জানেন। রামকে হৃদয়ে রক্ষা কর, আর কিছুতেই চিত্তার্পণ করিও না।

১৩। চিন্তা করা কিছু নয়, চিন্তা কেবল জীবন শোষণ করে। যাহা হইবার, তাহাই হইয়াছে এবং যাহা যাইবার, তাহাই যায়।

১৪। যিনি জীবের প্রাণ দান করেন, তিনিই গর্ভাশয়ে তাহার মুখে দুগ্ধ দান করেন, জঠরাগ্নিমধ্যে থাকিয়াও তাহার কোমল কায়া হয়।

১৫। ঈশ্বরের শক্তি তোমার সঙ্গিনী হইয়া রহিয়াছে। তোমার অন্তরে বিকট ঘাট আছে, তথায় রিপু সকল সমাগত হয়। অতএব ঈশ্বরকে ধারণা কর, বিস্মৃত হইও না।

১৬। মনের সহিত জগদীশ্বরের গুণ কীর্ত্তন কর। তিনি তোমাকে হস্ত, পাদ, চক্ষু, কর্ণ, মুখ, বাক্য ও শির প্রদান করিয়াছেন। তিনি জগদীশ। তিনিই প্রাণনাথ।

১৭। যিনি একান্তভাবে যথানিয়মে সমস্ত বস্তুর রচনা করিতেছেন, াহাকে তুমি স্মরণ কর না? তুমি শাস্ত্রের শাসন স্বীকার কর।

১৮। যে প্রিয় পরমেশ্বর দেহের সহিত জীবের সংযোগ করিয়া দিয়াছেন, যনি তোমাকে গর্ভাশয়ে সংস্থাপন করিয়াছিলেন এবং যিনি পালন ও পাষণ করিতেছেন, তাঁহাকে স্মরণ কর।

১৯। হৃদয়ে রামকে স্থাপনা কর ও মনেতে বিশ্বাস রাখ। তাহা হইলে ারমেশ্বরের শক্তি-প্রভাবে সকল আশা পূর্ণ হইবে।

২০। পরমেশ্বর সকলের হাতে হাতে অন্নদান করেন ও জীবিকা সমর্পণ রেন। তিনি আমার নিকট। তিনি আমার সদাসঙ্গী।

২১। পরমেশ্বর সকলের সেবক হইয়া সকলের সুখবিধান করেন। মূঢ়-িতি ব্যক্তিদিগেরও এ জ্ঞান আছে, তথাপি তাহারা তাঁহার নাম করে না।

২২। যদিও সকলে ঈশ্বরের নিকটই হস্ত প্রসারণ করে এবং যদিও সে ্বরের এমত মহতী শক্তি, তথাপি তিনি কালে সকলের সেবক হইয়া াকেন।

২৩। ধন্য ধন্য পরমেশ্বর! তুমি অতি প্রধান। তোমার কি অনুপম ীতি! তুমি সকল ভুবনের অধিপতি, কিন্তু তুমি চক্ষুর অগোচর হইয়াছ।

২৪। দাদূ কহেন, যিনি সকলের প্রতিপালক এবং যিনি কীট অবধি হস্তী র্য্যন্ত সমস্ত জন্তুকে নিমিষের মধ্যে পালন করিতে পারেন, আমি সেই দেবের বলিহারি যাই।

২৫। পরমেশ্বর সহজে যে অন্ন-বস্ত্র প্রদান করেন, তাহাই গ্রহণ কর। তামার আর কিছুতেই প্রয়োজন নাই।

২৬। যাহাদিগের চিত্ত-সন্তোষ আছে, তাহারা ঈশ্বর-দত্ত যে কিছু খাদ্য-ামগ্রী প্রাপ্ত হয়, তাহাই ভোজন করে। শিষ্য! তুমি অপর অন্ন কেন প্রার্থনা কর? তাহা শবতুল্য।

২৭। যে ব্যক্তি পরমেশ্বরের প্রীতির কণামাত্র গ্রহণ করিয়াছে, তাহার মস্ত পাপ ও সমস্ত ধর্ম্মকর্ম্ম বিনষ্ট হয়।

২৮। কে বা পাক করিবে? কেই বা পেষণ করিবে? যেখানে দৃষ্টি-পাত রিবে, সেই স্থানেই আহারের দ্রব্য।

২৯। মৃত্তাণ্ড-তুল্য যে তোমার দেহ, তাহার প্রকৃতি বিচার কর। তন্মধ্যে। কোন পদার্থ হরি হইতে অন্তরিত, তাহার নির্ম্মাস কর।

৩০। আমি রামের প্রসাদী জল-দল গ্রহণ করি। আমি সংসারের কিছু বুঝি না, ঈশ্বরের অগাধ ভাব। দাদূ ইহা কহিয়াছেন।

৩১। ঈশ্বরের ইচ্ছা অবশ্য পূর্ণ হইবে। অতএব উৎকণ্ঠায় প্রাণ ত্যাগ করিও না, শ্রবণ কর।

৩২। ঈশ্বরকে ত্যাগ করিয়া সকল ভূমণ্ডল ভ্রমণ করিলেও কিছু ফললাভ হইবে না। মূঢ়। সাধুগণ বিচার করিয়া কহেন, ঈশ্বর ব্যতিরেকে আর তাবৎ পদার্থ পরিত্যাগ কর। কারণ, সে সকল কেবল দুঃখের মূল।

৩৩। রামকে পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটন করিলেও কোন লাভ হইবে না। অতএব মূঢ়! ঈশ্বর ব্যতিরেকে আর তাবৎ পদার্থ পরিত্যাগ কর, কারণ, সে সকল কেবল দুঃখের মূল। সাধুদিগের বাক্য শ্রবণ কর।

৩৪। ধৈর্য্যান্বিত হইয়া সত্য উপহার গ্রহণ কর, ঈশ্বরেতে মন সমর্পণ কর এবং শববৎ নম্র হইয়া রহ।

৩৫। সেই নিগূঢ় জ্ঞান-নিধানে যাহার মন লগ্ন হইয়াছে, তিনি নিরাকাঙ্ক্ষ থাকিয়া যৎকিঞ্চিৎ যাহা প্রাপ্ত হন, তাহাই ভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত থাকেন। শুদ্ধ-চিত্ত সাধুগণ সেই নিরঞ্জন নাম গ্রহণ করেন।

৩৬। কামনা-শূন্য হইয়া, যাহা উপস্থিত হয়, তাহাই গ্রহণ কর, কারণ, জগদীশ্বর যাহা বিধান করেন, তাহা কথনই দূষ্য নহে।

৩৭। নিরাকাঙ্ক্ষ হও এবং দৈবাৎ যাহা উপস্থিত হয়, শ্রদ্ধান্বিত হইয়া বিচার করিয়া তাহাই ভোজন কর। পর্য্যটন করিও না, অদৃশ্য তরু হইতে ফলচ্ছেদনও করিও না।

৩৮। নিরাকাঙ্ক্ষ হও এবং দৈবাৎ যাহা উপস্থিত হয়, তাহা যদি এক গ্রাস আকাশমাত্রও হয়, তথাপি তাহাই তোমার উপযুক্ত জানিয়া গ্রহণ করিবে কারণ, তাহা ঈশ্বরের প্রেরিত।

৩৯। পরমেশ্বরেতে যাঁহাদিগের প্রীতি আছে, তাঁহাদিগের নিকট সকল বস্তুই সাতিশয় সুমিষ্ট। যদি তাহা বিষপূর্ণ হয়, তথাপি তাঁহারা কটু বলিবেন না, বরঞ্চ তাহা অমৃত জ্ঞান করিয়া গ্রহণ করিবেন।

৪০। হরিনাম গ্রহণের জন্য যদি বিপত্তি ঘটে, সেও মঙ্গল। দুঃখেতেই দেহের পরীক্ষা হয়। আর রাম বিনা যে সুখসম্পত্তি, তাহাই বা কি কর্ম্মের।

৪১। একমাত্র পরমেশ্বরেতে যাহার বিশ্বাস নাই, তাহার মন স্থির

হে। সে বহু-ধনাধিপতি হইলেও দুঃখ পায়। চিন্তামণি অমূল্য
ন।

৪২। যে মনের বিশ্বাস নাই, তাহা চঞ্চল ও অব্যবসায়ী। নিশ্চয়-বিহীন
ইয়া এক বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ধাবমান হয়।

৪৩। যাহা হইবার, তাহা হইবে, অতএব সুখ অথবা দুঃখ কিছুই বাঞ্ছা
রিও না। সুখের প্রার্থনা করিলে দুঃখেরও ঘটনা হইবে। পরমেশ্বরকে
বস্মৃত হইও না।

৪৪। যাহা হইবার, তাহা হইবে, অতএব স্বর্গও কামনা করিও না এবং
নকভয়েও ভীত হইও না। যাহা নির্ব্বন্ধ হইয়াছিল, তাহাই হইয়াছে।

৪৫। যাহা হইবার, তাহা হইবে। ঈশ্বর যাহা করিয়াছেন, তাহার হ্রাস
থবা বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই। ইহা তোমার হৃদ্গত হউক।

৪৬। যাহা হইবার, তাহা হইবে, তদতিরিক্ত আর কিছুই হইবে না।
হা তোমার গ্রাহ্য, তাহাই গ্রহণ কর, তদ্ভিন্ন আর কিছুই গ্রহণ করিও না।

৪৭। ঈশ্বর যাহা বিধান করিয়াছেন, তাহাই ঘটিবে, অতএব তুমি কি
মিত্ত নিজ মস্তকে ভার গ্রহণ কর? পরমেশ্বরকে সর্ব্বোপরি করিয়া জান
ং সংসারের কৌতুক দেখ।

৪৮। হে জগদীশ্বর! তুমি যেমন জান, আমাকে তেমনি অবস্থায় স্থাপন
, আমি তোমারই অধীন। শিষ্যগণ! তোমরা অন্য দেবতাকে দর্শন
রিও না, অন্য স্থানে ভ্রমণ করিও না, কেবল তাঁহারই নিকট গমন কর।

৪৯। আমার এই কথা যে, যে পরিমাণে পরমেশ্বরের ভাবে ভাবী হইবে,
পরিমাণে তোমার সুখলাভ হইবে। দাদূর অন্তঃকরণ দিবানিশি
রের ভাবে নিমগ্ন রহিয়াছে।

৫০। কর্ত্তা পুরুষ যাহা করিয়াছেন, তাহা দূষ্য বলা যায় না। যাহারা
াতেই তৃপ্ত আছে, তাহারাই তাঁহার সাধু সেবক।

৫১। আমরা কদাপি কর্ত্তা নহি, কর্ত্তা এক ভিন্ন পুরুষ। তিনি যাহা ইচ্ছা
, তাহাই করিতে পারেন; আমাদিগের কোন সামর্থ্য নাই।

৫২। কবীর কাশী ত্যাগ করিয়া রামান্বেষণে মগয়ে গিয়াছিলেন। রাম
পনে তাঁহাকে দর্শন দিলেন এবং তাঁহার বাঞ্ছা পূর্ণ হইল।

৫৩। রাম আমার উপার্জ্জিত ধন, রামই আমার অন্ন, রামই আমার
। তাঁহারই প্রসাদে সকল পরিবার প্রতিপালিত হইয়াছে।

৫৪। আমার কায়াগত পঞ্চভূত এক অন্নে সন্তুষ্ট, কিন্তু আমার অন্তঃকরণ অতি প্রমত্ত। যিনি একমাত্র ঈশ্বর ভিন্ন আর কাহারও আরাধনা করেন না, ক্ষুৎপিপাসা তাঁহার নিকট হইতে পলায়ন করে।

৫৫। একসের-পরিমিত অন্ন প্রস্তুত করিয়া ভোজন করিলেও তাহা কি ভস্ম হইবে না? যত আহার করুক, তথাপি জীবের ক্ষুধা নিবৃত্ত হয় না।

৫৬। ঈশ্বর আমার বসন ও ভবন, তিনি আমার শিরোমুকুট, তিনি আমার প্রাণ ও শরীর।

৫৭। মাতা যেমন সন্তানকে পালন করেন ও তাহার দুঃখ-মূল নিবারণ করেন, ঈশ্বর সেইরূপ জীবকে নিত্য প্রতিপালন করেন।

৫৮। হে ঈশ্বর! তুমিই সত্য। আমাকে প্রীতি, সন্তোষ, ভক্তি, বিশ্বাস ও ধৈর্য্য দান কর। দাদূ দাস এই পঞ্চ প্রার্থনা করে।

"বিচার কা অঙ্গ" নামে এই সম্প্রদায়ীর আর একখানি গ্রন্থ আছে, তাহা বাহুল্য-ভয়ে এ স্থলে উদ্ধৃত হইল না।

কবীরপন্থীদিগের সহিত দাদূপন্থীদিগের সদ্ভাব আছে এবং তাঁহাদিগের কবীরচৌরেও গমনাগমন হইয়া থাকে।

রয়দাসী।

রামানন্দ স্বামীর রয়দাস * নামক শিষ্য এই সম্প্রদায় সংস্থাপন করেন। লোক-প্রবাদ আছে, তাঁহার স্বজাতীয় চর্ম্মকার ব্যতিরেকে অন্য লোকে তাঁহার মতানুবর্ত্তী হয় নাই। শিখেরা তাঁহার কোন কোন গ্রন্থ আপনাদিগের আদি গ্রন্থের মধ্যে বিনিবেশিত করিয়াছেন; তাহাতে তাঁহার নাম রবিদাস বলিয়া উল্লেখ আছে। কাশীধামস্থ শিখেরা যে সকল সঙ্গীত গান করে ও যে সকল স্তব পাঠ করে, তাহারও কতক অংশ রয়দাসের রচিত। অতএব বোধ হয়, তিনি এক কালে অতিশয় খ্যাত্যাপন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহার চরিত্র-বিষয়ে কোন প্রসিদ্ধ প্রামাণিক ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায় না, অতএব ভক্তমাল হইতে তাঁহার উপাখ্যান অনুবাদ করা যাইতেছে।

রামানন্দ স্বামীর শিষ্য-মণ্ডলীর মধ্যে এক ব্রহ্মচারী ভগবানের ভোগ

* বাঙ্গালা ভক্তমালে ইহাঁর নাম রুইদাস বলিয়া লিখিত আছে।

সামগ্রী আহরণার্থ প্রত্যহ ভিক্ষা-পর্য্যটন করিতেন। এক দিবস টহলে গিয়া এক বণিকের গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু সে বণিক্ শৌনিকদিগকে খাদ্য-সামগ্রী বিক্রয় করিত, সুতরাং তাহার দ্রব্য স্পৃশ্য ও প্রতিগ্রাহ্য নহে। রামানন্দ স্বামী যখন ভোগ নিবেদন করিতে বসিলেন, তখন ধ্যানেতে ভগবানের দর্শন না পাইয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন, ভোগের সামগ্রীতে কোন ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকিবে। এইরূপ সন্দিগ্ধ-চিত্ত হইয়া ব্রহ্মচারীকে জিজ্ঞাসিলেন, "অদ্যকার ভোগের সামগ্রী কোথা হইতে আহরণ করিয়াছ?" ব্রহ্মচারী যথাবৎ সবিস্তর বর্ণন করিল। রামানন্দ শুনিয়া 'হা চামার' বলিয়া তাহাকে তিরস্কার করিয়া উঠিলেন। গুরুদেব-বাক্য ব্যর্থ হইবার নহে, অত এব ব্রহ্মচারী অবিলম্বে দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক এক চর্ম্মকারের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া রয়দাস নামে বিখ্যাত হইলেন। শিশু রয়দাস পূর্ব্বজন্মের সদ্গুরু বিস্মৃত না হইয়া জাতিস্মর হইল এবং গুরু-দেবের সহিত আপনার বিচ্ছেদ ঘটনা হেতু কান্দিয়া আকুল হইল, কণিকা মাত্রও দুগ্ধ পান করিল না। শিশু সন্তানকে এরূপ ভাবাপন্ন দেখিয়া জনক-জননী অতিমাত্র উৎকণ্ঠিত হইলেন এবং উপায়ান্তর অভাবে রামানন্দ স্বামীর সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া পূর্ব্বাপর সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। স্বামী শুনিবামাত্র তদীয় গৃহে আগমন করিলেন। শিশু তাঁহার দর্শন পাইয়া চমকিত ও পুলকিত হইল।

তৃষিত চাতকে যেন জলধারা মিলে।
দরিদ্রের রতন যেন মিলে হারাইলে
দুনয়নে বহে ধারা না পারে কহিতে।
গুমরিয়া বহে নারে দুঃখ নিবেদিতে॥

বাঙ্গলা ভক্তমাল।

রামানন্দ কৃপা করিয়া তাহার কর্ণ-কুহরে মহামন্ত্র অর্পণ করিলেন। মন্ত্রের আশু ফলোদয় হইল, শিশু-সন্তান তৎক্ষণাৎ স্তন-পান করিল এবং ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া বিষ্ণু-পদে অনুরক্ত হইতে লাগিল। রয়দাস নিজ বৃত্তি দ্বারা আপনার ভরণ-পোষণ নির্ব্বাহ করিয়া যৎকিঞ্চিৎ যাহা উদ্ধৃত হইত, তাহা বৈষ্ণব-সেবায় নিয়োজিত করিতেন। একদা দ্রব্যের মহার্ঘতা হওয়াতে ভগবান্ তাঁহার ক্লেশ দেখিয়া বৈষ্ণব-রূপ ধারণ পূর্ব্বক একখণ্ড স্পর্শমণি লইয়া তাঁহার নিকট আগমন করিলেন এবং তাহার গুণব্যাখ্যা ও পরীক্ষা করাইয়া তাঁহাকে দান করিলেন। রয়দাস তদ্বিষয়ে লেশমাত্র সমাদর না করিয়া কহিল,

"সে কি বস্তু জ্ঞান করে পরশ রতন।
নিত্যানন্দে পূর্ণ যার সদানন্দ মন।"

বাঙ্গলা ভক্তমাল।

ভক্তমালে রয়দাসের যেরূপ উক্তি লিখিত আছে, সুরদাস তাহা লইয়া এক পদ রচনা করিয়াছেন। তাহার অর্থ এইরূপ,—

হরিনাম বৈষ্ণবের পরম ধন। দিন দিন তাহার বৃদ্ধি হয় এবং ব্যয়েতে কদাপি হ্রাস হয় না। গৃহ মধ্যে তাহা নির্ভয়ে রক্ষা করা যায়, কি দিবা, কি রাত্রি, কোন কালেই চৌরে তাহা হরণ করিতে পারে না। ঈশ্বরই সুরদাসের ঐশ্বর্য্য, পাষাণে প্রয়োজন কি?

অনন্তর ত্রয়োদশ মাসান্তে বিষ্ণু আপন ভক্তের নিকট পুনরাগমন করিয়া দেখিলেন, তাঁহাকে স্পর্শমণি দেওয়া ব্যর্থ হইয়াছে। তথাপি ভক্তবৎসল ভগবান্ এ প্রকার স্থানে কতকগুলি স্বর্ণমুদ্রা বিকীর্ণ করিয়া রাখিলেন যে, তাহা অবশ্যই কোন না কোনরূপে রয়দাসের দৃষ্টিগোচর হইবে। কিন্তু চর্ম্মকার ভক্ত তাহা পাইয়া বড় বিরক্ত হইয়া উঠিল। ইহা দেখিয়া বিষ্ণু তাহার ক্রোধ-সংবরণার্থ স্বপ্নে দর্শন দিয়া কহিলেন, 'তুমি স্বকীয় কার্য্যে অথবা দেব সেবায় এই ধন ব্যয় কর।' রয়দাস ইষ্টদেব কর্ত্তৃক এবম্প্রকার অনুজ্ঞাত হইয়া এক মন্দির প্রস্তুত করাইয়া শালগ্রাম-শিলা স্থাপনা করিলেন এবং তাহার স্বামী হইয়া সবিস্তর খ্যাতি লাভ করিলেন। বিশেষতঃ, ব্রাহ্মণেরা দ্রোহাচরণ করাতে তাঁহার সুখ্যাতি আরও বিস্তীর্ণ হইল। ভক্তজনেরা কহেন, বিপক্ষের বিপক্ষতাচরণ ধার্ম্মিকের গূঢ় গৌরব-প্রকাশের প্রধান উপায়, এ নিমিত্ত ভগবান্ স্বয়ং ব্রাহ্মণদিগের অন্তঃকরণে দ্বেষানল প্রজ্বালিত করিয়া দিলেন। তাহারা নৃপতির নিকট এইরূপ অভিযোগ করিল, "মহারাজ!

অপূজ্যা যত্র পূজ্যন্তে পূজ্যপূজাব্যতিক্রমঃ।
তত্র ত্রীণি প্রবর্ত্তন্তে দুর্ভিক্ষং মরণং ভয়ম্॥

যে স্থানে অপূজ্য ব্যক্তির পূজা ও পূজ্য ব্যক্তির পূজার ব্যতিক্রম ঘটে, সে স্থানে ভয়, মৃত্যু ও দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়।

সম্প্রতি রাজধানীর একজন চর্ম্মকার শালগ্রাম অর্চ্চনা করিতেছে, তাঁহার প্রসাদ বিতরণ করিয়া নগর বিষময় করিতেছে; তাহাতে সমস্ত স্ত্রী-পুরুষ-জাতি ভ্রষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে, অতএব প্রজাগণের ধর্ম্মরক্ষণার্থ তাহাকে দেশান্তরিত করিয়া দেন।"

রাজা শুনিয়া পাপী চর্ম্মকারকে আনিবার নিমিত্ত দূত প্রেরণ করিলেন এবং সে রাজ-আজ্ঞানুসারে উপস্থিত হইলে কহিলেন, "তুই শালগ্রামশিলা পরিত্যাগ কর্।" রয়দাস নরপতির অনুমতি-প্রতিপালনে আগ্রহ প্রকাশ করিয়া কহিল "মহারাজ! আমার একান্ত বাসনা, মহারাজের সমক্ষে ব্রাহ্মণদিগকে শিলা সমর্পণ করি।" এ প্রস্তাবে ভূপতির সম্মতি হইলে রয়দাস শালগ্রামশিলা উপস্থিত করিয়া রাজ-সভাতে এক শয্যোপরি সংস্থাপন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে গ্রহণ করিতে কহিলেন। তাঁহারা সর্ব্বপ্রযত্নে ঐ শিলা স্থানান্তর করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোন ক্রমেই সমর্থ হইলেন না। তাঁহারা স্তব করিলেন, মন্ত্রোচ্চারণ করিলেন, বেদ পাঠ করিলেন, তথাপি পাষাণরূপী ভগবান্ চলিলেন না। পরিশেষে পরম-ভক্ত রয়দাস নারায়ণের এইরূপ স্তব করিতে লাগিলেন, "হে দেবদেব! তুমি আমার আশ্রয়, তুমি পরম আনন্দের মূল, তোমার আর দ্বিতীয় নাই। এক্ষণে এ পদানত ভক্তের প্রতি কটাক্ষপাত কর। আমি নানা যোনি ভ্রমণ করিয়াছি, এ পর্য্যন্ত মৃত্যু-ভয় হইতে উত্তীর্ণ হই নাই। আমি রিপু, ইন্দ্রিয় ও মায়ার মোহে মুগ্ধ হইয়াছি। এক্ষণে যেন তোমার নামে বিশ্বাস রাখিয়া ভাবী ভয় হইতে বিমুক্ত হই, আর লোকে যাহা ধর্ম্ম বলে, তাহার উপর যেন নির্ভর করিতে না হয়। হে ভগবন্! তোমার সেবক রয়দাসের প্রীতিরূপ উপহার গ্রহণ কর ও তদ্দ্বারা তোমার পতিত-পাবন নামের মহিমা রক্ষা কর।" সাধু রয়দাসের স্তুতি-পাঠ সমাপ্ত হইতে না হইতেই শিলারূপী ভগবান্ সত্বর তাঁহার ক্রোড়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন রাজা তাঁহার পরমার্থ-সাধনা-বিষয়ে নিঃসংশয় হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে বিনিবৃত্ত হইতে অনুমতি করিলেন।

চিতোরের রাজা ঝালি নামে এক মহিষী ছিলেন; তিনি রয়দাসের নিকট দীক্ষিত হওয়াতে তাঁহার রাজ্য-বাসী ব্রাহ্মণেরা মহাকোপান্বিত হইয়া তাঁহার দ্রোহাচরণ করিবার উপক্রম করিলেন। রাজপত্নী সাতিশয় কাতুরা হইলেন এবং স্বীয় গুরুর শরণার্থিনী হইয়া তাঁহার মন্ত্রণা জিজ্ঞাসা করিয়া এক লিপি প্রেরণ করিলেন। রয়দাস অবিলম্বে তাঁহার নিকট গমন করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে এক দিবস আহারার্থ নিমন্ত্রণ করিতে কহিলেন। তাঁহারা নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া নির্দ্দিষ্ট কালে আগমন পূর্ব্বক ভোজন-পংক্তিতে উপবেশন করিয়া দেখেন, দুই দুই ব্রাহ্মণের মধ্যে এক এক রয়দাস অবস্থান

করিতেছেন। রাস-রস-বিলাসিত-কৃষ্ণ-লীলানুরূপ এই অলৌকিক ব্যাপার দ্বারা রয়দাসের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। বিপক্ষ ব্রাহ্মণেরা নিন্দা-দ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন।

ভক্তমালে রয়দাসের এই প্রকার উপাখ্যান আছে। এক জঘন্য ইতর জাতীয় ব্যক্তি যে সম্প্রদায়-গুরু ও সাধু বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে, ইহা কৌতুকাবহ ও উপদেশজনকও বটে।

সেনপন্থী।

রামানন্দ স্বামীর শিষ্য-মণ্ডলীর মধ্যে সেন নামে এক শিষ্য এই সম্প্রদায় সংস্থাপন করেন। এক্ষণে কেবল ঐ সম্প্রদায়ের ও তৎপ্রবর্ত্তকের নাম মাত্র বিদিত আছে, অপরাপর বৃত্তান্ত কিছুই জ্ঞাত হওয়া যায় না। সেন ও তাঁহার পুত্র-পৌত্রাদি গন্দোয়ানার অন্তঃপাতী বন্ধগড়ের রাজ-বংশের কুল-গুরু হইয়া সাতিশয় খ্যাতি ও প্রভুত্ব লাভ করিয়াছিলেন। ভক্তমালে এই সংঘটনার হেতু-সূচক একটি কৌতুকাবহ উপাখ্যান আছে, পশ্চাৎ বর্ণিত হইতেছে।

সেন পূর্ব্বে বন্ধগড়ের রাজাদিগের কুল-নাপিত ছিলেন। তিনি বিষ্ণুভক্তি-পরায়ণ হইয়া সর্ব্বদা বৈষ্ণব-সহবাসেই কাল-ক্ষেপ করিতেন। একদা তিনি সাধু-সঙ্গে প্রেমাভিভূত থাকিয়া কালযাপন করিতেছিলেন, ক্ষৌরকর্ম্মের কাল অতীত হইয়াছে, ইহা তাঁহার অনুধাবিত হয় নাই। ভক্ত-বৎসল ভগবান্ স্বীয় ভক্তের এরূপ অকপট প্রীতি দেখিয়া চমকিত হইলেন এবং কি জানি, রাজা তাঁহার উপর ক্রুদ্ধ হন, এই বিবেচনা করিয়া সেনের আকার অবলম্বন পূর্ব্বক রাজ-সদনে গমন করিলেন ও সুচারুরূপ ক্ষৌরকর্ম্ম-সম্পাদন দ্বারা রাজার সমধিক প্রীতি জন্মাইয়া প্রত্যাগমন করিলেন। রাজা যদিও নাপিতরূপী দেব-দেবের গাত্র হইতে একরূপ অসামান্য দৈব সৌরভের ঘ্রাণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তথাপি বিষ্ণুমায়া বুঝিতে পারিলেন না। তিনি মনে করিলেন, ইহা আপনার গাত্র-বিমর্দ্দিত সুগন্ধ তৈলেরই গন্ধ হইবে। কপট-বেশী নাপিত প্রস্থান করিতে করিতেই প্রকৃত নাপিত উপস্থিত হইয়া আপনার বিলম্বের কারণ দর্শাইতে লাগিল। রাজা তাহাকে পূর্ব্ব বৃত্তান্ত সমুদায় অবগত করিলেন এবং উভয়েই তখন সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া রহিলেন। সূক্ষ্মদর্শী

াজা অবিলম্বে সমস্ত ব্যাপার অনুভব করিয়া স্বীয় নাপিতের পদে
রঃ সমর্পণ করিলেন ও তাহাকে ভগবানের পরম প্রিয়পাত্র জানিয়া
রুত্ব-পদে বরণ করিলেন।

রামসনেহী।

রামচরণ নামে এক রামাৎ বৈষ্ণব এই সম্প্রদায় সংস্থাপন করেন। ১৭৭৬
বতে জয়পুরের অন্তঃপাতী সুরাসেন নামক গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি
ব-প্রতিমার উপাসনায় বিমুখ হওয়াতে ব্রাহ্মণ-বর্গ সকলেই তাঁহার প্রতি-
ক হইয়া অশেষরূপ অনিষ্টাচরণ করিতে লাগিলেন। এ প্রযুক্ত তিনি ১৮০৭
বতে জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া নানা দেশ পর্য্যটন পূর্ব্বক উদয়পুরের
ন্তঃপাতী ভীল্বার গ্রামে উপস্থিত হইয়া তথায় দুই বৎসর অবস্থিতি করি-
ন। তৎকালে ভীমসিংহ সে স্থানের রাজা ছিলেন; তিনি ব্রাহ্মণদিগের
োগাক্রমে রামচরণকে উত্ত্যক্ত করিবার চেষ্টা করাতে রামচরণ স্থানান্তর
ান করিলেন। ঐ সময়ে ভামসিংহ নামে আর এক ব্যক্তি শাহপুরের
ধিপতি ছিলেন। তিনি রাম-চরণের দুঃখ-দর্শনে করুণাবিষ্ট হইয়া
হাকে আশ্রয় দিতে চাহিলেন এবং তাঁহাকে সমাদর পূর্ব্বক আনয়নার্থ
ন্তর লোক-জন প্রেরণ করিলেন। বৈরাগী ভামসিংহের সানুগ্রহ প্রস্তাবে
াত হইলেন, কিন্তু তাঁহার নিমিত্ত যে সমস্ত হস্ত্যাদি উপকরণ প্রেরিত
য়াছিল, তাহা স্বীকার না করিয়া পদব্রজেই শাহপুরে গমন করিলেন।
২৪ সংবতে এই ঘটনা হয়। বোধ হয়, তৎপরেও দুই বৎসর তিনি তথায়
র হইয়া বাস করিতে পারেন নাই। অতএব ১৮২৬ সংবৎ অবধি করিয়া
মসনেহী সম্প্রদায়ের আরম্ভ বলিতে হয়।

তৎকালে সাধরাম নামে এক বণিক্ ভীল্বারের রাজপ্রতিনিধি ছিলেন;
নি রামচরণের উপর অশেষ প্রকার শত্রুতা প্রকাশ করেন। একদা
হার প্রাণ-হরণার্থ একজন সিঙ্গীকে * শাহপুরে প্রেরণ করেন, কিন্তু রাম-

---

* রাজোয়াড়ায় সিঙ্গী নামে এক জাতি আছে, তাহারা স্বজাতীয় ও
ন কোন বণিক্‌জাতীয় লোককে সঙ্গে করিয়া তীর্থ-বিশেষে লইয়া যায়।
এব সিঙ্গী শব্দ সঙ্গী শব্দের বিকৃতি হইলেও হইতে পারে।

চরণ সিঙ্গীর আগমনের প্রয়োজন অবগত হইয়া অবনত-গ্রীব হইয়া কহিলে "তুমি যদর্থে প্রেরিত হইয়াছ, তাহা সমাধা কর, কিন্তু ইহা মনে করিও সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর প্রাণ দান করিয়াছেন, তাঁহার আদেশ ব্যতিরে সেই প্রাণ নাশ করা মনুষ্যের সাধ্য নহে।" জিঘাংসু সিঙ্গী তাঁহার এই বা দেব-প্রয়োজিত বোধ করিয়া শঙ্কাতুর হইল এবং তাঁহার পদ-দ্বয়ে শি সমর্পণ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল।

রামচরণ এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক হইয়া ১৮৫৫ সংবতে ৭৯ বৎসর ক্রমে লোকান্তর-গমন করেন। শাহপুরের প্রধান দেবালয়ে তাঁহার শব হয়। তিনি ৩৬২৫০ শব্দ * রচনা করিয়া যান।

রামচরণের লোকান্তর-প্রাপ্তি হইলে পর রামজন নামে তাঁহার শিষ্য তদীয় পদে অভিষিক্ত হন। তিনি শির্শন গ্রামে জন্মগ্রহণ কি ১৮২৫ সংবতে দীক্ষিত হন এবং অভিষেকানন্তর ১২ বৎসর দুই মাস ৬ মহন্ত-পদের অধিকারী থাকিয়া ১৮৬৬ সংবতে শাহপুর নগরে প্রাণ-ত্যা করেন। তিনি ১৮০০০ শব্দের রচনাকর্ত্তা বলিয়া প্রসিদ্ধ আছেন।

তৃতীয় মহন্তের নাম দুল্‌হরাম। তিনি ১৮৩৩ সংবতে রামসনেহী অবলম্বন করিয়া ১৮৮১ সংবতে পরলোক প্রাপ্ত হন। তিনি ১০০০০ লিখিয়াছিলেন এবং স্বমতাবলম্বী ও অন্যান্য হিন্দু ও মোসলমান-মতাব সাধুপুরুষদিগের মাহাত্ম্য-প্রতিপাদক প্রায় ৪০০০ শাখী রচনা করিয়াছিলে

চতুর্থ মহন্তের নাম ছত্রদাস। তিনি দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে সম্প্র ভুক্ত হইয়া ১৮৮১ সংবতে গদি প্রাপ্ত হন এবং ৭ বৎসরকাল গদির অধিকা থাকিয়া ১৮৮৮ সংবতে পরলোক-যাত্রা করেন। লোক-প্রবাদ আছে, তি ১০০০ শব্দ রচনা করিয়া যান। তাঁহার উত্তরকালবর্ত্তী মহন্তের না নারায়ণদাস।

মহন্তের পদ শূন্য হইলে পর তদীয় পদে লোক-নিয়োগার্থ শাহপুর নগ এতৎ-সম্প্রদায়ী উদাসীন ও বিষয়ী লোকদিগের এক সমাজ হয়। সমা ব্যক্তিগণ গুণবান্ ও জ্ঞানবান্ দেখিয়া এক ব্যক্তিকে ঐ পদে নিযুক্ত কা এবং বৈরাগীরা তদুপলক্ষে নগরস্থ রামমেরী নামক মন্দিরে নগরবাসীদিগ নিমন্ত্রণ করিয়া বিবিধপ্রকার মিষ্টান্ন ভোজন করাইয়া থাকেন। পদ হইবার ত্রয়োদশ দিবস পরে অভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

মহন্ত প্রায়ই শাহপুরে অবস্থিতি করিয়া থাকেন, তবে শরীর-বিষয়ক তিতিক্ষা অভ্যাসের অভিপ্রায়ে মধ্যে মধ্যে দুই এক মাসের নিমিত্ত দেশ-ভ্রমণে প্রবৃত্ত হন।

ধর্ম্ম-যাজক।

লোকে এ সম্প্রদায়ী ধর্ম্ম-যাজকদিগকে বৈরাগী ও সাধ * বলিয়া থাকে। তাঁহাদের প্রতি অনেক অনেক কঠোর নিয়ম-প্রতিপালনের ব্যবস্থা আছে। যথা,—তাঁহারা অবিবাহিত থাকিয়া পরদারাভিগমনে পরাঙ্মুখ রহিবেন; আহার-সংযম পূর্ব্বক সতত সন্তুষ্ট থাকিবেন, অল্প নিদ্রা, বাক্য-সংযম ও শারীরিক সহিষ্ণুতা অভ্যাস করিবেন এবং শাস্ত্রানুশীলনে নিরত থাকিয়া ফল-কামনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক দয়া, আর্জ্জব ও ক্ষমা-ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন। কাম, ক্রোধ, লোভ, কলহ, স্বার্থপরতা, ছদ্ম-ব্যবহার, বার্দ্ধুষিতা, মিথ্যা, চৌর্য্য, দুঃশীলতা, দোষাশ্রিত ক্রীড়া, যানারোহণ, পাদুকাগ্রহণ, দর্পণে মুখাবলোকন এবং নস্য, অলঙ্কার, গন্ধদ্রব্য ব্যবহার ও আর আর সমস্ত প্রকার ভোগাতিশয় পরিত্যাগ করিবারও ভূয়োভূয়ঃ শাসন আছে। মুদ্রা-প্রতিগ্রহ, জীব-হিংসা, নির্জ্জন-বাস এ সমুদায়ও তাঁহাদিগের পক্ষে অতি নিষিদ্ধ। কিন্তু মুদ্রার বিষয়ে নিয়ম করা বৃথা হইয়াছে, কারণ, বিষয়ী শিষ্যেরা গুরুদিগের নিমিত্ত অন্যের দত্ত মুদ্রা গ্রহণ করেন এবং বৈরাগীরা ঋণ-দান ও বাণিজ্য-ব্যবসায় নির্ব্বাহ নিমিত্ত বণিক্ নিযুক্ত করিয়া রাখেন। নৃত্য, গীত ও অন্যান্য সামান্য আমোদ এবং তাম্রকূট-ধূমপান, অহিফেন সেবন ও আর আর তাবৎ মাদক-দ্রব্য-ব্যবহারেরও প্রতিষেধ আছে। তাঁহাদিগের পক্ষে ঔষধ প্রস্তুত করা নিষিদ্ধ, তবে পীড়ার সময়ে কোন অপরিচিত ব্যক্তি ঔষধ প্রদান করিলে তাহা গ্রহণ ও সেবন করিয়া থাকেন।

রামসনেহীরা গলদেশে মাল্য ও ললাটে শ্বেতবর্ণ দীর্ঘ পুণ্ড্র ধারণ করিয়া থাকেন। সাধেরা একরূপ সামান্য কার্পাস-বস্ত্র গৈরিক-মৃত্তিকাতে রঞ্জিত করিয়া পরিধান করেন এবং তাদৃশ আর এক খণ্ডে কটিদেশ আবরণ করিয়া রাখেন। তাঁহারা কাষ্ঠময় পাত্রে জলপান করেন এবং পাষাণ ও

---

* সাধ শব্দ সাধু শব্দের বিকৃতি বোধ হয়।

মৃৎপাত্রে ভোজন করিয়া থাকেন। তাঁহারা প্রাণান্তেও জীবহিংসা করিতে প্রবৃত্ত হন না, সুতরাং মৎস্য-মাংস ভক্ষণ করা তাঁহাদিগের পক্ষে কোন মতেই বিধেয় হইতে পারে না। কি জানি, দীপ-শিখায় পতঙ্গাদি পতিত হইয়া দগ্ধ হয়, এ নিমিত্ত প্রজ্বলিত করিয়াই অমনি তৎক্ষণাৎ আবরণ করেন এবং জীব-হত্যার আশঙ্কায় গমন-কালে বিশেষরূপ দৃষ্টি করিয়া ভূমিতে পদ-বিক্ষেপ করেন। আর আষাঢ়ের শেষার্দ্ধ অবধি কার্ত্তিকের প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্ত অত্যাব-শ্যক কর্ম্ম ব্যতিরেকে দ্বারবহির্ভূত হন না। বোধ হয় ইঁহারা জৈনদিগের দৃষ্টান্তানুসারে এই সমস্ত ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকিবেন।

সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক রামচরণের দ্বাদশটি প্রধান শিষ্য ছিল; তিনি তাহা-দের মধ্যে কাহারও পদ শূন্য হইলে সাধবিশেষকে তৎপদে অভিষিক্ত করি-তেন। তাঁহার পরেও এই নিয়ম প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে। ঐ দ্বাদশ শিষ্যের উপর মঠ-সংক্রান্ত বিশেষ বিশেষ কর্ম্মের ভার অর্পিত আছে। তন্মধ্যে একজনের উপাধি কোতোয়াল, তিনি মঠ-স্থিত শস্য ও ঔষধ সমুদা-য়ের রক্ষণাবেক্ষণ করেন এবং মহন্তের অনুমত্যনুসারে মঠ-বাসীদিগকে প্রত্যহ খাদ্য-সামগ্রী বণ্টন করিয়া দেন। আর একজনের নাম কাপড়া-দার। এই সম্প্রদায়ের বিষয়ী ও অন্যান্য লোকে সাধুদিগকে যে সমস্ত কার্পাস-বস্ত্র ও কম্বলাদি দান করে, তিনি তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন। তৃতীয় শিষ্য সাধদিগের আচার-ব্যবহার ও রীতি-চরিত্র-বিষয়ের তত্ত্বাবধারণ করেন। চতুর্থ শিষ্য সাধদিগকে পাঠ-শিক্ষা ও পঞ্চম শিষ্য লিপি-শিক্ষা প্রদান করেন। ষষ্ঠ শিষ্য কি স্বমতাবলম্বী, কি অন্যমতাবলম্বী শিক্ষার্থী ব্যক্তিমাত্রকেই লিখন-পঠন শিক্ষা দিয়া থাকেন। আর ঐ দ্বাদশ শিষ্যের অন্তর্গত প্রবীণ ও স্ববশেন্দ্রিয় ব্যক্তি বিশেষ স্ত্রীলোকদিগকে তদ্বিষয়ে উপদেশ দিবার নিমিত্ত নিয়োজিত থাকেন।

সাধদিগের মধ্যে কেহ কোন নিষিদ্ধ কর্ম্ম করিলে ঐ দ্বাদশ শিষ্যের মধ্যে উল্লিখিত মঠ-কর্ম্মচারী সাত শিষ্যের কোন তিন জন ও অবশিষ্ট পাঁচ শিষ্য এই আট জন মহন্ত কর্ত্তৃক পঞ্চায়িত নিযুক্ত হইয়া তদ্বিষয়ের বিচার-সম্পাদন করেন।

সাধ-মণ্ডলী-ভুক্ত হইবার সময়ে আপনার নাম পরিবর্ত্তন করিতে হয় এবং মস্তকে এক শিখামাত্র রাখিয়া সমুদায় কেশ মুণ্ডন করিতে হয়। এই

[illegible] পাইয়া বিপুল ধন-

সঞ্চয় করিয়াছে। শ্রুত হওয়া যায়, এক এক জন এককালে পাঁচ শত টাকা পাইয়াছে।

এক প্রকার সাধের নাম বিদেহী; তাহারা উলঙ্গ থাকে। আর এক প্রকারের নাম মোহনী। যাহাদিগের বাগিন্দ্রিয় বশীভূত হয় নাই, তাহারা কিয়ৎবৎসরের নিমিত্ত মোহনীশ্রেণী-ভুক্ত হইয়া মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া থাকে এবং তদ্দ্বারা অন্তঃকরণ স্ববশ হইলে পর পুনরায় কথা কহিতে প্রবৃত্ত হয়।

গৃহস্থদিগেরও সাধমধ্যে গণিত ও মহন্ত-পদ প্রাপ্ত হইবার অধিকার আছে; কিন্তু পূর্ব্বোক্ত বিদেহী ও মোহনী-শ্রেণীভুক্ত হইবার বিধি নাই, কারণ, ঐ উভয়কে যেরূপ নিয়ম অবলম্বন করিয়া চলিতে হয়, তাহা বিষয়-কর্ম্ম-নির্ব্বাহের নিতান্ত প্রতিকূল। স্ত্রীলোকেও ধর্ম্ম-যাজিকা হইতে পারে, কিন্তু তাহা হইলে তাহাদিগের কন্যা, পুত্র ও স্বামী পরিত্যাগ করিয়া যাবজ্জীবন পুরুষ-সহবাসে বিনিবৃত্ত থাকিতে হয়।

দীক্ষা।

হিন্দুদিগের মধ্যে সকল-জাতীয় লোকেরই এ সম্প্রদায়ে নিবিষ্ট হইবার অধিকার আছে; শাহপুরস্থ মন্দিরের প্রধানাধ্যক্ষই সম্প্রদায়-ভুক্ত করিয়া থাকেন। বৈরাগীরা নানা স্থান হইতে দীক্ষাভিলাষী ব্যক্তিদিগকে শাহ-পুরে আনয়ন করে, অনন্তর তথাকার প্রধানাধ্যক্ষ তাহাদিগকে শ্রদ্ধা-ভক্তি-বিষয়ে পরীক্ষা করিবার জন্য ও স্বীয় মতের বিষয় সম্যক্ প্রকার উপদেশ দিবার নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশ সাধের সন্নিধানে প্রেরণ করেন। ঐ দীক্ষার্থীরা তাঁহাদিগের নিকট পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইলে পরে সম্প্রদায়-মধ্যে গৃহীত হয়, কিন্তু সাধ-পদে অধিরূঢ় হইবার মানস করিলে প্রথমে ৪০ দিন শিক্ষার অবস্থায় থাকিতে হয়।

উপাসনা।

রামসনেহীরা তাঁহাদিগের উপাস্য দেবতাকে রাম বলিয়া থাকেন। তাঁহা-দের মতানুসারে রাম সর্ব্বশক্তিমান্ ও সৃজন-পালন সংহারের অদ্বিতীয়

কারণ। সেই শুভপ্রদ ও অশুভহর রামের অভিসন্ধিমধ্যে প্রবেশ করিতে কাহারও শক্তি নাই. তিনি যাহা করেন, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকা বিধেয়। মনুষ্যের কিছুই কৃতি-সামর্থ্য নাই, সমুদয়ই পরমেশ্বরের ইচ্ছাধীন। জীবাত্মা সেই রাম-রূপী পরমেশ্বরের অংশ। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা দুষ্কর্ম্ম করিলে কিছুতেই সে অপরাধ হইতে বিমুক্ত হন না। কিন্তু অজ্ঞানী ব্যক্তি পাপ করিলে শাস্ত্রাভ্যাস, তপস্যা ও অনুতাপ দ্বারা তাহা হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে।

রামসনেহীদিগের মতে প্রতিমা-নির্ম্মাণ ও প্রতিমা-পূজার বিশেষরূপ নিষেধ আছে। এ প্রযুক্ত তাঁহাদিগের উপসনা স্থানে দেব-প্রতিমা দৃষ্টি করা যায় না ও পৌত্তলিক ধর্ম্ম-সংক্রান্ত অন্য কোন বিষয়েরও নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তাঁহারা কহেন, যেমন সাগর-সলিলে অবগাহন করিলে আর নদী-স্নান আবশ্যক হয় না, সেইরূপ সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের আরাধনা করিলে ইতর দেবতার আরাধনার আর প্রয়োজন থাকে না।

তাঁহারা দিনের মধ্যে প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়ংকালে ঈশ্বরের উপাসনা করেন। বিষয়ী লোকে বিষয় কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকাতে সকলে এক সময়ে মন্দিরস্থ হইতে পারে না, কিন্তু একবার তথায় উপস্থিত হইলে উপাসনা-সমাপ্তি পর্য্যন্ত থাকিতে হয়।

সাধগণ নিশীথ-সময়ে গাত্রোত্থান করিয়া দেবালয়ে গমন পূর্ব্বক প্রাতঃকালে যামার্দ্ধ পর্য্যন্ত উপাসনায় নিযুক্ত থাকেন; তৎপরে বিষয়ী লোকেরা তথায় গিয়া ৪। ৫ দণ্ড কাল অবস্থিতি করেন, পরিশেষে স্ত্রীলোকেরা স্তোত্রদ্বয় গান করিলে পর প্রাতঃকালীন উপাসনা সমাপ্ত হয়। আড়াই প্রহর অথবা তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে মধ্যাহ্নকালিক উপাসনা আরব্ধ হয়। সায়ংকালে কেবল পুরুষেরা উপাসনা করেন, ঐ উপাসনা সন্ধ্যাকালে আরম্ভ হইয়া এক ঘণ্টাতেই সাঙ্গ হয়। স্ত্রী-পুরুষের একত্র উপবিষ্ট হইবার ও একত্র গান করিবার বিধি নাই। যখন অন্য কেহ না থাকে, তখন সাধগণ কিয়ৎকাল উপাস্য দেবতার ধ্যান-ধারণায় নিমগ্ন থাকেন, কখনও বা মালা জপ করেন ও মধ্যে মধ্যে রামনাম উচ্চারণ করেন। রামসনেহীরা রজনীতে নিরম্বু উপবাসী থাকেন।

এ সম্প্রদায়ের উপাসনা-স্থানের নাম রামদ্বার. রাজোয়াড়ার মধ্যে শাহপুরের মন্দিরই সর্ব্বাপেক্ষা সমাদৃত। তদ্ভিন্ন জয়পুর, যোধপুর, মর্থা, নাগোর

উদয়পুর, চিত্তোর, ভীল্বার, তোঙ্ক, বুন্দি ও কোটা প্রভৃতি স্থানে বহুতর রামদ্বার বিদ্যমান আছে।

উৎসব।

রামসনেহীদিগের দশহরা, দেওয়ালি, হোলি প্রভৃতি সাধারণ হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্গত কোন উৎসব নাই। শাহপুরে ফাল্গুন মাসে তাঁহাদিগের ফুলদোল নামে এক উৎসব হয়। যদিও ঐ মাসের শেষ ৫। ৬ দিনই বাস্তবিক পর্ব্বাহ বলা যায়, কিন্তু ভারতবর্ষের নানা স্থান হইতে মাসাবধি লোকের সমাগম হইতে থাকে। বৈরাগীরা যদি এক বৎসর গমন না করেন, তবে বর্ষান্তরে আর না গিয়া থাকিতে পারেন না। এই সম্প্রদায় ভুক্ত বিষয়ী লোকদিগের চরিত্র-বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবার নিমিত্ত এক এক গ্রামে ২। ৩ জন বৈরাগী অবস্থিতি করে এবং এক এক নগরে লোকের সঙ্খ্যানুসারে ৮। ১০ অথবা ১২ জন ও স্থানবিশেষে তাহার অধিকও থাকে। তত্তৎনগরস্থ ও গ্রামস্থ লোকের সহিত তাহাদের হৃদ্যতা ও কোন প্রকার দূষিত সম্পর্ক না হয়, এ নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত দুল্হরাম মহন্ত এই নিয়ম করিয়া গিয়াছেন যে, কোন বৈরাগী এক স্থানে উপর্য্যুপরি দুই বৎসর থাকিতে পারিবেন না। তদনুসারে ফুলদোলের সময়ে তাঁহারা অবসৃত বা স্থানান্তরিত হন।

ইহা প্রসিদ্ধ আছে, এ দেশে শ্রীকৃষ্ণের ফুলদোল নামে এক উৎসব হইয়া থাকে। রামসনেহীরা সে উৎসবের অনুষ্ঠান করেন না, তথাপি পূর্ব্বোক্ত শাহপুরের মেলার নাম ফুলদোল রাখিয়াছেন কেন, নিশ্চয় বলিতে পারা যায় না। এই উপলক্ষে রাজস্থানের অন্তঃপাতী উদয়পুর, যোধপুর, জয়পুর, কোটা, বুন্দি এবং অপরাপর প্রদেশের নৃপতিগণ অন্য-ধর্ম্মাক্রান্ত হইয়াও প্রত্যেকে রামসনেহীদিগের মিষ্টান্ন-ভোজনের নিমিত্ত শাহপুরে ১০০০। ১২০০৲ টাকা করিয়া প্রেরণ করেন।

সম্প্রদায়-ভুক্ত কোন ব্যক্তি গুরুতর দোষ করিলে, যে সমস্ত বৈরাগীরা লোকের শুভাশুভ কর্ম্মের তত্ত্বাবধারণ নিমিত্ত নিয়োজিত আছেন, তন্মধ্যে কেহ ফুলদোলের সময় তাহাকে শাহপুরে আনয়ন করিয়া থাকেন। তথায় ঐ অপরাধী ব্যক্তি মন্দির-প্রবেশ করিতে ও স্বসম্প্রদায়ী লোকের পংক্তিস্থ

হইয়া ভোজন করিতে পায় না। পরে আট জন সাধের বিচারে যদি তাহার দোষ সপ্রমাণ হয়, তবে তাহার শিখাচ্ছেদন ও মাল্য-হরণ পূর্ব্বক তাহাকে সম্প্রদায়-বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হয়। লঘু দোষের বিচার সর্ব্বকালে ও সর্ব্ব-স্থানে সেই সেই স্থানের বৈরাগী কর্ত্তৃক নির্ব্বাহিত হয় এবং তথাকার মহন্ত কর্ত্তৃক তাহার দণ্ড-বিধান সম্পাদিত হইয়া থাকে।

গুজরাট ও রাজোয়াড়ায় বহুসংখ্য রামসনেহীর বসতি আছে। তদ্ব্যতি-রেকে বোম্বাই, সুরাট, হায়দ্রাবাদ, পুনা ও আহম্মদাবাদ প্রভৃতি পশ্চিমাঞ্চ-লের অনেকানেক নগরে ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী অনেকানেক স্থানে তাহা-দিগকে দেখিতে পাওয়া যায় এবং কাশীতেও কতকগুলি অবস্থিত করিতে দৃষ্টি করা যায়।

রামসনেহীদিগের সাম্প্রদায়িক গ্রন্থের অন্তর্গত কতিপয় পদের তাৎপর্য্যার্থ।

১। যে ফকির করুণা-পূর্ণ পুরুষের সৌন্দর্য্য-দর্শনে প্রেমাসক্ত হইয়াছেন, তিনি তাঁহার প্রেমে সম্পূর্ণরূপ মত্ত হইয়া অষ্টপ্রহর অভিভূত থাকেন। তাঁহার জীবাত্মা এক অগম্য দেশ হইতে আগমন করিয়া জড়ময় দেহ আশ্রয় করিয়াছে এবং এ সংসারের যন্ত্রণা দেখিয়া পুনর্ব্বার সেই দেশেই প্রতিগমন করিবে। তিনি যাবৎ এই পান্থশালায় * অবস্থিতি করেন, তাবৎ তাহার সমুচিত করপ্রদান করেন † এবং নিষ্কাম হইয়া পরমেশ্বরে আত্মসমর্পণ করেন। তিনি এই পৃথিবীতে নিরুদ্বেগে বিচরণ করেন, নিঃসঙ্গ হইয়া কেবল প্রিয়তম পরমেশ্বরকে অনুসন্ধান করেন ও দুঃখী দেখিয়া দান করেন। ‡ তিনি স্বার্থ-শূন্য হইয়া শ্রদ্ধা সহকারে লোকযাত্রা-নির্ব্বাহ-বিষয়ে অনুকূল হন এবং লোকদিগকে স্বর্গ-পথ প্রদর্শন করিয়া মৃত্যু-মুখ হইতে বিমুক্ত করেন। রাম-চরণ কহেন, যে ফকির এমত সাধু ও যাহার অন্তঃকরণ সংসারচিন্তায় এক-

---

* শরাই। এস্থলে এশব্দের তাৎপর্য্যার্থ শরীর।

† অর্থাৎ আপনার কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পন্ন করেন।

‡ অর্থাৎ ভিক্ষা দ্রব্য বা অন্ন দেবার যৎকিঞ্চিৎ বিতরণ করেন।

তখন আচার্য্য কহিলেন, "তুমি জীবের স্বভাব জ্ঞাত আছ, তাহার সকলই দোষ, তবে কিরূপে তোমার সহিত তাহার সংযোগ হইবে?" তাহাতে ঠাকুরজী (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ) কহিলেন, "তুমি ব্রহ্মের সহিত জীবের যেরূপ সংযোগ-সাধন করিবে, আমি তাহাই স্বীকার করিয়া লইব।"

বল্লভাচার্য্য একটি অসামান্য বিষয়ের বিধি দিয়া গিয়াছেন; হিন্দু-ধর্ম্ম-প্রচারকের পক্ষে সেরূপ উপদেশ দেওয়া সহসা সম্ভাবিত বোধ হয় না। তিনি কহিয়া গিয়াছেন, পরমেশ্বরের উপাসনাতে উপবাসের আবশ্যকতা নাই, অন্ন-বস্ত্রের ক্লেশ পাইবারও প্রয়োজন নাই, বন-বাস স্বীকার পুরঃসর কঠোর তপস্যাতেও ফলোদয় নাই; উত্তম বসন পরিধান ও সুখাদ্য অন্ন-ভোজনাদি সমস্ত বিষয়-সুখ-সম্ভোগ পূর্ব্বক তাঁহার সেবা কর। বস্তুতঃ এ সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবেরা অতিমাত্র বিষয়ী ও ভোগ-বিলাসী। গোস্বামীরা সকলেই গৃহস্থ। সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক বল্লভাচার্য্য যদিও প্রথমে সন্ন্যাসী ছিলেন, কিন্তু লোকে বলে, তিনি পুনর্ব্বার গার্হস্থ্যাশ্রম অবলম্বন করিয়াছিলেন। সেবকেরা গোস্বামী-দিগকে পরিধানার্থে উত্তমোত্তম বহু মূল্য বস্ত্র প্রদান করে এবং চর্ব্ব্য, চোষ্য লেহ্য, পেয় নানাবিধ সুরস দ্রব্য ভোজন করায়।

শিষ্যদিগের উপর গোস্বামীদিগের অত্যন্ত প্রভুত্ব দেখিতে পাওয়া যায়, এমন কি, শিষ্যেরা তাঁহাদিগকে তন, * মন, ধন তিনই সমর্পণ করিবে, এরূপ স্পষ্ট বিধি আছে। সেবকেরা অনেকেই ব্যবসায়ী লোক। গোস্বামীরাও বহু-বিস্তৃত বাণিজ্য ব্যবসায়ে ব্যাপৃত থাকেন এবং তীর্থ-ভ্রমণোপলক্ষে দূরদূরান্তর গমন করিয়া বাণিজ্য-কার্য্য নির্ব্বাহ করেন।

দেব-সেবার বিষয়ে অন্যান্য সম্প্রদায়ের সহিত ইহাঁদিগের বিশেষ বিভিন্নতা নাই। ইহাঁদিগের গৃহে ও মন্দিরে গোপাল, রাধাকৃষ্ণ এবং কৃষ্ণাবতার-সম্বন্ধীয় অন্যান্য প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত থাকে। এই সমস্ত প্রতিমূর্ত্তি প্রায়ই ধাতুনির্ম্মিত। প্রতিদিবস শ্রীকৃষ্ণের আটবার সেবা হয়, পশ্চাৎ তাহার বিবরণ করিতেছি।

১ মঙ্গলারতি। সূর্য্যোদয়ের অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে শ্রীকৃষ্ণকে শয্যা হইতে উত্তোলন পুরঃসর আসনারূঢ় করিয়া তাম্বূল-সংবলিত যৎকিঞ্চিৎ জল-পানের সামগ্রী প্রদান করিতে হয় এবং সে সময়ে তথায় দীপ রাখিতে হয়।

---

* শরীর।

২ শৃঙ্গার। চারি দণ্ড বেলার সময় শ্রীকৃষ্ণ তৈল, চন্দন ও কর্পূর দ্বারা সুগন্ধিত ও বস্ত্রালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া বার দিয়া বসেন।

৩ গোয়ালা। ছয় দণ্ড হইলে শ্রীকৃষ্ণ যেন গোচারণে যাত্রা করিতেছেন, এইরূপ বেশ ধারণ করেন।

৪ রাজভোগ। মধ্যাহ্নকালে শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠ হইতে যেন গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া ভোজন করিতেছেন, এই মনে করিয়া দেবালয়ের পরিচারকেরা বিগ্রহ-সমীপে নানাবিধ মিষ্টান্ন ও অন্যান্য সুখাদ্য সামগ্রী স্থাপন করেন এবং ভোগ সমাপ্ত হইলে পর প্রসাদী দ্রব্য ও অন্যান্য সামগ্রী উপস্থিত সেবক-দিগকে পরিবেশন করিয়া দেন এবং কোন কোন ধনাঢ্য ও সম্ভ্রান্ত শিষ্যের বাটীতেও প্রেরণ করিয়া থাকেন।

৫ উত্থাপন। ভোগান্তে বিগ্রহের নিদ্রা হয়, পরে ছয় দণ্ড বেলা থাকিতে জাগরিত করিয়া উত্থান করাইতে হয়।

৬ ভোগ। উত্থাপনের অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে বৈকালিক ভোগ হয়।

৭ সন্ধ্যা। সূর্য্যাস্তসময়ে শ্রীকৃষ্ণের সায়ংকালিক সেবা হয়। তখন তাঁহার দিবা-পরিহিত সমুদায় অলঙ্কার উন্মোচন করিয়া পুনর্ব্বার তৈল ও গন্ধ-দ্রব্যাদি দ্বারা অঙ্গ-সেবা করিতে হয়।

৮ শয়ন। অনুমান ছয় দণ্ড রাত্রির সময়ে বিগ্রহকে শয্যায় স্থাপন পূর্ব্বক তৎসন্নিধানে পানীয় জল, তাম্বূলাধার ও অন্যান্য শ্রান্তিহর দ্রব্য সমুদায় রাখিয়া পরিচারকেরা দেবালয়ের দ্বার রুদ্ধ করিয়া প্রস্থান করেন।

এই সকল সময়ে প্রায় এক প্রকারই সেবা হয়; যথা—পুষ্প, গন্ধ ও ভোগদান এবং স্তোত্র-পাঠ ও সাষ্টাঙ্গ প্রণাম। বিগ্রহ-সেবক এবং অন্যান্য লোকেও এই সমুদায়ের অনুষ্ঠান করেন, কিন্তু কৃষ্ণ-স্তোত্র প্রায় ঐ সেবকেরাই পাঠ করিয়া থাকে।

নিত্য-সেবা ব্যতিরেকে কতকগুলি সাংবৎসরিক মহোৎসব আছে, যথা—রথযাত্রা, রাস-যাত্রা ও জন্মাষ্টমী। রথ-যাত্রা বাঙ্গালা ও উড়িষ্যাতেই বিশিষ্ট-রূপে হইয়া থাকে, পশ্চিমাঞ্চলেরও কোন কোন স্থানে কিছু কিছু প্রচলিত আছে। কাশীধামে ও পশ্চিম-প্রদেশীয় অন্যান্য অনেক স্থলে জন্মাষ্টমী ও রাস-যাত্রায় অতিশয় আমোদ হয়। গ্রাম সন্নিহিত কোন চত্বরে সমারোহ পূর্ব্বক রাস-যাত্রার কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। কত লোকে শ্বেত, পীত, লোহিতাদি কত উৎকৃষ্ট বসন পরিধান পূর্ব্বক রাস-ভূমিতে সমাগত হয়,

কত প্রকার অতি মনোহর নৃত্য-গীত-বাদ্যেরই অনুষ্ঠান হয় ও শ্যামসুন্দরের সুললিত লীলাস্বরূপ কত কৌতুকই প্রদর্শিত হয়। স্থানে স্থানে গায়ক, বাদক ও নর্ত্তক সকল স্বেচ্ছানুসারে উপস্থিত হইয়া নিজ নিজ গুণ-প্রকাশ পুরঃসর লোকের মনোরঞ্জন করে এবং দর্শকগণ পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে মনোমত পারিতোষিক প্রদান পূর্ব্বক পুরস্কৃত করে। স্থানে স্থানে তৃণ-গৃহ, বস্ত্র-গৃহ ও পণ্য-শালা প্রস্তুত হয়, মধ্যে মধ্যে মনোহর দোলনা ও ঝোলনা সকল আলম্বিত থাকিয়া লোকদিগকে অতিশয় আমোদিত করে, অপর্য্যাপ্ত ফল-মূল ও নানাবিধ মিষ্টান্নসামগ্রী পরিপাটীক্রমে সজ্জীভূত থাকিয়া সর্ব্বস্থান সুশোভিত করে এবং দর্শকগণ পরম কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া হর্ষোৎফুল্ল-চিত্তে চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতে থাকে। অসংখ্য লোকের সমাগম! বিচিত্র বসন! বিচিত্র ভূষণ! বিবিধ কৌতুক! পরমাশ্চর্য্য সুদৃশ্য ব্যাপার! এই সমস্ত সন্দর্শন করিয়া লোকের আমোদের আর ইয়ত্তা থাকে না। বৃন্দাবনেও চান্দ্র আশ্বিন মাস অবধি করিয়া পূর্ণিমা পর্য্যন্ত এই উৎসব হয়। তথায় নদী-কূলে পাষাণময় কৃত্রিম বেদির উপর শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলার অবিকল প্রতিরূপ প্রদর্শিত হইয়া থাকে।

বল্লভাচারীরা ললাটে দুই উর্দ্ধপুণ্ড্র করিয়া নাসামূলে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি করিয়া মিলাইয়া দেন এবং ঐ দুই পুণ্ড্রের মধ্যস্থলে একটি রক্তবর্ণ বর্ত্তুলাকার তিলক করিয়া থাকেন। এ সম্প্রদায়ের ভক্তেরা শ্রীবৈষ্ণবদিগের ন্যায় বাহু ও বক্ষঃস্থলে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মের প্রতিরূপ মুদ্রিত করেন এবং কেহ কেহ শ্যামবন্দী নামক কৃষ্ণমৃত্তিকা অথবা কৃষ্ণ-বর্ণ অন্যরূপ ধাতু দ্বারা উল্লিখিত বর্ত্তুলাকার তিলক আলিখিত করিয়া থাকেন। ইহাঁরা কণ্ঠে তুলসীর মালা এবং হস্তে তুলসীকাষ্ঠের জপ-মালা ধারণ করেন এবং 'শ্রীকৃষ্ণ' ও 'জয়গোপাল' বলিয়া পরস্পর অভিবাদন করেন।

বল্লভাচার্য্য শ্রীভাগবতের একখানি টীকা করেন, ঐ টীকা ইহাঁদিগের প্রধান সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ। তাহাতে ভাগবতের যাদৃশ ব্যাখ্যা আছে, ইহাঁরা তাহাই অবলম্বন করিয়া চলেন। তদ্ব্যতিরেকে তিনি বেদব্যাস-প্রণীত কতকগুলি ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য প্রস্তুত করেন এবং সিদ্ধান্ত-রহস্য, ভাগবত-লীলা-রহস্য-একান্ত-রহস্য প্রভৃতি অনেকানেক সংস্কৃত গ্রন্থও রচনা করিয়া যান। এ সকল গ্রন্থ অতিশয় দুষ্প্রাপ্য, কেবল পণ্ডিতদিগেরই ব্যবহার্য্য বলিয়া প্রসিদ্ধ

আছে। তদ্ভিন্ন সামান্য সেবকদিগের মধ্যে কৃষ্ণ-লীলা-প্রতিপাদক বহুতর গ্রন্থ প্রচলিত আছে। যথা,—

বিষ্ণু-পদ; এ গ্রন্থ ভাষায় লিখিত। ইহা বল্লভাচার্য্য-কৃত বলিয়া বিখ্যাত আছে। ইহাতে বিষ্ণু-গুণ-প্রতিপাদক কতকগুলি পদমাত্র নিবেশিত আছে।

ব্রজ-বিলাস; ব্রজবাসী দাস নামে এক ব্যক্তি এই অনতি-ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি ভাষায় রচনা করেন, ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলার বর্ণনা আছে।

অষ্টছাপ; এ গ্রন্থে বল্লভাচার্য্যের আট জন প্রধান শিষ্যের উপাখ্যান আছে।

বার্ত্তা; এই ভাষা-গ্রন্থ বল্লভাচার্য্য ও তাঁহার মতানুবর্ত্তী ৮৪ জন ভক্তের অত্যদ্ভুত চরিত বর্ণিত আছে। ঐ ৮৪ জনের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ উভয়জাতীয় ও সকল বর্ণোদ্ভব লোকই ছিল।

এই কয়েকখানি ব্যতিরেকে আরও বিস্তর গ্রন্থ বিদ্যমান আছে, কিন্তু সে সমস্ত তাদৃশ প্রচলিত নহে। ভক্তমালেও এ সম্প্রদায়-সংক্রান্ত অনেক উপাখ্যান আছে। কিন্তু বল্লভাচারীরা অপরাপর সম্প্রদায়ের ন্যায় উহাকে মূল-শাস্ত্র বলিয়া অঙ্গীকার করেন না। উল্লিখিত বার্ত্তাই ইহাঁদের ভক্তমাল-স্থানীয় হইয়াছে। ভক্তমালের ন্যায় ঐ গ্রন্থেও শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ ও আবির্ভাবসূচক অনেকানেক অলৌকিক ও অসম্ভাবিত উপাখ্যান বিনিবেশিত আছে। উহার অন্তর্গত একটি রাজপুতনী অর্থাৎ রাজপুত্রজাতীয় স্ত্রীলোকের উপাখ্যান পাঠ দ্বারা বোধ হয়, এ সম্প্রদায়ের মতে সহমরণের বিধান ছিল না। বল্লভাচার্য্যের জগন্নাথ ও রাণা-ব্যাস নামে দুই শিষ্য নদী-তীর্থে স্নান করিতেছিলেন, এমত কালে ঐ স্ত্রী স্বীয় স্বামীর সহগমনার্থ তথায় উপস্থিত হইল। ইহা দেখিয়া জগন্নাথ সতীর্থ রাণাব্যাসকে জিজ্ঞাসিলেন, "স্ত্রীলোকের সতীত্ব-ধর্ম্ম প্রকাশের যে প্রথা প্রচলিত আছে, তাহার ব্যাপারখানা কি?" রাণাব্যাস শিরশ্চালন পূর্ব্বক কহিলেন, "শবের সহিত সৌন্দর্য্যের অনর্থ সংযোগমাত্র।" রাজপুতনী তাঁহার শিরশ্চালনের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিয়া সহগমনে নিবৃত্ত হইল। কিছু দিন পরে রাজপুতনী অকস্মাৎ একদিন তাঁহাদিগকে দেখিয়া আপনার সহমরণ-নিবারণ-সংক্রান্ত পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত সমুদায় নিবেদন করিল এবং তৎকালে তাঁহাদের দুই জনের কি কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহাও জানিতে প্রার্থনা করিল। রাণাব্যাস নিশ্চিত জানিলেন, রাজপুতনীর উপর শ্রীআচার্য্যের কৃপা

হইয়াছে এবং জগন্নাথের সহিত তাঁহার যে কথোপকথন হইয়াছিল, তৎসমুদায় সবিশেষ অবগত করিয়া কহিলেন, 'তোমার রূপ-লাবণ্য শ্রীঠাকুরজীর সেবায় সমর্পিত না করিয়া শবের উপর নিক্ষিপ্ত করা অতিশয় অনুচিত ও অত্যন্ত দুঃখের বিষয়।' লিখিত আছে, অনন্তর রাজপুতনী রাণাব্যাস-সন্নিধানে উপাদিষ্ট হইয়া শ্রীঠাকুরজীর পরিচারণাকার্য্যে নিয়োজিত থাকিয়া আয়ুঃক্ষয় করিয়াছিলেন।

বল্লভাচার্য্যের পুত্র বিত্তলনাথ পিতৃপদে অভিষিক্ত হন। এ সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁহাকে শ্রীগোঁসাইজী বলিয়া জানে। বিত্তলনাথের সাত পুত্র;—গিরধারি রায়, * গোবিন্দ রায়, বালকৃষ্ণ, গোকুলনাথ, রঘুনাথ, যদুনাথ ও ঘনশ্যাম। ইহাঁরা সকলেই ধর্ম্মোপদেশক ছিলেন এবং ইহাঁদের মতানুবর্ত্তীরা যদিও পৃথক্ পৃথক্ সমাজভুক্ত, কিন্তু প্রধান প্রধান বিষয়ে প্রায় সকল সমাজেরই ঐক্য আছে। কেবল গোকুলনাথের শিষ্যদিগের কিঞ্চিৎ বিভিন্নতা দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা অপর ছয় সমাজের মঠে কিছুই শ্রদ্ধা করে না এবং স্বকীয় সমাজের গোস্বামী ব্যতিরেকে আর কাহাকেও শাস্ত্রবিহিত গুরু বলিয়া স্বীকার করে না। বিত্তলনাথের অন্য কোন পুত্রের মতানুবর্ত্তী লোকেদের এরূপ একতর পক্ষপাত নাই।

নানা স্থানের, বিশেষতঃ গুজরাট ও মালোয়াদেশের বহুতর স্বর্ণবণিক্ ব্যবসায়ী লোকে বল্লভাচার্য্যের মতাবলম্বী হইয়াছে, এ নিমিত্ত এ সম্প্রদায়ে অনেকানেক ধনাঢ্য লোক দৃষ্ট হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের সর্ব্বস্থানে, বিশেষতঃ মথুরা ও বৃন্দাবনে ইহাঁদিগের বিস্তর মঠ ও দেবালয় আছে। কাশীতে এ সম্প্রদায়ের দুইটি প্রসিদ্ধ মন্দির আছে;—লালজীর মন্দির ও পুরুষোত্তমজীর মন্দির। † ঐ দুই বিগ্রহ অতি বিখ্যাত ও বহু-বিষয়াপন্ন। জগন্নাথক্ষেত্র ও দ্বারকা এ সম্প্রদায়ের অতিমাত্র পবিত্র তীর্থ এবং আজমীরের অন্তঃপাতী শ্রীনাথদ্বারের মঠ সর্ব্বাপেক্ষা মহিমান্বিত ও সমৃদ্ধি-সম্পন্ন বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। লোকপ্রবাদ আছে, এ মঠের বিগ্রহ পূর্ব্বে মথুরায় ছিলেন;

---

* বোধ হয়, সংস্কৃত গিরিধারী শব্দের অপভ্রংশ গিরধরি।

† কাশীর পোদ্দারেরা প্রত্যেক হুণ্ডিতে এক পয়সা করিয়া দেবালয়ে দান করে, আর তথাকার বস্ত্র-ব্যবসায়ীরা প্রতিবারের বস্ত্র-বিক্রয়ে দুই পয়সা করিয়া দেয়।

আরঙ্গজেব বাদশাহ তথাকার মন্দির ভাঙ্গিয়া ফেলিতে অনুমতি করিলে পর ঐ সর্ব্বান্তর্যামী বিগ্রহ তথা হইতে আজমীরে প্রস্থান করেন। তথাকার বর্ত্ত মান মন্দির অধিক দিনের নহে, কিন্তু সেবক-দত্ত ধনে তত্রস্থ বিগ্রহের বিস্ত সম্পত্তি হইয়া উঠিয়াছে। * বল্লভাচারীদিগের অন্ততঃ একবারও শ্রীনাথ দ্বার দর্শন করিতে হয় এবং প্রধান গোস্বামীর সন্নিধানে তদ্বিষয়ের প্রমাণ পত্র গ্রহণ করিয়া মঠের আনুকূল্যার্থ যথাসম্ভব কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দান করিতে হয়।

মীরা বাই।

এ সম্প্রদায়কে বল্লভাচারীদিগের একটি শাখা বলিলেও বলা যায় বিশেষ এই যে, এ সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবেরা মীরা বাই এবং তাঁহার ইষ্টদেব রণ ছোড়কে বিশিষ্টরূপ ভক্তি করিয়া থাকেন। এই নিমিত্তই এক পৃথক্ সম্প্রদায় বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন।

ভক্তমালে মীরা বাইয়ের উপাখ্যান থাকাতে বোধ হয়, তিনি জন সমাজে সবিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি বিষ্ণু-বিষয়ে কত গুলি পদ রচনা করেন। নানকপন্থী ও কবীরপন্থী প্রভৃতি একেশ্বর-বাদী দিগের উপাসনা-পদ্ধতিমধ্যে তাঁহার অনেক গীত প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভক্ত মালে মীরা বাই আক্‌বর শাহার সমকালবর্ত্তী বলিয়া লেখা আছে। এরূপ আখ্যান আছে যে, আক্‌বর, বাইজীর অসাধারণ সঙ্গীতশক্তির বিষয় শ্রবণ করিয়া, দেশ-বিখ্যাত তান্‌সেনকে সঙ্গে লইয়া, তৎসন্নিধানে গমন করিয়া ছিলেন এবং তাঁহার সুমধুর সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

মীরা বাই মেরতার রাজার কন্যা। উদয়পুরের রাণার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। তাঁহার স্বামি-গৃহ-গমনের কিঞ্চিৎকাল পরেই নিজ শ্বশ্রূ সহিত ধর্ম্মবিষয়ে উৎকট বিবাদ উপস্থিত হয়। রাণা ও তাঁহার অন্যান্য পরিবারেরা শক্তি-উপাসক ছিলেন, কিন্তু রাণী পরম-বৈষ্ণবী হইলেন

---

* প্রত্যেক মন্দিরের তিন স্থানে দান করিতে হয়, যথা—বিগ্রহ-সন্নিধানে প্রবর্ত্তকের গদিতে ও শ্রীনাথদ্বারের বাক্‌সতে।

ইহাতে রাজমাতা তাঁহাকে বৈষ্ণব-ধর্ম্মে বিরত ও শক্তি-উপাসনায় প্রবৃত্ত করিবার নিমিত্ত বিস্তর উপদেশ দিলেন, কিন্তু বিষ্ণু-ভক্তিপরায়ণা মীরা কোন ক্রমেই তাহা স্বীকার করিলেন না। এ প্রযুক্ত রাণা তাঁহাকে গৃহ হইতে বিবাসিত করিয়া দিলেন, কিন্তু বোধ হয়, তাঁহার বাস ও ভরণ-পোষণাদি নিমিত্ত স্বতন্ত্র স্থান এবং কিছু অর্থও প্রদান করিয়াছিলেন। মীরা এই প্রকারে স্বতন্ত্রা হইয়া রণছোড় নামক কৃষ্ণ মূর্ত্তির আরাধনায় রত হইলেন এবং দেশ-পর্য্যটক নিরাশ্রয় বৈরাগীদিগের এক প্রধান আশ্রয়-ভূমি হইয়া উঠিলেন। কিছু দিন পরে তিনি বৃন্দাবন ও দ্বারকা তীর্থে গমন করিলেন। যৎকালে দ্বারকায় ছিলেন, বোধ হয়, তৎকালে উদয়পুরের রাণা স্বীয় অধিকারস্থ বৈষ্ণবদিগের উপর অত্যাচার আরম্ভ করেন এবং তাঁহাকে প্রত্যানয়ন করিতে কয়েক জন ব্রাহ্মণকে দ্বারকায় প্রেরণ করেন। মীরা তথা হইতে প্রস্থান করিবার পূর্ব্বে আপনার ইষ্টদেবের নিকট বিদায় লইবার নিমিত্ত তদীয় মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু তাঁহার ভজনা সমাপ্ত হইলে পরে সেই মূর্ত্তি বিদীর্ণ হইল ও মীরা তাহাতে প্রবিষ্ট হইবামাত্র পূর্ব্ববৎ নিশ্ছিদ্র হইল এবং তদবধি মীরা বাই চিরকালের মত অন্তর্হিত হইলেন। উদয়পুরে অদ্যাপি রণছোড়ের সহিত মীরা বাইয়ের যে একত্র পূজা হইয়া থাকে, লোকে বলে, ইহা ঐ ব্যাপারের স্মরণসূচক ব্যতিরেকে আর কিছুই নয়। এরূপ প্রবাদ আছে যে, মীরা ঐ অদ্ভুত বিষয়ের প্রার্থনা-সূচক দুইটি পদ রচনা করেন। পশ্চাৎ তাহার অনুবাদ প্রকাশ করা যাইতেছে।

১ পদ। রাজন্ রণছোড়! দ্বারকায় আমাকে স্থান দাও এবং তোমার শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম দ্বারা যম-ভয় নিবারণ কর। তোমার পবিত্র মন্দিরে নিত্য শান্তি বিরাজ করিতেছে এবং তোমার শঙ্খ ও করতাল-ধ্বনিতে পরম আনন্দ বিদ্যমান রহিয়াছে। আমি আপনার রাজ্য, সম্পত্তি, পতি, প্রেম সমুদায়ই বিসর্জ্জন দিয়াছি। তোমার দাসী মীরা তোমার শরণার্থিনী হইয়া আসিয়াছে, তুমি তাহাকে সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ কর।

২ পদ। তুমি যদি আমাকে নির্দ্দোষ জানিয়া থাক, তবে গ্রহণ কর; তোমা বিনা আমাকে দয়া করে, এমন আর কেহ নাই; অতএব আমাকে ক্ষমা কর। ক্ষুধা, ক্লান্তি, উৎকণ্ঠা ও অস্থিরতায় যেন আমার শরীর ভগ্ন না হয়। হে মীরাপতি! হে প্রিয় গিরিধর! মীরাকে গ্রহণ কর। তোমার সহিত যেন আর কদাপি আমার বিয়োগ না হয়।

সনকাদি-সম্প্রদায় অর্থাৎ নিমাৎ।

চারি প্রধান সম্প্রদায়ের মধ্যে তিন সম্প্রদায়ের বৃত্তান্ত ক্রমে ক্রমে বর্ণন করা গিয়াছে, চতুর্থ সম্প্রদায়ের নাম সনকাদি-সম্প্রদায়। নিম্বাদিত্য ইহার প্রবর্ত্তক, এ নিমিত্ত ইহার অন্য একটি নাম নিমা ।

এরূপ আখ্যান আছে যে, নিম্বাদিত্যের প্রথম নাম ভাস্করাচার্য্য ছিল, তিনি স্বয়ং সূর্য্যাবতার, পাষণ্ড-দমনার্থ ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হন; বৃন্দাবনের নিকট তাঁহার বাস ছিল। একদা এক দণ্ডী—কেহ কেহ বলে, একজন জৈন উদাসীন—তাঁহার আশ্রমে আসিয়া উত্তীর্ণ হইলে, উভয়ে বিচার আরম্ভ হয়, বিচার করিতে করিতে সূর্য্য অস্ত হইল দেখিয়া ভাস্করাচার্য্য নিজ আশ্রম-গত অতিথির শ্রান্তি হরণার্থ কিছু খাদ্য-সামগ্রী উপস্থিত করিলেন, কিন্তু দণ্ডী ও জৈনদিগের সায়ং ও রাত্রিকালে ভোজন করা বিধেয় নহে, এ প্রযুক্ত অতিথি তাহা স্বীকার করিলেন না, ভাস্করাচার্য্য ইহার প্রতীকারার্থ সূর্য্যের গতি-রোধ করিলেন এবং যাবৎ অতিথির অন্ন পাক ও ভোজন সম্পন্ন না হয়, তাবৎ তাঁহাকে নিকটস্থ এক নিম্ব-বৃক্ষে অবস্থিতি করিতে কহিলেন, সূর্য্যদেবও তাঁহার অনুমতি পালন করিলেন এবং ভাস্করাচার্য্য তদবধি নিম্বার্ক ও নিম্বাদিত্য বলিয়া বিখ্যাত হইলেন।

> কৃষ্ণভক্ত-অনুরোধে সূর্য্যদেব আসি।
> প্রহরেক দিবা আছে এমত প্রকাশি॥
> ভোজন করিয়া তথা বৈসে যবে যতি।
> সূর্য্য নিজস্থানে গেলা লইয়া সম্মতি॥
>
> ভক্তমাল।

ইহাঁরা ললাটে গোপীচন্দনের দুইটি ঊর্দ্ধরেখা করেন এবং তাহার মধ্য-স্থলে এক কৃষ্ণবর্ণ বর্ত্তুলাকার তিলক করিয়া থাকেন। ইহাঁদের গলার ও জপের মালা উভয়ই তুলসীকাষ্ঠের। রাধাকৃষ্ণ যুগলরূপ ইহাঁদের উপাস্য দেবতা এবং শ্রীভাগবত ইহাঁদের প্রধান শাস্ত্র। ইহাঁরা বলেন, নিম্বাদিত্য-কৃত এক বেদ-ভাষ্য আছে। এক্ষণে ইহাঁদের কোন সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ নাই, কিন্তু ইহাঁরা এই কথা বলিয়া থাকেন যে, পূর্ব্বে অনেক ছিল, আরঙ্গজেব বাদশাহের সময়ে মথুরায় সমস্তই নষ্ট হইয়া যায়।

নিম্বাদিত্যের কেশব ভট্ট ও হরিব্যাস নামক দুই শিষ্য হইতে এ

ম্প্রদায়ের দুই শ্রেণী উৎপন্ন হইয়াছে ;—বিরক্ত ও গৃহস্থ। যমুনা-তীরে মথুরাসন্নিধানে ধ্রুবক্ষেত্রে নিম্বার্কের গদি আছে। লোকে কহে, হস্থ-শ্রেণী-ভুক্ত হরিব্যাসের সন্তানেরাই তাহার অধিকারী হইয়া াসিতেছেন। কিন্তু তথাকার মহন্ত আপনাকে নিম্বার্কের ংশোদ্ভব বলিয়া অঙ্গীকার করেন। তিনি কহেন, ১৪০০ বৎসরের ধিক হইল, ধ্রুবক্ষেত্রের গদি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; কিন্তু ইহা অত্যুক্তি াধ হয়। পশ্চিমাঞ্চলে অনেক স্থানেই নিমাৎদিগের বাস আছে, বিশেষতঃ থুরা ও তাহার নিকটবর্ত্তী নানা স্থানে এ সম্প্রদায়ের বিস্তর লোক বিদ্যমান াছে এবং বাঙ্গালায়ও অনেক দেখিতে পাওয়া যায়।

বিঠ্ঠল-ভক্ত।

মহারাষ্ট্র-প্রদেশে বিঠ্ঠল-ভক্ত নামে একটি সম্প্রদায় আছে। গুজরাট, ািট ও ভারতবর্ষের মধ্যখণ্ডেও এই সম্প্রদায়ী অনেক লোক দেখিতে ওয়া যায়। ইহাদের আর একটি নাম বৈষ্ণববীর। ইহাদের উপাস্য বতার নাম পাণ্ডুরঙ্গ, বিঠ্ঠল ও বিঠোবা। ইহারা তাঁহাকে বিষ্ণুর নবম ৎতার বুদ্ধদেব বলিয়া বিশ্বাস করে। অতএব ইহাদিগকে বৌদ্ধ-বৈষ্ণব লিয়া উল্লেখ করিলে অসঙ্গত হয় না। দক্ষিণাপথে ভীমা নদীর দক্ষিণ রে পাণ্ঢারপুরে ঐ বিঠ্ঠল দেবের একটি মন্দির আছে।

ভক্তবিজয়, পাণ্ডুরঙ্গমাহাত্ম্য, হরিবিজয় প্রভৃতি ইহাদিগের অনেকগুলি ম্প্রদায়িক গ্রন্থ আছে। ইহাদিগের মত ও ধর্ম্ম-সংক্রান্ত যাবতীয় বৃত্তান্ত সকল গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায়। পুণ্ডলিক নামে এক ব্যক্তি এই সম্প্রদায়ের র্ত্তক বলিয়া উল্লিখিত আছে। বোধ হয়, খ্রীষ্টাব্দের চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। *

---

* হরিবিজয় গ্রন্থ ১৫২৪ শকাব্দে অর্থাৎ ১৬০২ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয় লেখা হ, সুতরাং ঐ গ্রন্থের রচয়িতা শ্রীধরও ঐ সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন বলিতে ব। পুণ্ডলিকের শিষ্য দত্তাত্রেয় হইতে পরম্পরাগত অধস্তন পুরুষ য় শ্রীধর দশম বলিয়া পরিগণিত হন। যদি এক এক শত বৎসরে গড়ে পুরুষ করিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে তিন শত বৎসর হয়। অতএব

এই সম্প্রদায়ীরা উপাস্য-দেবের প্রতি উপাসকের প্রীতিকে উপাসনা প্রধান অঙ্গ বলিয়া অঙ্গীকার করে এবং উপাস্য-উপাসকে পরস্পর প্রে বিনিময় হয়, এইরূপ বিশ্বাস করিয়া থাকে। ইহারা সংসারাশ্রম পরিত্যা করা নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া ব্যবস্থা দেয় না বটে, কিন্তু ইহাদের ম অনেকে বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া থাকে। ঐ বৈরাগীরা আরক্ত-পীত ব পরিধান করে এবং ঐ বর্ণের পতাকা গ্রহণ পূর্ব্বক উপাস্য দেবতার নামে চ্চারণ করিতে করিতে পর্য্যটন করিয়া থাকে। এ সম্প্রদায়ের মতে পা ঢারপুরই প্রধান তীর্থ। এই নিমিত্ত ইহারা কহে, যাহারা পাণ্ঢারপু পরিত্যাগ করিয়া অন্যান্য তীর্থ ভ্রমণ করে, তাহাদের হীরক পরিত্যাগ করি বালুকা-রাশি গ্রহণ করা হয় অথবা গো-দুগ্ধ পরিহার পূর্ব্বক দ্বারে দ্বা গিয়া তণ্ডুলোদক ভিক্ষা করা হয়। অন্যান্য অনেক বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের ন্য ইহারাও ললাটে দুটি শ্বেতবর্ণ উর্দ্ধরেখা চিহ্নিত করিয়া থাকে। এদেশ গোস্বামীরা শিষ্যদিগের উপরে যেরূপ প্রবলতর শাসনপ্রণালী প্রবর্তি করিয়াছেন এবং ধনাগমের নিমিত্ত যাদৃশ সুকঠিন নিয়ম সংস্থাপ করিয়াছেন, ইহাদের সে প্রকার কিছুই নাই।

অন্যান্য অনেক হিন্দু-সম্প্রদায়ীরা বেদ ও ব্রাহ্মণ বর্ণের প্রতি যেরূপ ভক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে, এ সম্প্রদায়ীরা সেরূপ করে না বরং ইহাদের গ্রন্থে উভয়ের প্রতি উপহাস-বাক্যই দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহারা জাতিভেদ স্বীকা করে না, সুতরাং পরস্পর পরস্পরের অন্ন গ্রহণ করিতে পরাঙ্মুখ হয় না প্রত্যুত, কোন কোন মহোৎসবের সময়ে বর্ণবিচার পরিহার পূর্ব্বক সকলে সকলের অন্নগ্রহণ করিয়া থাকে। অদ্যাপি জগন্নাথ-ক্ষেত্রের * ন্যায় পাণ্ঢা পুর-স্থিত দেব-মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে ঐরূপ ব্যবহার দৃষ্ট হইয়া থাকে। অ বৌদ্ধেরা যেমন বুদ্ধের এবং জৈনেরা যেমন পরেশনাথের পদাঙ্কের প্র সবিশেষ শ্রদ্ধা প্রকাশ করে, ইহারাও সেইরূপ আপনাদের স্বধর্ম্ম-সংক্র

শ্রীধর ও দত্তাত্রেয়ে ৩০০ শত বৎসর অন্তর। সুতরাং দত্তাত্রেয় ও তাঁ গুরু পুণ্ডলিক খ্রীষ্টাব্দের ১৪ শ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন বলিলে অস হয় না।

* বোধ হয়, জগন্নাথ-ক্ষেত্রও এক সময়ে বৌদ্ধ-ক্ষেত্র ছিল। জগন্নাথে বুদ্ধাবতার বলিয়া একটি প্রবাদও প্রচলিত আছে।

াজনদিগের কল্পিত পদাঙ্কের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া থাকে। বস্তুতঃ, ন্দু ও বৌদ্ধ-ধর্ম্মের যদি কখনও সামঞ্জস্য হইয়া থাকে, তবে এই বৌদ্ধ-বৈষ্ণব-প্রদায়ই তাহার একটি দৃষ্টান্তস্থল।

চৈতন্য-সম্প্রদায়।

শ্রীচৈতন্য এই সুবৃহৎ বৈষ্ণব-সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত করেন। অদ্বৈত ও ত্যানন্দ তাঁহার প্রধান সহকারী ছিলেন। চৈতন্য এ সম্প্রদায়ের কেবল র্ত্তক নহেন, উপাস্যও বটেন।

চৈতন্যাবতার-বিষয়ে বাঙ্গালাদেশীয় বৈষ্ণবদিগের সহিত ব্রাহ্মণ-পণ্ডি-দি অন্যান্য লোকের ঘোরতর বিরোধ ও বিসংবাদিতা আছে। বৈষ্ণবেরা তন্যকে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণাবতার বলিয়া স্বীকার করেন এবং হার প্রামাণ্যার্থে অনন্তসংহিতার বচন বলিয়া অনেক শ্লোকও উপস্থিত রেন। * তাঁহাদের প্রতিপক্ষ পণ্ডিতেরা কহেন, বেদ, স্মৃতি, পুরাণ এবং চীন ও নব্য সংগ্রহকারদিগের কোন গ্রন্থে চৈতন্যাবতারের প্রমাণ নাই, তএব তাঁহাকে কোন প্রকারে বিষ্ণু বা অন্য কোন অবতার বলিয়া অঙ্গী- করা যায় না। বৈষ্ণবেরা চৈতন্য দেবের ঈশ্বরত্ব-সংস্থাপনার্থ যেমন সংহিতার বচন পাঠ করেন, অনেকানেক প্রতিবাদী পণ্ডিত তন্ত্ররত্নাকরের ন বলিয়া অনুক্ত শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করেন।

---

* ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় বিহরিষ্যামি তৈরহম্।
কালে নষ্টং ভক্তিপথং স্থাপয়িষ্যাম্যহং পুনঃ॥
কৃষ্ণশ্চৈতন্যগৌরাঙ্গৌ গৌরচন্দ্রঃ শচীসুতঃ।
প্রভুর্গৌরহরির্গৌরো নামানি ভক্তিদানি মে॥

অনন্তসংহিতা।

কিছু দিন হইল, কোন ব্যক্তি চৈতন্যাবতার ও তাঁহার পূজাদির প্রামা-র্থ কুলার্ণবীয় ঈশানসংহিতা নামে এক গ্রন্থ রচনা করিয়া মুদ্রিত করিয়া-। তদ্ভিন্ন চৈতন্যভাগবতাদি অন্যান্য গ্রন্থেও ঐ সকল বিষয় সন্নিবেশিত হ।

বটুক উবাচ।

হতে তু ত্রিপুরে দৈত্যে দুর্জ্জয়ে ভীমকর্ম্মণি।
তদানশৎ কিং তদ্বীর্য্যং স্থিতং বা গণনায়ক ॥
তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি বদতো ভবতঃ প্রভো।
বেত্তা হি সর্ব্ববার্ত্তানাং ত্বাং বিনা নাস্তি কশ্চন ॥

গণপতিরুবাচ।

স এষ ত্রিপুরো দৈত্যো নিহতঃ শূলপাণিনা।
রুষয়া পরয়াবিষ্ট আত্মানমকরোত্রিধা ॥
শিবধর্ম্মবিনাশায় লোকানাং মোহহেতবে।
হিংসার্থং শিবভক্তানামুপায়ানসৃজদ্বহূন্ ॥
অংশেনাদ্যেন গৌরাখ্যঃ শচীগর্ভে বভূব সঃ ॥
নিত্যানন্দো দ্বিতীয়েন প্রাদুরাসীন্মহাবলঃ ॥
অদ্বৈতাখ্যস্তৃতীয়েন ভাগেন দনুজাধিপঃ।
প্রাপ্তে কলিযুগে ঘোরে বিজহার মহীতলে ॥
ততো দুরাত্মা ত্রিপুরঃ শরীরৈস্ত্রিভিরাসুরৈঃ।
উপপ্লবায় লোকানাং নারীভাবমুপাদিশৎ ॥
বৃষলৈর্বৃষলীভিশ্চ সঙ্করৈঃ পাপযোনিভিঃ।
পূরয়িত্বা মহীং কৃৎস্নাং রুদ্রকোপমদীপয়ৎ ॥
বহবো দানবাঃ ক্রূরা দুশ্চেষ্টাস্ত্রিপুরানুগাঃ।
মানুষং দেহমাশ্রিত্য ভেজুস্তাংস্ত্রিপুরাংশজান্ ॥
মহাপাতকিনঃ কেচিদতিপাতকিনঃ পরে।
অনুপাতকিনশ্চান্যে উপপাতকিনঃ পরে ॥
সর্ব্বপাপযুতাঃ কেচিঃ বৈষ্ণবাকারধারিণঃ।
সরলান্ বঞ্চয়ামাসুস্তন্মায়াধ্বান্তবিহ্বলান্ ॥
প্রথমং বর্ণয়ামাসুঃ সাক্ষাদ্বিষ্ণুং সনাতনম্।
দ্বিতীয়মতুলং শেষং তৃতীয়ন্তু মহেশ্বরম্ ॥

———

তাৎপর্য্যার্থ।

বটুকভৈরব গণেশকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ত্রিপুরাসুর হত হইলে পর তাহার আসুর তেজ নষ্ট হইল কি না, আমাকে কহ। তোমার নিকটে উহা শুনিতে অভিলাষ হইয়াছে; কেন না, সকল বিষয়ের পরিজ্ঞাতা তোমা ব্যতি-রেকে আর কেহ নাই।' তাহাতে ভগবান্ গণেশ কহিলেন, ত্রিপুরাসুর মহাদেব কর্ত্তৃক নিহত হইয়া শিব-ধর্ম্মের লোপ, শিব-ভক্তদিগের অনিষ্ট-সাধন ও লোকের মোহোৎপাদনার্থ বহুতর উপায় অবলম্বন করিল। ঐ অসুর আপনাকে তিন অংশে বিভক্ত করিয়া গৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত এই তিন রূপে অবতীর্ণ হইল এবং নারী-ভাবে ভজনের উপদেশ দিয়া ব্যভিচারী, ব্যভিচারিণী ও বর্ণ-সঙ্কর দ্বারা পৃথিবীকে পরিপূর্ণ করিয়া পুনর্ব্বার মহাদেবের কোপানল উদ্দীপ্ত করিল। উহার অনুগত অসুরগণ মনুষ্য-বেশ ধারণ করিয়া ঐ ত্রিপুরের তিন অবতারকে ভজনা করিল। ঐ সকলের মধ্যে কেহ কেহ মহাপাতকী, কেহ কেহ অতিপাতকী, কেহ বা উপপাতকী, অন্য অন্য কেহ অনুপাতকী, আর কেহ কেহ সর্ব্বপাপে লিপ্ত ছিল। তাহারা বৈষ্ণব-বেশ ধারণ করিয়া অনেক সরল লোককে মায়ারূপ অন্ধকারে মুগ্ধ করিয়াছে। তাহারা ঐ ত্রিপুরের প্রথম অংশকে সাক্ষাৎ বিষ্ণু, দ্বিতীয় অংশকে শেষস্বরূপ বলরাম ও তৃতীয় অংশকে মহাদেব বলিয়া বিখ্যাত করিল।

উভয়পক্ষীয় পণ্ডিতেরা এই প্রকার তর্ক-বিতর্ক করিয়া থাকেন। এরূপ বাদানুবাদ পরস্পরের বিদ্বেষ-সূচক ও অশ্রদ্ধা-পরিজ্ঞাপক বৈ আর কিছুই নহে। এরূপ বিবাদ-বিসংবাদ সত্ত্বেও গৌরাঙ্গের মত ক্রমে ক্রমে সমধিক প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। ওয়ার্ড সাহেব এক স্থানে কহেন, বাঙ্গালাদেশের পাঁচ ভাগের এক ভাগ লোক * এই ধর্ম্মাবলম্বী, কিন্তু আবার স্থানান্তরে ষোল ভাগের পাঁচ ভাগ বলিয়াও নির্দ্দেশ করেন। †

চৈতন্যের চরিত্র-বর্ণন-বিষয়ের ভূরি ভূরি গ্রন্থ বিদ্যমান আছে; তন্মধ্যে

---

* Ward on the Hindoos. Vol. 2. P. 175.

† Ibid. P. 448.

বৃ াবন-দাসকৃত চৈতন্যচরিত সর্ব্বাপেক্ষা পূজ্য ও প্রামাণিক বলিয়া প্রসিদ্ধ।* তিনি চৈতন্য-শিষ্য মুরারি-গুপ্ত-কৃত আদিলীলা ও দামোদর-কৃত শেষলীলা এই দুই গ্রন্থ হইতে আপন গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছেন। আদিলীলায় চৈতন্য প্রভুর গৃহাশ্রমের বৃত্তান্ত ও শেষলীলায় অর্থাৎ মধ্য ও অন্ত্য লীলায় তাঁহার সন্ন্যাসাশ্রমের বিবরণ লিখিত হয়। ১০৩৮ শকে কৃষ্ণদাস নামে এক বৈষ্ণব ঐ চৈতন্যচরিতের সার-সংগ্রহ করিয়া চৈতন্যচরিতামৃত নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেন। যদিও গ্রন্থকার ইহাকে সারসংগ্রহ বলিয়া উক্ত করিয়াছেন, কিন্তু এখানি বৃহৎ গ্রন্থ। ইহাতে চৈতন্য প্রভু ও তাঁহার প্রধান প্রধান শিষ্যের চরিত্র-বর্ণন এবং এ সম্প্রদায়ের মতের অনেক বিবরণ আছে। এ গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত, কিন্তু ইহার প্রামাণ্যার্থে মধ্যে মধ্যে ভাগবত, ভগবদ্গীতা, বিষ্ণুপুরাণ ও ব্রহ্মসংহিতা প্রভৃতি বিস্তর গ্রন্থের ভূরি ভূরি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। এক্ষণে এই গ্রন্থ অনুসারে চৈতন্যের চরিত্র সংক্ষেপে সংগ্রহ করা যাইতেছে।

চৈতন্যের পিতার নাম জগন্নাথ মিশ্র ও মাতার নাম শচী। জগন্নাথ প্রথমে শ্রীহট্ট-নিবাসী ছিলেন, অনন্তর গঙ্গাবাস উদ্দেশে নবদ্বীপে আসিয়া অবস্থিতি করেন। † ঐ স্থানে চৈতন্যের জন্ম হয়। এরূপ লিখিত আছে, তিনি ত্রয়োদশ মাস মাতৃ-গর্ভে বাস করিয়া ১৪০৭ শকে ফাল্গুন মাসে ভূমিষ্ঠ

---

* বৃন্দাবন দাস এ সম্প্রদায়ের বেদব্যাস-স্বরূপ।

নিত্যানন্দ কৃপাপাত্র বৃন্দাবন দাস।
চৈতন্য-লীলায় তেঁহ হয় আদিব্যাস ॥

চৈতন্য-চরিতামৃত অন্ত্য খণ্ড।
বিংশতি পরিচ্ছেদ।

† শ্রীহট্টদেশেতে ঘর উপেন্দ্র মিশ্র নাম।
বৈষ্ণব পণ্ডিত ধনী সদ্গুণ-প্রধান ॥
সপ্ত মিশ্র তাঁর পুত্র সপ্ত ঋষীশ্বর।
কংসারি পরমানন্দ পদ্মনাভ সর্ব্বেশ্বর ॥
জগন্নাথ জনার্দ্দন ত্রৈলোক্য-নাথ।
নদীয়াতে গঙ্গাবাস কৈল জগন্নাথ ॥

আদিখণ্ড ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

হন * এবং তাঁহার জন্ম-কালে চন্দ্রগ্রহণ ও অন্যান্য অনেকবিধ অলৌকিক ব্যাপারেরও ঘটনা হয়।

হরি বলি নারীগণ দেয় হুলাহুলি।
স্বর্গে বাদ্য নৃত্য করে দেব কুতুহলী॥
প্রসন্ন হৈল দশ দিশা প্রসন্ন নদী-জল।
স্থাবর জঙ্গম হৈল আনন্দে বিহ্বল॥

আদিখণ্ড ১৩ পরিচ্ছেদ।

শৈশবকালেই চৈতন্যের পিতৃ-বিয়োগ হয় এবং তাঁহার ভ্রাতা বিশ্বরূপ তাঁহার পূর্ব্বেই সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, সুতরাং স্বীয় জননীর রক্ষণাবেক্ষণার্থ তাঁহাকে কিছু কাল গৃহ-ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে হইয়াছিল। তিনি বল্লভা-চার্য্যের কন্যাকে বিবাহ করেন এবং ২৪ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত গৃহাশ্রমে থাকিয়া বিষয়কর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন। ২৪ বৎসরের শেষে সংসারাশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক ছয় বৎসর কাল মথুরাবধি পুরুষোত্তম ক্ষেত্র পর্য্যন্ত নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া স্বমতানুযায়ী কৃষ্ণোপাসনা প্রচার ও শিষ্য-মণ্ডলী সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত থাকেন। অবশেষে রূপ ও সনাতনকে মথুরায় প্রেরণ করিয়া এবং অদ্বৈত ও নিত্যানন্দকে বাঙ্গালায় স্থাপিত করিয়া আপনি নীলাচলে অবস্থিতি করেন। তথায় ১৮ বৎসর অবস্থিতি করিয়া প্রেম-ভক্তি প্রচার ও জগন্নাথ দেবের উপাসনা-বিষয়ে সবিশেষ মনোনিবেশ করেন। † বিশেষতঃ

---

* চৌদ্দ শত ছয় শকে শেষ মাঘ মাসে।
জগন্নাথ শচী-দেহে কৃষ্ণের প্রকাশে॥
চৌদ্দ শত সাত শকে মাস ফাল্গুন।
পৌর্ণমাসী সন্ধ্যাকালে হৈল শুভক্ষণ॥
ইত্যাদি।

আদিখণ্ড ১৩ পরিচ্ছেদ।

† চব্বিশ বৎসর প্রভুর গৃহে অবস্থান।
তাহায় করিলা লীলা আদি লীলা নাম॥
চব্বিশ বৎসর শেষে যেই মাঘ মাস।
তার শুক্ল পক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস॥
সন্ন্যাস করি চব্বিশ বৎসর অবস্থান।
তাহা যেই লীলা তার শেষ লীলা নাম॥

শেষ দ্বাদশ বৎসর কেবল কৃষ্ণানুরাগ এবং তন্নিবন্ধন উন্মাদ ও প্রলাপ-প্রকাশেই অতিবাহিত করিয়াছিলেন। শেষাবস্থায় তিনি উন্মত্তপ্রায় হন। এরূপ আখ্যান আছে যে, এক দিবস তিনি সমুদ্রকে যমুনা ভাবিয়া ও তদীয় শ্যামল জলে বৃন্দাবনের গোপিকাদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের জলক্রীড়া দেখিয়া তাহাতে অবগাহন করিলেন। প্রেমোন্মাদ ও তপঃ-কাষ্ঠা হেতু কৃশ ও লঘু-কায় হওয়াতে ভাসিয়া উঠিলেন, নতুবা সেই স্থানেই তাঁহাকে প্রাণত্যাগ করিতে হইত। এক কৈবর্ত্ত জাল নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে সমুদ্র হইতে তটে আনয়ন করিল এবং তখন স্বরূপ ও রামানন্দ দুই শিষ্য অচৈতন্য চৈতন্যদেবকে সচৈতন্য করিল। এই উপাখ্যানের প্রথমাঙ্গ নিতান্ত অমূলক না হইলেও না হইতে পারে। চৈতন্য-দেবের লীলা-সংবরণের সবিশেষ বৃত্তান্ত নাই। তিনি অন্তর্হিত হইলেন, এই কথা মাত্র লিখিত আছে, কিন্তু কি প্রকারে হইলেন, তাহার বিশেষ নির্দ্দেশ নাই। অতএব এতাদৃশ সমুদ্র-প্রবেশ দ্বারা তাঁহার মৃত্যু-ঘটনা হওয়া অসম্ভাবিত নহে। লেখা আছে যে, ১৪৫৫ শকে তিনি অন্তর্হিত হন। *

শেষ লীলা মধ্য অন্ত্য দুই নাম হয়।
লীলাভেদে বৈষ্ণব সব নামভেদ কয়॥
তার মধ্যে ছয় বৎসর গমনাগমন।
নীলাচল গৌড় সেতুবন্ধ বৃন্দাবন॥
তাহা যেই লীলা তার মধ্যলীলা নাম।
তার পাছে লীলা অন্ত্য লীলা অভিধান॥
আদি লীলা মধ্য লীলা অন্ত্য লীলা আর।
এবে মধ্য লীলার কিছু করিব বিস্তার॥
অষ্টাদশ বর্ষ কেবল নীলাচলে স্থিতি।
আপনি আচরি শিখাইল প্রেমভক্তি॥
তার মধ্যে ছয় বর্ষ ভক্তগণ সঙ্গে।
প্রেম-ভক্তি প্রবর্ত্তাইল নৃত্যগীত-রঙ্গে

মধ্যখণ্ড প্রথম পরিচ্ছেদ।

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য পৃথিবীতে অবতরি।
অষ্টচল্লিশ বৎসর প্রকট বিহরি॥

এ সম্প্রদায়ের মতানুসারে অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ উভয়ে বিষ্ণুর অংশাবতার। * তাঁহারা দুই জনে চৈতন্যের দুই অঙ্গস্বরূপ। যিনি কৃষ্ণাবতারে বলরাম, তিনিই চৈতন্যাবতারে নিত্যানন্দ। অদ্বৈতও তাঁহারই মূর্ত্তি-বিশেষ।

অদ্বৈত ও নিত্যানন্দের কোন অলৌকিক ক্রিয়ার বর্ণনা নাই। এই প্রকার লিপি আছে যে, চৈতন্য-প্রভু জন্মিবার পূর্ব্বে অদ্বৈত তাঁহার অবতীর্ণ হইবার বিষয় ব্যক্ত করিয়াছিলেন এবং তাঁহার জন্ম কালে আপন ভার্য্যাকে নবদ্বীপে প্রেরণ করিয়াছিলেন। শান্তিপুরে অদ্বৈতানন্দের বাস ছিল; বোধ হয়, তিনি এক জন সম্ভ্রান্ত ধনাঢ্য লোক ছিলেন। তিনি তিন প্রভুর এক প্রভু। এখন তাঁহার সন্তানেরা শান্তিপুরে বাস করিতেছেন। তাঁহার ও নিত্যানন্দের সন্তানেরা এ সম্প্রদায়ের প্রধান গোস্বামী। নিত্যানন্দ নবদ্বীপের এক রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। যদিও তিনি বিষয়ী ও সংসার-সুখে আসক্ত ছিলেন, † তথাপি চৈতন্য নিজে উদাসীন হইয়াও তাঁহাকে

চৌদ্দ শত সাত শকে জন্মের প্রমাণ।
চৌদ্দ শত পঞ্চান্নে হইলা অন্তর্দ্ধান॥ আদিখণ্ড ১৩ পরিচ্ছেদ।

* কৃষ্ণদাস স্বকৃত চৈতন্যচরিতামৃতে ইঁহাদেরও অবতারের প্রামাণ্যার্থে কতিপয় সংস্কৃত শ্লোক সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

মহাবিষ্ণুর্জগৎকর্ত্তা মায়য়া যঃ সৃজত্যদঃ।
অস্যাবতার এবায়মদ্বৈতাচার্য্য ঈশ্বরঃ॥ আদিখণ্ড ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সঙ্কর্ষণঃ কারণতোয়শায়ী, গর্ভোদশায়ী চ পয়োঽব্ধিশায়ী।
শেষশ্চ যৎস্বাংশকলা স নিত্যানন্দাখ্যরামঃ শরণং মমাস্তু॥
আদিখণ্ডে পঞ্চম-পরিচ্ছেদ।

† কৃষ্ণদাস লিখিয়াছেন, একদা নিত্যানন্দ আর আর ভক্তদিগের সহিত বিবিধ-প্রকার অন্নব্যঞ্জন ভোজন করিতেছিলেন, তন্মধ্যে পুলীন নামে এক সামগ্রী ছিল। রঘুনাথ দাস তদুপলক্ষে কোন পরিহাস-বাক্য বলিলে, নিত্যানন্দ এইরূপ প্রত্যুত্তর করিলেন,—

গোপ জাতি আমি বহু গোপ সঙ্গে।
আমি সুখ পাই এ পুলীন-ভোজন রঙ্গে॥

এই পশ্চাল্লিখিত বচনও তাঁহারই উক্ত বলিয়া প্রবাদ আছে।

মৎস্যের ঝোল কামিনীর কোল।
আনন্দে তোরা সবে হরি হরি বোল॥

বাঙ্গালা দেশের বৈষ্ণবদিগের উপর প্রভুত্ব-পদ প্রদান করেন। তাঁহার বং
অদ্যাপি বিদ্যমান আছে, খড়দহের গোস্বামীরা তাঁহার সন্তান, আর বল
গড়ের গোস্বামীরা তাঁহার দৌহিত্র সন্তান তদ্ভিন্ন কবিরাজ ও আদি
মহন্ত উপাধিবিশিষ্ট অন্যান্য গোস্বামীদের পরিবারেরাও এ দেশের না
স্থানে বাস করেন। তাঁহারাও সমধিক মান্য ও শ্রদ্ধেয়।

এ সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবেরা চৈতন্য, অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ এই তিন প্র
ব্যতিরেকে রূপসনাতনাদি ছয় গোস্বামীকে আদি-গুরু বলিয়া স্বীকা
করেন। এক্ষণকার অনেকানেক গোস্বামী পরিবার তাঁহাদের সন্তান
তাঁহারা গোকুলস্থ গোস্বামীদিগের ন্যায় বংশানুক্রমে গুরু বলিয়া মান্য হই
আসিতেছেন। বোধ হয়, উল্লিখিত ছয় জন গৌড়ীয় গোস্বামী মথুরা
বৃন্দাবনে গিয়া বসতি করিয়া থাকিবেন। তাঁহাদের সন্তানেরা অদ্যা
তথায় অনেকানেক মন্দিরের অধিকারী হইয়া বাস করিতেছেন। চৈত
ও বল্লভাচার্য্য উভয়েই প্রায় এক সময়ে প্রাদুর্ভূত হন, উভয়ই মথুরা
প্রদেশে গিয়া ধর্ম্ম প্রচার করেন ও বিবিধ বিষয়ে উভয় সম্প্রদায়েরই সবি
শেষ সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমস্ত অনুধাবন করিয়া দেখিলে
বোধ হয়, চৈতন্য ও বল্লভাচার্য্য-প্রতিষ্ঠিত উভয় সম্প্রদায়ের পরস্প
কোন প্রকার মূলীভূত সম্বন্ধ থাকিতে পারে। হয় ত একের প্রভু
নিরাকরণার্থে অন্যের উদ্ভব হইয়া থাকিবে। পূর্ব্বোক্ত ছয় গৌড়ী
গোস্বামীর নাম রূপ, সনাতন, জীব, রঘুনাথ ভট্ট, রঘুনা
দাস ও গোপাল ভট্ট। রূপ-সনাতন দুই ভাই বাঙ্গালা দেশে
মুসলমান রাজ-প্রতিনিধির নিকট কর্ম্ম করিতেন। তাঁহারা চৈতন্যে
পবিত্র ধর্ম্ম ও পরিশুদ্ধ চরিত্র দেখিয়া তাঁহার শিষ্য হইলেন ও তদী
সম্প্রদায়ের প্রধান আশ্রয় ও ভূষণস্বরূপ হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা উভ
বহু-পরিশ্রমী সুপণ্ডিত গ্রন্থকর্ত্তা ছিলেন। এরূপ প্রবাদ আছে, বৃন্দাবনের দুই
অত্যুৎকৃষ্ট মন্দির তাঁহাদেরই কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। * জীব তাঁহাদে

* অর্থাৎ গোবিন্দদেব ও মদনমোহনের মন্দির। এক্ষণে ঐ উভয়ই ন
হইয়া যাইতেছে। গোবিন্দ-দেবের মন্দিরে ১৫১২ শকের এক শিলালিপি
পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে লিখিত আছে, পৃথুরাওর কুলোদ্ভব মানসিংহ দে
ঐ মন্দির স্থাপিত করেন। যেমন চৈতন্যচরিতামৃত দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যাই
তেছে, রূপ ও সনাতন উভয়ে চৈতন্যের সমকালবর্ত্তী ছিলেন, সেইরূপ রূ

ভ্রাতুষ্পুত্র। * তিনিও গ্রন্থকর্ত্তা ছিলেন এবং বৃন্দাবনের রাধা-দামোদরের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। রঘুনাথ ভট্ট ও রঘুনাথ দাস উভয়েই গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ; জীবনের শেষভাগে মথুরা-বৃন্দাবন-সন্নিধানে গিয়া অবস্থিতি করেন। গোপাল ভট্ট বৃন্দাবনে রাধা-রমণের মন্দির স্থাপনা করেন; তাঁহার সন্তানেরা অদ্যাপি উহার অধিকারী হইয়া রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া আসিতেছেন। উল্লিখিত ছয় গোস্বামী ব্যতিরেকে শ্রীনিবাস, শ্রীস্বরূপ, গদাধর পণ্ডিত, রামানন্দ, হরিদাস প্রভৃতি বহুতর সুপণ্ডিত ও শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি চৈতন্য-দেবের শিষ্য হন। তাঁহারা সকলেই এই সম্প্রদায়ীদিগের সমধিক মান্য ও পরম শ্রদ্ধেয়। হরিদাস প্রায় নিজ গুরুর তুল্য গৌরবান্বিত হইয়া উঠিয়াছেন; এমন কি, তিনি বাঙ্গালা দেশের স্থানে স্থানে পূজিত হইয়া থাকেন। এরূপ প্রবাদ আছে, তিনি বহুকাল বন-বাস করিয়া প্রত্যহ তিন লক্ষ কৃষ্ণ নাম জপ করিতেন। তদ্ভিন্ন আট জন কবিরাজ ও চৌষট্টি মহন্ত ছিলেন; চৈতন্যচরিতামৃত-প্রণয়িতা কৃষ্ণদাস তাহার এক কবিরাজ।

শ্রীকৃষ্ণ এই সম্প্রদায়-ভুক্ত বৈষ্ণবদিগের উপাস্য দেবতা। ইহাঁদের মতে তিনিই স্বয়ং ভগবান্, "কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ম্।" † তিনি সর্ব্ব-কারণের কারণ পরমেশ্বর। তিনিই ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সমুদায় বস্তু। তাঁহার হ্রাস নাই, বৃদ্ধি নাই, ধ্বংস নাই। তিনিই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বররূপ ধারণ করিয়া সৃজন, পালন, সংহার করেন এবং পৃথিবীর ভারমোচন ও প্রজাপালনার্থে কালে কালে পূর্ণাবতার, অংশাবতার, অংশাংশাবতার প্রভৃতি অনন্ত রূপ গ্রহণ করিয়া অনন্ত লীলা প্রকাশ করেন। যদিও বিষ্ণুপুরাণে শ্রীকৃষ্ণ অংশাংশাবতার বলিয়া উক্ত হইয়াছেন ও মহাভারতে স্থানে স্থানে তাঁহার দেবারাধনা, ব্রত-ধারণ ও তপঃ-সাধনের সবিশেষ বৃত্তান্ত লিখিত আছে, তথাচ বৈষ্ণবেরা প্রমাণান্তর অবলম্বন করিয়া তাঁহাকেই পূর্ণাবতার বলিয়া বিশ্বাস করেন। দ্বিভুজ, মুরলী-ধর, পীতাম্বর কৃষ্ণ-রূপ ভগবানের কূটস্থ স্বরূপ। সেই

গোস্বামি-কৃত বিদগ্ধমাধবে লেখা আছে, তিনি ১৪৪৭ শকে অর্থাৎ চৈতন্যের পরলোক-প্রাপ্তির ৮ বৎসর পূর্ব্বে ঐ গ্রন্থ প্রস্তুত করেন। অতএব গোবিন্দদেবের মন্দির স্বয়ং সনাতনের প্রতিষ্ঠিত না হইয়া মানসিংহেরই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। তবে সনাতন কোন প্রকারে তাহার পরম্পরা-কারণ হইলে হইতে পারেন।

* তাঁহাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতার পুত্র।

বৃন্দাবন-বাসী গোপালই নবদ্বীপ-নিবাসী গৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইলেন, সুতরাং শচী-নন্দনও যশোদানন্দনের ন্যায় পূর্ণাবতার বলিয়া স্বীকৃত ও পূজিত হইলেন। চৈতন্য-চরিতামৃত-কর্ত্তা কৃষ্ণদাস মহাপ্রভুর অবতরণের সবিশেষ বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন। তাহার স্থূল তাৎপর্য্যমাত্র এ স্থলে সঙ্কলিত হইতেছে। চৈতন্য প্রভু যুগ-ধর্ম্মানুসারে বিধি-ভক্তির পরিবর্ত্তে প্রেম-ভক্তি প্রকাশ ও হরি নাম-প্রচার-করণার্থ অবতীর্ণ হন, কিন্তু এটি তাঁহার বহিরঙ্গ কারণ, তদ্ভিন্ন একটি অন্তরঙ্গ কারণ আছে। পূর্ব্বে বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকা উভয়ে লীলাচ্ছলে অনুপম সুখ-সম্ভোগ করিতেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের অতুল-মাধুর্য্য রসানুভব করিয়া শ্রীরাধিকা যাদৃশ আনন্দ লাভ করিতেন, কৃষ্ণ তাহা অনুভব করিতে না পারিয়া দুঃখিত ছিলেন। এই হেতু আপনার পরম মাধুর্য্য-রসাস্বাদন নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া এবার পূর্ণ-শক্তি-স্বরূপা রাধিকা ও পূর্ণশক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণ উভয়ে এক দেহে মিলিত হইয়া নবদ্বীপে গৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইলেন। এই হেতু তিনি রাধার ন্যায় গৌর-বর্ণ হইয়াছিলেন এবং আপনাকে রাধা-স্থানীয় ভাবিয়াও শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমে উন্মত্ত হইয়া নিরন্তর প্রলাপ ও প্রেমোন্মাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

আমা হইতে রাধা পায় যে জাতীয় সুখ।
তাহা আস্বাদিতে আমি সদাই উন্মুখ॥
নানা যত্ন করি আমি নারি আস্বাদিতে।
সে সুখ-মাধুর্য্য ঘ্রাণে লোভ বাড়ে চিতে॥
রস আস্বাদিতে আমি কৈনু অবতার।
প্রেম-রস আস্বাদিব বিবিধ প্রকার॥
রাগ-মার্গে ভক্ত ভজে মোরে যে প্রকারে।
তাহা শিখাইব লীলাচরণ দুয়ারে॥

আদিখণ্ড চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পিতা মাতা গুরুগণ আগে অবতারি।
রাধিকার ভাব বর্ণ অঙ্গীকার করি॥
নবদ্বীপে শচী-গর্ভে শুদ্ধ-দুগ্ধ-সিন্ধু।
তাহাতে প্রকট হইলা কৃষ্ণ পূর্ণ-ইন্দু॥

আদিখণ্ড চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

প্রেমভক্তি এ সম্প্রদায়ের সর্ব্ব-সম্পত্তি; তাহার অনুষ্ঠানে সকল ধর্ম্মের ও

যাবতীয় কর্ত্তব্য কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান হয়। পুরাণে এইরূপ নির্দ্দেশ আছে যে, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং কহিয়াছেন, কর্ম্ম, তপস্যা, জ্ঞান, বৈরাগ্য, যোগ, দান ও অন্যান্য শুভানুষ্ঠান দ্বারা যাহা কিছু লব্ধ হয়, আমার ভক্ত ভক্তি-যোগের অনুষ্ঠান দ্বারা অনায়াসেই সে সমুদায় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তিনি যদি স্বর্গ, মুক্তি ও আমার বৈকুণ্ঠধামও প্রার্থনা করেন তাহাও লাভ করেন। *

সর্ব্বজাতীয় লোকেই ঐ প্রেম-ভক্তির অনুষ্ঠানে সমর্থ, অতএব মুসলমান ও অন্যান্য ম্লেচ্ছজাতি প্রভৃতি সকলেই এ সম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হইতে পারে। এরূপ লিখিত আছে যে, মহাপ্রভু এবং তাঁহার সহযোগী ভক্তেরা নিজে মুসলমানদিগকে উপদেশ দিয়াছেন। †

---

* যৎকর্ম্মভির্যত্তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ।
যোগেন দানধর্ম্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি॥
সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা।
স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিৎ যদি বাঞ্ছতি॥

ভাগবতে ১১ স্কন্ধে ২০ অধ্যায়ে।

† চৈতন্য পাঁচ জন পাঠানকে মন্ত্র দিয়া বৈষ্ণব করিয়াছিলেন। তজ্জন্য "পাঠান বৈষ্ণব বলি হইল তাঁর খ্যাতি।" "তবে নিজ ভক্ত কৈল যত ম্লেচ্ছ কাজি।" নবদ্বীপের কাজি তাঁহার মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া ফেলে, তাহাতে চৈতন্য ঘোরতর সঙ্কীর্ত্তন ও বিচার করিয়া তাহাকে পরাস্ত করেন। চৈতন্য বর্ণাভিমান অপেক্ষা ভক্তির প্রাধান্য স্বীকার করিতেন। "ঈশ্বরের কৃপা জাতি কুল নাহি মানে"। "বিদুরের ঘরে কৃষ্ণ করিল ভোজন।" তিনি স্বীয় মতের প্রামাণ্যার্থে সংস্কৃত-শ্লোকও পাঠ করিতেন, যথা—

শুচিসদ্ভক্তিদীপ্তাগ্নিদগ্ধদুর্জাতিকল্মষঃ।
শ্বপাকোঽপি বুধৈঃ শ্লাঘ্যো ন বেদজ্ঞোঽপি নাস্তিকঃ॥

সদ্ভক্তিরূপ পবিত্র দীপ্তাগ্নি দ্বারা যাহার দুর্জাতিজন্য পাপ নষ্ট হইয়াছে, মত চণ্ডালও জ্ঞানী লোকের আদরণীয়, আর ভক্তি-শূন্য নাস্তিক যদি বেদজ্ঞও হয়, তথাপি সে আদরের পাত্র নহে।

ন মে ভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহম্॥

চতুর্ব্বেদী পণ্ডিত হইলেও আমার ভক্ত হয় না, আর চণ্ডাল যদি আমার

হিন্দু-মণ্ডলীর অন্তর্গত সকল বর্ণই এ ধর্ম্মে অধিকারী। বিশেষত যাহারা উদাসীন অর্থাৎ বৈরাগী হয়, তাহাদের আর কোন বিষয়ে বর্ণ-বিচা থাকে না। তাহারা স্বধর্ম্মাক্রান্ত সকল লোকেরই স্পৃষ্ট অন্ন গ্রহণ করে এ তাহাদের সহিত একত্র ভোজন ও সহবাস করিয়া থাকে। শুনা গিয়াছে উর্দ্ধবংশীয় গৃহস্থেরাও প্রচ্ছন্নভাবে পঙ্গতে বসিয়া ভোজন করেন।

পাঁচ প্রকার ভাব উল্লিখিত প্রেমের অন্তর্গত ; যথা—শান্ত, দাস্য, সখ বাৎসল্য ও মাধুর্য্য। সনক-সনাতনাদি পূর্ব্ব-পূর্ব্ব যোগীন্দ্র সকলে যে ভা উপাসনা করিয়াছিলেন, তাহার নাম শান্ত ভাব। সাধারণ ভক্ত সমুদা যে ভাবে উপাসনা করেন, তাহাকে দাস্য-ভাব কহে। সখ্য তদপেক্ষা শ্রে ভীমার্জ্জুন এই ভাবে শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বাৎসল্য-ভাব পিত মাতার স্নেহ স্বরূপ ; নন্দ-যশোদা বাৎসল্যভাবে উদ্ধার হইয়াছিলেন মাধুর্য্য সকল ভাবের প্রধান ; রাধিকা প্রভৃতি গোপাঙ্গনাগণ যাদৃশ ভা কৃষ্ণ-সেবা করেন, তাহার নাম মাধুর্য্য। চৈতন্য-প্রভু এই শেষোক্ত ভাবে ভাবী হইয়া বাতুল হইয়াছিলেন।

বল্লভাচারী বৈষ্ণবেরা যেরূপ ভাবে কৃষ্ণ-সেবা করে, তাহার সহি গৌরাঙ্গভক্তদিগের বিশেষ বিভিন্নতা নাই ; কিন্তু এ সম্প্রদায়ের গৃহ লোকে বল্লভাচারীদিগের ন্যায় প্রত্যহ অষ্টবার বিহিত বিধানে কৃষ্ণ-সে করে না। বাঙ্গালার অনেক স্থানেই কেবল পূর্ব্বাহ্নে ও সায়ংকালে তাঁহা পূজা হয়, তবে কখন কখন উল্লিখিতরূপ অষ্টবিধ সেবাও অনুষ্ঠিত হই থাকে। নাম-সংকীর্ত্তন এ সম্প্রদায়ের পরম সাধন। ইহাদের মতানুসা কলিযুগে হরি-নাম-সংকীর্ত্তন ব্যতিরেকে আর পরিত্রাণের উপায় নাই।

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

আদিখণ্ডে সপ্তম পরিচ্ছেদ

তদ্ব্যতিরেকে কৃষ্ণ-প্রীতি-কামনায় উপবাস, নৃত্য ও রিপুসংযমা চৌষট্টি প্রকার সাধনের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু গুরু-পাদাশ্রয় সর্ব্বাপেক্ষ

ভক্ত হয়, তবে সেই আমার প্রিয়। তাঁহাকে দান করিবে ও তাঁহার দান গ্রহ করিবে ; তিনি আমার ন্যায় পূজ্য।

চৈতন্য-চরিতামৃতে এই সমুদায় শ্লোক এবং এরূপ অন্যান্য অনেক বচ বিনিবেশিত আছে।

আবশ্যক ও শ্রেয়ঃ-সাধক। অন্যান্য অনেক উপাসকের ন্যায় ইহাঁদেরও
দব, গুরু ও মন্ত্রের অভেদ-জ্ঞান এবং গুরুকে আত্ম-সমর্পণ ও সর্ব্বস্ব দান
করা অবশ্য-কর্ত্তব্য বলিয়া বিশ্বাস আছে। বরং তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষাও
শক্তিমান্ ও পূজ্য করিয়া মানিতে হয়।

যো মন্ত্রঃ স গুরুঃ সাক্ষাৎ যো গুরুঃ স হরিঃ স্বয়ম্।

উপাসনাচন্দ্রামৃত।

মন্ত্রই সাক্ষাৎ গুরুস্বরূপ ও যিনি গুরু, তিনিই স্বয়ং হরি।

প্রথমন্তু গুরুঃ পূজ্যস্ততশ্চৈব মমার্চ্চনম্।

ভজনামৃত।

অগ্রে গুরু-পূজা করিয়া পশ্চাৎ আমার আর্চ্চনা করিবে।

গুরুরেব সদারাধ্যঃ শ্রেষ্ঠো মন্ত্রাদভেদতঃ।
গুরৌ তুষ্টে হরিস্তুষ্টো নান্যথা কল্পকোটিভিঃ॥

ভজনামৃত।

সর্ব্বদা গুরুর আরাধনা করিবে। তিনি শ্রেষ্ঠ, যেহেতু, গুরু ও মন্ত্রে
বিশেষ নাই। গুরু তুষ্ট হইলেই হরি তুষ্ট হন। নতুবা কোটি কল্প
আরাধনা করিলেও হরি তুষ্ট হন না।

হরৌ রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন।

ভজনামৃত।

হরি রুষ্ট হইলে গুরু ত্রাণকর্ত্তা আছেন, কিন্তু গুরু রুষ্ট হইলে আর কেহ
নাই।

গোস্বামীরা এইরূপ কুল-ক্রমাগত গুরুত্ব-পদের অধিকারী হইয়া আসি-
য়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে এই প্রকার দুর্দ্ধর্ষ গুরুত্ব-পদ ও একাধি-
পত্য প্রাপ্ত হইয়া শিষ্যদের প্রতি যথেচ্ছ অত্যাচার করেন ও নানা উপলক্ষ্য
করিয়া তাহাদের নিকট হইতে অর্থ নিষ্পীড়ন করিতে থাকেন। রাজার
রাজস্ব আদায়ের অপেক্ষা তাঁহাদের বৃত্তি আদায়ের শাসন কঠিন। তাঁহা-
দের শিষ্য-শাসনার্থ স্থানে স্থানে ফৌজদার ও ছড়িদার নিয়োজিত থাকে;
তারা প্রভুদের আজ্ঞা-পালনার্থ শিষ্যদিগকে বন্ধন ও প্রহার পর্য্যন্ত করিয়া
থাকে। কিন্তু যদি ব্যক্তিবিশেষের অত্যাচার দ্বারা এ সম্প্রদায়ে দোষারোপ
কলঙ্ক-স্পর্শ হইয়া থাকে, সে দোষ কদাচ সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকদিগকে স্পর্শিতে
পারে না।

গোস্বামীরা গৃহস্থদিগকে মন্ত্র দান করিয়া উপাসনার প্রকরণ উপদেশ দেন। যাঁহারা বৈরাগ্য-বাসনায় জাতি কুল পরিত্যাগ করিয়া গৌরাঙ্গ-প্রভুর আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাঁহাদিগকে ভেক লইতে হয়। গোস্বামীরা প্রায় ফৌজদার ও ছড়িদার দ্বারাই সে কর্ম্ম সমাধা করিয়া লন। তাহারা উপস্থিত শিষ্যের মস্তকমুণ্ডন পূর্ব্বক স্নান করাইয়া ডোর, * কৌপীন, বহির্ব্বাস, তিলক, মুদ্রা, করঙ্গ বা ঘটী এবং জপ-মালা ও ত্রিকণ্ঠিকা গল-মালা প্রদান করিয়া মন্ত্রাদেশ করে এবং তাহার স্থানে ন্যূনসংখ্যা ১।০ পাঁচ সিকা দক্ষিণা গ্রহণ করিয়া থাকে। তদ্ভিন্ন অদ্বৈত, নিত্যানন্দ ও চৈতন্য প্রভুর ভোগ দিতে হয় এবং মহোৎসব করিয়া বৈষ্ণবদিগকে ভোজন করাইতে হয়। নিত্যানন্দ প্রভু এই ভেকাশ্রমের সৃষ্টি করেন, এইরূপ প্রবাদ আছে।

বিবাহেতেও ঐ তিন প্রভুর ভোগ দিতে হয় এবং গোস্বামী, ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদিগকে মালা ও বাতাসা দিয়া বরণ করিতে হয়। পাণি গ্রহণের সময় ছড়িদার বর কন্যা উভয়ের গল-দেশে মাল্য দান করিলে পর পরস্পর মালা-পরিবর্ত্তন হয় এবং কন্যার মস্তকে বরের সিন্দূর-বিন্দু সংস্থাপন করিতে হয়। এই উপলক্ষে গোস্বামীরা ন্যূনসংখ্যা ১।০ পাঁচ সিকা দক্ষিণা এবং তদ্ভিন্ন ছড়িদারেরাও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এ সম্প্রদায়ী বৈরাগীদের মধ্যে বিধবাবিবাহ-প্রথা প্রচলিত আছে, কিন্তু গৃহস্থ-বৈষ্ণবদিগকে তদনুযায়ী অনুষ্ঠান করিতে দেখা যায় না।

মায়িক সংসার হইতে পরিত্রাণ-লাভ সর্ব্ব-বিধ হিন্দুধর্ম্মের পরম পুরুষার্থ এ সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবেরা দুই প্রকার সদ্গতি স্বীকার করেন, ঐশ্বরিক ঐশ্বর্য্য-লাভ পূর্ব্বক চিরন্তন স্বর্গ-ভোগ, আর আনন্দময় বৈকুণ্ঠধামে † শ্রীকৃষ্ণের

---

* কটি-দেশে ডোরবন্ধন-বিষয়ে দুই মত আছে; এক-মতস্থেরা বাম-পার্শ্বে এবং অপর মতস্থেরা দক্ষিণপার্শ্বে ডোরের গ্রন্থি দিয়া থাকে। যাহারা বামদিকে গ্রন্থি দেয়, অপরেরা তাহাদিগকে বেঁয়ো বলিয়া উপহাস করে।

† বৈকুণ্ঠের পৃথিব্যাদি সকল চিন্ময়।
মায়িক ভূতের তাঁহা জন্ম নাহি হয়॥
চিন্ময় জল সেই পরম কারণ।
যার এক কণা গঙ্গা জগৎ-পাবন॥

আদিখণ্ড পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সহিত একত্র-বাস। ইহাঁদের মতানুসারে কৃষ্ণ-ভক্ত জনেরা ঐ শেষোক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া সালোক্য, সামীপ্য, সার্ষ্টি ও সারূপ্য এই চতুর্ব্বিধ মুক্তি লাভ পূর্ব্বক পরম সুখসম্ভোগ করিতে থাকেন। ইহাঁরা সাযুজ্য-মুক্তির প্রাধান্য স্বীকার করেন না।

সালোক্য সামীপ্য সার্ষ্টি সারূপ্য প্রকার।
চারি মুক্তি দিয়া করেন জীবের নিস্তার॥
ব্রহ্ম-সাযুজ্য মুক্তির তাহা নাহি গতি।
বৈকুণ্ঠ-বাহিরে হয় তা সবার স্থিতি॥

আদিখণ্ড পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায় এ সম্প্রদায়ের মত-প্রতিপাদক বহুল গ্রন্থ বিদ্যমান আছে। চৈতন্য, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত প্রভু কোন গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, এমত বোধ হয় না। কিন্তু রূপ ও সনাতন উভয়েই বৃহৎ বৃহৎ গ্রন্থ লিখিয়া সর্ব্বতোভাবে সে অভাব দূর করিয়া গিয়াছেন। বিদগ্ধমাধব নাটক, ললিতমাধব, উজ্জ্বলনীলমণি ও দানকেলি-কৌমুদী নামক কাব্য; বহুস্তবাবলি নামক স্তুতি-গ্রন্থ, অষ্টাদশ লীলাকাণ্ড, পদ্মাবলী, গোবিন্দবীরুদাবলী ও তাহার লক্ষণ; মথুরা-মাহাত্ম্য, নাটকলক্ষণ, লঘুভাগবত, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, ব্রজবিলাসবর্ণন ও কড়চা এই সমুদয় গ্রন্থ রূপ গোস্বামীর কৃত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। সনাতন গোস্বামী গীতাবলী, বৈষ্ণবতোষণী, হরিভক্তি-বিলাস, * ভাগবতামৃত ও সিদ্ধান্তসার প্রস্তুত করেন। হরিভক্তি-বিলাসে ভগবানের স্বরূপ ও উপাসনার প্রকরণ লিখিত আছে। ভাগবতামৃতে এ সম্প্রদায়ের কর্ত্তব্য-ক্রিয়ার বিবরণ আছে, আর সিদ্ধান্তসার কেবল শ্রীভাগবতের দশম স্কন্ধের ভাষ্য মাত্র। অপর ছয় গোস্বামীর মধ্যে জীব গোস্বামী ভাগবতসন্দর্ভ, ভক্তিসিদ্ধান্ত, গোপালচম্পূ ও উপদেশামৃত রচনা করেন। আর রঘুনাথ দাস মুক্তাচরিত্র ও চৈতন্যস্তব-কল্পবৃক্ষ এই দুই গ্রন্থ প্রস্তুত করেন। এ সমুদায়ই সংস্কৃত-ভাষায় লিখিত। বাঙ্গালা ভাষায় রিপু-দমন-বিষয়ের রাগময়-কোণ নামক গ্রন্থ রূপগোস্বামীর কৃত ও কৃষ্ণ-ভক্তি-বিষয়ের রসময়-কলিকা নামক গ্রন্থ সনাতন-গোস্বামীর

---

* হরিভক্তিবিলাস গ্রন্থ সনাতনগোস্বামি-কৃত বলিয়া প্রবাদ আছে বটে, কিন্তু যে হরিভক্তিবিলাস সচরাচর প্রচলিত দেখিতে পাই, তাহা গোপাল ভট্টের বিরচিত।

কৃত বলিয়া বিখ্যাত আছে। অন্যান্য সংস্কৃত ও বাঙ্গালা গ্রন্থও এ সম্প্রদায়ের প্রামাণিক শাস্ত্রের মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে; যথা—কবি-কর্ণপূর-কৃত আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ, চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক, কৌস্তুভালঙ্কার ও আচার্য্য শতক; রামচন্দ্র কবিরাজ-কৃত ভজনামৃত ও শ্রীস্মরণদর্পণ, কৃষ্ণদাস কবিরাজ-কৃত গোপীপ্রেমামৃত এবং গোবিন্দদাস ও বিদ্যাপতির কৃত কৃষ্ণ কীর্ত্তন। পূর্ব্বে চৈতন্য-চরিত্র-বিষয়ক যে সমস্ত গ্রন্থের নামোল্লেখ করা গিয়াছে, তদ্ভিন্ন গৌরগণোদ্দেশদীপিকা ও লোচনকৃত চৈতন্যমঙ্গল নামে দুই গ্রন্থ বিদ্যমান আছে। তন্মধ্যে প্রথমোক্ত গ্রন্থে চৈতন্যের শিষ্যদিগের বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে। আর বাঙ্গালা ভাষায় লালদাস-কৃত উপাসনাচন্দ্রামৃত, নরোত্তম দাস-কৃত প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, রাধামাধবকৃত পাষণ্ডদলন, দেবকীনন্দন-কৃত বৈষ্ণব-বর্দ্ধন ও বৃন্দাবনদাসকৃত চৈতন্য-ভাগবত প্রভৃতি অন্যান্য বিস্তর গ্রন্থ আছে। ইঁহাদের সমুদায় সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ একত্র করিলে স্তূপাকার হয়।

এ সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবেরা নাসামূল অবধি কেশ পর্য্যন্ত গোপীচন্দনের ঊর্দ্ধ-পুণ্ড্র করিয়া নাসাগ্রের সহিত তাহার সংযোগ করিয়া দেন। বাহু, বক্ষঃস্থল ও ললাট-পার্শ্বে মুদ্রা দ্বারা রাধাকৃষ্ণের নামাঙ্কন করেন, কণ্ঠদেশে তুলসী-কাষ্ঠের ত্রিকণ্ঠিকা মালা ধারণ করেন এবং অষ্টাধিকশত অথবা সহস্রসংখ্যক তুলসী-মণি গ্রথিত করিয়া জপমালা প্রস্তুত করেন। সর্ব্বজাতীয় লোক এবং কোন কোন স্থানের ম্লেচ্ছেরাও * এ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে। ইঁহারা আপনাদিগকে মধ্বাচারী সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বলিয়া পরিচয় দেন। যাহারা এই প্রস্তাবোক্ত মত ও ব্যবস্থাবলি অবলম্বন করিয়া চলে, তাহাদের নাম গৌড়-বৈষ্ণব। তদ্ভিন্ন আর কতকগুলি শাখা-সম্প্রদায় আছে, পশ্চাৎ সে সমুদায়ের বিবরণ করা যাইতেছে।

চৈতন্য-সম্প্রদায়ের শাখা।

মথুরা ও বৃন্দাবন-বাসী কয়েক জন গৌড়-বৈষ্ণবের প্রতিষ্ঠিত মূর্ত্তি-বিশেষের নামানুসারে রাধারমণি, রাধাপালি, বিহারিজি, গোবিন্দজি, যুগলভক্ত

---

* যথা পুরুলিয়ার পর্ব্বতীয় লোক।

প্রভৃতি কতিপয় শাখা-সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে। মূল সম্প্রদায়ের সহিত ইহাদের নামান্তর-গ্রহণ ব্যতিরেকে ব্যবহার-গত বৈলক্ষণ্য প্রায় কিছুই নাই। স্পষ্টদায়ক, বাউল, ন্যাড়া, সহজী প্রভৃতি আর কতকগুলি শাখা আছে, গৌড়-বৈষ্ণবদিগের সহিত তাহাদের সবিশেষ বিভিন্নতা দেখিতে পাওয়া যায়।

স্পষ্টদায়ক।

প্রায় অপরাপর সমুদায় হিন্দু-সম্প্রদায়ের সহিত স্পষ্টদায়কদিগের দুটি বিষয়ে সম্পূর্ণ প্রভেদ দেখা যায়। একটি এই, তাঁহারা দীক্ষা-গুরুর দেবত্ব ও একাধিপত্য অঙ্গীকার করেন না। দ্বিতীয় এই যে, এ সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীরা পরস্পর প্রীতমনে এক মঠে বা এক আখড়াতে একত্র অবস্থিতি করেন, অথচ কহিয়া থাকেন, কোন প্রকার দুষ্ট সহবাসে দূষিত হন না। সর্ব্বজাতীয় গৃহস্থেরাই এ সম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হইতে পারে, কিন্তু উদাসীন বা উদাসিনী ভিন্ন অন্যের গুরুত্ব-পদলাভে অধিকার নাই। ইঁহারা কণ্ঠদেশে এককণ্ঠিকা মালা ধারণ করেন এবং গৌড়-বৈষ্ণবদিগের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ক্ষুদ্র করিয়া তিলক-সেবা করিয়া থাকেন। পুরুষেরা কৌপীন ও বহির্ব্বাস পরিধান করেন এবং স্ত্রীলোকেরা প্রায় সমস্ত মস্তক মুণ্ডন করিয়া একটি ক্ষুদ্র শিখামাত্র অবশিষ্ট রাখেন। এ সম্প্রদায়ের সদাচারী ব্যক্তিরা স্বসম্প্রদায়ী ভিন্ন অন্য কাহারও অন্নগ্রহণ করেন না।

স্পষ্টদায়কদিগের মতে একত্র বাস, ভ্রাতৃভগিনীবৎ প্রণয়াচরণ, সম-ধর্ম্ম ও সমার্থতা, উভয়ে মিলিত হইয়া কৃষ্ণ ও চৈতন্যের প্রীতিতে নৃত্য, গীত ও গুণ-সঙ্কীর্ত্তন ইত্যাদি অনুষ্ঠানেই স্ত্রীপুরুষের সংসর্গ সম্পন্ন হয়। বৈষ্ণবীরা লোচ্য লোকের স্ত্রীদিগকে ধর্ম্মবিষয়ে উপদেশ দিয়া থাকেন। অন্তঃপুর প্রবেশে তাঁহাদের বারণ নাই এবং অন্তঃপুরস্থ স্ত্রীলোকেরাও সময়ক্রমে তাঁহাদের নিজ নিকেতনে গিয়া সাক্ষাৎ করিতে পারে। এইরূপে কলিকাতা-মধ্যে এ সম্প্রদায় বিলক্ষণ প্রবল হইয়া উঠিতেছে।

কর্ত্তাভজা।

কিছু দিন পূর্ব্বে বাঙ্গালা দেশে চৈতন্য সম্প্রদায়ের অনুরূপ অথবা উহার শাখাস্বরূপ আর একটি সম্প্রদায় সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহার নাম কর্ত্তাভজা। যদিও ঘোষপাড়ানিবাসী সদ্গোপ-কুলোদ্ভব রামশরণ পাল এই ধর্ম্ম প্রচার করেন, কিন্তু এক উদাসীন ইহার প্রবর্ত্তক বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। তাঁহার চরিত্র-বিষয়ে পরস্পর-বিরুদ্ধ নানা উপাখ্যান আছে, তাহার কোন আখ্যান সর্ব্বতোভাবে বিশ্বাস করা যায় না। তাঁহার নাম আউলেচাঁদ। তাঁহার বিষয়ে যে অশেষবিধ জনশ্রুতি প্রচলিত আছে, তাহার কিয়দংশ সঙ্কলন করিয়া পশ্চাৎ প্রকটন করা যাইতেছে। উহার সমুদায় ভাগ সম্যক্ প্রামাণিক না হউক, তথাপি উহা পাঠ করিলে আউলেচাঁদের চরিত্র-বিষয়ে এ সম্প্রদায়ী লোকের যেরূপ বিশ্বাস আছে, অন্ততঃ তাহাও অবগত হওয়া যাইতে পারে।

উলাগ্রামে মহাদেব নামে এক বারুই ছিল, সে ব্যক্তি ১৬১৬ শকে ফাল্গুন মাসের প্রথম শুক্রবার স্বকীয় পর্ণক্ষেত্রে একটি অজ্ঞাত-কুলশীল অষ্টমবর্ষীয় বালক প্রাপ্ত হয়। ঐ বালক বারুই-গৃহে ১২ বৎসর বাস করেন, তদনন্তর তথা হইতে প্রস্থান করিয়া এক গন্ধবণিকের বাটীতে ২ বৎসর কাল স্থিতি করেন; তৎপরে কোন ভূস্বামীর গৃহে গিয়া ১৪ বৎসর অবস্থান করেন, অনন্তর বাঙ্গালার পূর্ব্বখণ্ডে উপস্থিত হইয়া সে প্রদেশেও প্রায় ১৪ বৎসর ক্ষেপণ করেন এবং তৎপরে অন্যান্য নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া ২৭ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় বেজরা গ্রামে আগমন করেন। তথায় হটু ঘোষ প্রভৃতি কয়েকজন তাঁহার অনুগত ও সমভিব্যাহারী হইলেন এবং তৎপরে রামশরণ পাল তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিয়া তদীয় মত অবলম্বন করিলেন। আউলেচাঁদের পশ্চাল্লিখিত ২২ জন শিষ্য ছিল।

১ হটু ঘোষ।
২ বেচু ঘোষ।
৩ রামশরণ পাল।
৪ নয়ন।
৫ লক্ষ্মীকান্ত।
৬ নিত্যানন্দ দাস।
৭ খেলারাম উদাসীন।
৮ কৃষ্ণদাস।
৯ হরিঘোষ।
১০ কানাই ঘোষ।
১১ শঙ্কর।
১২ নিতাই ঘোষ।
১৩ আনন্দরাম।
১৪ মনোহর দাস।

১৫ বিষ্ণুদাস।	১৯ ভীমরায় রজপুত।
১৬ কিনু।	২০ পাঁচু রুইদাস।
১৭ গোবিন্দ।	২১ নিধিরাম ঘোষ।
১৮ শ্যাম কাঁসারি।	২২ শিশুরাম। *

যদিও এক্ষণে অনেকানেক ভদ্র লোকে এই সম্প্রদায়ে নিবিষ্ট হইয়াছেন, কিন্তু প্রথমকার শিষ্যদিগের নাম দৃষ্টে স্পষ্ট বোধ হইতেছে, আদৌ ইতর লোকেরাই এই ধর্ম্ম প্রচার করে।

আউলেচাঁদ এই প্রকার এক অভিনব ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করিয়া ১৬৯১ শকে বায়ালে নামক গ্রামে পরলোকযাত্রা করেন † এবং রামশরণ পালাদি আট জন শিষ্য তথায় তাঁহার কন্থার সমাজ দিয়া, চক্রদহের প্রায় তিন ক্রোশ পূর্ব্বে পরারি নামক গ্রামে তাঁহার দেহ আনয়ন পূর্ব্বক সমাধিস্থ করেন। ‡

তিনি কৌপীন ধারণ পূর্ব্বক খেল্‌কা ও কন্থা গাত্রে দিয়া পর্য্যটন করিতেন, লোকদিগকে বাঙ্গালা ভাষায় উপদেশ দিতেন, হিন্দু, মুসলমান, ম্লেচ্ছ

---

* এই বাইশ জন শিষ্যের বিষয়ে এক অপূর্ব্ব বচন প্রচলিত আছে, যথা—'আউলেচাঁদ দোয়া গরু, সঙ্গে বাইশ ফকির বাছুর তার।'

তদ্বিষয়ে একটি গানও আছে ; যথা—

'এ ভাবের মানুষ কোথা হতে এলো।
এর নাইকো রোষ, সদাই তোষ, মুখে বলে সত্য বল।
এর সঙ্গে বাইশ জন, সবার একটি মন, জয়কর্ত্তা বলি, বাহু তুলি, করে প্রেমে ঢলাঢল।
এ যে হাবা দেওয়ায়, মরা বাঁচায়, এর হুকুমে গঙ্গা শুকালো।'

† কিন্তু আর একটি এরূপ জনশ্রুতি আছে যে, ছেয়ত্তরে মন্বন্তরের সময়ে অর্থাৎ ১১৭৬ সালে রামশরণ পাল সুখসাগরের বাজারে তণ্ডুল-ক্রয়ার্থে গিয়াছিলেন, তথায় আউলেচাঁদ তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন এবং তাঁহার বাটীতে আসিয়া উপদেশ প্রদান করেন।

‡ এই আট শিষ্যের নাম, যথা—

১ শ্যাম বৈরাগী।	৫ রামশরণ পাল।
২ হরিঘোষ।	৬ ভীমরায় রজপুত।
৩ হটু ঘোষ।	৭ সহস্ররাম ঘোষ।
৪ কানাই ঘোষ।	৮ বেচু ঘোষ।

সকলকেই সমান জ্ঞান করিতেন এবং জাত্যভিমান পরিহার পূর্ব্বক সকলের অন্ন ভোজন করিতেন। আউলেচাঁদের এই বৃত্তান্ত কতদূর প্রামাণি তাহা নিশ্চয় করা দুষ্কর। তবে রামশরণ পাল কোন উদাসীনকে অবলম্ব করিয়া এই ধর্ম্ম-প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, অন্ততঃ এইমাত্র সম্ভাবি বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে। যদিও পূর্ব্বোক্ত হটু ঘোষের দল অন্যান্য কোন কোন শাখা অদ্যাপি বিদ্যমান আছে, কিন্তু রামশরণ পালে সম্প্রদায়ই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান।

এ সম্প্রদায়ী লোকে ঐ উদাসীনকে ঈশ্বরাবতার জ্ঞান করে এবং চৈতন্য সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক গৌরাঙ্গের সহিত অভিন্ন বলিয়া স্বীকার করে। কৃষ্ণচন্দ্র গৌরচন্দ্র, আউলেচন্দ্র, তিনেই এক, একেই তিন।

ইঁহারা কহেন, যে মহাপ্রভু পুরুষোত্তমে গিয়া তিরোহিত হইয়াছিলেন তিনিই পুনরায় রূপান্তর ধারণ পূর্ব্বক আউলে মহাপ্রভুরূপে আবির্ভূত হন যেমন শ্রীকৃষ্ণের সহস্র নাম আছে, সেইরূপ ইঁহারও আউলেচাঁদ, আউলে ব্রহ্মচারী, আউলে মহাপ্রভু, কাঙ্গালি মহাপ্রভু, ফকির ঠাকুর, সিদ্ধপুরুষ, সাঁই গোসাঁই প্রভৃতি অনেক নাম শুনিতে পাওয়া যায়। লোকে বলে, মহাদে বারুই ইঁহার নাম পূর্ণচন্দ্র রাখিয়াছিল। মুসলমানেরাও ইঁহার উপদে গ্রহণ করে, অতএব বোধ হয়, তাহারাই আউলে * নাম দিয়াছিল। কর্তা ভক্তদিগের এইরূপ বিশ্বাস আছে যে, ইনি অনেকানেক অত্যদ্ভুত অলৌকি কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া যান; অন্ধকে চক্ষু ও খঞ্জকে পদ প্রদান করেন, রোগীকে সুস্থ ও মৃতকে সজীব করেন, দরিদ্রকে ধনবান্ ও ধূলি-পিণ্ডকে স্বর্ণ-পিণ্ড করেন এবং আপনি কাষ্ঠ-পাদুকা গ্রহণ করিয়া গঙ্গার উদর দিয়া গমন করেন।

এ সম্প্রদায়ের বিজ্ঞ লোকেরা কহেন, একমাত্র বিশ্বকর্ত্তাকে ভজনা করাই আমাদের ধর্ম্ম, কিন্তু তাঁহারা "লোকমধ্যে লোকাচার সদ্‌গুরু মধ্যে একাচার" এই বাক্য অবলম্বন করিয়া বহুবিধ দেব-প্রতিমারও অর্চ্চনা করিয়া থাকেন।

---

* পারসীক ভাষায় আউলিয়া শব্দের অর্থ বুজুর্গ অর্থাৎ যাহার দৈবশক্তি আছে।

এ সম্প্রদায়ী গুরুদিগের নাম মহাশয় এবং শিষ্যের নাম বরাতি। * তাঁহারা শিষ্যকে "গুরু সত্য" এই মন্ত্র প্রদান করেন। † পরে যখন তাহাদের প্রগাঢ়তর গুরু-ভক্তি উৎপন্ন হইয়া জ্ঞান পরিপক্ক হয়, তখন ষোল আনা মন্ত্র উপদেশ করেন; যথা—

'কর্ত্তা আউলে মহাপ্রভু, আমি তোমার সুখে চলি ফিরি, তিলার্দ্ধ তোমা ছাড়া নহি, আমি তোমার সঙ্গে আছি, দোহাই মহাপ্রভু।' ‡

ইঁহারা কহিয়া থাকেন, আউলেচাঁদ পশ্চাল্লিখিত দশটি কর্ম্ম নিষেধ করিয়া দিয়াছেন, অতএব কোন কোন মহাশয় কোন কোন শিষ্যকে তাহা উপদেশ দিয়া থাকেন।

তিন কায়-কর্ম্ম—পরস্ত্রী-গমন, পর-দ্রব্য-হরণ ও পর-হত্যাকরণ।

---

* ইঁহারা বিস্তর নূতন কথা প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তাহার এক একটি শব্দের কত ভাবই আছে। যে স্থলে " আমি চলিলাম" বা " আমি কহিলাম" বলিতে হয়, সে স্থলে " তুমি চলিলে, তুমি কহিলে " বলিয়া থাকেন। আর স্বসম্প্রদায়ী লোককে "ভগবজ্জন" ও তদ্ভিন্ন অন্যান্য সমুদায় লোককে "ঐহিক লোক" বলেন।

† দীক্ষার সময়ে গুরুশিষ্যের কথোপকথন।

মহাশয়—তুই এ ধর্ম্ম যজন করিতে পারিবি ?

বরাতি—পারিব।

মহাশয়—মিথ্যা কহিতে পারিবি না, চুরি করিতে পারিবি না, পরস্ত্রী গমন করিতে পারিবি না এবং স্বস্ত্রীসঙ্গও অধিক করিতে পারিবি না।

বরাতি—আমি এ সমুদায়ের কিছুই করিব না।

মহাশয়—বল, তুমি সত্য তোমার বাক্য সত্য।

বরাতি—তুমি সত্য, তোমার বাক্য সত্য।

গুরু তখন মন্ত্র দান করিয়া কহেন, আমার অনুমতি ব্যতিরেকে আর কাহাকেও এ নাম বলিস্ নে।

‡ এই মন্ত্রের প্রকারান্তরও শ্রবণ করা গিয়াছে, যথা—"কর্ত্তা আউলে মহাপ্রভু, তোমার সুখে চলি বলি, যা বলাও, তাই বলি, যা খাওয়াও, তাই খাই, তোমা ছাড়া তিলার্দ্ধ নই। গুরু সত্য বিপদ্ মিথ্যা, গুরু সত্য বিপদ্ মিথ্যা, গুরু সত্য বিপদ্ মিথ্যা।

তিন মনঃ-কর্ম্ম—পরস্ত্রী-গমনের ইচ্ছা, পর-দ্রব্য হরণের ইচ্ছা ও পরহত্যাকরণের ইচ্ছা।

চারি বাক্য-কর্ম্ম—মিথ্যা-কথন, কটু-কথন, অনর্থক বচন ও প্রলাপ-ভাষণ।

বোধ হয়, সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকের অভিপ্রায় উত্তমই ছিল, কিন্তু তাঁহার গতানুগতিকেরা তৎপ্রদর্শিত পথ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছেন। বিশেষতঃ ব্যভিচার-দোষ তাঁহাদের সকল গুণ গ্রাম গ্রাস করিয়াছে। সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক ইন্দ্রিয়-দোষের ভূয়োভূয়ঃ নিষেধ করিয়া গিয়াছেন * এবং তাঁহারাও স্বসম্প্রদায়ী লোকদিগকে ভ্রাতৃ-ভগিনী সম্বোধন করিয়া থাকেন, কিন্তু এইরূপ আত্মীয়বোধে পরস্পর একত্র সহবাসই তাঁহাদের সর্ব্ব-নাশের হেতু হইয়া উঠিয়াছে। ভোজন-বিষয়ে ইঁহাদের জাতিভেদ ও উচ্ছিষ্ট-বিচার নাই। কিন্তু শ্রুত হওয়া গিয়াছে, কাঁচড়াপাড়া প্রভৃতি কতিপয় গ্রামে কতকগুলি শুদ্ধ কর্ত্তাভজা আছেন, তাঁহারা পরের উচ্ছিষ্ট-ভোজনে সম্মত নহেন, অতএব দীক্ষা-কালে শিষ্যদিগকে মাংস-ভোজনও নিষেধ করেন। †

চৈতন্য-সম্প্রদায়ীদিগের ন্যায় ইঁহাদিগেরও প্রেমানুষ্ঠান প্রধান সাধন। মন্ত্রজপ ও প্রেমানুষ্ঠান দ্বারা ক্রমে ক্রমে সিদ্ধি-লাভ হইয়া অশ্রু, পুলক, হাস্য, কম্প, দন্তপ্রতিঘাত প্রভৃতি নানা চিহ্ন প্রকাশ পাইতে থাকে। শিষ্যদিগের যত চিত্ত-শুদ্ধি ও প্রেম বৃদ্ধি হয়, ঐ সমুদয় লক্ষণের ততই আধিক্য হইয়া আইসে। ইঁহারা মধ্যে মধ্যে বৈঠক করিয়া ঐ সমস্ত লক্ষণ প্রদর্শন পূর্ব্বক আপন আপন ধর্ম্মোন্নতির পরিচয় প্রদান করেন এবং কখন কখন আমোদ ও উৎসাহবেগ বশতঃ সমস্ত রজনীই ঐ প্রকারে অতিবাহিত করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি এ রসের রসিক নহে, সে যদি দৈবাৎ ঘোরতর নিশীথসময়ে তাঁহাদের ভয়ঙ্কর হুঙ্কার, বিকট হাস্যরব, অতিদীর্ঘ শ্বাস-প্রশ্বাস এবং দন্ত-ঘর্ষণোৎপন্ন ভয়ানক শব্দ শ্রবণ করে, তবে অবশ্যই চমকিত হইয়া উঠে, তাহার সন্দেহ নাই।

---

* মেয়ে হিজড়ে, পুরুষ খোজা, তবে হয় কর্ত্তাভজা।

† ইঁহাদের মন্ত্রও স্বতন্ত্র; যথা—"ঠাকুর কর্ত্তা আউলে মহাপ্রভু, আমি তোমার, তুমি আমার, দয়া কর ঠাকুর।"

চৈতন্য-সম্প্রদায়ী গোস্বামী ও ইঁহাদের মহাশয় উভয়েরই সমান প্রভুত্ব। যেমন কাঙ্গালি মহাপ্রভু জগৎপ্রভুস্বরূপ, সেইরূপ যিনি তাঁহার দত্ত মন্ত্র উপদেশ দেন, তিনিও তাঁহারই স্বরূপ, এই যুক্তি অনুসারে ইঁহারা তন্ত্রোক্ত দেব, গুরু, শিষ্যের অভেদ বিধির ন্যায় গুরুকে পরমেশ্বরের সহিত অভিন্ন বলিয়া অঙ্গীকার করেন এবং স্বকীয় শরীরকে মন্ত্রদাতা মহাশয়-দেবের শরীর বলিয়া প্রত্যয় করিয়া থাকেন।

আউলেচাঁদ মানুষ ছিলেন, অতএব মানুষই সত্য, সুতরাং মানুষ গুরুই পরম পদার্থ। মানুষ শব্দ উচ্চারণ, মনন বা শ্রবণ করিলে ইঁহাদের যে কত ভাবের উদয় হয়, তাহা অন্যের অনুধাবন করা সুকঠিন। ইঁহাদিগের এইরূপ বিশ্বাস আছে যে, সেই আউলে মানুষের জীবাত্মা রামশরণ পালে গিয়া বর্ত্তিয়াছিল, সুতরাং তিনি তৎস্বরূপ অর্থাৎ কর্ত্তাস্বরূপ হইয়াছিলেন। পালদিগের বাটীতে এক গদি আছে, যিনি তাহার অধিকারী হন, তাঁহাকে ঠাকুর বলে। তিনিও কর্ত্তাস্বরূপ। এ সম্প্রদায়ী কায়স্থ-ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণে ও সকল জাতীয় লোকেই তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত পূর্ব্বক তাঁহার পদ-ধূলি গ্রহণ ও প্রসাদ ভোজন করিয়া থাকে। প্রথমে রামশরণ পাল, তদনন্তর তাঁহার পত্নী, অবশেষে রামদুলাল পালের ভার্য্যা ঐ গদিতে উপবিষ্ট হন। এক্ষণে ঈশ্বরচন্দ্র পাল উহার অধিকারী। ঠাকুর বা ঠাকুরাণী স্বেচ্ছাক্রমে যাহাকে উত্তরাধিকারী করিয়া যান, তিনিই ঐ গদির অধিকারী হইয়া থাকেন।

যে লক্ষ লক্ষ লোক এই ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে, তাহার অধিক ভাগই পালদিগের অধীন। অতএব আউলেচাঁদের প্রসাদে পালদিগের প্রভুত্ব ও সম্পত্তির ক্রমাগতই বৃদ্ধি হইয়া আসিতেছে। মহাশয়েরা ঐ প্রধান আচার্য্যদ্বয়: পালদিগের অধীন ও অনুগত। স্থানে স্থানে গ্রামবিশেষে এক এক জন মহাশয় থাকেন; শিষ্য-সংগ্রহ, ধর্ম্মোপদেশ, দানগ্রহণাদি তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। তাঁহারা শিষ্যদিগের নিকটে কর সংগ্রহ করিয়া পাল-মন্দিরে কর্ত্তা বা কর্ত্রী-সন্নিধানে উপস্থিত করেন। তদ্ভিন্ন তাঁহাদের নিজেরও বিলক্ষণ লাভভাব আছে। শিষ্যেরা তাঁহাদিগকে সর্ব্বদাই নানাবিধ সুখদ সমগ্রী উপহার দেয়। অতএব তাঁহারা নিজ গৃহে বসিয়া অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব খাদ্য, পরিধেয় ও অন্য অন্য অশেষবিধ ভোজ্য ও ভোগ্য বস্তু প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, "আমরা দেব-দর্শন এবং ইষ্টদেবতাকে

নয়ন-গোচর করাইতে এবং মন্ত্র বলে অত্যুৎকট রোগ সমুদায়েরও শান্তি করিতে পারি।" ইষ্টদেবের দর্শন ও সন্তানের রোগ-শান্তির আশ্বাস অপেক্ষা স্ত্রীলোকদিগের ভক্তি-শ্রদ্ধা উৎপাদনের অমোঘ উপায় আর কি আছে?

কোন কোন স্থানের মহাশয় মুসলমান, পরম ভক্ত হিন্দু শিষ্যেরাও গোপনে গোপনে গিয়া তাঁহার প্রসাদ ভোজন করিয়া আইসেন; এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া দেখিলে এক্ষণে এ দেশীয়দিগের জাতিভেদ আছে বলিয়া আর কোনরূপেই বিশ্বাস করা যায় না।

বাঙ্গালীদের দলাদলি ও দেষাদেষি সর্ব্বত্রই সমান, অতএব শিষ্যাধিকার-বিষয়ে মধ্যে মধ্যে মহাশয়দিগের পরস্পর ঘোরতর বিসংবাদ উপস্থিত হয় এবং ঘোষপাড়ার কর্ত্তা বা কর্ত্রীর নিকট সে বিষয়ের অভিযোগ হইলে তাঁহারা মীমাংসা করিয়া দেন।

এই সম্প্রদায় গোপনে গোপনে অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। যদিও অনেকানেক সুবিজ্ঞ ভদ্রলোকও ইহাতে নিবিষ্ট আছেন, এরূপ শুনা গিয়াছে, কিন্তু অধিকাংশই ইতর ও স্ত্রীলোক। কর্ত্তার অনুচরেরা গৃহস্বামীদের অজ্ঞাতসারেও অবলীলাক্রমে অন্তঃপুর-প্রবিষ্ট হইয়া শিষ্যসংখ্যা বৃদ্ধি করেন। মধ্যে মধ্যে উৎসব উপলক্ষে ঘোষপাড়ায় মহাসমারোহ হইয়া থাকে; বৈশাখ মাসে রথ এবং ফাল্গুন মাসে দোলের সময় দোল ও রাস হয়। এই শেষোক্ত উৎসবের সময় তথায় লোকারণ্য হইয়া থাকে। তিন দিবস চতুর্দ্দিক্ হইতে নানাস্থানীয় ও নানাজাতীয় লোক ক্রমাগত আগমন করিতে থাকে এবং স্ত্রীপুরুষে একত্র ভোজন ও পারমার্থিক সঙ্গীতাদি অশেষবিধ আমোদ-ব্যাপার সহকারে উৎসব সমাধান করিয়া প্রতিগমন করে। এই কয়েক দিবসে পালকর্ত্তাদের প্রচুর অর্থলাভ হয়। এই সময় মহাশয়েরা স্ব স্ব শিষ্য-সন্নিধানে বার্ষিক কর * গ্রহণ করিয়া কর্ত্তা অথবা কর্ত্রী-সমীপে উপস্থিত করেন এবং অনেক লোক পূর্ব্ব কৃত মানসিকও প্রদান করিয়া থাকে। কর্ত্তা-ভজাদিগের এইরূপ বিশ্বাস আছে যে, কর্ত্তা-প্রসাদে বিনা ঔষধে রোগ-শান্তি হয়

* এ সম্প্রদায়ের মতে মানব-দেহ কর্ত্তার প্রদত্ত আবাস-গৃহস্বরূপ, জীবাত্মা ঐ গৃহে বাস করেন। অন্যের স্থানে কর না দিয়া বাস করা উচিত নহে। অতএব কর্ত্তা-ভজারা যে বার্ষিক বৃত্তি প্রদান করে, তাহাকে খাজনা অর্থাৎ কর কহে।

এবং বিনা চেষ্টায় বিপদ্ নিবারণ হইয়া থাকে। পূর্ব্বে আউলেচাঁদ এ বিষয়ে অদ্ভুত শক্তি প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, এক্ষণে গুরুদেব মহাশয়েরাও তদনুরূপ অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন এবং "গুরু সত্য আপদ্ মিথ্যা" বলিয়া সমুদয় বিপদ্ বিমোচন করিয়া দেন। এই নিমিত্ত ঐ উৎসবের সময়ে শত শত বিপদ্-গ্রস্ত, রোগী ও বন্ধ্যা স্ত্রীকে স্ব স্ব মনোরথ পরিপূরণার্থ পাল্‌দিগের আলায়ে দাড়িম্ববৃক্ষতলে হত্যা দিয়া দণ্ডবৎ পড়িত থাকিতে দেখা যায়। তাঁহাদের বাটীর নিকট হিমসাগর নামে এক সরোবর আছে, কোন কোন ব্যক্তিকে পীড়া-শান্তির নিমিত্ত তাহাতে অবগাহন করিতে হয় এবং দুঃসাধ্য রোগ হইলে সমুদায় পূর্ব্ব-কৃত পাপ স্বীকার করিতে হয়।

এ সম্প্রদায় চৈতন্য-প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়েরই শাখা-বিশেষ, কিন্তু অনেকাংশে মত-ভ্রষ্ট হইয়াছে। আউলেচাঁদের পরমাদ্ভুত অলৌকিক ক্রিয়া ও দশ অনুমতি, রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের পূর্ব্বকৃত পাপ-স্বীকার, কৃষ্ণ, গৌরাঙ্গ ও আউলেচাঁদ এই পরম দেব-ত্রয়ের একতা ইত্যাদি বিষয়ে খ্রীষ্টানদিগেরও সহিত কর্ত্তা-ভজাদিগের মতের সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হইতেছে।

ইহাদিগের সমধিক সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কিন্তু বিস্তর গান আছে; সে সমুদায় অশিক্ষিত ইতর লোকের কৃত। এ প্রযুক্ত উৎকৃষ্ট ভাষায় রচিত হয় নাই বটে, কিন্তু তৎপাঠ দ্বারা এ সম্প্রদায়ের অনেকানেক নিগূঢ় ভাব অবগত হওয়া যাইতে পারে। অতএব তাহার কয়েকটী গীত উদ্ধৃত করা গেল।

গান।

১। অপরাধ মার্জ্জনা কর প্রভু, এমন মত জন্ম জন্মান্তরে তোমার সংসারে হয় না যেন কভু। বিকলে বলেছি বড় কাবু, আমার ত্রুটি বড় কোটি তার লেখায় জোখায় লাগে ধোকা, সংখ্যা হয় না তার, দীন জন হইয়ে, অভয় পদ ধ্যায়ে, ত্রাণ পেয়েছে কত ভেয়ে বাবু।

আমার পাপচয় নিশ্চয় হয় না কখন। সুপাশে পশারে বিস্তার করে গোপন। উপাসনা পায় না পামরতম, দুঃখের অন্তে সুখের চিন্তা হোচ্চে ত-ভ্রম। ভ্রমে ভ্রমে বাড়ালে, ছাড় ছাড় বলি, ছাড়িতে চাইলে, ছাড়ে না প্রভু।

যত নিন্দকে নিন্দা করে আমাকে, দেখো আমার রীত, আমি বাল্মীক, তুমি সভার মালিক, তা বলি ঠিক কর্ত্তার উচিত। আমার অর্থ স্বার্থ সামর্থ্য জব্দ করেছে, আমাকে নিন্দকের বন্দুকের সেস্তে রেখেছে, আমি ভ্রান্ত দুরন্ত অন্তর, কলে বলে করিয়া বলি কুমন্তর, তুমি সবার সেব্য, সবার ভাব্য, ভাবের ভাবী হও তুমি রব্বা রবু।

আমি গরজে ক্ষীর ত্যজে এ রাজ্য গরল করি পান। বিষ ত্যজি, প্রেম-রসে মজি, বসি আছেন ভাগ্যবান্। আমি আত্ম সুখী হয়েছি ডুবাইয়াছি ডিঙ্গে, এক বোলে ভাসিতেছি সকলে প্রেমের তরঙ্গে, ডুব্তে ডুব্তে খাবি খেতেছি, কর্ম্ম-ফলে, অসম কালে, জব্দ হইতেছি, তরি যে নীরে, কালের সংখ্যা করে্য, আছি ধরে্য দণ্ড পলের তাম্বু।

২। তুফান আস্তেছে কস্তে, জলে স্থল যাবে মিশে, মাজি হাল ধর কস্তে, আর যাহা নৌকা তাঁহা তুফান নৌকা, রাখ কি কারণ, ওরে মাজি দাঁড়িয়া শোন। মাজি সত্য বাদাম লও, ধীরে ধীরে বাও, কেন তুফান পানে চাও, হাল ধরেছে নিরঞ্জন॥

৩। ও কে ডাঙ্গায় তরি যায় বেয়ে, কোন্ রসিক নেয়ে, আছে দাঁড়ী মাঝী দশ জনা, ছয় জনা তার গুণ টানে, সে কে তা জেনে ও জানিলে না। আনন্দেতে যাচ্ছে বেয়ে, যত অনুরাগী সারি গেয়ে, এ কোন্ রসিক নেয়ে; আছে ডিঙ্গা ভরা বস্তু ধন, বাস্তে প্রেমের মহাজন তার চৌকি পঞ্চজন॥*

৪। ক্ষ্যাপা এই বেলা তোর মনের মানুষ চিনে ভজন কর। যখন পলাবে সে রসের মানুষ, পড়িয়া রবে শুধুই ঘর॥

৫। সত্য বল সুপথে চল আমার মন। যদি পাবি সে শুদ্ধ সত্য বস্তু ধন এই কথা শোন। জোর করি চালাবে, কমি ঠেকিবে সঙ্কটে, শমন ধরিবে ঝটে, আর ফেরে ফারে দিতে হবে, করে্য যোল আনাতে ভুক্তন। ফড়ে যারা, মজ্বে তারা, বাটখারা যাদের কম, ধরে ওসিল করিবে যম, আর গদিয়ান জহুরি যারা, বসে্য ব্যাপার কর্‌ছে প্রেমরতন। মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চক যেতে পারিবে না, পথে আছে এক থানা, সোনার বেণে সোনা চিনে, নেবে নিক্তিতে করে্য ওজন॥

৬। দরবেশ করোয়াধারী, প্রভু আমার অটল প্রেমের অধিকারী। প্রভুর ব্রজের নামটি বংশীধারী, নবদ্বীপে গৌরহরি, এ যে কর্ত্তেছে ফকিরি, আউলে

ডেঙ্কায় করো জারি। নরবেশ দরদি বটে, যখন যা চাও তাই ঘটে, তবে মিছে পূজা ঘটে পটে, দেখ সেরূপ নেহার করি॥

৭। ধন্য গুরু রে পাগল গোসাঁই, আহা মরি মরি গুণের লইয়া বলাই। নাহি কছু গুণলেশ, সকল গুণের শেষ, চন্দনে ছাড়ি আবেশ, অঙ্গে মাখেন ছাই। কি কব ধ্যানের কথা, লেঙ্গুটী আর ছেঁড়া কাঁথা, গোলামে এলাম দাতা সংব বাদশাই। চঞ্চল লোচনে চায়, কে বুঝিবে অভিপ্রায়, কোথা থাকে কোথা যায়, কোথা আছে নাই॥

৮। স্বরূপের বাজারে থাকি। শোন্ রে ক্ষ্যাপা, বেড়াস্ একা, চিন্তে নারলি ধর্বি কি। কালার সঙ্গে বোবায় কথা কয়, কালা গিয়া শরণ মাগে কে পাবে নির্ণয়, আর অন্ধ গিয়া রূপ নেহারে তার মর্ম্ম কথা বল্‌বো কি। মড়ার সঙ্গে মড়া ভেসে যায়, জেয়ান্তে ধরিতে গেলে হাবু ডুবু খায়, সে মড়া নয়কো রসের গোড়া, তার রূপেতে দিয়া আঁখি॥

রামবল্লভী।

কিছু দিন হইল, পালদিগকে কর্ত্তা-স্বরূপ স্বীকার না করিয়া বংশবাটীর কয়েক ব্যক্তি রামবল্লভী নামে একটি শাখা সংস্থাপন করেন। কৃষ্ণকিঙ্কর গুণসাগর ও শ্রীনাথ মুখোপাধ্যায় এ বিষয়ের প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। এ সম্প্রদায়ীরা রমবল্লভ নামে এক ব্যক্তিকে আপনাদের প্রবর্ত্তক ও [illegible] লিয়া স্বীকার করেন এবং প্রতিবৎসর শিবচতুর্দ্দশীর দিবসে পাঁচঘরা গ্রামে ঐ প্রবর্ত্তকের উদ্দেশে একটি উৎসব করিয়া থাকেন। ইঁহারা সর্ব্বশাস্ত্রকে মান জ্ঞান ও সর্ব্ব-শাস্ত্রোক্ত দেবতাদিগকে অভিন্ন বোধ করেন। অত-এব ঐ উৎসব-কালে ভগবদ্গীতা, কোরাণ, বাইবেল এই তিনই পঠিত হয়। স স্থানে "পরম সত্য" নামে এক বেদী আছে, তথায় সর্ব্ব-জাতীয় লোকেই একত্রিত হইয়া সর্ব্ব-সঙ্কররূপে ভোজন করেন। শ্রুত হওয়া গিয়াছে, ইঁহারা থচরান্ন ও গোমাংসাদি সকল দ্রব্যেরই ভোগ দিয়া থাকেন। ইশুখ্রীষ্ট, মহম্মদ ও নানকের এক এক ভোগ হয় এবং এক একজন তত্তৎমহাজনস্বরূপ হইয়া তদীয় ভোগের সামগ্রী ভক্ষণ করিয়া থাকেন।

ইঁহাদের মতে সকলকে সমান জ্ঞান করা, সকলের নিকট নম্রতা স্বীকার করা ও পরস্পর প্রগাঢ়তর প্রণয় রাখা বিধেয়; আর পর-দ্রব্য এবং

পর-স্ত্রী হরণ করা দূরে থাকুক, স্পর্শ ও দর্শনও করা কর্ত্তব্য নয়। সর্ব্বপ্রকার কর্ত্তাভজাদিগেরই পরস্পর সাতিশয় সম্প্রীতি আছে বটে, কিন্তু তাঁহাদিগকে অপরাপর নিয়ম এবং বিশেষতঃ ব্যভিচার-বিবর্জ্জন-বিষয়ক প্রতিজ্ঞা কুত্রাপি পালন করিতে দেখা যায় না।

রামবল্লভীদিগের প্রার্থনা।

হে পরমেশ্বর! তোমার দাসের এই প্রার্থনা যে, তোমার আজ্ঞা-পালনে সকলে সক্ষম হয়, ইহাতে আপনার যেমন ইচ্ছা, তাহাই হউক।

ইহাঁদের মত প্রতিপাদক গান।

কালী কৃষ্ণ গাড খোদা, কোন নামে নাহি বাধা, বাদীর বিবাদ দ্বিধা, তাতে নাহি টলো রে। মন কালী গাড্ খোদা বলো রে।

সাহেবধনী।

এরূপ প্রবাদ আছে যে, কৃষ্ণনগর জেলার অন্তর্গত শালিগ্রাম, দোগাছিয়া প্রভৃতি কয়েক গ্রামের বনে এক জন উদাসীন বাস করিত। ঈশ্বরারাধনায় ও পরোপকারসাধনে তাহার বিশেষরূপ অনুরাগ ছিল। বাগাড়ে-নিবাসী রঘুনাথ দাস, দোগাছিয়া-নিবাসী দুঃখীরাম পাল এবং হিন্দু-মতাবলম্বী অপর কয়েক ব্যক্তি ও এক জন মুসলমান তাহার শিষ্য হয়। ঐ উদাসীনের নাম সাহেবধনী বলিয়া এই সম্প্রদায়ের নামও সাহেবধনী হইয়াছে।

বোধ হয়, ইহারা কর্ত্তাভজা-সম্প্রদায়েরই শাখা-বিশেষ। যেমন ঘোষপাড়ার কর্ত্তাভজা-সম্প্রদায়ের মূল-গুরু রামশরণ পাল, সেইরূপ ইহাদের মূল গুরু দুঃখীরাম পাল। ঐ পালের পুত্র চরণ পাল এই সম্প্রদায়ের মত বিশেষরূপে প্রচার করিয়া অতিশয় বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছে। ঐ পালেরা গোপজাতীয়।

ইহারা কোন বিগ্রহের উপাসনা করে না, বরং বিগ্রহ ও মন্ত্রদাতা গুরু প্রতি বিশেষ বিদ্বেষই প্রকাশ করে। ইহাদের উপাসনার স্থানের নাম আসন। ঐ আসন একখানি চৌকি মাত্র। ঐ চৌকিতে পুষ্পমালা দেওয়া থাকে। প্রতি বৃহস্পতিবারে এই সম্প্রদায়ী অনেক লোক ঐ আসন-স্থানে সমাগত হইয়া পরমার্থ-সাধন করে। তথায় তাহারা আপনাদের প্রস্তুত কর

পরমান্ন এবং যবনাদি নানা জাতি-প্রদত্ত মানসিক ভোগের সামগ্রী আসনের নিকট নিবেদন করিয়া দিয়া নিবেদিত দ্রব্য পরস্পরের মুখে অর্পণ করে। ইহাকেই পরমার্থ-সাধন কহে। অধিক রাত্রি হইলে, ঐ সকল দ্রব্য সকলে মিলিয়া ভক্ষণ করে এবং আপনাদের মতানুযায়ী সঙ্গীতাদি করিয়া উপাসনা সমাপন করে।

ঐ সময়ে অনেক রোগী ঐ স্থানে আগমন করে এবং রোগ-মুক্ত হইবার উদ্দেশে মানসিক করিয়া যায়। সম্প্রদায়-গুরুর প্রক্রিয়া-বিশেষ দ্বারা যাহারা রোগ হইতে মুক্ত হয়, তাহারা ঐ পূর্ব্বকৃত মানসিক আনিয়া উপস্থিত করে। ইহাতে সংবৎসরে অনেক অর্থ সংগৃহীত হয় এবং সেই অর্থ দ্বারা চৈত্র মাসে অগ্রদ্বীপে ইহাদের একটি মহোৎসব হইয়া থাকে।

ইহারা জাতি ভেদ স্বীকার করে না; কি হিন্দু, কি মুসলমান সকল জাতিকেই স্বসম্প্রদায়ে নিবিষ্ট করে। হিন্দুদিগকে 'ক্লীং দীননাথ দীনবন্ধু' এবং মুসলমানদিগকে 'দীনদয়াল দীন-বন্ধু' এই মন্ত্র উপদেশ দিয়া থাকে।

কিছু দিন হইল, চরণ পালের মৃত্যু হইয়াছে। এক্ষণে তাহার পুত্র তদীয় আসনের অধিকারী

বাউল।

ইহারা মহাপ্রভুকে আপন সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক বলিয়া পরিচয় দান করে। কিন্তু বাস্তবিক কোন্ ব্যক্তি বাউলমত প্রচার করে, তাহার নিশ্চয় নাই। ইহারা আপনাদের সাধন-প্রণালী প্রকাশ করে না; প্রত্যুত কহিয়া থাকে, আমাদিগের মত ও ভজন প্রকাশ করিলে প্রত্যবায় আছে।

"আপন ভজন-কথা, না কহিবে যথা তথা,
আপনাকে হইবে আপনি সাবধান।"

ইহাদের মতানুসারে পরম-দেবতা অর্থাৎ শ্রীরাধা-কৃষ্ণ যুগলরূপে মানব-দেহের মধ্যেই বিরাজমান আছেন; অতএব নর-দেহ পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র তাঁহার অনুসন্ধান করিবার প্রয়োজন নাই।

"কারে বল্‌বো কে কর্‌বে বা প্রত্যয়।
আছে এই মানুষে সত্য নিত্য চিদানন্দময়॥"

ফলতঃ কেবল ঐ পরম-দেবতা কেন, অখিল ব্রহ্মাণ্ডের নিখিল পদার্থই মনুষ্যের শরীরে বিদ্যমান রহিয়াছে। এই নিমিত্ত এ সম্প্রদায়ের মত দেহতত্ত্ব বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে।

"যাহা আছে ভাণ্ডে,
তা আছে ব্রহ্মাণ্ডে।"

চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর, গোলোক, বৈকুণ্ঠ ও বৃন্দাবনধাম সমুদায়ই দেহের মধ্যে বর্ত্তমান রহিয়াছে।

মানব-দেহে বিরাজমান পরম-দেবতার প্রতি প্রেমানুষ্ঠান এ সম্প্রদায়ের মুখ্য সাধন। প্রকৃতি-পুরুষের পরস্পর প্রেমেতেই ঐ প্রেম পর্য্যাপ্ত হয়। অত-এব প্রকৃতি-সাধনই ইহাদিগের প্রধান সাধন। ইহারা একটি প্রকৃতি * লইয়া বাস করে এবং সেই প্রকৃতির সাধনেতেই চিরদিন প্রবৃত্ত থাকে। ঐ সাধন-পদ্ধতি অতীব গুহ্য ব্যাপার। উহা অন্যের জানিবার উপায় নাই, জানিলেও পুস্তকে সবিশেষ বিবরণ করা সঙ্গত নহে। কামরিপুর উপ-ভোগের প্রকরণবিশেষ দ্বারা উহার শান্তি-সাধন করিয়া চরমে পরম পবিত্র প্রেম মাত্র অবলম্বন করা ঐ সাধনের উদ্দেশ্য। ইহাদের মত এই যে, যখন ঐ প্রেম পরিপক্ক হয়, তখন স্ত্রী-পুরুষ উভয়ে নিতান্ত আত্ম-বিস্মৃত ও বাহ্য-জ্ঞান-শূন্য হইয়া উভয়ের লীলাতে কেবল শ্রীরাধা-কৃষ্ণের লীলা মাত্র অনুভব করিতে থাকে।

"তখন আপনি পুরুষ কি প্রকৃতি, নাইকো জ্ঞান কিছুই স্থিতি, অকৈতব ঠিক যেন ক্ষিতি, বাক্য নাই।"

কিন্তু ঐ উদ্দেশ্য এবং ঐ মত যত সিদ্ধ হইয়া থাকে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই।

"ন জাতু কামঃ কামানাং উপভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে।"

ঐ প্রকৃতি-সাধনের অন্তর্গত 'চারি চন্দ্রভেদ' নামে একটি ক্রিয়া আছে। লোকে ঐ ক্রিয়াকে অতিমাত্র বীভৎস ব্যাপার মনে করিতে পারে, কিন্তু বাউল মহাশয়েরা উহা পরম পবিত্র পুরুষার্থ-সাধন বলিয়া বিশ্বাস করেন। তাঁহারা কহেন, লোকে ঐ চারিটি চন্দ্রকে অর্থাৎ শোণিত, শুক্র, মল, মূত্র, এই চারিটি দেহ-নির্গত পদার্থকে পিতার ঔরস ও মাতার গর্ভ হইতে প্রাপ্ত

* স্ত্রীলোক। কচিৎ দুই একটি বাউল এ মতে সম্মত নয় শুনিয়াছি।

হইয়া থাকে, অতএব উহাদিগকে পরিত্যাগ না করিয়া পুনরায় শ
গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। ইহাঁদের ঘৃণাপ্রবৃত্তি পরাভবের অশ্ব অশ্ব
দেখিতে পাওয়া যায়। শুনিতে পাই, এ সম্প্রদায়ের মধ্যে নর-মাংস-ভোজন *
ও শবের বস্ত্র সংগ্রহ করিয়া পরিধান করা প্রচলিত আছে।

যদিও ইহারা অনেক বিষয়ে সংগোপনে লোক-বিরুদ্ধ কর্ম্ম করিয়া থাকে, কিন্তু লোক-সমাজে কিছু কিছু লোকাচার অবলম্বন করিয়াও চলে।

"লোকমধ্যে লোকাচার।
সদ্‌গুরুমধ্যে একাচার॥"

এ সম্প্রদায়ীরা এই বচন অনুসারে তিলক ও মালা ধারণ করে, ঐ মালার মধ্যে স্ফটিক, প্রবাল, পদ্মবীজ, রুদ্রাক্ষ প্রভৃতি অন্যান্য বস্তুও বিনিবেশিত করিয়া রাখে। ডোর, কৌপীন ও বহির্ব্বাস ধারণ করে এবং গাত্রে খেল্‌কা, পিরাণ, অথবা আল্‌খেল্লা দিয়া ও ঝুলি, লাঠি ও কিস্তি † সঙ্গে লইয়া ভিক্ষা করিতে যায়। ক্ষৌরী হয় না; শ্মশ্রু ও ওষ্ঠলোম প্রভৃতি সমুদায় কেশ রাখিয়া দেয় এবং মস্তকের কেশ উন্নত করিয়া একটি ধম্মিল্ল বাঁধিয়া পরস্পর সাক্ষাৎ হইলে দণ্ডবৎ বলিয়া নমস্কার করে।

ইহাদের মতে বিগ্রহ-সেবা ও উপবাসাদি করা আবশ্যক নহে। কোন কোন আখ্‌ড়াধারী বাউল বিগ্রহ স্থাপন করিয়া থাকে বটে, কিন্তু সেটি বাউল-মতানুসারে দূষ্য ও নিন্দনীয়।

ইহারাও কেহ কেহ কর্ত্তাভজাদের ন্যায় রোগীদিগকে ঔষধ দান করে এবং হরিতাল-পারদাদি ভস্ম করিয়া অপূর্ব্ব ঔষধ প্রস্তুত করি বলিয়া পরিচয় দেয়।

ব্রজ-উপাসনা-তত্ত্ব, নায়িকাসিদ্ধি, রাগময়ী কণা ও তোষিণী প্রভৃতি ইহাদের অনেকগুলি সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ আছে। ঐ সকল গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত। ঐ সমুদায় পাঠ করিলে ইহাদের মতের সবিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে পারা যায়।

ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ ক্ষ্যাপা এই উপাধি পাইয়া থাকে। ফলতঃ

---

* ইহারা নরবধ করে না, মনুষ্যের মৃত দেহ পাইলে ভক্ষণ করিয়া থাকে।

† কিস্তি একরূপ দীর্ঘাকার নারিকেলের মালা। ঐ নারিকেল দরিয়াই নারিকেল বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে।

ক্ষ্যাপা ও বাউল উভয়ই একার্থ শব্দ। বাউল শব্দ বাতুলের প্রাকৃত
আর কিছুই নয়। *

ইহাদের ধর্ম্ম-সঙ্গীতের মধ্যে দেহতত্ত্ব ও প্রকৃতি-সাধন-সং
অনেকাকানেক নিগূঢ় ভাব সাঙ্কেতিক শব্দে সন্নিবেশিত থাকে; এই
সহজে তাহার অর্থ-বোধ হয় না; হইলেও, প্রকাশ করিতে গেলে
অশ্লীল হইয়া পড়ে। দুই তিনটি গান এ স্থলে উদ্ধৃত হইতেছে; য
অনুভব করিয়া বুঝিতে পারেন, বুঝিবেন।

গান।

১—সহজ মানুষ অলোক লতা। আলোকে বিরাজ করে, বাইরে খু
পাবি কোথা। আলোকের প্রেমের কোলে, পেতেছে বাঁকানলে, ত্রি
জল উজান চলে, বহিছে সর্ব্বদা। আপনি চলে নলের পথে, সে নল
নারে চিন্তে, জগতে করে চিন্তে, চিন্তামণি চিন্তা দাতা।

আলোক দুনিয়ার বীজে, আলেকে সাঁই বিরাজে, আলেকে খবর
আলেকে কয় কথা। আলেক গাছে ফুল ফুটেছে, যার সৌরভে জগৎ মে
আলোকে হয় গাছের গোড়া, ডাল ছাড়া তায় আছে পাতা।

আলেক মানুষের রসে, সনাতন সদা ভাসে, বাউলে তোর লাগ
দিশে, যেতে নারবি সেথা। তুমি সদাই বেড়াও রিপুর ঘোরে, মানুষ
কেমন করে, যে দিনে ধরবে তোরে, মুগুর দিয়ে ছেঁচ্‌বে মাথা।

২—দেল দরিয়া খবর কর্‌ রে মন। তোর কোথা বৃন্দাবন, কোথা নি
কোথায় রে তোর গুরুর আসন।

যদি পদ্মা পাড়ি দিবি, তবে ঢাকা দেখতে পাবি, মুখসুধাবাদ কর্‌বে
যণ। আছে কলিতে কলিকাতা, তিন শহরে আঁটা, সাঁতার দে যায়
যে জন।

৩—হলো বিষম রাগের করণ করা, জেনে যোগ মাহাত্ম্য, রূপের
জানে কেবল রসিক যারা। ফণিমুখে হস্ত দিয়ে, বসে আছে নির্ভ
করি অমৃত পান গরল খেয়ে, হয়ে আছে জীয়ন্তে মরা। রূপেতে রূপ
করি, আছে রাগ দর্পণ ধরি, হুতাশনেকে শীতল করি, অনলে রেখেছে

* "লোপোঽনাস্যমুখগাদিতৃতীয়য়োঃ" সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণের এই
দ্বারা প্রাকৃতভাষায় মধ্যস্থিত তকারের লোপ হয়।

গোসাঁই শুরুচাঁদ বলে, ডরে থাক মন সিন্ধু জলে, কিন্তু সে জলে পরশ হলে, শুকনোয় ডুবাবি ভরা।

ন্যাড়া।

প্রভু নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক বলিয়া জনশ্রুতি আছে। এরূপ প্রবাদ আছে যে, তিনি ঢাকা-প্রদেশে গিয়া অশেষবিধ অলৌকিক শক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক ন্যাড়া মত সংস্থাপন করেন। কেহ কেহ কহেন, নিত্যানন্দ তাঁহাকে স্বমত-বহির্ভূত দেখিয়া ত্যাজ্য পুত্র করাতে তিনি স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বীরভূমে গিয়া অবস্থিত হন।

বাউলদের ন্যায় এ সম্প্রদায়েরও প্রকৃতি-সাধনই প্রধান ভজন এবং ঐ সাধন বাউলদিগেরই অনুরূপ। ইহাদেরও মতানুসারে শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ মানব-দেহের মধ্যে বিরাজমান রহিয়াছেন, যথা-বিহিত করণ অর্থাৎ ক্রিয়ানুষ্ঠান দ্বারা তাঁহাদের সাধন করা কর্ত্তব্য; একাদশীর উপবাসাদি দ্বারা পরমাত্মাকে ক্লেশ দেওয়া কোন মতেই বিধেয় নহে। ইহাদের বিগ্রহ-সেবা নাই।

এ সম্প্রদায়ের লোকেরা বাহু-দেশে তাম্র অথবা লৌহের একটা কড়া রাখে, অন্যান্য বৈষ্ণবদের ন্যায় ডোর, কৌপীন ও বহির্ব্বাস ব্যবহার করে এবং তিলক ও মালাও ধারণ করিয়া থাকে। ঐ মালার মধ্যে স্ফটিক, পদ্ম ও শঙ্খাদির মালা সন্নিবেশিত করিতে দেখা যায়।

ইহারাও ক্ষৌরী হয় না; শ্মশ্রু ও ওষ্ঠ-লোম প্রভৃতি রাখিয়া দেয় এবং মস্তকের কেশ উন্নত করিয়া বান্ধিয়া রাখে। শরীরে যথেষ্ট তৈল মর্দ্দন করে, গাত্রে খেল্কা, পিরাণ অথবা আল্‌খেল্লা দেয় এবং ঝুলি, লাঠি ও কিস্তি সঙ্গে লইয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়, মুখে হরিবোল অথবা বীর অবধূত বলিয়া থাকে।

ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ নানা বর্ণের চীর-সমূহ একত্র সংযুক্ত করিয়া আল্‌খেল্লা প্রস্তুত করে এবং গাত্রে ঐ আল্‌খেল্লা ও মস্তকে টুপী দিয়া ইতস্ততঃ ভিক্ষা করিতে যায়। ঐ আল্‌খেল্লার নাম চিন্তা-কন্থা। শুনিতে পাই, প্রকৃতি-সাধন-সংক্রান্ত কোন কোন গুহ্য পদার্থে উহার কোন কোন চীর রঞ্জিত করা হয়। উহার এমন মহিমা যে, বাবাজীদের সঙ্গে কথা-বার্ত্তা হইয়া থাকে।

দরবেশ।

সনাতন গোস্বামী এই সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত করেন বলিয়া প্রবাদ আছে। এরূপ জনশ্রুতি আছে যে, তিনি দরবেশ অর্থাৎ ফকিরের বেশ ধারণ করিয়া গৌড়-বাদশাহের নিকট হইতে পলায়ন করেন এবং কাশী-ধামে গৌরাঙ্গের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার মতাবলম্বী হন। তিনি দরবেশ-বেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া, কতকগুলি বৈষ্ণব তাঁহার দৃষ্টান্তানুসারে ঐ বেশ ধারণ পূর্ব্বক একটি পৃথক্ সম্প্রদায়-ভুক্ত হইয়াছে।

ইহারা নামে দরবেশ অর্থাৎ উদাসীন হইলেও প্রকৃতি-সহবাসে নিবৃত্ত নহে। প্রত্যেকে এক একটি প্রকৃতি রাখে এবং বাউল ও ন্যাড়াদের মতানুরূপ প্রণালী-বিশেষ অবলম্বন করিয়া সাধন করিয়া থাকে। ইহারাও বিগ্রহ সেবা করে না। গাত্রে একটি আল্‌খেল্লা অর্থাৎ দীর্ঘাকার পিরাণ দেয় এবং ডোর ও কৌপীন ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহাদিগের অন্যান্য বেশ ও কেশ-বিন্যাস বাউল ও ন্যাড়াদিগেরই অনুরূপ। ইহাদের মতানুসারে লোকাচার অবলম্বন করা তাদৃশ আবশ্যক নহে, অথচ অনেককে গলদেশে মালা ধারণ করিতে এবং ঐ মালার মধ্যে স্ফটিকাদি সন্নিবেশিত করিতে দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ কাষ্ঠের মালা একেবারেই পরিত্যাগ করে; বজ্রফল, স্ফটিক, প্রবাল প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া মালা প্রস্তুত করে এবং সেই মালা ধারণ পূর্ব্বক ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিয়া থাকে। ঐ মালার নাম তস্‌বিমালা। ন্যাড়া ও বাউলেরাও কেহ কেহ ঐ তস্‌বিমালা সঙ্গে রাখে এবং মধ্যে মধ্যে দুগ্ধ ও গঙ্গা-জলে অভিষিক্ত করিয়া থাকে।

দরবেশেরা সর্ব্বদা 'দীনদরদী' নাম উচ্চারণ করে এবং একাদশীর উপবাসাদি কঠোর নিয়মপালনে বিরত থাকে।

দরবেশ শব্দটি পারসীক, বাউল দরবেশ প্রভৃতির ধর্ম্ম-সঙ্গীতের মধ্যে আল্লা, খোদা, মহম্মদ প্রভৃতি মুসলমান দেবতা ও মহাজনদিগের নাম সন্নিবিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব এই সকল সম্প্রদায়ের মত-প্রবর্ত্তন-বিষয়ে মুসলমান-ধর্ম্মের কিঞ্চিৎ কার্য্যকারিত্ব আছে, তাহার সন্দেহ নাই।

"কেয়া হিন্দু কেয়া মুসলমান। মিল্‌জুলকে কর সাঁইজীকা কাম॥"

সাঁই।

সাঁই ও দরবেশ প্রায় একরূপ। বিশেষ এই যে, সাঁইয়েরা কখন কখন নিতান্ত লোক-বিরুদ্ধ কর্ম্ম করিতেও প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। তাহারা মুসলমান, ম্লেচ্ছ প্রভৃতি সকলেরই অন্ন ভোজন করে এবং সুধা-পান, গোমাংস-ভক্ষণ প্রভৃতি হিন্দু-মত-বিরুদ্ধ অশেষবিধ ব্যবহার অবলম্বন করিয়া চলে

আউল।

ইহাদের আর একটি নাম সহজ কর্ত্তাভজা। প্রকৃতিসাধন-বিষয়ে অনেকানেক সম্প্রদায়ের অনেকরূপ ভাব বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু বোধ হয়, কোন সম্প্রদায় এ বিষয়ে ইহাদের ন্যায় উদার ভাব অবলম্বন করিতে পারে নাই। ইহাদের পরমার্থ-সাধন কেবল দুই একটি নিজ প্রকৃতি-সহবাসে পর্য্যাপ্ত হয় না, কি প্রকাশ্য; কি অপকাশ্য ইচ্ছানুরূপ বহুতর বারাঙ্গনা ও গৃহাঙ্গনা ইহাদিগের সাধন-সম্পাদনে নিয়োজিত হইয়া থাকে। ফলতঃ ইহারা কিরূপ সরল-মতাবলম্বী, তাহা কি বলিব? শুনিয়াছি, আপনার প্রকৃতিকে অন্যদীয় সংসর্গে অনুরক্ত দেখিলেও কিছুমাত্র ঈর্ষ্যা ও অসন্তোষ প্রকাশ করে না। প্রত্যুত ওরূপ অনুষ্ঠান আপন মতানুগত সহজ-সাধনের অঙ্গীভূত বলিয়াই অঙ্গীকার করে।

বাউল ও ন্যাড়ারা যেরূপ শ্মশ্রু ও ওষ্ঠ-লোমাদি সমুদায় কেশ রাখিয়া দেয়, ইহারা সেরূপ করে না; ঐ উভয়ই ক্ষৌরী হইয়া থাকে। ৪০। ৪৫ বৎসর অতীত হইল, কলিকাতার শ্যামবাজারে রঘুনাথ নামে একটি আউল ও তাহার কতকগুলি শিষ্য ছিল। এক্ষণে এ সম্প্রদায়ী লোক এ প্রদেশে আর সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না।

সাধ্বিনী।

বিষমাচার অর্থাৎ প্রচলিত-ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ আচরণ করাই ইহাদের পরমার্থসাধন। এই নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়া ইহারা কি হিন্দু কি ম্লেচ্ছ সকল জাতির অন্ন গ্রহণ করে, মদ্যমাংসাদি সকল বস্তুই ভোজন করে এবং সতত

কটু ও প্রলাপ-বাক্য কহিয়া থাকে। গৃহবাসীও হয় না, দার-পরিগ্রহও করে না; যথা-তথা ভোজন ও যথাতথা শয়ন করিয়া থাকে। "ভোজনং যত্র তত্র স্যাৎ শয়নং হট্টমন্দিরে" ইহাদের কর্ত্তৃক এই শ্লোকার্দ্ধ যথাবৎ পরিপালিত হয়। এই সমস্ত আচরণ ইহাদের অবশ্য-কর্ত্তব্য সাধন-ক্রিয়া, এইরূপ অনুষ্ঠান করিলে ভগবান্ প্রসন্ন হইয়া পরিত্রাণ করেন।

সহজী।

সহজী সম্প্রদায়ের মত অতি নিগূঢ় ও অতীব উদার। শ্রীকৃষ্ণ জগৎপতি, সুতরাং তিনিই কেবল সকলের একমাত্র পতি। যিনি গুরু, তিনিই শ্রীকৃষ্ণ এবং শিষ্যারা শ্রীমতী রাধিকাস্বরূপ। গুরু দুই প্রকার; দীক্ষা-গুরু ও শিক্ষাগুরু। তন্মধ্যে শিক্ষা-গুরুই প্রধান।

নামাশ্রয়, মন্ত্রাশ্রয়, ভাবাশ্রয়, প্রেমাশ্রয় ও রসাশ্রয় এই পঞ্চবিধ আশ্র ভজন-প্রণালীর অন্তর্গত। সহজীদিগের মতানুসারে শেষ দুইটি আশ্রয় অর্থা প্রেমাশ্রয় ও রসাশ্রয়ই সর্ব্বপ্রধান। ঐ রস নায়ক-নায়িকার সম্ভোগ স্বরূ উহা দুই প্রকার;—স্বকীয় ও পরকীয়। সহজ সাধনে পরকীয় রসই শ্রেষ্ঠ গুরু শিষ্যা উভয়ে ঐ দুই আশ্রয়ে আশ্রিত হইয়া ও আপনাদিগকে শ্রীকৃ ও শ্রীরাধিকা জ্ঞান করিয়া, রাধাকৃষ্ণের অনুরূপ রাস-লীলা করিতে প্রবৃ থাকেন। ইহাকেই সহজ-সাধন কহে। এক গুরুর অনেক শিষ্যা ও এ শিষ্যার অনেক শিক্ষা-গুরু হওয়া সম্ভব। অতএব সহজীসম্প্রদায়ী প্রত্যে পুরুষই অনেক প্রকৃতিকে শ্রীরাধা ও প্রত্যেক প্রকৃতিই অনেক পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞান করিয়া বৃন্দাবন-লীলার অনুকরণ পূর্ব্বক সহজেই পরিত্রা পাইতে পারেন। এক এক গুরু অনেকানেক নিত্য-সিদ্ধ সখী কামিনীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া অশেষবিধ সুখসম্ভোগে প্রীত হ থাকেন।

"গুরু কর্‌বো শত শত মন্ত্র কর্‌বো সার।
যার সঙ্গে মন মিল্‌বে দায় দিব তার।"

খুশি-বিশ্বাসী।

কৃষ্ণনগর জেলার অন্তর্গত দেবগ্রামের নিকটে ভাগানামে একটি গ্রাম আছে। ঐ গ্রাম-নিবাসী খুশি-বিশ্বাস নামে এক মুসলমান এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক।

ইহারা খুশি-বিশ্বাসকে চৈতন্য প্রভুর অবতারস্বরূপ জ্ঞান করে, কিন্তু বিচারের সময়ে পরমেশ্বরের সাকার অস্বীকার করে না। খুশি-বিশ্বাস আপন শিষ্যদিগকে কহেন, "তোরা আমাকে ডাকিস্, আমার কেউ থাকে, আমি তাকে ডাক্‌বো।"

ইহারা ভোজনাদির সময়ে স্বসম্প্রদায়ের মধ্যে বর্ণভেদ স্বীকার করে না। সকল জাতিতে মিলিত হইয়া একত্র আহার করে এবং সে সময়ে পরস্পর পরস্পরের মুখে অন্নাদি অর্পণ করিয়া থাকে। এইরূপ আচরণকে "বিশ্বাস" কহে।

ঘোষপাড়ার কর্ত্তাভজারা যেমন পীড়িত লোকদিগকে ঔষধ দেয়, ইহারাও তেমনি রোগীর রোগ নিবারণ, নিঃসন্তানের সন্তান উৎপাদন ও অন্যান্য নানাবিধ বাঞ্ছা-পূরণ উদ্দেশে কাগজে বা বৃক্ষপত্রে আরবী অক্ষরে "স্রটী সার" নাম লিখিয়া কবচ দিয়া থাকে এবং তাম্র, রৌপ্য বা স্বর্ণের কবচের মধ্যে ঐ কবচ রাখিয়া ধারণ করিতে কহে।

গৌরবাদী।

ইহারা গৌরাঙ্গকে শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা প্রধান বলিয়া অঙ্গীকার করে এবং ঐ মতের প্রামাণ্যার্থ এইরূপ যুক্তি প্রদর্শন করে যে, রাধা কৃষ্ণ উভয়ে একত্র মিলিত হইয়া গৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হন, সুতরাং পৃথগ্‌ভূত রাধা বা কৃষ্ণ অপেক্ষা তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানিতে হয় এবং এক গৌরাঙ্গের আরাধনায় রাধা কৃষ্ণ উভয়েরই আরাধনা সিদ্ধ হয়।

ইহারা আপনাদের দেবালয়ে কেবল গৌরাঙ্গেরই বিগ্রহ স্থাপিত করে; অন্যান্য বৈষ্ণবের ন্যায় তাহার সহিত নিত্যানন্দ অথবা অন্য বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করে না। ডোর, কৌপীন ও বহির্ব্বাস ব্যবহার করে, তিলক-মালা ধারণ করে ও সতত গৌর-নাম উচ্চারণ করিয়া থাকে।

বলরামী।

বলরাম হাড়ি এই সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত করে, এই নিমিত্ত ইহার নাম বলরামী। নদীয়া জেলার অন্তর্গত মেহেরপুর গ্রামের মালোপাড়ায় তাহার জন্ম হয়। তাহার পিতার নাম গোবিন্দ হাড়ি ও মাতার নাম গৌরমণি। ১২৫৭ সালের ৩০ এ অগ্রহায়ণে অনুমান ৬৫ পঁয়ষট্টি বৎসর বয়ঃক্রমে তাহার মৃত্যু হয়।

বলরাম ঐ গ্রামের মল্লিক বাবুদিগের বাটীতে চৌকিদারি কর্ম্ম করিত। তাঁহাদের ভবনে আনন্দবিহারী নামে এক বিগ্রহ আছে, ঐ বিগ্রহের স্বর্ণালঙ্কার চুরি যাওয়াতে বাবুরা বলরামকে কিছু শাসন করেন। তাহাতে সে বাটী পরিত্যাগ করিয়া গেরুয়া বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক উদাসীন হইয়া যায় এবং এই স্বনাম-প্রসিদ্ধ উপাসক-সম্প্রদায় সংস্থাপন করে।

বলরামের শিষ্যেরা তাহাকে শ্রীরামচন্দ্র বলিয়া বিশ্বাস করে। কিন্তু বলরাম স্বয়ং যে এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিল, এমন বোধ হয় না। শুনিতে পাওয়া যায়, সে স্বয়ং সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়-কর্ত্তা বলিয়া আভাসে আপনাকে পরিচয় দিত। তাহার শিষ্যেরা কহে “বলরাম ‘বাচক’ ছিলেন এবং সত্য ব্যবহার করিতে বলিতেন, এই নিমিত্ত আমরা তাঁহাকে পরমেশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করি।” বাচক শব্দের কিছু গূঢ় অর্থ আছে। বলরাম বাক্য-চতুর ছিলেন এবং সংসারের যাবতীয় ব্যাপারের নিগূঢ় ভাব ব্যাখ্যা করিতে পারিতেন; এই নিমিত্ত তিনি বাচক বলিয়া প্রসিদ্ধ আছেন। এক দিবস তাঁহার কোন কোন শিষ্য জিজ্ঞাসা করিল, ‘পৃথিবী কোথা হইতে হইল?’ তিনি উত্তর করিলেন, ‘ক্ষয়’ হইতে হইয়াছে। শিষ্যেরা জিজ্ঞাসিল, ‘ক্ষয়’ হইতে কিরূপে হইয়াছে? তিনি পুনরায় বিশেষ করিয়া বলিলেন, আদিকালে কিছুই ছিল না, আমি আপন শরীরের ‘ক্ষয়’ করিয়া অর্থাৎ আপনার শরীর হইতে লইয়া এই পৃথিবী সৃষ্টি করি। এই নিমিত্ত ইহার নাম ক্ষিতি হইয়াছে। ক্ষয়, ক্ষিতি ও ক্ষেত্র সকলই এক পদার্থ। লোকে আমাকে নীচ জাতি হাড়ি বলিয়া জানে, কিন্তু তোমরা যে হাড়ি সচরাচর দেখিতে পাও, আমি সে হাড়ি নই। আমি কৃতকার গড়নদার হাড়ি অর্থাৎ যে ব্যক্তি ঘর প্রস্তুত করে, তাহার নাম যেমন ঘরামী, সেইরূপ আমি হাড়ের সৃষ্টি করিয়াছি বলিয়া আমার নাম হাড়ি।”

একদিন বলরাম নদীতে স্নান করিতে গিয়া দেখিল, কয়েক জন ব্রাহ্মণ

তথায় পিতৃ-লোকের তর্পণ করিতেছেন। সেও তাঁহাদের ন্যায় অঙ্গ ভঙ্গী করিয়া নদী-কূলে জল-সেচন করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া একটি ব্রাহ্মণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বলাই, তুই ও কি করিতেছিস্?' সে উত্তর করিল, 'আমি শাকের ক্ষেতে জল দিতেছি।' ব্রাহ্মণ কহিলেন, 'এখানে শাকের ক্ষেত কোথায়?' বলরাম উত্তর দিল, 'আপনারা যে পিতৃলোকের তর্পণ করিতেছেন, তাঁহারা এখানে কোথায়? যদি নদীর জল নদীতে নিক্ষেপ করিলে পিতৃলোকেরা প্রাপ্ত হন, তবে নদীকূলে জলসেচন করিলে শাকের ক্ষেতে জল না পাইবে কেন?'

দোলের সময়ে বলরাম স্বয়ং দোলমঞ্চে আরোহণ করিয়া বসিত এবং শিষ্যেরা আবির ও পুষ্পাদি দিয়া তাহার অর্চ্চনা করিত।

এ সম্প্রদায়ী লোকের মধ্যে জাতিভেদ প্রচলিত নাই। ইহাদের অধিকাংশই গৃহস্থ, কেহ কেহ উদাসীন। উদাসীনেরা বিবাহ করে না অথচ ইন্দ্রিয়-দোষেও লিপ্ত নহে, গৃহস্থেরা আপন আপন কুলাচারমতে উদ্বাহ-সংস্কার সম্পন্ন করিয়া থাকে।

ইহাদের সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ নাই, বিগ্রহসেবাও দেখিতে পাওয়া যায় না; গুরু নাই বলিলেও হয়। ব্রহ্ম মালোনী নামে একটি স্ত্রীলোক আছে; বলরাম তাহাকে ভালবাসিত বলিয়া সেই এক প্রকার এক্ষণে গুরুর কার্য্য করিয়া থাকে।

বলরামী সম্প্রদায় দুই শাখায় বিভক্ত। এক শাখার লোকেরা বলরামের মৃত্যু-স্থানের উপর একখানি ক্ষুদ্র ঘর প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে; সন্ধ্যাকালে তথায় প্রদীপ দেয় ও প্রণাম করে। দ্বিতীয় শাখার লোকেরা, বলরামের এরূপ আজ্ঞা নাই বলিয়া, তাহার মৃত্যু-স্থানের কোনরূপ গৌরব করে না।

বলরামের বিরচিত কয়েকটি বচন এ স্থলে উদ্ধৃত হইতেছে, পাঠ করিলে কৌতুকও জন্মে, এ সম্প্রদায়ের মতও কিছু কিছু জানিতে পারা যায়।

১—রাঁধুনি নেই তো রাঁধলে কে, রান্না নেই তো খেলেন কি। যে রাঁধলে সেই খেলে, এই তো দুনিয়ার ভেল্কি॥

২—যেয়েও আছে, থেকেও নাই। তেমনি তুমি আর আমি রে ভাই। মোরা ম'রে বাঁচি, বেঁচে মরি। বলাইয়ের এ কি বিষম চাতুরী। বলাইয়ের এ কি বিষম চাতুরী।

৩—তিনি তাই, তুমি যাই, যা তিনি, তাই তুমি, তিনি তুমি, আমি ভাবি ভাবি অধোগামী।

৪—যম বেটা ভাই তুর্মুখো থলি, তাই জন্য ওর আঁটা খালি। ও কেবল খাচ্চে, খাচ্চে, খাচ্চে, ওর পেটে কি কিছু থাক্‌চে, থাকচে, থাক্‌চে।

৫—চক্ষু মেলিলে সকল পাই, চক্ষু মুদিলে কিছুই নাই। দিনে সৃষ্টি রেতে লয়, নিরন্তর ইহাই হয়।

বাঙ্গালা দেশের প্রধান প্রধান বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের বৃত্তান্ত অতি সংক্ষেপে বর্ণিত হইল। উহাদের শাখাস্বরূপ হজরতা, গোব্‌রাই, পাগলনাথী, তিলকদাসী, দর্পনারায়ণী ও অতিবড়ী প্রভৃতি ক্ষুদ্র বৃহৎ আরও কতকগুলি সম্প্রদায় প্রচলিত আছে। হজরৎ, গোবরা, পাগলনাথ এই তিন জন মুসলমান কর্ত্তৃক কর্ত্তাভজা-সম্প্রদায়ের অনুরূপ ভিন্ন ভিন্ন তিনটি সম্প্রদায় সংস্থাপিত হয়। তাঁহাদেরই নাম হজরতী, গোবরাই ও পাগলনাথী। ঘোষপাড়ার এক ক্রোশ পূর্ব্বে বন্‌বনিয়া নামক একখানি ক্ষুদ্র গ্রামে হজরতের আড্ডা ছিল। তাহার মত কিয়দংশে কর্ত্তাভজার ও কিয়দংশে দরবেশাদি কোন কোন বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অনুরূপ। অতিথি সেবা করাই তাহার মতের প্রধান অনুষ্ঠান। সে আপনিও সর্ব্বদা অতিথি সেবায় অনুরক্ত থাকিত। গোব্‌রা মুরদপুরে এবং পাগলনাথ নাগ্‌দা গ্রামে অবস্থিতি করিত। পাগলনাথ নামটি ঔপাধিক আখ্যা বোধ হইতেছে। তিলকদাসী সম্প্রদায় একটি সদ্গোপ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। সে অগ্রে কর্ত্তাভজা ছিল, পরে সে সম্প্রদায় পরিত্যাগ করিয়া মুরদপুরে নিজ নামে একটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত করে। সে আপনাকে বিষ্ণু-শিবাদির অবতার বলিয়া প্রচার করিত। দোলযাত্রার সময়ে একটি ঝুড়ি কতকগুলি বেগুণে পরিপূর্ণ করিয়া লম্বিত করিয়া রাখিত, তাহাতে আবির দিয়া বারংবার দোলায়িত করিত ও আপনিও অঙ্গে আবির মাখিয়া সেই স্থানে বসিয়া থাকিত। এরূপ অনুষ্ঠানের তাৎপর্য্য কি, সেই জানিত। তাহার মৃত্যুর পর অবধি ঐ সম্প্রদায় ক্রমশঃ লোপ পাইয়া আসিতেছে। দর্পনারায়ণী সম্প্রদায় শান্তিপুর-নিবাসী দর্পনারায়ণ নামক একটি চর্ম্মকার কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। সে সচরাচর দপামুচি বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। বৈদান্তিক মতের অনুগত জীব ও ঈশ্বরের একরূপ অভেদ-জ্ঞানই তাহার মতের প্রধান তাৎপর্য্য বোধ হয়। ঐ দপা এক দিবস সাঁই-সম্প্রদায়ীর কুর্ম্মণ ঘরামীর

কহিয়াছিল, "তুই তো তাকে পরমেশ্বর বলিয়া থাকিস্; ভাল, যদি পর বলিয়াই তাকে সরিয়ে দিলে, তবে তুই তাকে ডাকৃলি কই।" যাহা হউক, বড় প্রধান প্রধান লোকে বাঙ্গালা দেশের অনেকগুলি উপাসক সম্প্রদায় সংস্থাপন করিয়াছে। অতিবড়ী সম্প্রদায় উৎকলে প্রচলিত আছে।

রাধাবল্লভী।

যেমন পুরুষ ও প্রকৃতির অর্থাৎ দেব ও দেবীর পৃথক্ পৃথক্ উপাসনা প্রচলিত আছে, সেইরূপ যুগল মূর্ত্তির উপাসনাও হিন্দুধর্ম্মের আর একটি প্রকরণ। ইতঃপূর্ব্বে রামানুজ ও রামানন্দের অনুগামী কোন কোন বৈষ্ণব-শ্রেণীর লক্ষ্মী-নারায়ণ ও রাম-সীতা প্রভৃতি যুগল-মূর্ত্তি উপাসনার বিষয় উল্লেখ করা গিয়াছে, রাধাকৃষ্ণ-উপাসক রাধাবল্লভীদিগের ধর্ম্মও আর এক প্রকার যুগল মূর্ত্তির উপাসনা।

রাধার আরাধনা অত্যন্ত আধুনিক, তাহার সন্দেহ নাই। মহাভারতে অর্থাৎ আদিপর্ব্বাদি অষ্টাদশ পর্ব্বের মধ্যে এক রাধার নাম আছে বটে, কিন্তু তিনি সারথি অধিরথের ভার্য্যা, বৃষভানুকন্যা রাধিকার সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ নাই। কৃষ্ণ-প্রধান ভাগবত পুরাণেও বৃন্দাবনবাসিনী গোপিকা-গণের বর্ণনামধ্যে রাধিকার নাম লিখিত নাই। * যে সকল সংস্কৃত-শাস্ত্র জন-সমাজে প্রামাণিক বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, তন্মধ্যে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ রাধার মাহাত্ম্য-বর্ণনায় পরিপূর্ণ, কিন্তু তদ্দ্বারা রাধিকা-পূজার প্রাচীনত্ব স্থাপিত না হইয়া ঐ পুরাণের আধুনিকত্বই নিরূপিত হইতেছে। উক্ত পুরাণানুসারে পরাৎপর পরম পুরুষ দ্বিধারূপ হইয়া দক্ষিণাঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ ও বামাঙ্গে শ্রীরাধিকা হইলেন। গোলোক-ধামে তাঁহাদের পরস্পর সহযোগ দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হয় এবং সেই স্থানেই শ্রীকৃষ্ণের লোমকূপ হইতে গোপগণের এবং শ্রীরাধিকার লোমকূপ হইতে গোপিকাগণের সৃষ্টি হয়। সূক্ষ্মদর্শী বিচক্ষণ পণ্ডিতেরা কহিতে পারেন, রাধাকৃষ্ণের ভক্তগণ গোচারণ-রাস-ক্রীড়াদি পার্থিব লীলাকেই যৎপরোনাস্তি সুখ ব্যাপার মনে করিয়া সর্ব্বোপরিস্থ সর্ব্বোৎকৃষ্ট গোলোক-ধামেও সেই সকল ঘটনার কল্পনা করিয়াছেন।

* যদিও গোস্বামীরা কষ্ট কল্পনা করিয়া ভাগবতের বচনবিশেষের শব্দ-বিশেষ হইতে রাধার নাম প্রতিপন্ন করেন, কিন্তু তাহা প্রকৃতার্থ নহে।

মানুষে যখন যাঁহার দেবত্ব অঙ্গীকার করে, তখন তাঁহার মহিমা বৃদ্ধি করিতে আর কিছুমাত্র অবশিষ্ট রাখে না। পূর্ব্বোক্ত পুরাণে রাধিকা আদ্যাশক্তি, সনাতনী, জগৎপ্রসবিনী, সর্ব্বগুণময়ী ও ভক্তি মুক্তি-প্রদায়িনী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন এবং অন্যান্য দেবতার ন্যায় ইঁহারও স্তব, কবচ, মন্ত্র প্রভৃতি পূজার পদ্ধতি সমুদায় প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ ও অন্যান্য দেবতার উপাসনা করিয়াও কেহ যদি রাধাকে অবহেলা করে, তবে তাহাকে চিরদিন শোক-দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া পরকালে যাবৎ চন্দ্র-সূর্য্য বিদ্যমান থাকে, তাবৎ নরকভোগ করিতে হইবে। বরঞ্চ স্থানে স্থানে শ্রীকৃষ্ণের অপেক্ষাও রাধার প্রাধান্য উক্ত হইয়াছে। প্রথমে রাধার নামোল্লেখ না করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নামোল্লেখ করিলে বিষম দুরদৃষ্ট ঘটে। *

বাঙ্গালা-দেশীয় রাধাকৃষ্ণ-উপাসকদিগের সহিত রাধাবল্লভীদিগের কিছু বিশেষ আছে কি না, নির্ব্বাচন করা সুকঠিন। বোধ হয়, ঐ উভয়ের পরস্পর বিভিন্নতা কেবল উহাদের স্বতন্ত্র গুরু-স্বীকারমাত্রেই পর্য্যাপ্ত হয়। রাধাবল্লভী বৈষ্ণবেরা বংশ-পরম্পরাগত সুপ্রসিদ্ধ গোস্বামীদিগকে গুরুরূপে অঙ্গীকার না করিয়া হরিবংশ নামক এক ব্যক্তিকে তাঁহাদের প্রবর্ত্তক বলিয়া স্বীকার করেন। তিনি বৃন্দাবনে অবস্থিত হইয়া তথায় এক মঠ স্থাপিত ও এক মন্দির প্রস্তুত করেন। ঐ মন্দিরের দ্বারোপরি লিখিত আছে, হরিবংশ ১৬৪১ সংবতে এই মন্দির প্রস্তুত করিয়া তাহাতে শ্রীরাধাবল্লভজীর প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। শ্রীরাধিকার মাহাত্ম্য-বিষয়ক "রাধাসুধানিধি" নামে যে একখানি ক্ষুদ্র সংস্কৃত গ্রন্থ দৃষ্টে হইয়া থাকে, তাহাও হরিবংশের

---

* আদৌ রাধাং সমুচ্চার্য্য পশ্চাৎ কৃষ্ণঞ্চ মাধবম্।
প্রবদন্তীতি বেদেষু বেদবিদ্ভিঃ পুরাতনৈঃ॥
বিপর্য্যয়ং যে বদন্তি নিন্দন্তি চ জগৎপ্রসূম্।
কৃষ্ণপ্রাণাধিকাং প্রেমময়ীং শক্তিঞ্চ রাধিকাম্।
তে পচ্যন্তে কালসূত্রে যাবদিন্দুদিবাকরৌ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে প্রকৃতিখণ্ডে ৫১ অধ্যায়।

এই বচনে এবং অন্যান্য বচনে রাধার আরাধনা বেদ-সম্মত বলিয়া উক্ত হইয়াছে, কিন্তু যাঁহারা বেদাধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা এই সকল কথার অযাথার্থ্য এবং তৎসহকারে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ-রচনারও গূঢ় অভিসন্ধি অবগত হইতে পারেন।

কৃত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। ব্রজভাষায় লিখিত "সেবাসখীবাণী" নামক একখানি গ্রন্থে এ সম্প্রদায়ের উপাসনা, ক্রিয়াকলাপ ও উপাখ্যানাদির সবিস্তর দর্শন সন্নিবেশিত আছে। তদ্ভিন্ন ব্রজভাষায় ও অন্যান্য ভাষায়ও ইঁহাদিগের মত-প্রতিপাদক অনেকানেক গ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

সখীভাবক।

এ সম্প্রদায় রাধাকৃষ্ণ-উপাসকদিগেরই শাখা-বিশেষ। বৈষ্ণবেরা কহেন, মহাপ্রভু স্বয়ং আপনাকে রাধারূপী জ্ঞান করিয়া কৃষ্ণ-প্রেমে উন্মাদ প্রকাশ করিতেন, * অতএব তিনিই এই উপাসনা-পদ্ধতি প্রচার করিয়া যান বলিতে হইবে।

এই সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবেরা শ্রীকৃষ্ণকে স্বামীস্বরূপ ও আপনাদিগকে সখী-স্বরূপ মনে করিয়া † প্রেম-ভাবে তাঁহার ভজনা করেন এবং তদর্থে আপনাদিগকে সখী-ভাবাপন্ন বোধ করিয়া স্ত্রী-জাতির ন্যায় বেশভূষাদি সমাধান পূর্ব্বক সর্ব্বতোভাবে স্ত্রী-জাতির লক্ষণ প্রকাশ করেন। এরূপ অনৈসর্গিক আচরণ তাঁহাদের অন্তঃকরণে পরমার্থ-সাধন বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে, কিন্তু পুরুষকে স্ত্রীবেশ ধারণ, স্ত্রী-নাম অবলম্বন ও সর্ব্বাংশে স্ত্রীবৎ ব্যবহার করিয়া স্ত্রী-লক্ষণ প্রদর্শন করিতে দেখিলে অন্য লোকের পক্ষে হাস্য সংবরণ করা সুকঠিন হইয়া উঠে।

---

* ফলতঃ চৈতন্যচরিতামৃতে এই প্রকার বর্ণনা আছে বটে।

আমা হইতে রাধা পায় যে জাতীয় সুখ।
তাহা আস্বাদিতে আমি সদাই উন্মুখ॥
নানা যত্ন করি আমি নারি আস্বাদিতে।
সে সুখ-মাধুর্য্য ঘ্রাণে লোভ বাড়ে চিতে॥
রস আস্বাদিতে আমি কৈনু অবতার।
প্রেমরস আস্বাদিব বিবিধ প্রকার॥

আদিখণ্ডে চতুর্থ পরিচ্ছেদে।

† তাঁহারা এ বিষয়ের প্রামাণ্য-প্রদর্শনার্থ "আত্মানং সখীরূপাং নবযৌবনাং নানালঙ্কারভূষিতাং" ইত্যাদি সংস্কৃত বাক্যও পাঠ করিয়া থাকেন।

শ্রীকৃষ্ণের বহু সখী আছে; তন্মধ্যে ইঁহারা চতুর্দ্দশ সখীকে বিশিষ্ট করিয়া মানেন; অষ্ট প্রধানা সখী ও ছয় নম্র সখী। * তাহাদের এক এক সখীর উপর তাম্বুল-সেবা, জল-সেবা প্রভৃতি এক এক প্রকার সেবার ভার সমর্পিত ছিল; তদনুসারে সখী-ভাব-গ্রাহী বৈষ্ণবেরা এক এক জন এক এক সখী-স্বরূপ হইয়া উক্ত প্রকারে কৃষ্ণ-বিগ্রহের সেবা করিয়া থাকেন। †

এই সম্প্রদায়ী অনেকানেক লোক, বিশেষতঃ বৃন্দাবনবাসী বহুতর ব্যক্তি দারপরিগ্রহ করেন না; যাবজ্জীবন স্ত্রী-বেশ ধারণ পূর্ব্বক ভজন করিয়া কাল-হরণ করেন।

এই মতাবলম্বী বৈষ্ণবেরা চৈতন্ত প্রভুর অনুগত কোন কোন গোস্বামী ও প্রধান প্রধান বৈষ্ণবকে শ্রীকৃষ্ণের এক একটি সখীস্বরূপ বলিয়া স্বীকার করেন; এ স্থলে তাহার কয়েক জনের নামোল্লেখ করা যাইতেছে।

গোস্বামী ও বৈষ্ণবের নাম	সখীর নাম
গদাধর গোস্বামী	শ্রীমতী রাধিকা
জাহ্নব গোস্বামী	” অনঙ্গমঞ্জরী

* ললিতা বিসখা তথা সুচিত্রা চম্পকলতা,
রঙ্গদেবী সুদেবী কথন।
তুঙ্গবিদ্যা ইন্দুরেখা, এই অষ্ট সখী লেখা,
ইবে কহি নম্র সখীগণ। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা।
অনঙ্গমঞ্জরী আর, শ্রীরূপমঞ্জরী সার,
শ্রীরসমঞ্জরী—।
শ্রীরতিমঞ্জরী বলি, লবঙ্গ-মঞ্জরী কেলি,
শ্রীমঞ্জরী আর মঞ্জনালি। স্মরণ-দর্পণ।

† ইহার নাম প্রেম-সেবা; তাহার অনুষ্ঠান দ্বারা সাধকরূপ সখীগণ কৃষ্ণরূপ প্রিয়পতির প্রসাদ লাভ করেন।

এ সব (ক) অনুগা হঞা, প্রেমসেবা লব চেঞা,
ইঙ্গিতে বুঝিব সর্ব্বকাজ।
রূপগুণে ডগমগি, সদা হব অনুরাগী,
বসতি করিব সখীমাঝে। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা।

(ক) অর্থাৎ সখীসব।

রায় রামানন্দ	...	...	...	" বিসখা
সেন শিবানন্দ	...	...	...	" সুচিত্রা
বসু রামানন্দ	...	...	...	" চম্পকলতা
গোবিন্দ ঘোষ	...	...	...	" রঙ্গদেবী
বাসু ঘোষ	...	...	...	" সুদেবী
মাধব ঘোষ	...	...	...	" তুঙ্গবিদ্যা
গোবিন্দানন্দ ঠাকুর ...		...	...	" ইন্দুরেখা

সখীভাবকেরা পূর্ব্বোক্ত সখীবিশেষকে আদি-গুরু বলিয়া এবং আপনাকে ও আপন আপন গুরু-পরম্পরার অন্তর্গত সকল ব্যক্তিকেই এক এক সখী বলিয়া অঙ্গীকার করেন। গুরুও সখী, শিষ্যও সখী এবং শ্রীকৃষ্ণ ঐ গুরুশিষ্য উভয়েরই পরম সেব্য প্রিয় পতি।

জয়পুর, কাশী ও বাঙ্গালায় সখীভাবকদিগের অবস্থিতি আছে। প্রায় চল্লিশ বৎসর অতীত হইল, কলিকাতায় ইঁহাদের মত অত্যন্ত প্রবল হইবার উপক্রম হইয়াছিল। বৌবাজার ও জগন্নাথঘাট-নিবাসী কোন কোন ব্রাহ্মণ, কলুটোলা ও গরাণহাটা-নিবাসী কোন কোন কায়স্থ এবং অন্যান্য পল্লীস্থিত বৈদ্য, সুবর্ণবণিক্ ও অপরাপর জাতীয় ধনাঢ্য ও মধ্যবিধ লোকেরা ও দুই একটি উদাসীন বৈরাগী একত্র দলাক্রান্ত হইয়া অতিশয় উৎসাহ সহকারে উল্লিখিতরূপ প্রেম-সেবার অনুষ্ঠান করিতেন। ইঁহারা সকলেই এক এক সখীর নামে বিখ্যাত ছিলেন, সময়বিশেষে এবং বিশেষতঃ দ্বাদশী তিথিতে আপনাদিগের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তির বাটীতে সকলে সমাগত হইয়া স্ত্রী-বেশ ধারণ পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্তরূপে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতেন এবং স্বামীর সন্তোষার্থ রাধাকৃষ্ণের প্রেম-রসবিষয়ক সঙ্গীতরসের আলাপন করিতেন। সমুদায় সখী কৃষ্ণ-পক্ষীয় ও রাধাপক্ষীয় এই দুই দলে বিভক্ত হইয়া গান করিতেন এবং তদ্দ্বারা উত্তর-প্রত্যুত্তরক্রমে উভয়ের গুণানুবাদ প্রেমানুকীর্ত্তন করিয়া পুলকিত হইতেন।

উহার একটি গান।

শারী বলে শুন শুক তোমার কৃষ্ণ কালো।
আমার শ্রীরাধা রূপে নিধুবন করেছে আলো॥
শুক কহে আমার কৃষ্ণ মদনমোহন।
যাহার রূপেতে মোহিত এ তিন ভুবন॥

চরণদাসী।

দ্বিতীয় আলম্‌গির বাদশাহের সময়ে দিল্লী নগরে চরণদাস নামে এক ধূসর জাতীয় বণিক্ ছিল; সেই এই চরণদাসী সম্প্রদায় সংস্থাপন করে। চরণ-দাসীরা রাধাকৃষ্ণের উপাসক। তাঁহাদের মতে শ্রীকৃষ্ণই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কারণ পরমেশ্বর; তিনিই স্বয়ং বিশ্বরূপে আবির্ভূত হইয়া এই মায়া-প্রপঞ্চ প্রদর্শন করাইতেছেন। অন্যান্য বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের ন্যায় তাঁহারাও গুরু ও ভক্তির প্রাধান্য স্বীকার করেন। তাঁহাদিগের মধ্যে সকল বর্ণের ও স্ত্রী-পুরুষ উভয় জাতিরই উপদেশ প্রদান ও গুরুত্ব-পদ-ধারণে অধিকার আছে। তাঁহারা কহিয়া থাকেন, প্রথমে আমরা কোন ইন্দ্রিয়-গোচর পদা-র্থকে ঈশ্বর বলিয়া উপাসনা করিতাম না এবং তুলসী ও শালগ্রাম-শিলাতেও শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতে প্রবৃত্ত ছিলাম না, পরে রামানন্দীদিগের সহিত ঐক্য ও প্রণয় রাখিবার নিমিত্ত ঐ দুটি বিষয় অঙ্গীকার করিয়াছি। অন্যান্য রাধা-কৃষ্ণ-উপাসকদিগের সহিত চরণদাসীদিগের এই একটি বিষয়ে বিশেষ বিভিন্নতা আছে যে, তাঁহারা কেবল ভক্তিকেই পরমপুরুষার্থ-সাধনের অদ্বিতীয় উপায় জ্ঞান করেন না; কর্ম্মানুষ্ঠানেরও আবশ্যকতা স্বীকার করেন। তাঁহারা কতকগুলি কর্ম্মকে বিশিষ্টরূপ বিধেয় ও আর কতকগুলিকে ঐরূপ নিষিদ্ধ বলিয়া অঙ্গীকার করেন। সাধুসঙ্গ, হরি-আরাধনা, দীক্ষাগুরুতে অবি-চলিত ভক্তি ও নিজ নিজ বৃত্তি-সম্পাদন এই চতুর্ব্বিধ কর্ম্মকে বিধেয় বলিয়া স্বীকার করেন। আর মিথ্যা-কথন, পরনিন্দা-করণ, পরুষ-ভাষণ, অনর্থক বচন, পরদ্রব্যাপহরণ, পরস্ত্রীগমন, জীবের প্রতি আঘাতকরণ, অনিষ্ট-কল্পনা, দ্বেষ, অহঙ্কার এই দশবিধ কর্ম্মকে নিষিদ্ধ বলিয়া অঙ্গীকার করেন।

এই সম্প্রদায়ে গৃহস্থ ও উদাসীন উভয় প্রকার লোকই নিবিষ্ট আছে, তন্মধ্যে গৃহস্থেরা অনেকেই বাণিজ্য-ব্যবসায়ী। উদাসীনেরা পীতবর্ণ বস্ত্র পরিধান করেন, ললাটে চন্দন বা গোপী-চন্দনের একটি দীর্ঘরেখা করেন, তুলসী-কাষ্ঠনির্ম্মিত জপ-মালা ধারণ করেন। তাঁহারা মস্তকে এক একটা পদ্মকলিকাকার ক্ষুদ্র টুপী ধারণ করেন এবং তাহার নিম্নদেশ দিয়া পীতবর্ণ উষ্ণীষ-বস্ত্র বন্ধন করিয়া থাকেন। ভৈক্ষ্যাচরণ তাঁহাদের বিহিত বৃত্তি বটে, কিন্তু অনেকানেক ধনাঢ্য শিষ্য থাকাতে অক্লেশে ভরণপোষণ হইয়া যায়।

শ্রীভাগবত ও ভগবদ্গীতা চরণদাসীদিগের সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ। এ সম্প্রদায়ী পণ্ডিতেরা এই উভয় গ্রন্থই দেশ-ভাষায় অনুবাদিত করিয়াছেন; তন্মধ্যে

ভাগবতের ভাষা-বিবরণ চরণদাসের স্বকৃত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। আর তিনি সন্দেহসাগর, ধর্ম্মজাহাজ প্রভৃতি কয়েকখানি মূলগ্রন্থও রচনা করেন। তিনি সর্ব্বাগ্রে স্বীয় ভগিনী সহজি বাইকে উপদেশ প্রদান করেন। সহজি বাই স্ত্রীজাতি হইয়াও ধর্ম্ম-বিষয়ে সুশিক্ষিতা হইয়াছিলেন এবং সহজপ্রকাশ ও ষোলহতত্বনির্ণয় নামে দুইখানি গ্রন্থও প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন তাঁহারা উভয়েই অনেকানেক শব্দ ও কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন এবং এ সম্প্রদায়ী অন্যান্য লোকেও দেশভাষায় অন্যান্য গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছেন।

দিল্লীনগর চরণদাসীদিগের প্রধান স্থান। তথায় সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকের যে সমাধি গৃহ আছে, তাহাতে প্রায় বিংশতি জন উদাসীন বাস করিয়া থাকে। তদ্ভিন্ন দিল্লীতে পাঁচ ছয়টা মঠ আছে ও গঙ্গা-যমুনার অন্তর্ব্বেদি-মধ্যেও স্থানে স্থানে এ সম্প্রদায়ের অনেকগুলি মঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

হরিশ্চন্দী, সধ্নপন্থী ও মাধবী।

এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের সবিশেষ বৃত্তান্ত অবগত হওয়া দুষ্কর এবং অন্যান্য বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সহিত ইহাদের বিভিন্নতাই বা কি, তাহাও বিস্তারিতরূপে জ্ঞাত হওয়া দুঃসাধ্য। হরিশ্চন্দী ও সধ্নপন্থী এই দুই সম্প্রদায় অন্ত্যজ লোক কর্তৃক প্রবর্ত্তিত হয় এবং কেবল অন্ত্যজেরাই এই উভয় সম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হয়। পশ্চিমাঞ্চলের ডোম-জাতীয় লোকেরা হরিশ্চন্দী সম্প্রদায় অবলম্বন করিয়াছে। তাহারা কহে, হরিশ্চন্দ্র রাজা এক ডোমের ক্রীতদাস ছিলেন এবং তাহাকে এই সম্প্রদায়নিষ্ঠ সমুদায় ধর্ম্ম উপদেশ করিয়াছিলেন, এই হেতু হরিশ্চন্দ্র রাজার নামানুসারে এই সম্প্রদায়ের নাম হরিশ্চন্দী হইয়াছে।

সধ্ন নামে এক মাংস-বিক্রয়ী দ্বিতীয় সম্প্রদায় সংস্থাপন করে, এ প্রযুক্ত তাহার নাম সধ্নপন্থী হইয়াছে। এই প্রকার প্রবাদ আছে যে, সধ্ন পশু হনন করিতেন না; অন্যের নিকট মাংস ক্রয় করিয়া বিক্রয় করিতেন। এক উদাসীন তাঁহার সাতিশয় দয়া-স্বভাব দৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে একটি শালগ্রাম-শিলা প্রদান করিলেন। সধ্ন তাহা প্রাপ্ত হইয়া পরম পুলকিত হইলেন এবং অবিচলিত ভক্তি সহকারে পূজা করিতে লাগিলেন। তাহাতে ভক্ত-বৎসল ভগবান্ সুপ্রসন্ন হইয়া তাঁহার সমুদয় কামনা সিদ্ধ করিলেন। একদা তিনি

তীর্থভ্রমণে গিয়াছিলেন, পথিমধ্যে এক ব্রাহ্মণ বনিতা তাঁহার প্রতি আসক্ত-চিত্ত হইয়া তাঁহাকে মনের মানস অবগত করিলেন। সধ্ন শুনিয়া এই উত্তর দিলেন, "তোমার মতে আমার সম্মত হইবার পূর্ব্বে এক জনের কণ্ঠচ্ছেদ হওয়া আবশ্যক।" ব্রাহ্মণী এ কথার যথার্থ তাৎপর্য্যার্থ না বুঝিতে পারিয়া স্বীয় স্বামীর কণ্ঠচ্ছেদন করিল। ইহাতে তাহার প্রতি সধ্নের অশ্রদ্ধা বৃদ্ধি হওয়াতে সেই ব্রাহ্মণী কোপাবিষ্ট হইয়া তাঁহার মিথ্যা অপবাদ প্রচার করিয়া দিল। কিন্তু সধ্ন তুচ্ছ করিয়া, ঐ অমূলক অপবাদের অপনোদনার্থ যত্নবান্ না হওয়াতে, রাজবিচারে তাঁহার হস্তচ্ছেদনরূপ গুরুতর দণ্ড বিহিত হইল। সধ্নপন্থীরা কহে, মানুষে বিশিষ্টরূপ তত্ত্বানুসন্ধান না করিয়া তাঁহার শাস্তি-বিধান করিল বটে, কিন্তু জগৎপিতা জগন্নাথ তাঁহাকে পুনরায় হস্ত প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণ-বনিতা স্বীয় স্বামীর চিতারোহণ পূর্ব্বক সহমৃতা হইল, তাহা দেখিয়া সধ্ন কহিলেন, "স্ত্রীর চরিত্র কাহারও জ্ঞেয় নহে; স্ত্রীলোক স্বামীকেও নষ্ট করে, আবার সতীও হয়।"

মাধো নামে এক উদাসীন মাধবী নামে এক উদাসীনসম্প্রদায় সংস্থাপন করেন। তাহারা বসীয়ান্ নামক যন্ত্র সঙ্গে লইয়া নানাদেশ পরিভ্রমণ করে এবং ইষ্টদেবের উপাসনাকালে গীত-বাদ্য করিয়া থাকে। ভক্তমালে যে মাধোজি নামক ভক্তের বৃত্তান্ত লিখিত আছে, তিনিই এই মাধবীসম্প্রদায় সংস্থাপক মাধো হইবেন বোধ হয়। কিন্তু অন্য অন্য অনেক ভক্তেরও এ নাম শ্রুত হওয়া যায়। বিশেষতঃ কান্যকুব্জদেশীয় মাধো দাস নামক নানা শাস্ত্র-বিশারদ এক সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণের সবিস্তর উপাখ্যান প্রচলিত আছে। তিনি কিছু কাল উৎকলে ও কতক দিন বৃন্দাবনে অবস্থিতি করিয়াছিলেন এবং বোধ হয়, চৈতন্য প্রভুর মতানুবর্ত্তী হইয়াছিলেন।

চুহড়পন্থী।

১০। ১২ বৎসর হইল, আগরা নগরের এক বণিক্ এই সম্প্রদায় সংস্থাপন করেন।

গুজরাটে 'নাথজী' নামে এক বিগ্রহ আছে, ইহারা সেই বিগ্রহকে ইষ্ট দেবতাস্বরূপ জ্ঞান করিয়া তাহারই বিশেষরূপ উপাসনা করে এবং সতত কৃষ্ণ-নাম কীর্ত্তন ও কৃষ্ণ-নাম গান করিয়া দেহ-মন পবিত্র করিতে থাকে।

ইহারা সাধনার নিমিত্ত কোন স্থান-বিশেষ নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখে না, [যখ]ন যেখানে সুবিধা হয়, তখন সেইখানেই সাধনা করে। সাধনার সময় [স্ব]সম্প্রদায়ী অনেক স্ত্রীপুরুষে একত্র মিলিত হইয়া নৃত্য করিতে থাকে।

ইহারা জাতি-ভেদ স্বীকার করে না; সকল জাতির অন্নই ভক্ষণ করে।

কুড়াপন্থী।

২৫। ২৬ বৎসর হইল, আগরা জেলার অন্তর্গত হাত্রাস নামক নগরে তুলসীদাস নামে এক অন্ধ বণিক্ এই সম্প্রদায় সংস্থাপন করেন।

এক কুণ্ডা অর্থাৎ এক কুঁড়েতে সমুদায় আহারীয় দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া স্বসম্প্রদায়ী সকলেই একত্র সেই কুঁড়েতে ভোজন করে, এই নিমিত্ত ইহাদের নাম কুড়াপন্থী হইয়াছে।

ইহারা জাতিভেদ স্বীকার করে না, সকল জাতিকেই শিষ্য করে এবং সকল জাতির অন্নই ভক্ষণ করে; কিন্তু ইহাদের মধ্যে যাহারা গৃহস্থ, তাহারা স্বসম্প্রদায়ী ভিন্ন অন্যের অন্ন গ্রহণ করে না।

ইহাদের সম্প্রদায়ভুক্ত হইলে সকল জাতীয় লোকেই কালক্রমে গুরু হইতে পারে। গুরুর আসনের নাম গদি। হাত্রাস, লক্ষৌ, আগরা প্রভৃতি অনেক স্থানেই এক একটি গদি আছে। এক এক জন এক স্থানের গদির স্বামী অর্থাৎ গুরু থাকেন এবং সেই সেই গুরুর অভক্তগুলি করিয়া শিষ্য থাকে।

ইহারা কোন মূর্ত্তির আরাধনা করে না। রাত্রিযোগে গুরু এবং স্বস[ম্প্র]দায়ী অনেক স্ত্রী-পুরুষ একত্র সমাজ-বদ্ধ হইয়া ইষ্টদেবের উপাসনা করে। [সে]ই সময়ে কর্ণে হস্ত দিয়া শব্দ শ্রবণ ও নাসিকাগ্রে দৃষ্টিপাত, ভ্রূকুটিধ্যান [অ]র্থাৎ ভ্রূর মধ্যস্থলবর্ত্তী দ্বিদলপদ্মমধ্যে সত্য পুরুষ অবস্থিত আছেন, এইরূপ [ধ্যা]ন করা, নিজসম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক তুলসী দাস, নানকশা, কবীরপন্থী ও রয়দাস [প্র]ভৃতির কৃত পুস্তক পাঠ, একতারা বাজাইয়া গান-বাদ্য করা, একটা কুঁড়ে [অ]ন্নে বা অন্য অন্য ভোজ্য বস্তুতে পরিপূর্ণ করিয়া গুরু শিষ্য সকলেই তাহাতে [এ]ক একবার মুখামৃত দেওয়া, পশ্চাৎ একত্র সেই কুঁড়েতে ঐ অন্ন বা [আ]হারীয় দ্রব্য ভোজন করা ইত্যাদি অনেকরূপ অনুষ্ঠান করিয়া থাকে।

এইরূপ একস্থানে অনেক স্ত্রী-পুরুষ মিলিত হওয়াতে ব্যভিচার-দোষও [ঘ]টিয়া থাকে। স্বসম্প্রদায়ের মধ্যে কেহ তাহাতে দোষার্পণ করে না। এমন

কি, শুনা গিয়াছে, ঐ ব্যভিচারাক্রান্ত স্ত্রী-পুরুষের স্বামী ও ভার্য্যা পর্য্যন্তও তাহাদের উপর বিরক্ত হয় না।

ইহারা গুরুকে একপ্রকার প্রত্যক্ষ দেবতাস্বরূপ জ্ঞান করে। যখন গুরু প্রস্রাব করিতে যান, তখন তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে কোন ব্যক্তি ঘোটকবৎ হইয়া তাঁহাকে পৃষ্ঠ-দেশে আরোহণ করাইয়া লয় এবং সময়ে সময়ে স্কন্ধে লইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করাইতে থাকে।

সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক তুলসীদাস ঘটরামায়ণ প্রভৃতি কয়েকখানি হিন্দীগ্রন্থ প্রস্তুত করেন; ঐগুলিই ইহাদের প্রধান সাম্প্রদায়িক শাস্ত্র।

বোধ হয়, বাঙ্গালা দেশের কর্ত্তাভজা, সহজী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের অনুকরণ করিয়া এই সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

বৈরাগী।

যে সমুদায় ব্যক্তি সংসারাশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপন আপন ইষ্টদেবের আরাধনায় প্রবৃত্ত হয়, তাহাদের সকলকেই সন্ন্যাসী ও বৈরাগী বলিয়া উল্লেখ করিতে পারা যায় সত্য, কিন্তু লোকে কোন কোন স্থানে এই উভয় শব্দের অর্থ-সঙ্কোচ করিয়া থাকে। শৈব-উদাসীনেরা সন্ন্যাসী আর বৈষ্ণব-উদাসীনেরা বৈরাগী বলিয়া বিখ্যাত আছে। যদিও এইরূপ অর্থ-ভেদ সর্ব্ব-লোক-সিদ্ধ বটে, কিন্তু স্থলবিশেষে তাহার ব্যতিক্রমও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, শ্রীবৈষ্ণব-সম্প্রদায়ী কতকগুলি উদাসীন ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসী বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে।

দণ্ড শব্দে যষ্টি, প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা আরোপ করিয়া সংযম অর্থে ঐ শব্দ ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা কায়দণ্ড, বাগ্‌দণ্ড, মনোদণ্ড এই ত্রিবিধ দণ্ডসাধনে সমর্থ, তাঁহাদেরই নাম ত্রিদণ্ডী। * বোধ হয়, এই প্রকার দণ্ডবিধান হইতেই দণ্ডীদিগের দণ্ডগ্রহণরূপ ব্রতের উৎপত্তি হইয়া থাকিবে।

---

* বাগ্দণ্ডোঽথ মনোদণ্ডঃ কায়দণ্ডস্তথৈব চ।
যস্যৈতে নিহিতা বুদ্ধৌ ত্রিদণ্ডীতি স উচ্যতে॥

মনুঃ।

শ্রীসম্প্রদায়-ভুক্ত যে সকল ব্যক্তি ব্রহ্মচর্য্য ও গার্হস্থ্যাশ্রম উত্তীর্ণ হইয়া সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করেন, তাঁহাদের নাম ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসী। আচার-ব্যবহারবিষয়ে ঐ সম্প্রদায়ী অন্যান্য লোকের সহিত তাঁহাদের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বিভিন্নতা আছে। তাঁহারা অগ্নি ও ধাতু স্পর্শ করেন না; শ্রীসম্প্রদায়ী গৃহস্থ ব্রাহ্মণদিগের নিকট হইতে দানস্বরূপ যাহা কিছু প্রাপ্ত হন, তন্মাত্র ভক্ষণ করিয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করেন। ফলতঃ তাঁহারা দেবারাধনা, ধর্ম্মবিষয়ক মতামত ও নিত্য-নৈমিত্তিক আচার-ব্যবহার বিষয়ে রামানুজ-প্রদত্ত উপদেশানুসারেই চলিয়া থাকেন। তাঁহারা অপরাপর উদাসীনদিগের ন্যায় অধিক দূর পর্য্যটন করেন না, এ প্রযুক্ত ভারতবর্ষের উত্তরখণ্ডে তাঁহাদিগকে প্রায়ই দৃষ্টি করা যায় না. কিন্তু দক্ষিণ-খণ্ডের অন্তর্গত বহু স্থানে ভূরি ভূরি ও প্রধান প্রধান ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসীরা অবস্থিতি করেন।

বৈরাগী শব্দের অর্থ রাগরহিত, অতএব যে কোন ব্যক্তি বিষয়-বাসনা-বিবর্জ্জিত হইয়া সংসারাশ্রাম পরিত্যাগ করে, তাহাকেই বৈরাগী বলা যায়, কিন্তু লোকে তাহার অর্থ-সঙ্কোচ করিয়া কেবল রামানন্দী এবং তৎশাখা-স্বরূপ কবীরপন্থী, দাদূপন্থী প্রভৃতি বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ী উদাসীনদিগকেই বৈরাগী বলিয়া উল্লেখ করে। *

এরূপ প্রবাদ আছে যে, রামানন্দের শিষ্য শ্রীআনন্দ বিশিষ্ট-রূপে বৈরাগ্য ধর্ম্ম প্রচার করেন; অতএব তাঁহা হইতেই রামানন্দী বৈরাগীদিগের প্রবাহ আরম্ভ অথবা প্রবল হইয়া থাকিবে। ইহারা নানা শ্রেণীতে বিভক্ত। ঐ শ্রেণীভুক্ত লোকেরা কেহ ধন সংগ্রহ ও দার-পরিগ্রহ করে না, সকলেই ভিক্ষা করিয়া উদর-পূর্ত্তি করে। অনেকেই দেশভ্রমণ করিয়া কাল হরণ করে, কতক ব্যক্তি নিজ নিজ শ্রেণীর মঠবিশেষে অবস্থিত হয় ও গৃহস্থদিগকে মন্ত্রোপদেশ প্রদান করিয়া থাকে। যদিও প্রথমে ভারতবর্ষের উত্তর-খণ্ডেই রামানন্দী-সম্প্রদায় সংস্থাপিত হয়, কিন্তু তৎসম্প্রদায়ী বৈরাগীরা দক্ষিণখণ্ডের অন্তঃপাতী নানা স্থানে গিয়া মঠস্থাপন করিয়াছে। এই সকল বৈরাগীর মত ও অনুষ্ঠান নিতান্ত একরূপ নয়। ইহারা বিষ্ণু বা বিষ্ণুর অবতারবিশেষের নামোচ্চারণ করিয়া থাকে বটে, কিন্তু ইহাদের মতামত ও আচার-ব্যবহার-বিষয়ে পরস্পর অনেক বিভিন্নতা আছে। যাযাবরদিগের অপেক্ষা মঠস্থিত বৈরাগীদিগের মতের কিঞ্চিৎ স্থিরতা দেখা যায়। যাযাবর বৈরাগীদিগের

* কিন্তু বাঙ্গালা দেশে সচরাচর গৃহস্থ বৈষ্ণবদিগকেও বৈরাগী বলে।

সহিত গুলালদাসী, দরিয়াদাসী, রামতিরাম প্রভৃতি যত প্রকার নূতন নূতন মতাবলম্বী বৈষ্ণব মিশ্রিত হইয়াছে, তাহা নিরূপণ করা সুকঠিন।

নাগা।

নাগা দুই প্রকার,—বৈষ্ণব ও শৈব। যদিও বৈরাগী ও সন্ন্যাসীদিগের সহিত নাগাদিগের তাদৃশ কিছু বিশেষ নাই, কিন্তু তাহারা এরূপ দুঃশীল যে, লোক-লজ্জা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিবস্ত্র ও দল-বদ্ধ হইয়া পর্য্যটন করে এবং এরূপ উগ্র-স্বভাব ও কলহশীল যে, সর্ব্বদা খড়্গ, ফলক ও বন্দুক লইয়া ভ্রমণ করে এবং উপলক্ষ্য পাইলেই লোকের সহিত বিবাদ ও যুদ্ধ করিয়া থাকে। মধ্যে মধ্যে হরিদ্বারের কুম্ভমেলাতে ইহাদের উগ্রস্বভাবের বিলক্ষণ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষে শৈব-নাগাদিগের সহিত বৈরাগী-নাগাদিগের বিষম বিবাদ উপস্থিত হইয়া এক একবারে সহস্র সহস্র মনুষ্য রণ-ক্ষেত্রে নিপতিত হইয়াছে। দাবিস্তানে লিখিত আছে যে ১০৫০ হিজরা শাকে হরিদ্বারে মুণ্ডী-দিগের সহিত সন্ন্যাসীদিগের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হয়, তাহাতে সন্ন্যাসীরা জয়ী হইয়া ভূরি ভূরি মুণ্ডীর প্রাণ নষ্ট করে। ১৬৮১ শাকে তথায় সন্ন্যাসী-দিগের সহিত বৈরাগীদিগের যে যুদ্ধ-ঘটনা হয়, নাগারাই তাহার প্রধান অধ্যক্ষ ছিল, তাহার সন্দেহ নাই। তাহাতেও বৈরাগীরা পরাস্ত হইয়া তথা হইতে দূরী-কৃত হইয়াছিল এবং তদবধি যে পর্য্যন্ত সে স্থান ইংরাজ রাজার অধিকার-ভুক্ত না হইয়াছিল, সে পর্য্যন্ত তাহারা আর হরিদ্বারে স্নান করিতে পাইত না।

বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের বৃত্তান্ত একরূপ সমাপ্ত হইল। পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, এক্ষণে বৈষ্ণবদিগের চারিটি প্রধান সম্প্রদায় প্রচলিত আছে;—রামানুজ, বিষ্ণুস্বামী, মধ্বাচার্য্য এবং নিম্বাদিত্য। অপরাপর সমুদায় সম্প্রদায় ঐ চারিটি প্রধান সম্প্রদায়ের শাখাস্বরূপ। ঐ সমস্ত প্রধান অর্থাৎ মূল-সম্প্রদায়ের সহিত এক একটি শাখা-সম্প্রদায়ের অতিমাত্র বিভিন্নতা দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গালা দেশীয় ন্যাড়া, বাউল প্রভৃতি প্রায় সমুদায় বৈষ্ণবেরাই আপনাদিগকে মধ্বাচারী সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বলিয়া অঙ্গীকার করেন। কিন্তু উঁহাদের সহিত ঐ মূল-সম্প্রদায়ের আচার-ব্যবহারাদি বিষয়ে এরূপ বিভিন্নতা দৃষ্ট হইয়া থাকে যে, উঁহারা মধ্বাচারী সম্প্রদায়ের শাখা বলিয়া সহসা প্রতীয়মান হয় না।

সমাপ্ত।

পরিশিষ্ট।

প্রথম পরিশিষ্ট।

শোধন ও সংযোজন।

(উপক্রমণিকা—১ম পৃষ্ঠা শব্দবিদ্যা।)

যে বিদ্যায় ধাতু ও প্রত্যয়, শব্দ সমুদায়ের রূঢ় ও যৌগিক শক্তি এবং ব্যাকরণ ও অলঙ্কার-প্রতিপাদ্য অন্য অন্য বিষয় বিচারিত হয়, তাহার সাধারণ নাম শব্দবিদ্যা। যেরূপ শব্দবিদ্যা নানা ভাষার জ্ঞান-সাপেক্ষ অর্থাৎ যাহাতে বিবিধ ভাষার ঐ সমস্ত বিষয়ের পরস্পর সম্বন্ধ প্রদর্শিত হয়, তাহাকে অপেক্ষিকী শব্দবিদ্যা কহে। প্রথম পৃষ্ঠায় শব্দবিদ্যার বিষয়ে যাহা কিছু লিখিতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহা এই অপেক্ষিকী শব্দবিদ্যা-বিষয়ক বলিয়াই জানিতে হইবে। পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষের মধ্যে সংস্কৃত ও প্রাকৃত শব্দবিদ্যার সমধিক শ্রীবৃদ্ধিসাধন হইয়াছিল বটে, কিন্তু সে সময়ে কোন স্থানে বিভিন্নদেশীয় বিবিধ ভাষা-বিষয়িণী শব্দ-বিদ্যার সূত্রপাত হয় নাই।

(উ—২৭ পৃ। কীলরূপা শিল্পলিপি।)

এই পৃষ্ঠায় কীলরূপা শিল্পলিপির প্রসঙ্গ দেখিবে।

(উ—২৯ পৃ। নাভানেদিষ্ট।)

ঐ পৃষ্ঠায় নাভানেদিষ্ট ও নবানজুদিস্তের বিষয়ে যাহা লিখিত আছে, তাহার পরিবর্ত্তে পশ্চাল্লিখিত প্রস্তাবটি বিনিবেশিত করিতে হইবে।

ঋগ্বেদ-সংহিতার দশম মণ্ডলে নাভানেদিষ্টের প্রসঙ্গ আছে। তদর্থ তাহাতে নাভানেদিষ্ট সূক্ত নামে দুইটি সূক্ত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণেও যজমানের অঙ্গসংস্কার বা মন্ত্র-কৃত দেহকল্পনা ক্রিয়ার বিবরণে ঐ দুই সূক্ত বিনিযোজিত দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে প্রাকৃত জন্ম-প্রণালী অর্থাৎ সন্তানোৎপাদনের সমস্ত প্রকরণই কল্পিত হইয়াছে। এমন কি, সন্তানোৎপাদন-বিষয়ে নাভানেদিষ্ট রেতঃস্বরূপ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

নাভানিদিষ্টং শংসতি। রেতো বৈ নাভানেদিষ্টঃ।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ। ৬। ৫ (২৭)

তিনি নাভানেদিষ্ট সূক্ত আবৃত্তি করেন। নাভানেদিষ্টই রেতঃ।

এ স্থলে নাভানেদিষ্ট সন্তান উৎপাদনের কারণভূত। অবস্তায় উল্লিখিত নবানজুদিস্ত শব্দের অর্থ অধস্তন সন্তান-পরম্পরা। অতএব বৈদিক নাভানেদিষ্ট ও আবস্তিক নবানজুদিস্ত এই উভয় শব্দের কিছু কিছু অর্থ-সম্বন্ধ লক্ষিত হইতেছে।

ইরানিদিগের কতকগুলি দেবযোনির নাম ফ্রবষি। তাহারা জগতের সমস্ত বস্তুর রক্ষক ও মূলাদর্শস্বরূপ। * নবানজুদিস্ত তাহাদিগেরই নামান্তর বা বিশেষণ-পদ। শ্রীমান্ হোগের কৃত ব্যাখ্যানুসারে, বৈদিক নাভানেদিষ্টও দেবতা মনুষ্যাদি যাবতীয় বস্তুর স্বরূপ ও সমস্ত প্রাণীর বীজের রক্ষক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। † অতএব নাভানেদিষ্ট ‡ ও নবানজুদিস্ত এই দুই শব্দের যেরূপ অক্ষর-সাদৃশ্য আছে, কিয়ৎপরিমাণে সেইরূপ অর্থ-সাদৃশ্যও অবলোকিত হইতেছে।

গর্ভের মধ্যে ঐ রেতোরূপী নাভানেদিষ্টের কিছু পরিণাম-সাধন হইলে তাহাকে নারাশংস কহে।

> স নারাশংসং শংসতি। প্রজা বৈ নরো বাক্ শ সঃ প্রজাস্বেব তদ্বাচং দধাতি।
>
> ঐতরেয় ব্রাহ্মণ। ৬। ৫ (২৭)।

তিনি নারাশংস সূক্ত § আবৃত্তি করেন। নর শব্দের অর্থ প্রজা, আর শংস শব্দের অর্থ বাক্য। এই হেতু তিনি প্রজাতে বাক্য আধান করেন।

অবস্তায় লিখিত আছে, জুরথুস্ত্রের তিন কণিকা রেত অপচিত হয়। নইর্যোশঙ্হ নামে একটি যজত তাহা ধৃত করেন। অতএব বৈদিক নরাশংস ও আবস্তিক নইর্যোশঙ্হ এই উভয়ের একরূপ সম্বন্ধ-বিশেষ দৃষ্ট হইতেছে। বৈদিক নরাশংস পরিণাম-প্রাপ্ত রেতঃস্বরূপ, আবস্তিক নইর্যোশঙ্হ জুরথুস্ত্রের অপচিত রেতের উদ্ধার-কারক।— M, Haug's Ajtareya Brahmana Introduction, pp, 25—27,

---

* Haug's Essays. p. 186.

† ঋ—সং। ১০। ৬১। ১৮ ও ১৯।

‡ এই নামটি ক্রমে ক্রমে রূপান্তরিত ও অর্থান্তরিত হইয়া নানাশাস্ত্রে নানারূপ ধারণ করিয়াছে। উপক্রমণিকায় তাহার সবিশেষ বৃত্তান্ত দেখিতে পাইবে।

§ দ্বিতীয় নাভানেদিষ্ট সূক্তের নাম নারাশংস।—(ঋ-সং। ১০। ৬২।)

(উ-　পৃ।)

ঐ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে, "শাস্ত্রকারেরা মীমাংসা করেন, ঋক্, সাম, যজু
ই তিন বেদ যজ্ঞ-নির্ব্বাহার্থে প্রয়োজিত হয়, এ নিমিত্ত ঐ তিন বেদ ত্রয়ী বা
য়ী-বিদ্যা বলিয়া পৃথক্ নির্দ্দেশিত হইয়াছে।" কিন্তু সামবেদ ও যজুর্ব্বেদ-সংহিতা
যমন উদ্গাতা ও অধ্বর্য্যু ঋত্বিক্‌দিগের নিমিত্তই সঙ্কলিত, ঋগ্বেদ-সংহিতা সেরূপ
কবল হোতাদিগের নিমিত্ত সংগৃহীত বোধ হয় না। পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে,
উদ্গাতা ও অধ্বর্য্যু ঋত্বিকেরা সাম ও যজুঃ-সংহিতার প্রত্যেক সূক্ত ও
প্রত্যেক মন্ত্রই যজ্ঞার্থে ব্যবহার করিয়া থাকেন। হোতাদিগকে যেরূপ সমগ্র
ঋগ্বেদ-সংহিতা অবলম্বন করিয়া কার্য্য করিতে হয় না। ঐ সংহিতামধ্যে এরূপ
অনেকগুলি সূক্ত আছে যে, তাহা কস্মিন্‌কালে যজ্ঞে বিনিয়োজিত হয় নাই। *

(উ—৬১ পৃঃ)

ঐ পৃষ্ঠার ১৮ পংক্তির শেষে নিম্নলিখিত কয়েক পংক্তি দিতে হইবে।

কিন্তু এ বিষয়ের স্থির সিদ্ধান্ত করিবার পূর্ব্বে ঐ মণ্ডলের ভাষার অপেক্ষা-
ত প্রাচীনত্ব বা অপ্রাচীনত্বের বিষয় বিচার করা আবশ্যক। এরূপ বিষয়ে ভাষা-
বিষয়ক প্রমাণই সর্ব্বাপেক্ষা বলবৎ মানিতে হইবে।

(উ—৮৬ পৃ।)

ঐ পৃষ্ঠার ৭ পংক্তির পর নিম্নলিখিত কয়েক পংক্তি বিনিবেশিত হইবে।

অথর্ব্ব-সংহিতার মধ্যে নবোঢ়া স্ত্রীর পতিসহযোগ দ্বারা অপত্যোৎপাদনের
বিধান-প্রসঙ্গে দেবতাদিগের স্ত্রীসহযোগের বিষয় সুস্পষ্ট লিখিত আছে।

দেবা অগ্রে ন্যপদ্যন্ত পত্নীঃ সমস্পৃশন্ত তন্বস্তনূভিঃ।

অথর্ব্ব-সংহিতা। ১৪।২।৩২।

প্রথমে দেবগণ দারপরিগ্রহ করিয়া নিজ শরীরে তদীয় শরীর সংস্পর্শ
করিয়াছিলেন।

(২৩৮ পৃ।)

ঐ পৃষ্ঠায় সহজী সম্প্রদায়ের বিবরণের মধ্যে যে বাঙ্গালা শ্লোকটি আছে,
তাহার নিম্নলিখিতরূপ পাঠান্তরও শুনিতে পাওয়া যায়।

"গুরু কর্‌বো শত শত মন্ত্র কর্‌বো সার।
মনের আঁধার যে ঘুচাবে দায় দিব তার॥"

বাউলদিগকেও ঐ শ্লোকটিকে নিজ সম্প্রদায়ের বচন বলিয়া অঙ্গীকার করিতে
[illegible]া গিয়াছে।

দ্বিতীয় পরিশিষ্ট।

এই পুস্তকে প্রস্তাবিত সম্প্রদায় সমূহের-প্রবর্ত্তক ও গুরুবিশেষের
বিরচিত কয়েকটি শ্লোক ও সঙ্গীত।

পিপার কৃত।

কায়ো দেবা কায়ো দেবল্ কায়ো জঙ্গম জাতি।
কায়ো ধূপ দীপ নৈবেদ কায়ো পূজাপাতি॥
কায়া বহুখণ্ড খোজতে ন নিধি পাঈ!
ন কুছ আয়ো ন কুছ গয়ো রামকি দোহাঈ॥
যো ব্রহ্মাণ্ডে সোই পিণ্ডে যো খোজে সো পাবে।
পিপা প্রণবৈ পরম তত্ত্ব হৈ সদ্‌গুরু হোয় লখাবে॥

শরীরই দেবতা, শরীরই দেবালয়, শরীরই জঙ্গমজাতি, শরীরই ধূপ-দীপ-নৈবেদ্য, শরীরই পূজাপত্রাদি। বহু-খণ্ড-বিশিষ্ট শরীর অন্বেষণ করিয়া লোকে কোন নিধিই পায় না। আসেও নাই কিছু, যায়ও নাই কিছু, রামের দোহাই। ব্রহ্মাণ্ডে যিনি, দেহমধ্যেও তিনি। যে অনুসন্ধান করে, সেই পায়। পিপা নম্র ভাবে পরম তত্ত্ব কহিতেছে, সদ্‌গুরু হইলেই দেখাইয়া দিবে।

সুরদাসের কৃত।

তজ মন হরিবিমুখনকো সঙ্গ।
যাকে সঙ্গ কুমতি উপজৎ হৈ করত ভজনমে ভঙ্গ॥
কাগহি কাহ কপূর চুনায়ে শ্বান্ নহায়ে গঙ্গ।
খরকো কাহ অরগজালেপন মরকট ভূষণ অঙ্গ॥
সুমতি সুসঙ্গতি তিনহিঁ ন ভাবত পিয়ত বিষয়রস ভঙ্গ॥
সুরদাস প্রভু কারি কমরিয়া চঢ়ৎ ন দুজো রঙ্গ॥

মন! যে ব্যক্তি হরি-সেবায় বিমুখ, তাহার সংসর্গ পরিত্যাগ কর। তাহার সঙ্গ-দোষে কুপ্রবৃত্তির উৎপত্তি হয় ও ভজনের ভঙ্গ হইয়া যায়। কাককে যদি কর্পূর ভোজন করান হয়, আর কুকুরকে যদি গঙ্গাস্নান করান যায়, তাহা হইলেই বা কি হইবে? গর্দ্দভের গায়ে অরগজা-লেপন করিলেই বা কি আর

রকটের অঙ্গে ভূষণ দিলেই বা কি? সুমতি ও সৎসঙ্গ তাহাদের ভাল লাগে না; তাহারা বিষয় রসরূপ সিদ্ধি পান করে। সুরদাসে কহে, প্রভু! হরি-বিমুখ ব্যক্তি কৃষ্ণবর্ণ কম্বলস্বরূপ, তাহাকে অন্য বর্ণ করা যায় না (অর্থাৎ কিছুতেই হরিভক্ত করিতে পারা যায় না)।

তুলসীদাসের কৃত।

গঙ্গা যমুনা সরস্বতী সাত সিন্ধু ভরিপূর।
তুলসী চাতক্কে বিন্ মতে স্বাতী সমধুর॥

গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী ও সাত সমুদ্র জলে পরিপূর্ণ রহিয়াছে, তথাচ তুলসী কহে, পাপিয়া পক্ষীর মতে স্বাতী নক্ষত্রের জল ব্যতিরেকে সমুদায় ধূলি সমান।

উপল বরষি গরজত তরজি ডারত কুলিশ কঠোর।
চিতব কি চাতক জলদ তজি কবহুঁ আনকী ওর॥

মেঘ গর্জ্জন, তর্জ্জন ও শিলা বর্ষণ করিয়া কঠিন বজ্র নিক্ষেপ করিতেছে, তথাচ চাতক পক্ষী কি মেঘ পরিত্যাগ করিয়া কখন অন্যদিকে দৃষ্টিপাত করে?

উঁচো জাতি পাপীহরা পিয়ত ন নীচো নীর।
কৈ যাচৈ ঘনশ্যাম সো কৈ দুখ সহৈ শরীর॥

পাপিয়াপক্ষীই উচ্চজাতীয়, নীচের জল পান করে না। হয়, শ্যাম জলধরের নিকট জল প্রার্থনা করে, না হয় শরীরের দুঃখ সহিয়া থাকে।

প্রভু তরুতর কপি ডারপর তে কিয় আপু সমান।
তুলসী কহুঁন রাম সে সাহেব শীলনিধান॥

প্রভু তরুতলে আর বানরগণ শাখার উপর। তিনি তাহাদিগকে আপন সমান করিয়াছেন। তুলসী বলে, রামের সমান সুশীল প্রভু কোথাও নাই।

তুলসী সন্তনতে সুনে সন্তত ইহৈ বিচার।
তন ধন চঞ্চল অচল জগ যুগ যুগ পর-উপকার॥

তুলসী কহে, সাধুগণ-সমীপে সতত এই বিচার শুনিতে পাই যে, দেহ ধন চঞ্চলই অস্থায়ী; জগতে কেবল পরোপকারই যুগ-যুগান্তরস্থায়ী হইয়া থাকে।

নীচ নিচাঈ নহি তজৈ জো পাবত সতসঙ্গ।
তুলসী চন্দন বিটপ বাসি বিন্থ বিষ ভে ন ভুজঙ্গ॥

নীচজন সাধুসঙ্গ পাইলেও নীচত্ব ত্যাগ করে না। তুলসী কহে, ভুজঙ্গ চন্দন-তরুতে বাস করিলেও বিষ বর্জ্জিত হয় না।

কবীরের কৃত।

ঐসেরে জনম জরি যায় জগ আয়্ কে।
আপনি জু কায়া পোষে ঔরে কল্লায়কে॥
কোই পুজে কঙ্কর পথর মুরতি বনায়কে।
জিন্ সাহেবনে কায়া সির্জা তাহে বিসরায়কে।
কোই মারে মেড়া বকরা দুর্গা বনবায়কে।
আপন জিয়রা পালে পাপী পরজী সতায়কে॥
কোই সতাবে মাতা পিতা গুরু তিরা বুলায়কে।
আপন উদর ভরে পাপী হরি বিসরায়কে॥
কোই করে দান দক্ষিণা ব্রাহ্মণ বুলায়কে।
কোই হরে পরধন গলে ফাঁসী লায়কে॥
কহত কবীরা বানী শুনো মন লায়কে।
রামকে ভজন্ বিন্ মরোগে বৌরায়কে॥

জগন্মণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়া এইরূপেই জন্ম জলিয়া যায়। লোকে অন্যকে অতিশয় দুঃখ দিয়া আপন শরীর পোষণ করে। যে প্রভু দেহ সৃজন করিয়াছেন, কেহ তাঁহাকে বিস্মরণ পূর্ব্বক কঙ্কর ও প্রস্তরের মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া পূজা করে। কেহ বা দুর্গা-প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া ছাগ ও মেষ বিনাশ করে। পাপাত্মা ব্যক্তি পরের প্রাণে পীড়া দিয়া আপন জীবন পালন করে। কেহ বা দারপরিগ্রহ করিয়া পিতা মাতা গুরুকে পীড়ন করে। পাপী ব্যক্তি হরিকে বিস্মৃত হইয়া আপনার উদরই পরিপূর্ণ করে। কেহ ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করিয়া দান দক্ষিণা করে। কেহ বা গলায় ফাঁসি দিয়া পরধন হরণ করে। কবীর কহে, মনোযোগ পূর্ব্বক এই বাক্য শ্রবণ কর, রামভজন না করিলে ক্ষিপ্ত হইয়া মরিবে।

পণ্ডিত বাদ বদে সো ঝুঁঠা।
রামকে কহে জগৎ গৎ পাবে খাঁড় কহে মুখ মীঠা॥
পাবক কহে পাঁও যো ডাঢ়ে জল কহে তৃষা বুঝাঈ।
ভোজন কহে ভূখ যো ভাগে তৌ দুনিয়াঁ তর যাঈ॥
বিন্ দেখে বিন্ দরশ পরশ বিন্ নাম লিয়ে ক্যা হোঈ।
ধন্‌কে কহে ধনী যো হোবে নির্দ্ধন রহে ন কোঈ॥
নরকে সাথ সূআ হরিবোলে হরিপ্রতাপ নহি জানে।
যো কবহী উড়িযায় জঙ্গল কো তৌ হরিস্মরতি ন আনে॥

পণ্ডিতেরা যে বাদানুবাদ করেন, তাহা মিথ্যা। রাম বলিলেই যদি লোক পরিত্রাণ পায়, তবে খাঁড় বলিলেই মুখ মিষ্ট হইতে পারে। যদি অগ্নি বলিলে পা দগ্ধ হয় ও জল বলিলে তৃষ্ণা-নিবারণ হয়, আর যদি ভোজন বলিলে ক্ষুধা-নিবৃত্তি হয়, তবে রাম বলিলেই লোক নিস্তার পাইবে। দর্শন ও স্পর্শন না করিয়া কেবল নামোচ্চারণ করিলে কি হয়? ধন বলিলেই যদি ধনী হয়, তবে আর কেহ নির্দ্ধন থাকে না। মনুষ্যের সঙ্গে শুকপক্ষী হরিনাম করে, কিন্তু হরির মহিমা জানে না। যদি কখন সে জঙ্গলে উড়িয়া যায়, তবে আর হরি-স্মরণ করে না। বিষয়-মায়া-সংযুক্ত দেহই সত্য, এই কথা বলা হরি-ভক্ত জনের পক্ষে হাস্যের বিষয়। কবীর কহে, রাম ভজন না করিলে বাঁধা পড়িয়া যমপুরে যাবি।

পাথর পূজে" হরি মিলে তো হম্ পূজৈ" পহাড।
মালা ফেরে হরি মিলে তো হম ভী ফৈরে" ঝাড় ॥

প্রস্তর পূজিলে যদি হরি-লাভ হয়, তবে আমি পাহাড় পূজা করি। মালা ফিরাইলে যদি হরি-লাভ হয়, তবে আমিও গাছের ঝাড় ফিরাই।

নীকো নীকী বাত করো হক না হক করতে ঢুঁদা।
কঁঠী বাঁধ হরি মিলে" তো বন্দা বাঁধে কুঁদা ॥

ভাল কথা বল, বৃথা চীৎকার করিতেছ। গলায় কণ্ঠী বাঁধিলে যদি হরিকে পাওয়া যায়, তবে এ অধীন কাঠের কুঁদো বাঁধিবে।

মলূকদাসের কৃত।

দীনবন্ধু দীননাথ মেরে তন্ হেরিয়ে।
সোনেকা সোনৈয়া নহিঁ, রূপেকা রূপৈয়া নহিঁ ॥
কৌড়ি পয়সা গাঁঠ নাহি, যাসো কুচ্ছ লীজিয়ে।
খেতি নহিঁ, বারি নহিঁ, বনিজ-ব্যাপার নহিঁ।
ঐসা কোই সাহু নহিঁ যাসো কুচ্ছ লীজিয়ে ॥
ভাই নহিঁ, বন্ধু নহিঁ কুটুম কবীলা নহিঁ।
ঐসা কোই মিত্র নহিঁ, যাকে ঢিগ লাগিয়ে।
কহে তো মলূকদাস, ছোড় দে পরাই আশ;
ঐসা ধনী পায়কে শরণ কাকে যাইয়ে ॥

হে দীনবন্ধু দীননাথ! আমার প্রতি দৃষ্টিপাত কর। আমার সোনার মৌহর নাই, রূপার টাকাও নাই, কড়ি ও পয়সাও গাঁটে নাই যে, তাহাতে কিছু ক্রয় করি। চাষও নাই, বাগানও নাই, বাণিজ্য-ব্যাপারও নাই, এমন কোন মহা-

জনও নাই যে, তাহা হইতে কিছু প্রাপ্ত হই। ভাইও নাই, বন্ধুও নাই, কুটুম্বও পরিবারও নাই, এমন কোন মিত্রও নাই যে, তাহার শরণ লই। মলুকদাস কহিতেছে, পরের আশা পরিত্যাগ কর। এমন ধনী প্রাপ্ত হইয়া আর কাহার শরণ লইবে?

দাদূর কৃত।

দাদূ দুনিয়াঁ বাবরী পাথর পূজন যায়।
ঘর্‌কী চক্কী ন পূজে যাকা পীসা খায়॥

দাদূ কহে, জগতের লোক ক্ষিপ্ত; তাহারা প্রস্তর পূজা করিতে গমন করে, কিন্তু নিজ গৃহের যে প্রস্তরময় চক্রে * পেষিত সামগ্রী ভোজন করে, তাহার পূজা করিতে প্রবৃত্ত হয় না।

রৈদাসের কৃত।

মাটিকো পুঁত্‌লা কৈসোকে নাচত হৈ।
শুন বোলি দেখ্ দেখ্ দৌড়েহি ফিরত হৈ॥
যো কুছ্ পাবে তৌ গরব করত হৈ।
মায়া গই তব রোনে লাগত হৈ॥
মন বচ করম রস বস হি লোভা না।
বিনস্ গই তন্ কাঁহা বা সমানা॥
কহে রৈদাস বাজিগর ভাঈ।
বাজিগরসো প্রীত বন আঈ॥

মাটীর পুতুল কেমন নৃত্য করিতেছে। শুনিয়া, বলিয়া, দেখিয়া, কো দৌড়িয়া বেড়াইতেছে। যদি কিছু পায়, তবেই গরিমা প্রকাশ করে, আর যা ধন নষ্ট হয়, তাহা হইলেই ক্রন্দন করিতে থাকে। মন, বাক্য ও কর্ম দ্বারা জী বিষয়-রসের বশীভূত হইয়া প্রলুব্ধ থাকে, কিন্তু শরীর নষ্ট হইলে কোথায় যাই থাকিবে? রৈদাস কহে, হে ভাই বাজিকর! বাজিকরের সহিত প্রীতি কর।

মীরাবাইয়ের কৃত।

মেরে গিরিধর গোপাল দূসরো ন কোঈ।
যাকে শির মোরমুকুট মেরে পতি সোঈ॥

---

* জাঁতা।

কৌস্তুভমণিকণ্ঠ পদি ॰ উরসি দেশ জোঈ।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম কণ্ঠমাল সোঈ॥
মৈ তো আই ভক্তি জানি যুক্তি দেখি ভোঈ॥
অাঁসুআন জল সাঁচি সাঁচি প্রেমবীজ বোঈ।
সাধুন্ সঙ্গ্ বৈঠি বৈঠি লোকলাজ খোঈ।
অবতো বাত ফয়ল গয়ী জানে সব কোঈ॥
প্রেমকী মথানী মথি যুক্তিসে বিলোঈ।
মাখন ঘৃত কাড়ি লেত ছাঁছ পিয়ে কোঈ॥
রাজন ঘর জন্ম লেত সবে বাত হোঈ।
মীরা প্রভু লগন লগী হোনি হো সোঁ হোঈ॥

গিরিধর গোপালই আমার, দ্বিতীয় কেহ নাই। যাঁহার মস্তকে ময়ূরমুকুট, তিনিই আমার পতি। তাঁহার গলায় কৌস্তুভমণি ও বক্ষঃস্থলে ভৃগু-পদ-চিহ্ন দেখা যায়। তিনি শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ও কণ্ঠমালায় সুশোভিত। আমি তো ভক্তি জানিয়া আসিয়াছি, যুক্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। অশ্রুজল সেচন করিয়া প্রেম-বীজ বপন করিয়াছি। সাধুগণের সহিত উপবেশন করিয়া লোক-লজ্জা ক্ষয় করিয়াছি। এখন তো কথা প্রচার হইয়াছে, সকল লোকই জানে। প্রেমরূপ মন্থন-দণ্ড দ্বারা যুক্তি পূর্ব্বক মন্থন করিয়া আমি মাখন ঘৃত বাহির করিয়া লই-তেছি, যে হয় কেহ ঘোল খাক্। রাজগৃহে জন্মগ্রহণ করাতে সকল সুখ-সম্ভোগই হইতে পারে, কিন্তু প্রভুর প্রীতি মীরার প্রেমানুরাপ হইয়াছে; ইহাতে যা হবার তা হউক।

সধন-কৃত।

নৃপকন্যাকে কারণ ভয়া এক ভেখধারী।
কামারথি স্বারথি ওয়াকোঁ পয়েজ সম্ভারি॥
তব গুণ কহা জগৎগুরা জো পাপ করম ন নাশৈ।
সিংহ শরণ কৎ যাইয়ে জো জম্বুক গ্রাসৈ।
এক বুঁদকে কারণ চাতক্ নিত দুঃখ্ পাবে।
প্রাণ গয়ে সাগর মিলে পুন কাম ন আবে॥
মৈঁ নহি প্রভু হো নহি কুছ অহৈ ন মোরা।
আবসর্ লজ্জা রাখ্ লে সধনা, জন্ তোরা॥

কোন স্বার্থপর ব্যক্তি রাজকন্যার নিমিত্ত কামরধারীর * ভেক ধারণ করে, তুমি তাহার ক্লেশ জানিয়া মানস পূর্ণ করিয়াছিলে। যদি পাপকর্ম্মের নাশই না হয়, তবে হে জগদ্‌গুরু! তোমার মহিমা কি? যদি জম্বুকেই গ্রাস করে, তবে সিংহের শরণ কেন লইবে? এক বিন্দু জলের নিমিত্ত চাতকপক্ষী নিরন্তর ক্লেশ পায়। যদি তার প্রাণবিয়োগ হয়, আর সাগরও মিলে, তথাচ তাহাতে তাহার কোন কাজ দেখে না। আমি কিছু নই, আমারও কিছু নাই, হে প্রভু! তুমিই আছ; এ সময়ে লজ্জা হইতে রক্ষা কর, সধনা তোমারই।

* বাঁকের ন্যায় একটি বাঁশের দুই দিকে দুইটি শিকা থাকে এবং সেই শিকায় দুইটি ছোট পেটারা রাখা হয়। ইহাকেই কামর কহে। যাহারা সেই কামর স্কন্ধে লইয়া তীর্থযাত্রা করে, তাহাদেরই নাম কামরধারী।

পরিশিষ্ট সমাপ্ত।

শ্রীবিপ্র প্রসাদ রায়, এম, এ; বি, এল,
উকিল,
নোয়াখালী।